আবু দাঊদ শরীফ

চতুর্থ খন্ড

ইমাম আবু দাঊদ (র)

আবূ দাঊদ শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক

সম্পাদনায়

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

অধ্যাপক আবদুল মালেক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবূ দাউদ শরীফ (চতুর্থ খণ্ড)
ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্‌সিজিস্তানী (র)
অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৮০
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১৫১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯০৩/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪২
ISBN : 984-06-0427-9
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৭
দ্বিতীয় সংরক্ষণ
শ্রাবণ ১৪১৩
রজব ১৪২৭
আগস্ট ২০০৬

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৪২.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (4th Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068

August 2006

E-mail:info@islamicfoundation-bd.org
Website:www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 242.00 ; US Dollar : 10.00

সূচীপত্র

অধ্যায় কুরবানী

শিকার সম্পর্কীয় হাদীছ

অধ্যায় ঃ ওসীয়াত

কিতাবুল ফারাইয

অধ্যায় ঃ কর-খাজনা, অনুদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব

কিতাবুল জানাজা

অধ্যায় ঃ শপথ ও মানতের বিবরণ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

অধ্যায় ঃ বিচার

অধ্যায় ঃ শিক্ষা-বিদ্যা (জ্ঞান-বিজ্ঞান)

অধ্যায় ঃ পানীয়

অধ্যায় ঃ খাদ্যদ্রব্য

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে 'সুনানু আবূ দাঊদ'। এটির সংকলক ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইন্‌তিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবূ দাঊদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্‌কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্‌বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্‌মে হাদীসের জগতে সুনানু আবূ দাঊদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

'সুনানু আবূ দাউদ' সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র), কুতায়বা ইব্ন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবূ দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ্ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবূ দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ 'মুসলিম'-এর ভূমিকায় বলেন, আবূ দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবূ দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্নে মাখলাদ (র) বলেন, "হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।" আবূ সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।"

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯৭ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

كِتَابُ الْجِهَادِ

কিতাবুল জিহাদ

(বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম)

কিতাবুল জিহাদ

বাকী অংশ

١ . بَابُ فِيْ الْاَسِيْرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ

১. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম বন্দীকে কাফির হতে বাধ্য করা

٢٦٤١ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ وَ خَالِدٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلٰى رَأْسِهٖ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَ يُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ عَظْمِهٖ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ وَ اللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَ حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ وَ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَعْجَلُوْنَ ـ

২৬৪১. 'আমর ইবন 'আওন (র.)...খাব্বাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম যখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় ডোরাদার চাদর মাথার নীচে রেখে শুয়ে ছিলেন। আমরা তাঁর নিকট অভিযোগ করে বললাম ঃ আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন না? একথা শোনার পর তিনি ক্রোধে রক্তিম চেহারা নিয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের আগে যারা ছিল, (ঈমান আনার কারণে) সে ব্যক্তিকে ধরে আনা হত, এরপর তার জন্য যমীনে গর্ত খোঁড়া হত, (তাতে আটকে রেখে) করাত এনে তার মাথায় রেখে তা দু'খণ্ড করা হত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে তার দীন পরিত্যাগ করত না। আর লোহার কাঁটাযুক্ত চিরুনি দিয়ে শরীরের মাংস ও মাংসপেশীতে আঁচড়ে হাড় হতে তা বিচ্ছিন্ন করা হত। তবু সে তার দীন পরিত্যাগ করত না। আল্লাহ্‌র শপথ! এই দীনকে আল্লাহ-তা'আলা এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, এমন কি একজন পথচারী যানবাহনে সান'আ ও হাযারামাউতের মাঝে চলাচল করবে, আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সে ভয় করবে না। আর বাঘের কবল হতেও ছাগল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু তোমরা বেশী জল্‌দি করছ।

٢ . بَابُ فِيْ حُكْمِ الْجَاسُوْسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

২. অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচর মুসলিম হলে

٢٦٤٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَ حَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ وَ كَانَ كَاتِبًا لِعَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَ الزُّبَيْرُ وَ الْمِقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَّعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقَا يَتَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا هَلُمِّى الْكِتَابَ قَالَتْ مَا عِنْدِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْتُ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهٖ النَّبِيَّ ﷺ فَاِذَا هُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُ هُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا حَاطِبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ فَاِنِّى كُنْتُ اَمْرًا مُلْصِقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَ لَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَ اِنَّ قُرَيْشًا لَهُمْ بِهَا قَرَابَات يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ بِمَكَّةَ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ بِهَا وَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ بِيْ كُفْرٌ وَّلاَ اَرْتِدَادٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَّقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَّمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .

২৬৪২. মুসাদ্দাদ (র.)...আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা.)-এর করণিক 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে, যুবায়র ও মিকদাদকে পাঠালেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ তোমরা 'খাখ' নামক বাগানের নিকট গিয়ে পৌঁছ। সেখানে জনৈক মহিলার কাছে একটা চিঠি পাবে, তোমরা সেটা তার থেকে নিয়ে এস। আমরা অতি দ্রুত আমাদের ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে পৌঁছলাম এবং আমরা সে মহিলাকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম ঃ তোমার কাছে যে চিঠি আছে, তা দিয়ে দাও। সে বললো ঃ আমার নিকট কোন চিঠি নেই। তখন আমি বললাম ঃ অতিসত্বর চিঠি বের করে দাও, নইলে আমরা তোমার কাপড় খুলে ফেলব (অর্থাৎ উলঙ্গ করে চিঠি বের করব)। রাবী বলেন ঃ তখন সে মহিলা তার চুলের খোঁপার ভিতর হতে সে চিঠি বের করে দেয়। আমরা সে চিঠি নিয়ে নবী ﷺ -এর

কাছে এলাম। দেখা গেল যে, তা হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাআ কর্তৃক লিখিত মক্কার মুশরিকদের কাছে একখানা চিঠি, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গতিবিধি সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। তিনি বললেন ঃ হে হাতিব! এটা কি? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার প্রতি (শাস্তির ব্যাপারে) জলদি করবেন না। আমি কুরায়শদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিলাম, যদিও আমি তাদের বংশীয় নই। যারা কুরায়শ বংশীয়, তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে আছে; আর ঐ কাফিররা আত্মীয়তার কারণে মক্কাতে তাদের ধন-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। মক্কার কুরায়শদের সাথে যখন আমার ঘনিষ্ঠতা নেই, তখন আমি চাইলাম আমি তাদের ব্যাপারে এমন কিছু করি, যার ফলে তারা আমার পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ্‌র শপথ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার মধ্যে কুফরী ও অবিশ্বাসের কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে তোমাদের কাছে সত্য কথা বলেছে। 'উমর (রা.) বললেন ঃ আমাকে মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর তুমি কি জান না যে, বদরী মুজাহিদদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ সুসংবাদ দিয়েছেন? তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা যা খুশী কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"

٢٦٤٣ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ اِلٰى اَهْلِهِ مَكَّةَ اَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ سَارَ اِلَيْكُمْ وَقَالَ فِيْهِ قَالَتْ مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ فَانْتَحْنَاهَا فَمَا وَجَدْنَا مَعَهَا كِتَابًا فَقَالَ عَلِيٌّ وَّ الَّذِىْ يُحْلَفُ بِهٖ لَاَقْتُلَنَّكِ اَوْلَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

২৬৪৩. ওহাব ইবন বাকীয়্যা (র.)...আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র.) উক্ত ঘটনাটি 'আলী (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, (মক্কা অভিযানের প্রাক্কালে) হাতিব সরে পড়ল এবং মক্কাবাসীদের কাছে (গোপনে) লিখলো ঃ মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের দিকে যাচ্ছেন। উক্ত বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সে মহিলাটি বলেছিল ঃ আমার কাছে কোন চিঠি নেই। তখন আমরা তার উটকে বসিয়ে তদন্ত করি, কিন্তু আমরা তার কাছে কোন চিঠি পাইনি। তখন 'আলী (রা.) বলেন ঃ যে সত্ত্বার শপথ করা হয়, তার শপথ করে বলছি ঃ হয়ত তুমি চিঠি বের করে দেবে, নয়ত আমি তোমাকে কতল করে ফেলব। এভাবে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٣ . بَابٌ فِى الْجَاسُوْسِ الذِّمِّىِّ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীর গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে

٢٦٤٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَلَّبٍ اَبُوْهَمَّامٍ الدَّلَّالُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِهٖ وَكَانَ عَيْنًا لِّاَبِىْ سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيْفًا لِّرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اِنِّى مُسْلِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنِّى مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ اِلٰى اَيْمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ .

২৬৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...ফুরাত ইব্ন হায়্যান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কতল করার নির্দেশ দেন। আর এ সময় তিনি আবূ সুফিয়ানের গুপ্তচর ছিলেন। তিনি আনসারদের জনৈক ব্যক্তির সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। আনসারদের মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমি মুসলমান। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো বলছে, "আমি মুসলমান"। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে, যাদেরকে আমি তাদের ঈমানের উপর সোপর্দ করি। ফুরাত ইব্ন হায়্যান তাদের একজন।

٤ . بَابُ فِى الْجَاسُوْسِ الْمُسْتَامِنِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে

٢٦٤٥ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهٖ ثُمَّ انْسَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اطْلُبُوْهُ فَاقْتُلُوْهُ قَالَ فَسَبَقْتُهُمْ اِلَيْهِ فَقَتَلْتُهٗ وَاَخَذْتُ سَلَبَهٗ فَنَفَّلَنِىْ اِيَّاهُ .

২৬৪৫. হাসান ইব্ন আলী (র.)... সালামা ইবন আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এর নিকট মুশরিকদের একজন গুপ্তচর আসে, এ সময় তিনি সফরে ছিলেন। গুপ্তচর লোকটি তাঁর সাহাবীদের কাছে বসে, পরে সেখান থেকে গোপনে কেটে পড়ে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাকে খুঁজে বের কর এবং তাকে কতল কর। রাবী বলেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম তাকে পাই এবং তাকে হত্যা করে তার জিনিস-পত্র নিয়ে নেই। তিনি ﷺ আমাকে ঐসব জিনিস-পত্র দিয়ে দেন।

٢٦٤٦ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ وَهِشَامًا حَدَّثَاهُمْ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنِىْ اَيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنِىْ اَبِىْ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

هَوَازِنَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى وَعَامَّتُنَا مُشَاةٌ وَفِيْنَا ضَعْـــفَةٌ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ، عَلٰى جَمَلٍ اَحْـمَرَ فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِّنْ حَقْوِ الْبَعِيْـرِ فَقَيَّدَ بِهٖ جَمَلَهٗ ثُمَّ جَاءَ يَتَغَدّٰى مَعَ الْقَوْمِ فَلَمَّا رَاٰى ضَعْفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْـرِهِمْ خَرَجَ يَعْـدُوْ اِلٰى جَمَلِهٖ فَاَطْلَقَهٗ ثُمَّ اَنَاخَهٗ فَقَعَدَ عَلَيْـهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهٗ وَاتَّبَعَهٗ رَجُلٌ مِّنْ اَسْلَمَ عَلٰى نَاقَةٍ وَّرْقَاءَ هِيَ اَمْثَلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ قَالَ فَخَرَجْتُ اَعْدُوْ فَاَدْرَكْتُهٗ وَرَاسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ االنَّاقَةِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكَ الْجَمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى اَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَاَنَخْـتُهٗ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْـبَتَهٗ بِالْاَرْضِ اخْـتَرَطْتُ سَيْـفِيْ فَاَضْـرِبُ رَاْسَهٗ فَنَدَرَ فَجِئْتَ بِرَاَحِلَتِهٖ وَمَا عَلَيْـهَا اَقُوْدُهَا فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ مُقْبِلاً فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ فَقَالُوْا سَلَمَةُ بْنُ الْاَكْوَعِ فَقَالَ لَهٗ سَلَبُهٗ اَجْمَعُ قَالَ هَارُوْنَ هٰذَا لَفْظُ هَاشِمٍ ٠

২৬৪৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)... আয়াস ইব্‌ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথী হিসাবে 'হাওয়াযিন' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। একদা আমরা দুপুরের খানা খাচ্ছিলাম। আর আমাদের অধিকাংশ লোক ছিল পদাতিক এবং শারীরিকভাবে দুর্বল। ইত্যবসরে লাল উটে সওয়ার হয়ে সেখানে একজন আসে এবং উটের কোমর হতে একটা রশি খুলে নিয়ে তা দিয়ে তার উটকে বাঁধে। এরপর সে আমাদের সাথে খানা খেতে থাকে। যখন সে তাদের দুর্বলতা ও বাহনের অপ্রতুলতা দেখতে পায়, তখন সে দৌড়ে তার উটের কাছে চলে যায় এবং তাকে বাঁধনমুক্ত করে। পরে সে উটকে বসিয়ে, তার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত পলায়ন করতে থাকে। তখন আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার ধূসর বর্ণের উটের পিঠে সওয়ার হয়, যা ছিল আমাদের বাহনের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং তার পশ্চাদধাবন করতে থাকে। রাবী বলেন ঃ আমিও অতি দ্রুত দৌড়ে তার কাছে পৌছে যাই। এ সময় আসলাম গোত্রীয় ব্যক্তির উটের মাথা ছিল গুপ্তচরের উটের কাছাকাছি এবং আমিও ছিলাম উটের নিকটে। এরপর আমি অগ্রবর্তী হয়ে তার উটের লাগাম ধরে ফেলি এবং সেটিকে বসিয়ে ফেলি। যখন উটটি তার পার্শ্বদেশ যমীনে রাখে, তখন আমি খাপ হতে তরবারি বের করে গুপ্তচরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করি। এরপর আমি তার উট এবং তার পিঠের যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে তাঁর নিকট হাযির হই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকলের মাঝখান দিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে এই লোকটিকে হত্যা করেছে? তখন তারা বললেন ঃ সালামা ইব্‌ন আক্ওয়া'। তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পদের মালিক সালামা।

٥ . بَابُ فِىْ اَىِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের জন্য উত্তম সময় কোন্‌টি ?

٢٦٤٧ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ النُّعْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُقَرِّنِ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ .

২৬৪৭. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নু'মান অর্থাৎ ইব্‌ন মুকাররান বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে হাযির থাকতাম। তিনি যখন পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তখন তা পিছিয়ে দিতেন–এমন কি সূর্য অস্তগামী হত, বাতাস প্রবাহিত হত এবং সাহায্য নাযিল হত।

٦ . بَابُ فِىْ مَا يُؤْمَرُ بِهٖ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় চুপ থাকা

٢٦٤٨ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ ح وَثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىِّ ثَنَا هِشَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ ثَنِىْ مَطَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

২৬৪৮. মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)...কায়স ইব্‌ন 'আব্বাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ যুদ্ধের সময় উঁচুস্বরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন।
উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (র.)...আবূ বুরদাহ (রা.) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٧ . بَابُ فِى الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় বাহন হতে অবতরণ করা

٢٦٤٩ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا لَقِىَ النَّبِىُّ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَانْكَشَفُوْا نَزَلَ عَنْ بَغْلَتِهٖ فَتَرَجَّلَ .

২৬৪৯. 'উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)...বারা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুনায়নের যুদ্ধের দিন নবী ﷺ যখন মুশরিক বাহিনীর মুকাবিলা করেন, তখন (প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে) মুসলিম বাহিনী ছত্রভংগ হয়ে যায়। এ সময় তিনি ﷺ তাঁর খচ্চর হতে অবতরণ করেন এবং পায়ে হেঁটে চলেন।

٨ . بَابُ فِى الْخَيْلاَءِ فِى الْحَرْبِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে শৌর্য-বীর্য দেখান

٢٦٥٠ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ ثَنَا اَبَانٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جَابِرِ بْنَ عَتِيْكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ مِنَ الْغَيْـرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَ مِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ فَاَمَّا الَّتِىْ يُحِبُّهَا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَالْغَيْـرَةُ فِى الرِّيْبَةِ وَاَمَّا الَّتِىْ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِىْ غَيْرِ رِيْبَةٍ وَاِنَّ مِنَ الْخُيَلاَءِ مَايُبْغِضُ اللّٰهُ وَ مِنْهَا مَا يُحِبُّ اللّٰهُ فَاَمَّا الْخُيَلاَءُ الَّتِىْ يُحِبُّ اللّٰهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَاَمَّا الَّتِىْ يُبْغِضُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَاخْتِيَالُهُ فِى الْبَغْىِ قَالَ مُوْسٰى وَالْفَخْرِ .

২৬৫০। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম ও মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)... ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন 'আতীক (রা.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন, গায়রাত (শৌর্য-বীর্য) দু'ধরনের। একটি হলো–যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন এবং অপরটি–যা আল্লাহ্ অপসন্দ করেন। ঐ গায়রাত–যা মহান আল্লাহ্ পসন্দ করেন, তা হলো–সন্দেহের স্থানে গায়রাতের প্রদর্শন। আর যে গায়রাত আল্লাহ্ অপসন্দ করেন, তা হলো–যেখানে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই, সেখানে গায়রাত দেখান।

একই রূপে অহংকার–যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। যে অহংকার আল্লাহ্ পসন্দ করেন, তা হলো–যুদ্ধের সময় ব্যক্তির দাম্ভিকতা প্রকাশ করা এবং সাদাকা দেওয়ার সময়ও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করা। আর ঐ গর্ব, যা মহান আল্লাহ্‌র নিকট অপ্রিয়, তা হলো–গর্বভরে অপরের উপর তার অত্যাচার করা। রাবী মূসা বলেন ঃ অহংকার প্রকাশ করা।

٩ . بَابُ فِى الرَّجُلِ يُسْتَاْسَرُ!

৯. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রু দ্বারা ঘেরাও হলে

٢٦٥١ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ جَارِيَةِ الثَّقَفِىْ حَلِيْفُ بَنِىْ زُهْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ

ﷺ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةً عَيْنًا وَّاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَنَفَرُوْا لَهُمْ
هُذَيْلٌ بِقَرِيْبٍ مِّنْ مِّائَةِ رَجُلٍ رَّامٍ فَلَمَّا اَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ لَّجَأُوْا اِلٰى قَرْدَدٍ فَقَالُوْا لَهُمْ
اُنْزِلُوْا فَاعْطُوْا بِاَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ اَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ اَحَدًا فَقَالَ عَاصِمٌ اَمَّا اَنَا
فَلَا اُنْزِلُ فِىْ ذِمَّةِ كَافِرٍ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِىْ سَبْعَةِ نَفَرٍ وَّنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلٰثَةُ
نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَّزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ
اَطْلَقُوْا اَوْ تَرَقْسِيِّهِمْ فَرَبَطُوْهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لَا اَصْحَبُكُمْ
اِنَّ لِىْ هٰؤُلَاءِ لَاُسْوَةً فَجَرُّوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوْهُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا
قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهٖ لِيَقْتُلُوْهُ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُوْنِىْ اَرْكَعْ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنْ تَحْسَبُوْا مَابِىْ جَزَعًا لَزِدْتُّ .

২৬৫১. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশ ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করেন এবং 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা.)-কে তাদের নেতা নির্ধারণ করেন। তখন হুযায়ল গোত্রের প্রায় একশত তীরন্দায তাদের প্রতিরোধে বেরিয়ে আসে। এরপর 'আসিম যখন তাদের দেখল, তখন এক উঁচু টিলায় আত্মগোপন করল। কাফিররা তাদের বলল ঃ তোমরা নেমে এস এবং আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের সাথে এই ওয়াদা যে, আমরা তোমাদের কাউকে কতল করব না। তখন 'আসিম বললেন ঃ আমি তো কাফিরের দেওয়া নিরাপত্তায় নামা অপসন্দ করি। তখন তারা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করে এবং 'আসিমসহ তাঁর সাতজন সাথীকে হত্যা করে। অবশিষ্ট তিনজন কাফিরের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তায় নেমে আসে। এঁদের মাঝে ছিলেন–খুবায়ব, যায়দ ইব্ন দাছিনা এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক)। যখন তাঁরা কাফিরদের নাগালের মাঝে পৌঁছলেন, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ওদের বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ এই-ই তো প্রথম চুক্তি লংঘন। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনই তোমাদের সাথে যাব না; বরং আমি আমার (শহীদ) সাথীদের সাথে মিলিত হওয়াকে পসন্দ করি। তখন কাফিররা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিতে চাইলে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। ফলে, তারা তাঁকেও হত্যা করে। খুবায়ব তাদের হাতে বন্দী থাকেন এবং তাঁকে হত্যার ব্যাপারে কাফিররা একমত হয়। এ সময় খুবায়ব তাঁর লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করার জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নেয়। অবশেষে কাফিররা যখন তাঁকে হত্যা করার জন্য বের হল, তখন খুবায়ব তাদের বলল ঃ আমাকে এতটুকু সময় দাও, যাতে আমি দু'রাকআত সালাত আদায় করতে পারি। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! যদি তোমরা এরূপ মনে না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে সালাতে বেশী সময় নিচ্ছি, তবে আমি অবশ্যই আরো বেশী করে সালাত আদায় করতাম।

٢٦٥٢ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ نَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ بْنِ جَارِيَةِ الثَّقَفِيُّ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

২৬৫২. ইব্‌ন 'আওফ (র.)...আমর ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন জারিয়া ছাকাফী (রা.), যিনি বনূ যুহরা গোত্রের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর অন্যতম সাথী ছিলেন, তিনিও এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

١٠ . بَابُ فِى الْكُمَنَاءِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকা

٢٦٥٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ اُحُدٍ وَكَانُوْا خَمْسِيْنَ رَجُلاً عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَالَ اِنْ رَأَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوْا مِنْ مَّكَانِكُمْ هٰذَا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ وَاِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَ اَوْطَانَا هُمْ فَلاَ تَبْرَحُوْا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ قَالَ فَانَا وَاللّٰهِ رَاَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدُّنَ عَلَى الْجَبَلِ فَقَالَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرِ الْغَنِيْمَةُ اَيْ قَوْمُ الْغَنِيْمَةَ ظَهَرَ اَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَنَاتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَاَتَوْهُمْ فَصُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ وَاَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ .

২৬৫৩। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...বারা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র (রা.)-কে পঞ্চাশজন তীরন্দাযের নেতা নির্বাচিত করেন এবং বলেন, যদি তোমরা দেখ যে, পাখী আমাদের দেহের গোশত ছিঁড়ে খাচ্ছে (অর্থাৎ আমরা মারা গেছি.) তবু তোমরা তোমাদের এ অবস্থান পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের ডেকে নেওয়া হয়। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছি, তবু তোমরা তোমাদের এ অবস্থান পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের ডেকে নেওয়া হয়।

রাবী বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তাদের পর্যুদস্ত করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এ সময় আমি কাফির রমণীদের পাহাড়ে চড়তে দেখেছি, (প্রাণ রক্ষার জন্য)।

তখন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়র (রা.)-এর সাথীরা বলেন ঃ হে লোক সকল, গনীমতের মাল সংগ্রহ কর, তোমাদের সাথীরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। তোমরা এখন কিসের জন্য অপেক্ষা করছ? তখন

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) বলেন ঃ তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়েছ? তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো মানুষের কাছে যাব এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করব। তারা চলে যায়, ফলে, (আল্লাহ্) তাদের মুখও ফিরিয়ে দেন এবং তারা পরাজয় বরণ করে।

١١ . بَابُ فِى الصُّفُوْفِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হওয়া

٢٦٥٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِى اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اصْطَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوكُمْ يَعْنِىْ غَشُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ .

২৬৫৪. আহমদ ইব্‌ন সিনান (র.).....হামযা ইব্‌ন আবূ উসায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বদর যুদ্ধের দিন বলেন ঃ যখন কাফিররা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। আর তোমরা তোমাদের কিছু তীর অবশিষ্ট রাখবে।

١٢ . بَابُ فِى سَلِّ السُّيُوْفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ দুশমন নিকটবর্তী হলে তরবারি বের করবে

٢٦٥٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَجِيْحٍ وَلَيْسَ بِالْمَلَطِىْ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ اَبِى اُسَيْدٍ السَّاعِدِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا اَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوْهُمْ بِالنَّبْلِ وَلَا تَسُلُّوْا السُّيُوْفَ حَتّٰى يَغْشُوْكُمْ .

২৬৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র.)... আবূ উসায়দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বদর যুদ্ধের দিন বলেন, যখন কাফিররা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। আর যতক্ষণ না তারা তোমাদের তরবারির নাগালের মধ্যে আসে, ততক্ষণ তরবারি বের করবে না।

١٣ . بَابُ فِى الْمُبَارَزَةِ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে

٢٦٥٦ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ تَقَدَّمَ يَعْنِى عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَاَخُوْهُ فَنَادٰى

مَنْ يَّتَبَارِزُ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ اَنْتُمْ فَاخْبَرُوْهُ فَقَالَ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ اِنَّمَا اَرَدْنَا بَنِىْ عَمِّنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُمْ يَاحَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِىُّ قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَاقْبَلَ حَمْزَةُ اِلَى عُتْبَةَ وَاُقْبَلْتُ اِلَى شَيْبَةَ وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيْدِ ضَرْبَتَانِ فَاَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَقَتَلْنَا وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ .

২৬৫৬. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উতবা ইব্‌ন রাবী'আ যুদ্ধের ময়দানে আসে এবং তার পিছনে তার ছেলে (ওলীদ) ও ভাই (শায়বা)-ও আসে। এরপর সে চীৎকার দিয়ে বলল ঃ কে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হবে? তখন আনসারদের কয়েকজন যুবক তার সম্মুখীন হলে ওতবা জিজ্ঞাসা করে ঃ তোমরা কারা? তাঁরা তাকে তাঁদের পরিচয় দিলে সে বলে যে, তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা তো আমাদের চাচাত ভাইদের (কুরায়শদের) সাথে যুদ্ধ করতে চাই। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হে হামযা! উঠ, হে আলী! উঠ, হে 'উবায়দা ইব্‌ন হারিছ! উঠ। তখন হামযা 'উতবার দিকে এগিয়ে যায়, আমি শায়বার দিকে এগিয়ে যাই এবং আমরা উভয়ে আমাদের শত্রুকে বিনাশ করি। কিন্তু উবায়দা ও ওলীদ পরস্পরের আঘাতে যখম হয়। এরপর আমরা সম্মিলিতভাবে ওলীদের উপর হামলা করি এবং তাকে কতল করে ফেলি। আর আমরা (যুদ্ধের ময়দান হতে) 'উবায়দাকে (আহত অবস্থায়) উঠিয়ে নিয়ে আসি।

١٤ . بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ الْمُثْلَةِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ নাক-কান কাটা নিষিদ্ধ

٢٦٥٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ شَبَّاكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُنَىِّ بْنِ نُوَيْرَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً اَهْلُ الْاِيْمَانِ .

২৬৫৭। মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা ও যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র.)..আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হত্যার ব্যাপারে নিষ্কলুষ হত্যাকারী ব্যক্তি (যাতে নাক, কান কাটার মত নির্মম বর্বরতা নেই) ঈমানদার বটে।

٢٦٥٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْهَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ اَنَّ عِمْرَانَ اَبِقَ لَهُ غُلاَمٌ فَجَعَلَ لِلّٰهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ فَاَرْسَلَنِىْ لِاَسْئَلَ لَهُ فَاَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ فَاَتَيْتُ عِمْـرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ ·

২৬৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)...হায়্যাজ ইব্‌ন 'ইমরান (রা.) থেকে বর্ণিত। 'ইমরানের একটি গোলাম পালিয়ে যায়। তখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট এভাবে মানত করেন যে, যদি তিনি তাকে ফেরত পান, তবে তার একটা হাত অবশ্যই কেটে দেবেন। আর এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য 'ইমরান (রা.) আমাকে সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.)-এর নিকট পাঠান। তখন আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা দিতে উৎসাহিত করতেন এবং মুছলা (হাত, পা, ইত্যাদি কর্তন) করতে নিষেধ করতেন। এরপর আমি 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়নের কাছে যাই এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদাকা দিতে উৎসাহিত করতেন এবং মুছলা করতে নিষেধ করতেন।

١٥ . بَابُ فِىْ قَتْلِ النِّسَاءِ !

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের হত্যা সম্পর্কে

٢٦٥٩ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِبْنَ مَوْهَبٍ وَقُتَيْـبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْـدٍ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْـرَأَةً وُجِدَتْ فِىْ بَعْضِ مَغَازِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَقْـتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ·

২৬৫৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মাওহাব ও কুতায়বা অর্থাৎ ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)...আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত ছিলেন এরূপ কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে জনৈক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলা ও বাচ্চাদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

٢٦٦٠ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِيْسِىُّ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِىِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْـنِ رَبِيْـعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ الـلّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ فَرَاَى النَّاسَ مُجْـتَمِعِيْنَ عَلٰى شَىْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ انْظُرْ عَلٰى مَا اجْـتَمَعَ هٰؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْـرَأَةٍ قَتِيْلٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ قَالَ وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُبْنُ الْوَلِيْـدِ فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ قُلْ لِّخَالِدٍ لاَتَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَّلاَعَسِيْفًا ·

২৬৬০. আবূ ওলীদ তিয়ালিসী (র.)...রিবাহ ইব্‌ন রাবী' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। তিনি কিছু লোককে একস্থানে একত্রিত হতে দেখেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং বলেন ঃ দেখ তো এরা কি জন্য সেখানে একত্রিত

হয়েছে? তখন সে ব্যক্তি ফিরে এসে বলল ঃ তারা জনৈক নিহত মহিলার নিকট একত্রিত হয়েছে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ এ মহিলা তো কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি (একে মারা হলো কেন?)। তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ অগ্রবর্তী সেনাদলের নেতা হলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে বলেন ঃ খালিদকে বল, মহিলা ও মজদুর (খাদিম)-দের যেন হত্যা না করে।

٢٦٦١ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَبْقُوْا شَرْخَهُمْ .

২৬৬১. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.).....সামুর ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বয়োবৃদ্ধ মুশরিকদের হত্যা কর এবং তাদের বাচ্চাদের অবশিষ্ট রাখ (হত্যা করবে না)।

٢٦٦٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِبْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ تَعْنِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ الاَّ امْرَاَةٌ انَّهَا لَعِنْدِيْ تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَّبَطْنًا وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْتُلُ رِجَالَهُمْ بِالسُّوْقِ اذْهَتَفَ هَاتِفٌ بِاسْمِهَا ابْنَ فَلاَنَةُ قَالَتْ اَنَا قُلْتُ وَمَا شَأْنُكِ قَالَتْ حَدَثٌ اَحْدَثْتُهُ قَالَتْ فَانْطَلَقَ بِهَا فَضُرِبَتْ عُنُقُهَا قَالَتْ فَمَا اَنْسٰى عَجَبًا مِّنْهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَّبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ اَنَّهَا تُقْتَلُ .

২৬৬২। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনূ কুরায়যার মহিলাদের থেকে কোন মহিলাকে হত্যা করা হয়নি, কিন্তু একজন মহিলাকে (হত্যা করা হয়), যে আমার পাশে বসে কথা বলছিল এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ তাদের পুরুষদের এক বাজারে হত্যা করছিলেন। তখন জনৈক আহবানকারী সে মহিলার নাম ধরে ডাকে যে, অমুক মহিলা কোথায়? তখন সে বলে ঃ এই তো আমি। আমি ('আইশা) তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ তোমার ব্যাপার কি? তখন সে বলে ঃ আমি একটা ঘটনা ঘটিয়েছি, (অর্থাৎ সে নবী ﷺ-কে গালি দেয়)। 'আইশা (রা.) বলেন ঃ তখন সে (আহবানকারী) তাকে নিয়ে যায় এবং তার শিরশ্ছেদ করে। তিনি বলেন ঃ আমি সেই ঘটনাটি এখনো ভুলতে পারিনি। কেননা তার আচরণে তাজ্জবের ব্যাপার এই ছিল যে, সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল; অথচ সে জানত যে, তাকে হত্যা করা হবে!

٢٦٦٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّهُ لِسَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ

الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيْهِمْ وَنِسَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُمْ مِنْهُمْ وَكَانَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِيْنَارٍ يَقُوْلُ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ .

২৬৬৩. আহমদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সারাহ (র.)...সা'বাব ইব্‌ন জাছামা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন মুশরিকরা তাদের বিবি-বাচ্চাসহ তাদের ঘরে রাত্রিবাস করবে, এমতাবস্থায় রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের হত্যার ব্যাপারে হুকুম কি? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তারা তো তাদেরই দলভুক্ত।

'আমর অর্থাৎ ইব্‌ন দীনার বলেন ঃ তারা তো তাদের বাপ-দাদাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যুহরী বলেন ঃ এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলা ও বাচ্চাদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

١٦ . بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ দুশমনকে আগুনে না পোড়ানো

٢٦٦٤ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ ثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَّرَهُ عَلٰى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا وَقَالَ إِنْ وَجَدْتُّمْ فُلَانًا فَاحْرِقُوْهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِيْ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُّمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوْهُ وَلَا تُحَرِّقُوْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ .

২৬৬৪. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)...হামযা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এক যুদ্ধের সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ করেন। রাবী বলেন ঃ এরপর আমরা সে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়ি। এ সময় তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তোমরা অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দিবে। এরপর যখন আমি ফিরে চলি, তখন তিনি ﷺ আমাকে ডাকেন। আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলে তিনি বলেন ঃ যদি তোমরা অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাকে হত্যা করবে; কিন্তু তাকে আগুনে পোড়াবে না। কেননা, আগুনের রব ব্যতীত আর কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না।

٢٦٦٥ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْثٍ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتُّمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

২৬৬৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ও কুতায়বা (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তখন তিনি বলেন ঃ যদি তোমরা অমুক অমুক ব্যক্তিকে পাও। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেন।

٢٦٦٦ . حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ ابْنُ مُوْسٰى قَالَ نَا اَبُوْا اِسْحٰقَا الْفَزَارِىُّ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهٖ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَّعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هٰذِهٖ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ اِنَّهٗ لاَ يَنْبَغِىْ اَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ الاَّ رَبُّ النَّارِ ٠

২৬৬৬. আবূ সালিহ্ মাজবূব ইব্ন মূসা (র.)...'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগী ছিলাম। তিনি প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য যান। আমরা সেখানে একটা চড়ুই পাখি দেখতে পাই, যার সাথে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা চড়ুই পাখির বাচ্চা দু'টিকে ধরে ফেলি, ফলে পাখিটি (আমাদের মাথার উপর) ডানা মেলে উড়তে থাকে। এ সময় নবী ﷺ আসেন এবং বলেন ঃ এ চড়ুই পাখির বাচ্চা নিয়ে কে একে বিব্রত করছ? এর বাচ্চাকে তোমরা ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি ﷺ পিঁপড়ার সে গর্তটি দেখলেন, যা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কে এটি পুড়িয়েছে? আমরা বললাম ঃ আমরা পুড়িয়েছি। তখন তিনি বললেন ঃ আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া কেবল মাত্র আগুনের রব ছাড়া আর কারো জন্য উচিত নয়।

١٧ . بَابُ الرَّجُلِ يَكْرِىْ دَابَّتَهٗ عَلَى النِّصْفِ اَوِ السَّهْمِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে প্রাপ্য মালে-গনীমতের অর্ধাংশ বা পূর্ণাংশ প্রাপ্তির শর্তে যদি কেউ তার ভারবাহী পশু ভাড়া দেয়

٢٦٦٧ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ اَبُو النَّضْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ زُرْعَةَ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ حَدَّثَهٗ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ نَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَخَرَجْتُ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَقْبَلْتُ وَ قَدْ خَرَجَ اَوَّلُ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَطَفِقْتُ فِى الْمَدِيْنَةِ اُنَادِىْ اَلاَ مَنْ يَّحْمِلُ رَجُلاً لَّهٗ سَهْمُهٗ فَنَادٰى شَيْخٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَنَا سَهْمُهٗ عَلٰى اَن نَّحْمِلَهٗ عُقْبَةً وَّطَعَامُهٗ مَعَنَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ خَيْرِ صَاحِبٍ حَتّٰى اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَاَصَابَنِىْ قَلاَئِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتّٰى اَتَيْتُهٗ فَخَرَجَ فَقَعَدَ عَلٰى حَقِيْبِهٖ مِنْ حَقَائِبِ اِبِلِهٖ

ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُدْبِرَاتٍ ثُمَّ قَالَ سُقْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ فَقَالَ مَا اَرٰى قَلَائِصَكَ اِلاَّ كِرَامًا قَالَ اِنَّمَا هِيَ غَنِيْمَتُكَ الَّتِيْ شَرَطْتُ لَكَ قَالَ خُذْ قَلَائِصَكَ يَا ابْنَ اَخِيْ فَغَيْرُ سَهْمِكَ اَرَدْنَا ٠

২৬৬৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম দিমাশকী–আবূ নযর (র.)...ওয়াছিলা ইব্‌ন আস্‌কা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূক অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন। তখন আমি আমার গৃহে গমন করি, (কিন্তু যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি কিছুই করতে পারিনি)। আমি সেখান থেকে ফিরে আসি (এবং দেখি যে,) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের প্রথম দল বেরিয়ে পড়েছে। তখন আমি মদীনাতে এ বলে চিৎকার দিতে থাকি ঃ এমন কেউ আছ কি, যে এক ব্যক্তিকে তার বাহনে সওয়ার করাবে এবং তার গনীমতের মাল সে নিয়ে নেবে? তখন আনসারদের মধ্য হতে জনৈক বৃদ্ধ বলল ঃ আমি তার গনীমতের মাল এভাবে হাসিল করব যে, আমি তাকে আমার সাথে বহন করব এবং তাকে আমার খানাও খাওয়াব। আমি বললাম ঃ আমি এতে রাযী আছি। তিনি বললেন ঃ তবে আস এবং আল্লাহ্‌র বরকতের উপর ভরসা করে রওয়ানা হও।

রাবী বলেন ঃ আমি অতি উত্তম সাথীর সংগে রওয়ানা হলাম, এমনকি আল্লাহ্ আমাকে মালে-গনীমত প্রদান করেন এবং কয়েকটি তেজী উট আমার ভাগে পড়ে। আমি সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি বেরিয়ে আসেন এবং তার উটের পালানের শেষের দিকে আরোহণ করেন এবং বলেন ঃ এ উটগুলোকে আমার দিকে পেছন ফিরিয়ে হাঁটাও। এরপর তিনি বলেন ঃ এগুলোকে আমার দিকে মুখ করিয়ে হাঁটাও, (যাতে উটের সামনের ও পেছনের দিক ভালভাবে দেখা যায়)। তখন তিনি বলেন ঃ তোমার উটগুলো আমার কাছে উত্তম মনে হচ্ছে। রাবী বলেন ঃ বরং এতো আপনারই মালে-গনীমত, যার ব্যাপারে আমি আপনার সংগে শর্ত করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে আমার প্রিয় ভাতিজা! তোমার উটগুলো তুমি নিয়ে যাও, তোমার গনীমতের ভাগ নয়, বরং এর পরিবর্তে (আখিরাতের সওয়াব-ই) আমার কাম্য।

١٨ . بَابُ فِي الْاَسِيْرِ يُوْثَقُ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদীকে শক্তভাবে বাঁধা সম্পর্কে।

٢٦٦٨ ٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيْ ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَقَدْ عَجِبَ رَبُّنَا تَعَالٰى مِنْ قَوْمٍ يُقَادُوْنَ اِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ ٠

২৬৬৮. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমাদের মহান রব সে কাওমের ব্যাপারে খুশীতে অধীর হন, যাদের শৃঙ্খলিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করান হবে।[১]

---

১. যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বন্দী করে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এমতাবস্থায় তারা দীন-ইসলাম কবূল করলে জান্নাতের অধিবাসী হবে।

٢٦٦٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيْثٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ غَالِبِ اللَّيْثِىَّ فِىْ سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيْهِمْ اَمَرَهُمْ اَنْ يُّشِنُّوْا الْغَارَةَ عَلٰى بَنِى الْمُلَوَّحِ بِالْكَدِيْدِ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ لَقِيْنَا الْحَارِثَ بْنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْثِيَّ فَاَخَذْنَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا جِئْتُ اُرِيْدُ الْاِسْلَامَ وَ اِنَّمَا خَرَجْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا اِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَّمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَّلَيْلَةً وَاِنْ تَكُنْ غَيْرُ ذٰلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ فَشَدَدْنَاهُ وَثَاقًا .

২৬৬৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন আবূ হাজ্জাজ আবূ মা'মার (র.)...জুনদুব ইব্ন মাকীছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার 'আবদুল্লাহ ইব্ন গালিব লায়সীকে কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং আমি তাতে শরীক ছিলাম। তিনি তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, তারা যেন বনু-মালূহ গোত্রের উপর কাদীদ নামক স্থান হতে বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ করে। এরপর আমরা বেরিয়ে যাই, এমনকি যখন আমরা কাদীদ নামক স্থানের নিকটবর্তী হই, তখন আমরা হারিছ ইব্ন বারসা' লায়ছীর সাক্ষাত পাই। তখন আমরা তাকে পাকড়াও করি। সে বলে ঃ আমি তো ইসলাম কবূল করার নিয়্যতে এসেছি ; বরং আমিতো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যাওয়ার জন্য বের হযেছি। তখন আমরা বলি ঃ যদি তুমি মুসলমান হতেও চাও, তবে আমাদের এক দিন-রাতের বাঁধনে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি এর অন্যথা হয়, তবে আমরা তোমাকে শক্ত করে বাঁধব। তখন আমরা তাকে আরো শক্ত করে বাঁধি।

٢٦٧٠ . حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ قُتَيْبَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِىْ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ اِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَادَمٍ وَاِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ ذَاشَاكِرٍ وَاِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ فَاَعَادَ مِثْلَ هٰذَا الْكَلَامِ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ

الْمَسْجِدَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ عِيْسٰى اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَقَالَ ذَا دَمٍ ۔

২৬৭০. 'ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ মিসরী ও কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদের দিকে একদল অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা হানীফা গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে, যার নাম ছিল ছুমামা ইব্‌ন উছাল। সে ইয়ামামা সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। তারা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট যান এবং জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে ছুমামা! তুমি কি প্রত্যাশা করছ ? সে (ছুমামা) বলল ঃ হে মুহাম্মদ! আমি ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করছি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তবে হত্যার উপযোগী এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেন; আর যদি আপনি আমার প্রতি ইহসান করেন, তবে একজন শোকরগুযার ব্যক্তির প্রতি ইহসান করবেন। আর যদি আপনি মালের প্রত্যাশী হন, তবে তা-ও বলুন, আপনি যা চান তা-ই দেওয়া হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এমনকি পরদিন তিনি ﷺ তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে ছুমামা! তোমার অভিপ্রায় কি, তা বল! তখন সে আগের মত জওয়াব দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এমন কি তৃতীয় দিনও ছুমামা একই ধরনের উক্তি করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা ছুমামাকে ছেড়ে দাও। মুক্তির পর সে মসজিদের নিকটবর্তী খেজুর গাছের নিকট গেল এবং গোসল করল। এরপর সে মসজিদে প্রবেশ করে বলল ঃ আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর উপরোক্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

ঈসা বলেন ঃ লায়ছ আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ছুমামা বলেছেন ঃ আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে একজন অপরাধীকেই হত্যা করবেন।

٢٦٧١ ۔ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِيْ ابْنَ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ ثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُدِمَ بِالْاُسَارٰى حِيْنَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ اٰلِ عَفْرَاءَ فِيْ مَنَاخِهِمْ عَلٰى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَيْ عَفْرَاءَ قَالَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُّضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ قَالَ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ فَعِنْدَهُمْ اِذْ اَتَيْتُ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ الْاُسَارٰى قَدْ اُتِيَ بِهِمْ فَرَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ وَاِذَ اَبُوْ يَزِيْدَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِيْ نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ مَجْمُوْعَةٌ يَدَاهُ اِلٰى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُمَا قَتَلَا اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَكَانَا انْتَدَبَا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ ۔

২৬৭১. মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর (র.)...সা'দ ইব্ন যুরারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন (বদর যুদ্ধের) বন্দীদের (মদীনায়) আনা হল, তখন সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.) আফরা গোত্রের উট বাঁধার স্থানে আফরার দুই ছেলে 'আওফ ও মুআওবিযের নিকট উপস্থিত ছিলেন। রাবী বলেন ঃ আর এ ঘটনাটি ছিল তাদের উপর পর্দার আয়াত নাযিলের আগের। রাবী বলেন ঃ সাওদা বলেছেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি যখন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে এক ব্যক্তি আসে। তখন তাকে বলা হয় ঃ এরা যুদ্ধবন্দী, এদের (পাকড়াও করে) আনা হয়েছে। এরপর আমি আমার ঘরে ফিরে যাই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ দেখি যে, হুজরার এককোণে আবূ ইয়াযীদ সুহায়ল ইব্ন 'আমর, যার হাত দুটি তার ঘাড়ের সাথে একত্রে বাঁধা। এরপর তিনি পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন।

আবূ দাঊদ বলেন ঃ তারা (আওফ ও মু'আওবিয)আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশামকে হত্যা করেছিল। কিন্তু তারা তাকে চিনত না। (আবদুর রহমান ইব্ন আওফ তাকে চিনিয়ে দিলে) তারা উভয়ে তার নিকট গমন করে এবং সে বদরের দিন নিহত হয়।

١٩ . بَابُ فِي الْأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীকে মারপিট করে তথ্যাদি গ্রহণ

٢٦٧٢ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَدَبَ اَصْحَابَهُ فَانْطَلَقُوْا اِلٰى بَدْرٍ فَاِذَاهُمْ بِرَوَايَا قُرَيْشٍ فِيْهَا عَبْدٌ اَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ فَاَخَذَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلُوْا يَسْاَلُوْنَهُ اَيْنَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَالِيْ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِهِ عِلْمٌ وَّلٰكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ جَاءَتْ فِيْهِمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَّعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ اَبْنَا رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَاِذَا قَالَ لَهُمْ ذٰلِكَ ضَرَبُوْهُ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِيْ دَعُوْنِيْ اُخْبِرْكُمْ فَاِذَا تَرَكُوْهُ قَالَ وَاللّٰهِ مَالِيْ بِاَبِيْ سُفْيَانَ مِنْ عِلْمٍ وَلٰكِنْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ فِيْهِمْ اَبُوْ جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ اَبْنَا رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ قَدْ اَقْبَلُوْا وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَسْمَعُ ذٰلِكَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ لَتَضْرِبُوْنَهُ اِذَا صَدَقَكُمْ وَتَدَعُوْنَهُ اِذَا كَذَبَكُمْ هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ اَبَا سُفْيَانَ قَالَ اَنَسٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَّوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَّوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ وَهٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا وَّوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَاجَاوَزَ اَحَدٌ مِّنْهُمْ

عَنْ مَّوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاُخِذَ بِاَرْجُلِهِمْ فَسُحِبُوْا فَاُلْقُوْا فِيْ قَلِيْبِ بَدْرٍ ۔

২৬৭২. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সাহাবী-দেরকে ডাকলেন। তখন তাঁরা বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তারা কুরায়শদের জন্য পানি বহনকারী উটের সন্ধান লাভ করলেন, যার পিঠে বনূ হাজ্জাজ গোত্রের একজন কৃষ্ণকায় গোলাম বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেন যে, "বল, আবূ সুফিয়ান কোথায়?"

তখন সে বলল ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি তার ব্যাপারে কিছুই জানি না। কিন্তু এই হলো কুরায়শ বাহিনী, যাতে আবূ জাহ্ল, 'উতবা, শায়বা ইব্ন রাবী'আবূ দুই ছেলে এবং উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ উপস্থিত আছে। যখন সে তাঁদের নিকট এরূপ বলল ঃ তাঁরা তাকে মারপিট করল। তখন সে বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি তোমাদেরকে (আসল) খবর দেব। এরপর যখন তাঁরা তাকে ছেড়ে দিল, তখন সে বলল ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে কোন খবরই রাখি না; বরং এই হলো কুরায়শ বাহিনী, যাতে আবূ জাহল, 'উতবা, শায়বা ইব্ন রাবী'আর দুই ছেলে এবং উমাইয়া ইব্ন খালফ উপস্থিত আছে। এ সময় নবী ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ সব শুনছিলেন। এরপর সালাত আদায় শেষে বললেন ঃ ঐ যাত-পাকের কসম, যার হাতে আমার জান! তোমরা তাকে তখন মার-ধর করছ, যখন সে তোমাদের নিকট সত্য কথা বলছে। আর যখন সে মিথ্যা কথা বলছে, তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দিচ্ছ। এই কুরায়শরা তো আবূ সুফিয়ানের (কাফিলা) রক্ষা করার জন্য এসেছে। আনাস আরো বলেন ঃ (বদর যুদ্ধের আগের দিন) রাসূলুল্লাহ্-বলেন ঃ আগামী দিন এ হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার জায়গা এবং তিনি তাঁর হাত যমীনের উপর রাখেন; এ হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার স্থান এবং তিনি তাঁর হাত যমীনের উপর রাখেন। এ হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হওয়ার স্থান এবং তিনি তাঁর হাত যমীনের উপর রাখেন।

রাবী (আনাস (রা.) বলেন ঃ ঐ যাত-পাকের কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন। কোন কাফির নিহত হওয়ার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটিতে হাত রেখে নির্দেশ করেছিলেন (তাদের মৃত্যুর পর) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "ওদের পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে বদরের পার্শ্ববর্তী কূপের মাঝে ফেলে দাও।'

٢٠ . بَابُ فِى الْاَسِيْرِ يُكْرَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা

٢٦٧٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِى الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ السِّجِسْتَانِىْ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَّهٰذَا لَفْظُهُ ح وَثَنَا حَسَنُ بْنُ

عَلِيٍّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ مُقْلاَةً فَتَجْعَلُ عَلٰى نَفْسِهَا اِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ اَنْ تُهَوِّدَهُ فَلَمَّا اُجْلِيَتْ بَنُوا النَّضِيْرِ كَانَ فِيْهِمْ مِنْ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ فَقَالُوْا لاَ نَدَعُ اَبْنَاءَ نَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لاَ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْمُقْلاَةُ الَّتِيْ لاَ يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ .

২৬৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আলী মুকাদ্দাসী (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুফরীর যুগে যখন কোন মহিলা এরূপ হতো যে, তার কোন সন্তান জীবিত থাকতো না, তখন সে এরূপ মানত করত ঃ "যদি তার সন্তান বেঁচে থাকে, তবে সে তাকে ইয়াহূদী বানাবে। অবশেষে বনূ নাযীরকে যখন দেশান্তর করা হয়, তখন তাদের সাথে আনসারদের ঐরূপ কয়েকটি সন্তান ছিল। তারা বলল ঃ আমরা আমাদের সন্তানদের ছেড়ে যাব না। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই, কেননা ধর্মের সত্যতা অধর্মের ভ্রষ্টতা হতে স্পষ্ট হয়ে গেছে।"

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ 'মুকলা' ঐ মহিলাকে বলা হয়, যার কোন সন্তান জীবিত থাকে না।

٢١ . بَابُ فِي الْاَسِيْرِ يُقْتَلُ وَلاَيُعْرَضُ عَلَيْهِ الْاِسْلاَمُ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আগে, কোন বিধর্মী বন্দীকে হত্যা করা

٢٦٧٤ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اٰمَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِي النَّاسَ اِلاَّ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَّامْرَاَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ اَبِيْ سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَاَمَّا ابْنُ اَبِيْ سَرْحٍ فَاِنَّهُ اخْتَبَاَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتّٰى اَوْقَفَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ بَايِعْ عَبْدَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَاْبٰى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلٰثٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَّقُوْمَ اِلٰى هٰذَا حَيْثُ رَاٰنِيْ كَفَفْتُ يَدِيْ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ فَقَالُوْا مَا نَدْرِيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا فِيْ نَفْسِكَ اَلاَّ اَوْمَاتَ اِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ اِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِنَبِيٍّ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الْاَعْيُنِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخَاعُثْمَانَ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَكَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ اَخَا عُثْمَانَ لِاُمِّهِ وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الْحَدَّ اِذْ شَرِبَ الْخَمْرَ .

২৬৭৪। 'উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)... সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারজন[১] পুরুষ ও দুইজন[২] মহিলা ব্যতীত অন্যান্য সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং তিনি ﷺ তাদের নামও ঘোষণা করেন। আর ইব্‌ন আবূ সারাহ্...এরপর হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী সা'দ (রা.) বলেন ঃ ইব্‌ন আবী সারাহ 'উছমান (রা.)-এর নিকট আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সকলকে বায়'আত গ্রহণের জন্য আহবান জানান, তখন উছমান (রা তাকে সংগে নিয়ে আসেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে খাঁড়া করে দেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি 'আবদুল্লাহকে বায়'আত করান। তিনি ﷺ তাঁর মাথা উঠান এবং তিনবার তার দিকে তাকান এবং প্রত্যেক বারই বায়'আত করাতে অস্বীকার করেন। তৃতীয় বারের পর তিনি তাকে বায়'আত করান, পরে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন চালাক লোক কি ছিল না, যখন সে আমাকে দেখল যে, আমি তাকে বায়'আত করাচ্ছি না, তখন কেন সে তাকে হত্যা করল না ? তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমরা তো আপনার অন্তরের কথা বুঝতে পারিনি। আপনি (এ ব্যাপারে) চোখ দিয়ে কেন আমাদেরকে ইশারা করলেন না? তিনি বললেন ঃ কোন নবীর জন্য এ উচিত নয় যে, সে চোরা দৃষ্টিতে তাকাবে।

আবূ দাউদ বলেন ঃ আবদুল্লাহ ছিলেন 'উছমান (রা.)-এর দুধ ভাই এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উকবা ছিলেন 'উছমান (রা.)-এর বৈমাত্রেয় ভাই। উছমান (রা.) তাঁর শাসনামলে মদ্যপানের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেন।

٢٦٧٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ اَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَرْبُوْعٍ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالَ ثَنِيْ جَدِّيْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اَرْبَعَةٌ لَّاَوْمِنُهُمْ فِيْ حِلٍ وَّلَا حَرَمٍ فَسَمَّاهُمْ قَالَ وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمَقِيْسٍ فَقُتِلَتْ اِحْدٰهُمَا وَاُفْلِتَتِ الْاُخْرٰى فَاَسْلَمَتْ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ لَمْ اَفْهَمْ اِسْنَادَهُ مِنِ ابْنِ الْعَلَاءِكَمَا اُحِبُّ .

২৬৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.)...আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ারবু মাখযুমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা দেন যে, চার ব্যক্তি এমন, যাদের আমি হারামের মাঝে এবং এর বাইরে নিরাপত্তা দেব না, (হত্যা থেকে); পরে তিনি তাদের নাম বলেন। তিনি আরো বলেন ঃ দুইজন ক্রীতদাসী, যাদের মালিক ছিল মাকীস (তারা নবী ﷺ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত); এদের একজনকে হত্যা করা হয় এবং অপরজন পালিয়ে যায়; পরে সেও ইসলাম কবুল করে।

আবূ দাউদ বলেন ঃ আমি ইব্‌ন 'আলা হতে এ হাদীছের সনদ উত্তম ভাবে বুঝতে সক্ষম হইনি।

---

১. যেমনঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন হান্‌যাল, ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল, খাব্বাব ইব্‌ন আসওয়াদ এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ সারাহ বা ওয়াহ্‌লী।

২. আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা এবং অপর একজন অপরিচিত মহিলা।

٢٦٧٦ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اسْمُ ابْنِ خَطَلٍ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ .

২৬৭৬। কা'নবী (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল লৌহ-শিরস্ত্রাণ। তিনি যখন তা খুলে ফেলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে যে, ইব্ন খাত্তাল (কাফির, যার রক্ত হালাল ঘোষিত হয়েছিল) কা'বা ঘরের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তাকে হত্যা কর। আবূ দাঊদ বলেন ঃ ইবনে খাত্তালের নাম ছিল 'আবদুল্লাহ। আবূ বারযা আসলামী তাকে হত্যা করেছিল।

٢٢ . بَابُ فِيْ قَتْلِ الْاَسِيْرِ صَبْرًا

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদীকে বেঁধে রেখে হত্যা করা

٢٦٧٧ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّقِّيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ فِيْ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ اَنْ يَّسْتَعْمِلَ مَسْرُوْقًا فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ اَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِّنْ بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوْقٌ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ فِيْ اَنْفُسِنَا مَوْثُوْقَ الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اَرَادَ قَتْلَ اَبِيْكَ قَالَ مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ النَّارُ قَالَ قَدْ رَضِيْتُ لَكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২৬৭৭. আলী ইব্ন হুসায়ন রাকী (র.)...ইব্রাহীম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যাহ্হাক ইব্ন কায়স মাস্রূককে (যাকাত আদায়কারী) অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন 'উমারা ইব্ন 'উকবা তাকে বলেন ঃ আপনি কি এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন, যিনি 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের মধ্য হতে এখনও জীবিত আছেন? মাসরূক বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমাদের মাঝে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নির্ভরশীল। নবী ﷺ যখন তোমার পিতাকে হত্যা করার ইরাদা করেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ আমার সন্তানদের লালন-পালন কে করবে? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আগুন। তখন (মাস্রূক) বলেন ঃ আমিও তোমার ব্যাপারে তাতেই সন্তুষ্ট, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্তুষ্ট।

٢٣ . بَابُ فِىْ قَتْلِ الْأَسِيْرِ بِالنَّبَلِ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদীকে বেঁধে তীর দিয়ে হত্যা করা

٢٦٧٨ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ ابْنِ تَغْلٰى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاُتِىَ بِاَرْبَعَةِ اَعْلَاجٍ مِنَ الْعَدُوِّ فَاَمَرَبِهِمْ فَقُتِلُوْا صَبْرًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذٰلِكَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَّا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ خَالِدِبْنِ الْوَلِيْدِ فَاَعْتَقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ .

২৬৭৮. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)...ইবন তাগ্‌লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধে গমন করি। তখন তাঁর সামনে চারজন শক্তিশালী (অনারব) শত্রুকে হাযির করা হয়। তখন তিনি তাদেরকে বেঁধে তীর দিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

আবূ দাঊদ বলেন ঃ 'সাঈদ ব্যতীত অন্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বেঁধে তীর দিয়ে হত্যা করবে। এ খবর আবূ আয়্যূব আনসারী (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বেঁধে রেখে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অতএব কসম সেই যাতের, যার হাতে আমার প্রাণ! যদি একটি মুরগীও হয়, তবু তাকে আমি এভাবে হত্যা করব না। এরপর এ খবর আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ ওয়ালীদ (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন (এবং এভাবে তার অপরাধের কাফ্‌ফারা আদায় করেন)।

٢٤ . بَابُ فِى الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيْرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদীদের উপর সদয় হয়ে, কোন বিনিময় ছাড়া, মুক্ত করা সম্পর্কে

٢٦٧٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ثَمَانِيْنَ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحَابِهٖ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيْمِ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوْهُمْ فَاَخَذَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سلمًا فَاَعْتَقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

২৬৭৯. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কার আশিজন লোক (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়), নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের হত্যা করার মানসে তান'ঈম পর্বতের দিক হতে, ফজরের সালাতের সময় অবতরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের আত্মসমর্পণ করিয়ে গ্রেফতার করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বিনা-বিনিময়ে মুক্ত করে দেন। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আল্লাহ্ এমন যে, তিনি তাদের হাতগুলোকে তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং তোমাদের হাতগুলোকে তাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন, মক্কার উপত্যকায়।"..এভাবে উক্ত আয়াতের শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়।

٢٦٨٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاُسَارٰى بَدْرٍ لَوْكَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَاَطْلَقْتُهُمْ لَهُ .

২৬৮০। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন ফারিস (র.)...মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়র (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করেন যে, আজ যদি মুত'ঈম ইব্‌ন 'আদী[১] জীবিত থাকতেন এবং তিনি আমার নিকট এসব ঘৃণ্য কয়েদীদের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন। তবে আমি তাদেরকে তাঁর খাতিরে ছেড়ে দিতাম।

٢٥ . بَابٌ فِيْ فِدَاءِ الْاَسِيْرِ بِالْمَالِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মালের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া

٢٦٨١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُوْحٍ قَالَ اَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَاَخَذَ يَعْنِى النَّبِيَّ ﷺ اَلْفِدَاءَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهٖ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَا اَخَذْتُمْ مِّنَ الْفِدَاءِ ثُمَّ اُحِلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْئَلُ عَنْ اسْمِ اَبِيْ نُوْحٍ فَقَالَ اَيْشٍ تَصْنَعُ بِاسْمِهٖ اِسْمُهُ شَنِيعٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِسْمُهُ قُرَادٌ وَالصَّحِيْحُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَزْوَانَ .

২৬৮১. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)..'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে নবী ﷺ যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেন। তখন মহান আল্লাহ্

১. তায়েফ থেকে ফেরার সময় মুশরিকরা নবী (সা)-এর উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন মুত'ঈম 'আদী তাদেরকে এ ঘৃণ্য কাজ হতে ফিরিয়ে রাখেন। তাঁর এ মহানুভবতার কথা নবী (সা) মনে রাখেন এবং মুশরিকরা বদর যুদ্ধে বন্দী হলে তিনি মুত'ঈমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এরূপ মন্তব্য করেন।

এ আয়াত নাযিল করেন ঃ নবীর শান এ নয় যে, তাঁর কাছে কয়েদী থাকবে, যতক্ষণ যমীনে খুন-খারাবী চলতে থাকে। আপনি তো দুনিয়ার জীবনের আরাম-আয়েশের ইচ্ছা করছেন কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট আখিরাতের জীবনই কাম্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, হিকমতওয়ালা। যদি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আগেই ফয়সালা না থাকত, তবে মুক্তিপণ নেওয়ার কারণে তোমাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হত।[১] এরপর আল্লাহ্ তাদের জন্য (ইসলামের বিজয়লগ্নে) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করেন।

আবূ দাউদ বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-এর নিকট এ হাদীছের রাবী আবূ নূহের নাম জানার প্রশ্ন করতে শুনেছি। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা তার নাম শুনে কি করবে? তার নামটি খুবই নিকৃষ্ট। ইমাম আবূ দাউদ (র.) আরো বলেন ঃ আবূ নূহের নাম হলো কুরাদ। কিন্তু তার সঠিক নাম হলো 'আবদুর রহমান ইব্‌ন গায্‌ওয়ান।

٢٦٨٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِدَاءَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعَ مِائَةٍ .

২৬৮২. আবদুর রহমান ইব্‌ন মুবারক 'আয়শী (র.)... ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ জাহিলী যুগের লোকদের জন্য (মক্কার কাফির), যারা বদরের যুদ্ধের দিন বন্দী হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের জন্য চারশত দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন।

٢٦٨٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ اَهْلُ مَكَّةَ فِيْ فِدَاءِ اَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِيْ فِدَاءِ اَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَّبَعَثَتْ فِيْهِ بِقِلَادَةٍ لَّهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيْجَةَ اَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلٰى اَبِي الْعَاصِ قَالَتْ لَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً وَقَالَ اِنْ رَأَيْتُمْ اَنْ تُطْلِقُوْا لَهَا اَسِيْرَهَا وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِيْ لَهَا فَقَالُوْا نَعَمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ عَلَيْهِ اَوْ وَعَدَهُ اَنْ يُخَلِّيَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ اِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِبَطْنِ يَاْجِجَ حَتّٰى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتّٰى تَأْتِيَابِهَا .

---

১. বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে কি করা হবে, তা নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। হযরত উমর (রা.) ও সা'আদ ইব্‌ন মা'আজ (রা.) তাদের হত্যা করার পরামর্শ দেন এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। কেননা, এর ফলে মুশরিকদের প্রাধান্য খর্ব হত। পক্ষান্তরে, নবী (সা.) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মত ছিল, মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া। কেননা, এরা ছিল নিজেদেরই স্ব-গোত্রীয় আত্মীয়-স্বজন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

২৬৮৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন মক্কাবাসীরা তাদের বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ পাঠায়, তখন যয়নব (রা.)-ও আবুল 'আসের (তাঁর স্বামী, যিনি কাফির ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে বন্দী হন) জন্য মুক্তিপণ বাবদ এমন কিছু ধন-সম্পদ পাঠায় যার মধ্যে তাঁর একটি হারও ছিল। আসলে হারটি ছিল খাদীজা (রা.)-এর। (যয়নব বিয়ের সময় তা যৌতুক হিসাবে পান) এবং তা নিয়ে তিনি আবুল আসের ঘরে গমন করেন।

রাবী 'আইশা (রা.) বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ হারখানা দেখেন, তখন তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন ঃ যদি তোমরা ভাল মনে কর, তবে যয়নবের স্বামীকে ছেড়ে দাও এবং তার হারখানাও তাকে ফিরিয়ে দাও। তখন তারা (সাহাবীরা) বলেন ঃ ঠিক আছে, তাই হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মর্মে আবূল আসের নিকট থেকে অংগীকার গ্রহণ করেন যে, সে যয়নবকে তাঁর ﷺ নিকট আসতে বাধা দেবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়দ ইব্ন হারিসা ও অপর একজন আনসার সাহাবীকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তোমরা 'বাতনে-ইয়াজিজ' নামক স্থানে যয়নবের জন্য অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না সে তোমাদের কাছে আসে। আর সে তোমাদের কাছে পৌঁছলে, তোমরা তাকে সাথে করে আমার কাছে পৌঁছে দেবে।

٢٦٨٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا عَمِّىْ يَعْنِىْ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ تَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعِىَ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِمَّا السَّبْىَ وَاِمَّا الْمَالَ فَقَالُوْا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلَاءِ جَاءُوْا تَائِبِيْنَ وَاِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُّطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لَا نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَّمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ وَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَاَخْبَرُوْا اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا .

২৬৮৪. আহমদ ইব্ন আবু মারয়ামা (র.)...মারওয়ান ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে তাদের ধন-সম্পদ ফেরত চায়; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বলেন ঃ তোমরা যা চাচ্ছ, তা আমার কাছে মওজুদ আছে। সত্যকথা আমার নিকট খুবই প্রিয়। তোমরা সিদ্ধান্ত নাও, হয় তোমরা তোমাদের বন্দীদের ফিরিয়ে নাও, নয় তোমাদের ধন-সম্পদ। তখন তারা

বলল ঃ আমরা আমাদের বন্দীদের ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। এরপর বলেন ঃ "এরপর তোমাদের এ ভাইয়েরা তওবা করে তোমাদের কাছে এসেছে। আর আমি এ ভাল মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের তাদের হাতে ফিরিয়ে দেব। আর তোমাদের মাঝে যে একে ভাল মনে করবে, সে এরূপ করবে, (অর্থাৎ এদের বন্দীদের ছেড়ে দিবে) আর তোমাদের মাঝের কেউ যদি তার হিস্‌সা পাওয়ার জন্য যিদ কর, তবে আমি তাকে এর জন্য গনীমতের মাল হতে একটা অংশ দেব, আর এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ দান, যা তিনি আমাদের দান করেছেন।

তখন সাহাবীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা তাদের কয়েদীদের মুক্তি দিতে রাযী আছি। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন ঃ আমি বুঝতে পারিনি। এ ব্যাপারে তোমরা কারা রাযী আছ এবং কারা রাযী নও। তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলার পর—তারা যেন এ ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলে। তখন লোকেরা তাদের নেতাদের সাথে মতবিনিময় করল এবং পরে তারা বলল যে, তারা কয়েদীদের ফিরিয়ে দিতে রাযী আছে এবং এব্যাপারে তারা তাদের অনুমতি দিচ্ছে।

٢٦٨٥ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُدُّوْا عَلَيْهِمْ نِسَاءَ هُمْ وَاَبْنَاءَ هُمْ فَمَنْ اَمْسَكَ بِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَ الْفِيْءِ فَاِنَّ لَهٗ بِهٖ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ اَوَّلِ شَيْءٍ يَفِيْئُهُ اللّٰهُ عَلَيْنَا ثُمَّ دَنَا يَعْنِى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعِيْرٍ فَاَخَذَ وَبَرَةً مِّنْ سِنَامِهٖ ثُمَّ قَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ لَيْسَ لِيْ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هٰذَا وَرَفَعَ اَصْبَعَيْهِ اِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَاَدُّوْا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ فَقَامَ رَجُلٌ فِيْ يَدِهٖ كُبَّةٌ مِّنْ شَعْرٍ فَقَالَ اَخَذْتُ هٰذِهٖ لِاُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ اَمَّا اِذَا بَلَغَتْ مَا اُرَاى فَلا اَرَبَ لِيْ فِيْهَا وَنَبَذَهَا .

২৬৮৫. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাদের স্ত্রীদের ও বাচ্চাদের তাদের নিকট প্রত্যর্পণ কর। আর যে ব্যক্তি উক্ত গনীমতের মাল হতে কিছু রাখতে ইচ্ছা করবে, আমি তাকে এর বিনিময়ে মালে গনীমত হতে ছয়টি উট দেব, যা আল্লাহ্ আমাদের দান করবেন। এরপর নবী ﷺ একটি উটের নিকটবর্তী হয়ে তার ঘাড় হতে একটা পশম নিয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! আমি এই গনীমতের মালের কিছুরই মালিক নই, এমনকি এই পশমেরও মালিক নই। এরপর তিনি দু' আংগুলে সে পশমটি তুলে ধরে বললেন ঃ অবশ্য আমি (মালে গনীমতের) এক-পঞ্চমাংশের মালিক এবং সেই এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মাঝে বিতরণ করব।

কাজেই তোমরা সুঁই ও সুতা পর্যন্ত আদায় কর (কিছুই গোপন করবে না)। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়ায়, যার হাতে ছিল পশমের তৈরী রশির টুকরা এবং বলে ঃ আমি এই রশির টুকরাটা পালানের নীচের কম্বল ঠিক করার জন্য নিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এর মাঝে আমার এবং বনূ আবদুল মুত্তালিবের যে অংশ আছে, (তা আমি মা'ফ করলাম), এখন তা তোমার। তখন সে ব্যক্তি বলল ঃ এই সামান্য রশির ব্যাপার যদি এরূপ হয়, যা আমি দেখছি, তবে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর সে তার হাত থেকে তা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

٢٦ . بَابُ فِي الْاِمَامِ يُقِيْمُ عِنْدَ الظُّهُوْرِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ দুশমনদের উপর বিজয়ী হওয়ার পর, নেতার ময়দানে অবস্থান

٢٦٨٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ح وَثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا رَوْحٌ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَلَبَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلْثًا قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى اِذَا غَلَبَ قَوْمًا اَحَبَّ اَنْ يُّقِيْمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلْثًا قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ كَانَ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ يَطْعَنُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيْمِ حَدِيْثِ سَعِيْدٍ لِاَنَّهُ تَغَيَّرَ سَنَةَ خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ وَلَمْ يَخْرُجْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اِلاَّ بِالْاٰخِرَةِ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ يُقَالُ اِنَّ وَكِيْعًا حَمَلَ عَنْهُ فِيْ تَغَيُّرِهِ .

২৬৮৬। মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)... আবূ তাল্হা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন কওমের উপর বিজয়ী হতেন, তখন তিনি সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করতেন। ইবন মুছান্না (র.) বলেন ঃ নবী ﷺ যখন কোন কওমের উপর বিজয়ী হতেন, তখন তিনি সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করতে পসন্দ করতেন।

আবূ দাউদ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ এ হাদীছের ব্যাপারে দোষারোপ করতেন; কেননা এ হাদীছটি সা'ঈদের প্রথম জীবনে বর্ণিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুত ৪৫ বছর বয়সে তাঁর মুখস্থ রাখার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এ হাদীছটি তাঁর শেষ বয়সে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে শামিল।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ ওকী' (র.) সা'ঈদ থেকে তার পরিবর্তিত অবস্থার সময় এ হাদীছটি হাসিল করেন।

٢٧ . بَابُ فِي التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْيِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদীদের পরস্পর পৃথক করা

٢٦٨٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنَ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ

جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ وَ رَدَّ الْبَيْعَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَمَيْمُوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا قُتِلَ بِالْجَمَاجِمِ وَالْجَمَاجِمُ سَنَةَ ثَلٰثٍ وَثَمَانِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلٰثٍ وَسِتِّيْنَ وَقُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَنَةَ ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ .

২৬৮৭. 'উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একজন দাসী ও তার সন্তানকে আলাদা করে দেন (অর্থাৎ বাচ্চা এবং তার মাতাকে আলাদা করে বিক্রি করেন)। তখন নবী ﷺ তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং ঐ বিক্রি বাতিল করে দেন।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ মায়মূন (র.) 'আলী (রা.)-এর সাক্ষাত লাভ করেননি। তিনি 'জামাজিম' যুদ্ধে নিহত হন এবং জামাজিম যুদ্ধ হিজরী ৮৩ সনে সংঘটিত হয়।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ হাররা-র ঘটনা হিজরী ৬৩ সনে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইব্‌ন যুবায়র (রা.) হিজরী ৭৩ সনে শাহাদত বরণ করেন।

٢٨ . بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْمُدْرِكِيْنَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক কয়েদীদের পৃথক রাখার অনুমতি

٢٦٨٨ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ ثَنِي اَيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنِيْ اَبِيْ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ فَشَنَنَّا الْغَارَةَ ثُمَّ نَظَرْتُ اِلٰى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيْهِ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَقَامُوْا فَجِئْتُ بِهِمْ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فِيْهِمْ امْرَاَةٌ مِنْ فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ اَدَمٍ مَعَهَا بِنْتٌ لَهَا مِنْ اَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَّلَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ بِنْتَهَا فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْاَةَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ فَقَدْ اَعْجَبَتْنِيْ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَسَكَتَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي السُّوْقِ فَقَالَ لِيْ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ الْمَرْاَةَ لِلّٰهِ اَبُوْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ اَعْجَبَتْنِيْ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ فَبَعَثَ بِهَا اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ وَفِيْ اَيْدِيْهِمْ اُسْرٰى فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ .

২৬৮৮. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)...আয়াস ইব্‌ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ একবার আমরা আবূ বকর (রা.)-এর সংগে যুদ্ধে রওয়ানা হই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করেন। আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং চারদিক হতে হামলা করি। পরে আমি কিছু লোক দেখি, যাতে বাচ্চা ও মহিলারা ছিল।

তখন আমি তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করি, যা তাদের ও একটি পাহাড়ের মাঝখানে গিয়ে পড়ে। তারা দাঁড়ালে, আমি তাদেরকে নিয়ে আবূ বকর (রা.)-এর নিকট যাই। এর মাঝে ফাযারা গোত্রের একজন মহিলা ছিল যার পরিধানে চামড়ার পোশাক ছিল। ঐ মহিলার সাথে তার একটি মেয়ে ছিল, যে ছিল আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। আবূ বকর (রা.) মেয়েটিকে আমাকে দিয়ে দেন। এরপর আমি মদীনায় ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে সালামা! তুমি ঐ মেয়েটিকে আমাকে দিয়ে দাও। তখন আমি বলি ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! সে তো আমার কাছে খুবই প্রিয় এবং আমি এখনো তার কাপড় খুলিনি (অর্থাৎ তার সাথে সহবাস করিনি)। তখনকার মত তিনি ﷺ চুপ থাকলেন। কিন্তু পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে আমার বাজারে দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ হে সালামা, তোমার পিতার শপথ! ঐ মেয়েটিকে আমাকে দান কর। তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আল্লাহ্‌র শপথ! সে আমার খুবই প্রিয় এবং এখনো আমি তার পরিধেয় বস্ত্র খুলিনি (অর্থাৎ তার সাথে সংগম করিনি)। সে আপনারই। এরপর তিনি সে মেয়েটিকে মক্কায় পাঠান এবং তার বিনিময়ে তাদের নিকট হতে মুসলিম বন্দীদের ছাড়িয়ে আনেন।

٢٩. بَابُ فِى الْمَالِ يُصِيْبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صَاحِبُهُ فِى الْغَنِيْمَةِ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি শত্রুপক্ষ মুসলমানদের নিকট হতে কোন সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং পরে তা তার মালিক মালে-গনীমত হিসাবে পায়

٢٦٨٩ . حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ ثَنَا يَحْيٰ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ اَبَقَ اِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَقْسِمْ .

২৬৮৯. সালেহ ইব্‌ন সুহায়ল (র.)...ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার ইব্‌ন 'উমার (রা.)-এর একটি গোলাম পালিয়ে কাফিরদের কাছে চলে যায়। অতঃপর মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে গোলামকে ইব্‌ন 'উমার (রা.)-এর নিকট ফিরিয়ে দেন এবং তাকে মালে-গনীমত হিসাবে বন্টন করেননি।

٢٦٩٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَّهُ فَاَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَقَ عَبْدٌ لَّهُ فَلَحِقَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ .

২৬৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান আনবারী (র.)...ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর একটা ঘোড়া চলে গেলে শত্রুরা তা আটক করে। এরপর মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায়, তারা তাকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেন।
(তিনি আরো বলেন) ঃ আমার একটা গোলাম পালিয়ে গিয়ে রোমের কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর মুসলমানরা যখন তাদের উপর বিজয়ী হয়, তখন নবী ﷺ -এর ইনতিকালের পর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তাকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেন (অর্থাৎ তাকে মালে-গনীমত গণ্য করে বন্টন করেননি)।

٣٠ . بَابُ فِيْ عَبِيْدِ الْمُشْرِكِيْنَ يَلْحَقُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَيُسْلِمُوْنَ !

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের কৃতদাস যদি মুসলমানদের কাছে গিয়ে ইসলাম কবূল করে

٢٦٩١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنِيْ مُحَمَّدٌ يَعْنِيْ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبَانِ بْنِ صَاعٍ عَنْ مَنْصُوْرِبْنِ الْمُعْتَمِرِعَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدَ انَّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ مَوَالِيْهِمْ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ وَ اللّٰهِ مَا خَرَجُوْا اِلَيْكَ رَغْبَةً فِيْ دِيْنِكَ وَاِنَّمَا خَرَجُوْا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رُدَّهُمْ اِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مَا اَرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى يَبْعَثَ اللّٰهُ عَلَيكُم مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلٰى هٰذَا وَ اَبٰى اَنْ يَرُدَّ هُمْ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৬৯১. আবদুল 'আযীয ইব্‌ন ইয়াহইয়া হাররানী (র.)...'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (কাফিরদের) কয়েকটি গোলাম পালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হুদায়বিয়ার দিন সন্ধির আগে পৌঁছে। তখন তাদের মুনীবরা তাঁর ﷺ নিকট এ মর্মে পত্র লেখে, তারা বলে ঃ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র শপথ, এরা তোমার দীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার কাছে আসেনি; বরং তারা গোলামী হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য পালিয়ে এসেছে। তখন কিছু লোক বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা সত্য বলেছে। এদেরকে ওদের নিকট ফিরিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ হে কুরায়শ দল! আমি দেখছি যে, তোমরা ততক্ষণ গুনাহ্ হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যে তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেবে। তিনি ﷺ সে গোলামদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ এরা তো মহান আল্লাহ্ কর্তৃক আযাদকৃত।

٣١ . بَابُ فِي اِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ দুশমনদের দেশের খাদ্য হালাল হওয়া প্রসংগে

٢٦٩٢ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ جَيْشًا غَنِمُوْا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا وَّعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ .

২৬৯২. ইবরাহীম ইব্‌ন হামযা যুবায়রী (র.)... ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় সেনাবাহিনীর একটা দল কিছু খাদ্যশস্য ও মধু লুণ্ঠন করে আনে। এ থেকে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া হয়নি।

٢٦٩٣ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْقَعْنَبِيُّ قَالاَ ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ يَّعْنِيْ بْنَ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ دُلِّىَ جِرَابٌ مِّنْ شَحْمٍ يَّوْمَ خَيْبَرَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لاَ اُعْطِيْ مِنْ هٰذَا اَحَدًا اَلْيَوْمَ شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ اِلَيَّ .

২৬৯৩. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ও কা'নাবী (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি আমার প্রতি চর্বিভর্তি একটা থলে নিক্ষেপ করে। আমি তা আমার জন্য সংরক্ষণ করি এবং বলি ঃ আজ এ হতে আমি কাউকে কিছু দেব না। রাবী বলেন ঃ এসময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি আমার এ আচরণে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন।

٣٢ . بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ النُّهْبٰى اِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুদেশে খাদ্যশস্য কম থাকলে তা লুটপাট না করা সম্পর্কে

٢٦٩٤ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ يَّعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ لَبِيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ فَاَصَابَ النَّاسَ غَنِيْمَةٌ فَانْتَهَبُوْهَا فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ النُّهْبٰى فَرَدُّوْا مَا اَخَذُوْا فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ .

২৬৯৪. সুলায়মান ইব্‌ন হারাব (র.)...আবূ লবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কাবুল অভিযানে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরার সাথী ছিলাম। লোকেরা সেখানে যে গনীমতের মাল পায়,তা নিজেরা লুট করে নেয়। তখন তিনি (আবদুর রহমান) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তিনি গনীমতের মাল বন্টনের আগে তা লুট করতে (অর্থাৎ নিতে) নিষেধ করেছেন। (একথা শুনে) তারা যা নিয়েছিল, তা ফিরিয়ে দিল। তখন তিনি (আবদুর রহমান) তা তাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

٢٦٩٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ مُجَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُوْنَ يَعْنِى الطَّعَامَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

২৬৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় খুমুস (মালে-গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) বন্টন করতেন? তিনি বললেন ঃ খায়বরের যুদ্ধের দিন আমরা যে খাদ্য-শস্য পাই, প্রত্যেক ব্যক্তি এসে তা থেকে তার প্রয়োজন মত খাদ্যশস্য নিয়ে ফিরে যায়।

٢٦٩٦ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَاَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَجُهْدٌ فَاَصَابُوْا غَنَمًا فَانْتَهَبُوْهَا فَاِنَّ قُدُوْرَنَا لَتَغْلِىْ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ عَلٰى قَوْسِهٖ فَاَكْفَاَ قُدُوْرَنَا بِقَوْسِهٖ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِاَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ اَوْ اِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِاَحَلَّ مِنْ نُهْبَةٍ الشَّكُّ مِنْ هَنَّادٍ .

২৬৯৬. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.)...একজন আনসার সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বহির্গত হই। এই সফরে লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও কষ্টের সম্মুখীন হয়। এ সময় তারা কিছু বকরী পায় এবং তা লুণ্ঠন করে আনে (এবং তা যবাহ করে পাকাতে শুরু করে)। আমাদের ডেগগুলো যখন টগবগ করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ধনুক সহ সেখানে আসেন এবং তিনি তাঁর ধনুক দিয়ে আমাদের ডেগগুলো উল্টিয়ে দেন। এরপর তিনি গোশতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন এবং বলেন ঃ লুটের মাল মৃত জন্তুর চেয়ে কিছু কম নয়। অথবা রাবী হান্নাদ (সন্দেহের কারণে) বলেন ঃ মৃত জন্তু লুটের মালের চেয়ে অধিক হালাল নয়।

٣٣ . بَابُ فِيْ حَمْلِ الطَّعَامِ مِنْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ দারুল-হরব (শত্রু-দেশ) থেকে খাদ্য-শস্য আনা

٢٦٩٧ . حَدَّثَنَا سَعِدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَ نِيْ عَمْرُوْبْنُ حَارِثٍ اَنَّ ابْنَ خَرْشَفٍ الْاَزْدِيَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَاكُلُ الْجُزُرَ فِي الْغَزْوِ لاَ نَقْسِمُهُ حَتّٰى اِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ اِلٰى رِحَالِنَا وَاَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوَّةٌ .

২৬৯৭. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)... আবদুর রহমান (র.) নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যুদ্ধের সময় আমরা উট নহর (যবাহ্‌) করে খেতাম এবং তা বন্টন করতাম না। এমন কি আমরা যখন আমাদের তাঁবুতে ফিরে আসতাম, তখনও আমাদের উটের পিঠের উপরের থলিগুলো গোশতে ভরপুর থাকত।

٣٤ . بَابُ فِيْ بَيْعِ الطَّعَامِ اِذَا فَضُلَ عَنِ النَّاسِ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রু-দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্য বিক্রি করা

٢٦٩٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصْطَفٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْاُرْدُنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ رَابَطْنَا مَدِيْنَةَ قِنَّسْرِيْنَ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمَّا فَتَحَهَا اَصَابَ فِيْهَا غَنَمًا وَ بَقَرًا فَقَسَّمَ فِيْنَا طَائِفَةً مِّنْهَا وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِيْ الْمَغْنَمِ فَلَقِيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَحَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ ﷺ خَيْبَرَ فَاَصَبْنَا فِيْهَا فَقَسَّمَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَائِفَةً وَّجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِى الْمَغْنَمِ .

২৬৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুস্তাফা (র.)...আবদুর রহমান ইব্‌ন গানাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা শুরাহবিল ইব্‌ন সামতের সাথে 'কানসারীন' শহর অবরোধ করি। যখন তা বিজিত হয়, তখন সেখানে কিছু গাভী ও বকরী পাওয়া যায়। যা থেকে তিনি আমাদের মাঝে কিছু বন্টন করে দেন এবং বাকী অংশ মালে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর আমি মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা.)-এর সংগে সাক্ষাত করি এবং তাঁর কাছে ব্যাপারটি বর্ণনা করি। তখন মা'আয (রা.) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সংগে খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সেখানে আমরা কিছু ছাগল

পাই। যা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে কিছু বন্টন করে দেন এবং বাকী অংশ গনীমতের মালের মধ্যে শামিল করেন।

٣٥ . بَابَ فِى الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ بِشَىْءٍ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির গনীমতের মাল হতে উপকার গ্রহণ করা

٦٩٩ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ اَنَا لَحَدِيْثِهِ اَتْقَنُ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ مَّوْلٰى تَجِيْبٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْبًا مِّنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا اَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيْهِ .

২৬৯৯. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর ও 'উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)...রুয়ায়ফা ইব্ন ছাবিত আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের মালের কোন বাহনের উপর সওয়ার না হয়, এমন কি সে তা দুর্বল করে ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন মুসলমানদের প্রাপ্ত মালে-গনীমত থেকে কোন কাপড় না পরে, এমন কি সে তা পুরাতন করে ফেরত দেয়।

٣٦ . بَابٌ فِى الرُّخْصَةِ فِى السِّلاَحِ يُقَاتِلُ بِهٖ فِى الْمَعْرَكِ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র পাওয়া গেলে তা যুদ্ধে ব্যবহার করা বৈধ

٢٧٠٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ اَنَ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنُ يُوْسُفَ اَبِىْ اِسْحٰقَ السَّبِيْعِىُّ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ اِسْحَقَ السَّبِيْعِىُّ قَالَ ثَنِى اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ فَاِذَا اَبُوْ جَهْلٍ صَرِيْعٌ قَدْ ضَرَبْتُ رِجْلَهُ فَقُلْتُ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ يَا اَبَا جَهْلٍ قَدْ اَخْزَى اللّٰهُ الْاٰخِرَ قَالَ وَلاَاَهَابُهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبْعَدَ مِنْ رَّجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ بِالسَّيْفِ فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتّٰى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهٖ فَضَرَبْتُهُ بِهٖ حَتّٰى بَرَدَ .

২৭০০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)... আবূ উবায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি বদর-যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালে লক্ষ্য করি যে, আবূ জাহল (যমীনে) পড়ে আছে। তখন আমি তার পায়ের উপর আঘাত করি এবং বলি ঃ হে আল্লাহ্র দুশমন! হে আবূ জাহ্ল! অবশেষে আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করেছেন।
রাবী বলেন ঃ এ সময় তার কোন ভয় আমার মাঝে ছিল না। তখন সে বলে ঃ তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, এক ব্যক্তিকে তার কওমের লোকেরা তরবারি দিয়ে হত্যা করেছে। এরপর আমি তাকে অতি নিকট হতে তরবারি দিয়ে আঘাত করি কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। এমনকি তার হাত থেকে তার তরবারি পড়ে যায়, তখন আমি তা নিয়ে তার উপর আঘাত করি; ফলে সে ঠাণ্ডা হয়ে যায় (অর্থাৎ মারা যায়)।

٣٧ . بَابٌ فِيْ تَعْظِيْمِ الْغُلُوْلِ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাত করা মহা-অপরাধ

٢٧٠١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِّنْ خَرَزِ يَهُوْدَ لَا تُسَاوِيْ دِرْهَمَيْنِ ٠

২৭০১. মুসাদ্দাদ (র.)...যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (র.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর সাহাবীদের থেকে জনৈক ব্যক্তি খায়বরের যুদ্ধের দিন মারা যায়। তখন সাহাবীরা এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিলে তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর (জানাযার) নামায পড়, (আমি তার জানাযার নামাযে শরীক হব না)। এ কথা শুনে লোকদের চেহারা ভয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমাদের সাথী আল্লাহ্র রাস্তায় চুরি করে খিয়ানত করেছে।
(রাবী বলেন) এরনপর আমরা তার জিনিসপত্র অনুসন্ধান করি এবং ইয়াহূদীদের ব্যবহৃত একটি মণিমুক্তা খচিত কণ্ঠহার পাই, যা দুই দিরহামের সমান ছিল না।

٢٧٠٢ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ مَوْلٰى ابْنِ مُطِيْعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَّ لَا وَرِقًا اِلاَّ الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ وَالْاَمْوَالَ قَالَ فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَا وَادِى الْقُرٰى وَقَدْ

أَهْدَى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَبْدٌ اَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِوَادِى الْقُرٰى فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعُوْا بِذٰلِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شِرَاكٌ مِّنْ نَّارٍ اَوْ قَالَ شِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ.

২৭০২. আল-কা'নাবী (র.)..আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা খায়বরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বের হয়েছিলাম। আমরা গনীমতের মাল হিসাবে সোনা-রূপা পাইনি, তবে কাপড়, আসবাবপত্র ও অন্যান্য মালামাল প্রাপ্ত হই।

রাবী বলেন ঃ এরপর সেখান হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'ওয়াদী-উল-কুরা' নামক স্থানের দিকে গমন করেন। তখন তাঁকে একটি হাবশী গোলাম হাদিয়া দেওয়া হয়, যার নাম ছিল-'মিদ্'আম'। আমরা ওয়াদী-উল-কুরাতে' পৌছানোর পর মিদ'আম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উটের পালান নামাতে শুরু করে। ইত্যবসরে একটি তীর এসে তার গায়ে লাগে এবং সে মারা যায়। লোকেরা বলতে থাকে যে, মুবারক হোক, তারই জন্য জান্নাত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কখনই নয়। ঐ যাতের শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, 'ঐ কম্বল, যা সে খায়বর-যুদ্ধের গনীমতের মাল বন্টনের আগে আত্মসাত করেছিল, তা তার উপর আগুন হয়ে জ্বলছে। এরপর তারা যখন এ কথা শুনলো, তখন জনৈক ব্যক্তি একটা বা দুইটা ফিতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ হলো জাহান্নামের আগুনের তৈরী একটা ফিতা। অথবা তিনি বলেন ঃ এ হলো জাহান্নামের আগুনের তৈরী দুটি ফিতা।

٣٨ . بَابُ فِى الْغُلُوْلِ اِذَا كَانَ يَسِيْرًا يَتْرُكُهُ الْاِمَامُ وَلاَ يُحْرِقُ رَحْلَهُ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল হতে সামান্য কিছু আত্মসাত করা হলে নেতা তাকে ছেড়ে দেবে এবং তার আসবাব-পত্র জ্বালাবে না

٢٧٠٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْحٰقُ الْفَزَارِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ ثَنِىْ عَامِرٌ يَعْنِىْ ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَ غَنِيْمَةً اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادٰى فِى النَّاسِ فَيَجِيْئُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذٰلِكَ بِزِمَامٍ مِّنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا فِيْمَا كُنَّا

اَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَقَالَ اَسَمِعْتَ بِلاَلاً يُنَادِيْ ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَن تَجِيْءُ بِهٖ فَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ كُنْ اَنْتَ تَجِيْءُ بِهٖ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَنْ اَقْبَلَهُ عَنْكَ ٠

২৭০৩. আবূ সালিহ মাহবূব ইব্ন মূসা (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন গনীমতের মাল পেতেন, তখন তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিতেন। তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলে, লোকেরা তাদের প্রাপ্ত গনীমতের মাল নিয়ে তাঁর ﷺ নিকট আসতো। তিনি তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ বাদ দিয়ে, বাকী অংশ সকলের মাঝে ভাগ করে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি গনীমতের মাল বণ্টনের মত একটা চুল বাঁধার ফিতে নিয়ে আসে এবং বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটি গনীমতের মাল হিসাবে পেয়েছি। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি কি বিলাল (রা.)-এর তিনটি ঘোষণা শুনেছিলে? সে বলে ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ সে সময় কিসে তোমাকে এটি উপস্থিত করা হতে বিরত রেখেছিল? তখন সে (লোকটি) তাঁর ﷺ নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। তখনও তিনি বলেন ঃ তুমি এভাবেই থাক! তুমি কিয়ামতের দিন তা নিয়ে আসবে এবং আমি তা তোমার থেকে কবূল করব না।

৩৯ . بَابُ فِيْ عُقُوْبَةِ الْغَالِّ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাতকারীর শাস্তি

٢٧٠٤ . حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ النُّفَيْلِيُّ الْاَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَصَالِحٌ هٰذَا اَبُوْ وَاقِدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ اَرْضَ الرُّوْمِ فَاُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْغَلَّ فَسَاَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَجَدْتُّمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَاَحْرِقُوْا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوْهُ قَالَ فَوَجَدْنَا فِيْ مَتَاعِهٖ مُصْحَفًا فَسَاَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهٖ ٠

২৭০৪. নুফায়লী ও সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...সালিহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যায়েদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মাসলামার সাথে রোমে গিয়েছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তিকে আনা হয়, যে গনীমতের মাল চুরি করেছিল। তখন তিনি (মাসলামা) এ ব্যাপারে সালিমকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) হতে শুনেছি, যিনি 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমরা এমন

ব্যক্তিকে পাবে, যে গনীমতের মাল চুরি করেছে, তখন তোমরা তার সমস্ত মালামাল জ্বালিয়ে দেবে এবং তাকে মারধর করবে।
রাবী বলেন ঃ আমরা তার মালপত্রের মাঝে একটা 'মাসহাফ' (ধর্মগ্রন্থ) পাই। তখন তিনি (মাসলামা) সালিমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ মাসহাফ বিক্রি করে তার মূল্য দান করে দাও।

٢٧٠٥ . حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيْدِ بْنِ هِشَامٍ وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا فَاَمَرَ الْوَلِيْدُ بِمَاتَاعِهٖ فَاُحْرِقَ وَطِيْفَ بِهٖ وَلَمْ يُعْطِهٖ سَهْمَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا اصَحُّ الْحَدِيْثَيْنِ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ اَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ هِشَامٍ اَحْرَقَ رَحْلَ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ غَلَّ وَضَرَبَهُ .

২৭০৫. আবূ সালিহ্ মাহবূব ইব্ন মূসা (র.)... সালিহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা ওয়ালীদ ইব্ন হিশামের নেতৃত্বে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। এ সময় সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্, ইব্ন 'উমার (রা.) এবং 'উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র.) আমাদের সাথে ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি গনীমতের মাল হতে চুরি করলে ওলীদের নির্দেশে তার সমস্ত মালামাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাকে অপমানের উদ্দেশ্যে (লোকদের মাঝে) ঘুরানো হয় এবং গনীমতের মাল হতে তাকে কোন অংশ দেওয়া হয়নি।
আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ আলোচ্য দু'টি হাদীছের মাঝে এই হাদীছটি অধিক সহীহ্। কয়েক ব্যক্তি হতে এরূপ বর্ণিত যে, ওয়ালীদ ইব্ন হিশাম যিয়াদ ইব্ন সা'দের মালামাল জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কেননা, সে মালে গনীমত চুরি করেছিল, ফলে সে তাকে মেরেছিল।

٢٧٠٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِ وَضَرَبُوْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا بِهِ الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ نَجْدَةَ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَوْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ مَنْعَ سَهْمَهُ .

২৭০৬. মুহাম্মদ ইব্ন 'আওফ (র.)... 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা [আমর ইব্ন 'আস (রা.)] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, আবূ বকর (রা.) ও

'উমার (রা.) গনীমতের মাল হতে কেউ কিছু চুরি করলে তার সমস্ত মালামাল জ্বালিয়ে দিতেন এবং তাকে মারতেন।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ ওয়ালীদ ইব্ন 'উতবা এবং আবদুল ওহাব ইব্ন নাজদী উভয়ে এটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে এটি ওয়ালীদ হতে, এরপর যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ হতে, এরপর 'আমর ইব্ন শু'আয়ব হতে উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদুল ওহাব ইব্ন নাজদা হূতী এটি উল্লেখ করেননি যে, "তাকে গনীমতের মালের হিস্সা দেওয়া হয়নি।

٤٠ . بَابٌ فِيْ النَّهْيِ عَنِ السَّتْرِ عَلٰى مَنْ غَلَّ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাতকারীর অপরাধ গোপন না রাখা

٢٧٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ ثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَتَمَ غَالاً فَإِنَّهُ مِثْلُهُ .

২৭০৭. মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইব্ন সুফয়ান (র.)... সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ যে ব্যক্তি গনীমতের মাল চুরিকারীর চুরিকে গোপন রাখবে, সেও ঐ (চোর) ব্যক্তির মতই দোষী সাব্যস্ত হবে।

٤١ . بَابٌ فِى السَّلَبِ يُعْطٰى لِقَاتِلٍ

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ নিহত কাফিরের মালামাল তার হন্তাকে দেওয়া

٢٧٠٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيْرِ بْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عَامِ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ قَالَ فَرَاَيْتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَّجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ

الْمَوْتُ فَارْسَلَنِيْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ
النَّاسَ رَجَعُوْا وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ
فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّانِيَةَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّالِثَةَ فَقُمْتُ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ يَا اَبَا قَتَادَةَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ
صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِيْ فَاَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقُ
لَا هَا اللّٰهِ اِذًا يَّعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِّنْ اُسُدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطِهِ اِيَّاهُ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ فَاَعْطَانِيْهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ
فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِي السَّلَمَةَ فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلَامِ ·

২৭০৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা কা'নাবী (র.)... আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে হুনায়নের যুদ্ধের জন্য বের হই। এরপর যখন আমরা কাফিরদের সম্মুখীন হই, (তখন তাদের হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণে) মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

রাবী বলেন ঃ আমি দেখতে পাই যে, জনৈক কাফির একজন মুসলিম সেনাকে পরাভূত করছে। তিনি বলেন ঃ তখন আমি পিছন দিক হতে ঘুরে এসে তার গর্দানের উপর আঘাত করি। সে তখন আমার দিকে ফিরে আমাকে এমনভাবে চেপে ধরে, যাতে আমি মৃতবৎ হয়ে যাই। এরপর সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং আমাকে ছেড়ে দেয়। তখন আমি 'উমার ইব্‌ন খাত্তাবের দেখা পাই এবং তাঁকে বলি ঃ লোকদের কি হয়েছে? তিনি বললেন ঃ এটাই আল্লাহ্‌র হুকুম। এরপর (মুসলিম বাহিনীর) লোকেরা (একত্রিত হয়ে আবার যুদ্ধের ময়দানে) ফিরে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা অবস্থায় বলতে থাকেন ঃ যে মুসলিম কোন কাফিরকে হত্যা করবে এবং তার কাছে এর প্রমাণ থাকবে, তার সমুদয় পরিত্যক্ত মালের অধিকারী সে হবে। রাবী বলেন ঃ তখন আমি দাঁড়াই এবং মনে মনে বলি ঃ কে আমার জন্য সাক্ষী দেবে ? তখন আমি বসে পড়ি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগের মত দ্বিতীয় বার ঘোষণা দিলেন ঃ যে মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করবে, স্পষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষে সে তার পরিত্যক্ত মালের অধিকারী হবে। রাবী বলেন ঃ তখন আমি দাঁড়াই, এরপর বলি ঃ কে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে ? এরপর আমি বসে পড়ি। তখন তিনি ﷺ আগের মত তৃতীয় বার বলেন। এ সময় আমি আবার দাঁড়াই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে আবূ কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? তখন আমি তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করি। সে সময় কওমের জনৈক ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! সে সত্য বলেছে। আর ঐ নিহত ব্যক্তির

মালামাল আমার কাছে আছে। তা থেকে আমাকে কিছু প্রদান করুন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন ঃ না, আল্লাহ্‌র শপথ! এরূপ কখনই হতে পারে না। যখন আল্লাহ্‌র সিংহসমূহ হতে কোন সিংহ আল্লাহ্‌র পক্ষে এবং তাঁর রাসূলের পক্ষে জিহাদ করে, তার প্রাপ্য গনীমতের মাল তোমাকে কিরূপে দেওয়া যায়? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সে (আবূ বকর) সত্য বলেছে। তুমি ঐসব সামান তাকে (আবূ কাতাদাকে) দিয়ে দাও। আবূ কাতাদা (রা.) বলেন ঃ তখন সে সব মালামাল আমাকে দিয়ে দেয়। আমি প্রাপ্ত লৌহ বর্মটি বিক্রয় করে, তা দিয়ে বনূ সালামা মহল্লায় একটি বাগান খরিদ করি। আর এটিই ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি ইসলাম কবূল করার পর হাসিল করি।

٢٧٠٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَعْنِىْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهٗ سَلَبُهٗ فَقَتَلَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلاً وَّاَخَذَ اَسْلاَبَهُمْ وَلَقِىَ اَبُوْ طَلْحَةَ اُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خَنْجَرٌ فَقَالَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا مَعَكِ قَالَتْ اَرَدْتُ وَاللّٰهِ اِنْ دَنَا مِنِّىْ بَعْضُهُمْ اَبْعَجُ بِهٖ بَطْنَهٗ فَاَخْبَرَ بِذٰلِكَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَرَدْنَا بِهٰذَا الْخَنْجَرِ وَكَانَ سِلاَحُ الْعَجَمِ يَوْمَئِذٍ الْخَنَاجِرَ .

২৭০৯. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সে সেই নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মালের অধিকারী হবে। সেদিন আবূ তালহা (রা.) বিশজন কাফিরকে হত্যা করেন এবং তাদের মালামাল লাভ করেন। অতঃপর আবূ তালহা (রা.) উম্মু সুলায়মের সাথে দেখা করেন, যখন তার হাতে একখানা খঞ্জর ছিল। তখন তিনি বলেন ঃ হে উম্মু সুলায়ম! তোমার সাথে এটা কি? সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তো ইরাদা করেছি যে, যদি তাদের (কাফিরদের) কেউ আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এদিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলব। অতঃপর আবূ তালহা (রা.) এ খবরটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেন।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি হাসান। আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ আমরা এর দ্বারা খঞ্জর অর্থ নিয়েছি। কেননা, এসময় 'আজমীদের হাতিয়ার ছিল খঞ্জর।

٤٢ . بَابُ فِى الْاِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ اِنْ رَّاٰى وَالْفَرَسُ وَالسِّلاَحُ مِنَ السَّلَبِ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ নেতা ইচ্ছা করলে নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকারীকে নাও দিতে পারেন, ঘোড়া এবং হাতিয়ার মালেরই অন্তর্ভুক্ত

٢٧١٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ

خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِيْ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِيْ مَدَدِيٌّ مِن اَهْلِ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْـفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَزُوْرًا فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِّنْ جِلْدِهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهَيْأَةِ الدَّرْقِ رَمَضَيْنَا فَلَقِيْنَا جُمُوْعَ الرُّوْمِ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ اَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلَاحٌ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّوْمِيُّ يَفْـرِيْ بِالْمُسْلِمِيْنَ فَقَعَدَ لَهُ الْمَدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّوْمِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَخَرَّ وَعَلَاهُ فَقَتَلَهُ وَ حَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ بَعَثَ اِلَيْـهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْـدِ فَاَخَذَ مِنَ السَّلَبِ قَالَ عَوْفٌ فَاَتَيْـتُهُ فَقُلْـتُ يَاخَالِدُ اَمَاعَلِمْـتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰـى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلٰـى وَلٰكِنِّى اسْـتَكْثَرْتُهُ قُلْتُ لَتَرُدَّنَّهُ اِلَيْـهِ اَوْلَاعَـرِفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى اَنْ يَرُدَّ عَلَيْـهِ قَالَ عَوْفٌ فَاجْـتَمَعْنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَصَصْتُ عَلَيْـــهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ خَالِدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا خَالِدُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْـتَكْثَرْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا خَالِدُ رُدَّ عَلَيْــــهِ مَا اَخَذْتَ مِنْهُ قَالَ عَوْفٌ فَقُلْتُ لَهُ دُوْنَكَ يَا خَالِدُ اَلَمْ اَفِ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ قَالَ اَخْـبَرْتُهُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَا خَالِدُ لَا تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْنَ لِيْ اُمَرَائِيْ لَكُمْ صَفْوَةُ اَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَدْرُهُ ۔

২৭১০. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল (র.)... 'আওফ ইব্ন মালিক আশজা'ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যায়দ ইব্ন হারিছা (রা.)-এর সংগে মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। এ সময় ইয়ামনে মাদাদী নামক গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আমার সাথী হয়, যার কাছে একখানি তরবারি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন একজন মুসলমান একটি উট যবাহ্ করে, যা থেকে মাদাদী লোকটি কিছু চামড়া চায় এবং সেও তাকে কিছু চামড়া দেয়। তখন সে তা দিয়ে একটা বিশেষ ধরনের ঢাল তৈরী করে। অতঃপর আমরা চলতে থাকি এবং রোমক সৈন্যদের সামনাসামনি হই। তাদের জনৈক যোদ্ধা একটা লালবর্ণের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল এবং জিন ছিল সোনালী বর্ণের এবং তার হাতিয়ারও ছিল স্বর্ণখচিত। সে রোমীয় সৈন্যটি মুসলমানদের উপর খুবই আক্রমণ চালাচ্ছিল। তখন সে মাদাদী লোকটি সে অশ্বারোহীকে তাক করে একটি পাথরের পিছনে অবস্থান নেয়। অতঃপর যখন তার পাশ দিয়ে রোমীয় সৈনিকটি যেতে থাকে, তখন সে তার ঘোড়ার পা কেটে ফেলে, ফলে সে পড়ে যায়। ফলে মাদাদী লোকটি তার বুকের উপর চড়ে বসে এবং তাকে হত্যা করে। আর সে তার ঘোড়া এবং হাতিয়ার নিয়ে নেয়। অবশেষে মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (সেনাপতি) মাদাদী ব্যক্তির নিকট কাউকে পাঠান (এবং সে আসার পর) তার প্রাপ্ত মালামাল থেকে কিছু নিয়ে নেন।

'আওফ (রা.) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁর নিকট আসি এবং বলি ঃ হে খালিদ! আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিহত ব্যক্তির মালামাল তার হত্যাকারী পাবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। কিন্তু আমি তার প্রাপ্ত মালামালকে অধিক মনে করেছি। আমি বললাম ঃ আপনি ঐ মালামাল তাকে ফিরিয়ে দিন; অন্যথায় আমি আপনার এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোচরীভূত করব। তখন তিনি তা তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন।

'আওফ (রা.) বলেন ঃ অতঃপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একত্রিত হই, তখন আমি তাঁর ﷺ নিকট মাদাদীর ঘটনাটি বর্ণনা করি এবং খালিদ (রা.) যে আচরণ করেন, তাও বলি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে খালিদ! একাজ করতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল? তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! ঐ মালামালকে আমি অধিক মনে করি, (সে জন্য তা থেকে কিছু নিয়ে নিই)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে খালিদ! তুমি তার থেকে যা নিয়েছ, তা তাকে ফিরিয়ে দাও।

'আওফ (রা.) বলেন ঃ তখন আমি তাকে বলি, হে খালিদ! এখন হলো তো, আমি আপনাকে যা বলে ছিলাম ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ সেটা কি? 'আওফ (রা.) বলেন ঃ তখন আমি তাঁর ﷺ নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত খুলে বলি! এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ হে খালিদ! তুমি ঐ ব্যক্তির মালামাল ফিরিয়ে দিও না। তোমরা কি চাও যে, আমার নির্বাচিত নেতাদের পরিত্যাগ করবে? তারা যে ভাল কাজ করে, তা দিয়ে তোমরা উপকৃত হবে এবং খারাপ ব্যাপার তাদের উপর ন্যস্ত করবে ?

٢٧١١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ نَحْوَهُ .

২৭১১. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল (র.)...ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ছাওর (রা.)-কে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি খালিদ ইব্ন মা'দান হতে, তিনি জুবায়র ইব্ন নুফায়র সূত্রে তাঁর পিতা হতে, তিনি 'আওফ ইব্ন মালিক আশ্‌জাঈ (রা.) হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

٤٣ . بَابُ فِى السَّلَبِ لاَيُخَمَّسُ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকারী পাবে, তা থেকে এক-পঞ্চমাংশ নেওয়া যাবে না

٢٧١٢ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ الْاَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ .

২৭১২. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)...'আওফ ইব্‌ন আশজাঈ ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিহত ব্যক্তির মালামাল হত্যাকারীকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে ধন-সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করেননি, (যেমন মালে গনীমত হতে আলাদা করতেন)।

بَابُ فِيْ مِنْ أَجَازَ عَلٰى جَرِيْحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আহত মৃত্যুপথযাত্রী কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সেও তার মালামাল হতে পুরস্কার হিসাবে কিছু পাবে

٢٧١٣ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اَسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَفَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ اَبِيْ جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ .

২৭১৩. হারূন ইব্‌ন 'আব্বাদ (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর-যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আবূ জাহ্‌লের তরবারি পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন। আর তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন।[১]

٤٥ . بَابُ فِيْ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيْمَةِ لاَسَهْمَ لَهُ !

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল বন্টনের পর যদি কেউ আসে, তবে সে কিছুই পাবে না

٢٧١٤ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَانَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ عَلٰى سَرِيَّةٍ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ اَبَانُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّاَصْحَابُهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَ اَنْ فَتَحَهَا وَاِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيْفٌ فَقَالَ اَبَانُ اَقْسِمْ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لاَتَقْسِمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبَانُ اَنْتَ بِهَا يَاوَبْرُ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِجْلِسْ يَا اَبَانُ وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

---

১. বস্তুত আবূ জাহ্‌লকে দু'জন যুবক আনসার সাহাবী মেরেছিল। কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) ও এতে শরীক ছিলেন। তিনি তার দেহ হতে মস্তক বিখণ্ডিত করে ছিলেন। যে জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পুরস্কার হিসাবে আবূ জাহ্‌লের তরবারি তাকে প্রদান করেন।

২৭১৪. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...সা'ঈদ ইব্ন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবান ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আস (রা.)-কে কোন এক যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ করে মদীনা হতে নাজদের দিকে প্রেরণ করেন। অতঃপর আবান ইব্ন সা'ঈদ তার সাথীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তখন ফিরে আসেন, যখন তিনি খায়বর জয় করেন। এ সময় তাদের ঘোড়ার পালান ছিল খেজুর পাতার। তখন আবান (রা.) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! গনীমতের মাল আমাদের জন্যও বন্টন করুন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি তাদের জন্য গনীমতের মাল বন্টন করবেন না। (কেননা, গনীমতের মাল বন্টন করা শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর তারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তখন আবান বলেন ঃ হে জংলী বিড়াল! তুমি এমন কথা বলছ? তুমি তো এখনই 'দাল' পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আমাদের কাছে এসেছ! তখন নবী ﷺ বলেন ঃ ওহে আবান! তুমি বস। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মাঝে গনীমতের মাল বন্টন করেননি।

٢٧١٥ . حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْىَ الْبَلْخِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ نَا الزُّهْرِىُّ وَسَأَلَهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَحَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيْدٍ الْقُرَشِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَيْبَرَ حِيْنَ افْتَتَحَهَا فَسَأَلْتُهُ اَنْ يُّسْهِمَ لِىْ فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وُلْدِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقُلْتُ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ يَا عَجَبًا لِوَبْرٍ قَدْتَدَلّٰى عَلَيْنَا مِنْ قَدُوْمِ ضَالٍ يُعَيِّرُنِىْ بِقَتْلِ اَمْرِءٍ مُسْلِمٍ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى يَدِىْ وَلَمْ يُهِنِّىْ عَلٰى يَدَيْهِ .

২৭১৫. হামিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বালকী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সে সময় মদীনায় উপস্থিত হই, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর জয় করে সেখানে ছিলেন। তখন আমি তাঁর ﷺ নিকট গনীমতের মালের অংশ প্রার্থনা করি। তখন সা'ঈদ ইব্ন 'আসের জনৈক পুত্র বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তাকে কোন অংশ দেবেন না। রাবী বলেন, তখন আমি বলি ঃ ইনিই 'ইব্ন কাওকালের' হত্যাকারী।[১] তখন সা'ঈদ ইব্ন 'আস (রা.) বলেন ঃ সেই অধম ব্যক্তির জন্য অবাক লাগে, যে 'দাল' পর্বতের চূড়া হতে নেমে আমাদের কাছে এসেছে! সে আমাকে এমন একজন মুসলমানকে হত্যার অপবাদ দ্বারা লজ্জা দিচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আমার হাতের (হত্যার) দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং আমাকে তার হাতের দ্বারা অসম্মানিত করেননি, (অর্থাৎ আমি কাফির থাকা অবস্থায় তার হাতে মারা যাইনি)।

---

১. ইব্ন কাউকল একজন মুসলমান ছিলেন। আনাস ইব্ন সা'ঈদ, কাফির থাকা অবস্থায়, কোন এক যুদ্ধে তাকে হত্যা করেন। পরে তিনি ইসলাম কবূল করেন।

٢٧١٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَ مِنْهَا وَلاَ قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلاَّ أَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا جَعْفَرُ وَأَصْحَابُهُ فَأَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ .

২৭১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.)...আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হাব্‌শা (আবিসিনিয়া) থেকে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে খায়বরে গিয়ে সাক্ষাত করি, যখন তিনি খায়বর জয় করেন। তিনি আমাদেরকে গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন। অথবা রাবী বলেন ঃ তিনি ﷺ আমাদেরকে তা থেকে একটা অংশ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে, যারা খায়বর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তিনি তাদেরকে কোন অংশ দেননি, তবে তাদের দিয়েছিলেন– যারা তাঁর সংগে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এছাড়া তিনি আমাদের কিশ্‌তীর সাথী (হাব্‌শ হতে প্রত্যাগত) জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা.) এবং তাঁর সাথীদের তাদের সাথে গনীমতের মালের অংশ প্রদান করেন।

٢٧١٧ . حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى أَبُوْ صَالِحٍ قَالَ أَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ هَانِئِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَامَ يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِيْ حَاجَةِ اللّٰهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهِ وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ .

২৭১৭. মাহবুব ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র.)... ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর-যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'উছমান (রা.) আল্লাহ্‌র প্রয়োজনে এবং তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে গিয়েছে। আর আমি তার পক্ষ হতে বায়'আত গ্রহণ করছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য গনীমতের অংশ নির্ধারণ করেন। আর তিনি ﷺ 'উছমান (রা.) ব্যতীত অন্য কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য মালে গনীমতের অংশ নির্ধারণ করেননি।

٤٦ . بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيْمَةِ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা ও ক্রীতদাসকে গনীমতের মাল হতে কিছু দেওয়া সম্পর্কে

٢٧١٨ . حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى أَبُوْ صَالِحٍ نَا أَبُوْ إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

يَسْـــأَلُهُ كَذَا وَ كَذَا ذَكَرَ اَشْـــيَاءَ وَعَنِ الْـمَمْلُوْكِ اَلَهُ فِىْ الْفَىْ شَىْءٌ وَعَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيْبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ اَنْ يَّاتِىَ اُحْمُوْقَةً مَّا كَتَبْتُ اِلَيْهِ اَمَّا الْمَمْلُوْكُ فَكَانَ يُحْذٰى وَاَمَّا النِّسَاءُ فَكُنَّ يُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى وَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ ۔

২৭১৮. মাহবূব ইব্ন মূসা আবূ সালিহ (র.)...ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার (খারিজী নেতা) 'নাজদা' ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর কাছে পত্রযোগে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যাতে এ-ও ছিল যে, গোলামরা কি মালে-গনীমতের অংশ পাবে? আর মহিলারা, তারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে যেত? আর তারাও কি গনীমতের মালের অংশীদার? তখন ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন ঃ যদি আমার এরূপ সন্দেহ না থাকত যে, সে আহমকী করে বসবে, তবে আমি তার পত্রের জবাব দিতাম না। (তিনি জবাবে লিখেন ঃ) গোলামদের পুরস্কার হিসাবে কিছু দেওয়া যাবে; আর মহিলাদের ব্যাপার হলো ঃ তারা তো আহতদের সেবা-যত্ন করত এবং তারা পানি পান করাতো; (কাজেই, তারাও পুরস্কার হিসাবে কিছু গনীমতের অংশ পেত। যোদ্ধাদের ন্যায় পূর্ণ অংশ তারা পেত না)।

٢٧١٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا اَحْـمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِى الْوَهْبِىُّ قَالَ نَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَّالزُّهْرِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُوْرِىُّ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَّسْاَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَاَنَ كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنَ عَبَّاسٍ اِلٰى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْـضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَنْ يَّضْرِبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلاَ وَقَدْ كَانَ يَرْضَخُ لَهُنَّ ۔

২৭১৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস (র.)... ইয়াযীদ ইব্ন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাজদা হারূরী ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট পত্রযোগে মহিলাদের ব্যাপারে জানতে চায় যে, তারা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে শরীক হত? তাদের কি মালে-গনীমত হতে অংশ দেওয়া হত? তখন আমি ইব্ন 'আব্বাসের পক্ষ হতে নাজদার নিকট লিখি যে, তারা (মহিলারা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে যুদ্ধে শরীক হত। মালে-গনীমত হতে তাদের জন্য কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। তবে তারা পুরস্কার হিসাবে কিছু পেত।

٢٧٢٠ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْـدٍ وَّغَيْـرُهُ قَالاَ اَنَا زَيْدُ يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ نَا رَافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ اَبِيْـهِ اَنَّها خَرَجَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ خَيْـبَرَ سَادِسَ سِتِّ نَسْـوَةٍ فَبَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ اِلَيْنَا فَجِئْنَا

فَرَاَيْنَا فِيْهِ الْغَضَبَ فَقَالَ مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ وَ بِاِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ وَ نُعِيْنُ بِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحٰى وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسْقِيْ السَّوِيْقَ فَقَالَ قُمْنَ حَتّٰى اِذَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ اَسْهَمَ لَنَا كَمَا اَسْهَمَ لِلرِّجَالِ قَالَ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَدَّةُ وَمَا كَانَ ذٰلِكَ قَالَتْ تَمْرًا ٠

২৭২০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)...হাশ্‌রাজ ইব্‌ন যিয়াদ (রা.) তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেন। তিনি (দাদী) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে খায়বর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং মহিলা ছয় জনের মাঝে তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি আমাদের ডেকে পাঠান। অতঃপর আমরা যখন তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হই, তখন তাঁর মাঝে রাগের চিহ্ন দেখতে পাই। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কার সাথে বের হয়েছ এবং কার হুকুমে বের হয়েছ? তখন আমরা বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা এজন্য এসেছি যে, আমরা গযল গেয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের প্রেরণাদানে সাহায্য করব। আর আমাদের কাছে আহতদের সেবার জন্য ওষুধ আছে, আমরা তীর সংগ্রহ করে দেব এবং আমরা ছাতু গুলে (যোদ্ধাদের) পান করাব। তখন তিনি বলেন ঃ ঠিক আছে, তোমরা থাক। অতঃপর আল্লাহ্ যখন তাঁকে খায়বরের বিজয় দান করলেন, তখন তিনি আমাদরকে মালে-গনীমতের ঐরূপ হিস্‌সা প্রদান করলেন, যেরূপ তিনি পুরুষদের দিয়েছিলেন। রাবী বলেন ঃ আমি তাকে (দাদীকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হে আমার দাদী! ঐ হিস্‌সায় কী ছিল? তিনি জবাবে বলেন ঃ তা ছিল খেজুর।

٢٧٢١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا بِشْرٌ يَعْنِيْ بْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرٌ مَوْلٰى اَبِي اللَّحْمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِيْ فَكَلَّمُوْا فِيَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَبِيْ فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَاِذَا اَنَ اَجُرُّهٗ فَاُخْبِرَانِّيْ مَمْلُوْكٌ فَاَمَرَنِيْ بِشَيْءٍ مِّنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ٠

২৭২১। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...আবূ লাহ্‌ম (রা.)-এর ক্রীতদাস 'উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার মুনীবের সাথে খায়বরের যুদ্ধে যোগদান করি। তারা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে আলাপ করেন। তখন তিনি ﷺ আমাকে (যুদ্ধে শরীক হতে) অনুমতি দেন। তখন আমার কোমরে এমন একটি তরবারি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যা আমি মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিচ্ছিলাম। পরে তাঁকে খবর দেওয়া হয় যে, আমি একজন ক্রীতদাস। তখন তিনি (গনীমতের মালের পরিবর্তে) পুরস্কার হিসাবে কিছু সম্পদ প্রদান করেন।

٢٧٢٢ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ اَمِيْحُ اَصْحَابِيْ الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ ٠

২৭২২. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বদর যুদ্ধের দিন আমার সাথীদের জন্য পানি সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিলাম।

٤٧ . بَابُ فِي الْمَشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ ؟

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে থাকলে সে গনীমতের মালের অংশ পাবে কিনা?

٢٧٢٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى اِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ لَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ يُقَاتِلُ مَعَهُ فَقَالَ ارْجِعْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ اِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ ·

২৭২৩. মুসাদ্দাদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাবী ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ জনৈক মুশরিক নবী ﷺ -এর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সাথী হিসাবে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি ফিরে যাও।
রাবী মুসাদ্দাদ ও ইয়াহইয়া উভয়ে এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি ফিরে যাও। আমরা মুশরিকদের সাহায্য চাই না।

٤٨ . بَابُ فِيْ سُهْمَانِ الْخَيْلِ

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার জন্য মালে গনীমতের দুই অংশ নির্ধারণ প্রসঙ্গে

٢٧٢٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهٖ ثَلاَثَةَ اَسْهُمٍ سَهْمًا لَّهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهٖ ·

২৭২৪. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া ও সওয়ারীর জন্য (গনীমতের মালের) তিনটি অংশ নির্ধারণ করেন। যার এক অংশ ছিল তার এবং দুই অংশ ছিল ঘোড়ার।

٢٧٢٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَّمَعَنَا فَرَسٌ فَاَعْطٰى كُلَّ اِنْسَانٍ مِّنَّا سَهْمًا وَّ اَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ ·

২৭২৫. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...আবূ 'আমরা তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা চার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসি, আর আমাদের সাথে ছিল একটি ঘোড়া। তিনি আমাদের প্রত্যেককে (মালে গনীমতের) এক-একটি হিস্‌সা প্রদান করেন এবং ঘোড়ার জন্য দুটি অংশ প্রদান করেন।

٢٧٢٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَسْعُوْدِيٌّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اٰلِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ اِلا اَنَّهُ قَالَ ثَلٰثَةَ نَفَرٍ زَادَ فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلٰثَةُ اَسْهُمٍ .

২৭২৬. মুসাদ্দাদ (র.)...আবূ 'আমরা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, আবূ 'আমরা (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সেই বর্ণনায় (চারজনের স্থলে) তিনজনের কথা বলেছেন। আরো অতিরিক্ত বলেছেন ঃ অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য ছিল তিনটি অংশ।

٤٩ . بَابُ فِىْ مَنْ اَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার জন্য একটি অংশ নির্ধারণ প্রসংগে

٢٧٢٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا مُجَمَّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ بْنِ الْمُجْتَمِعِ يُذْكَرُ عَنْ عَمِّهٖ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدِ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ عَمِّهٖ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ وَكَانَ اَحَدُ الْقُرَّاءِ الَّذِينَ قَرَؤُا الْقُرْاٰنَ قَالَ شَهِدْنَا الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا اِذَا النَّاسُ يَهُزُّوْنَ الْاَبَاعِرَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ مَا لِلنَّاسِ قَالُوْا اُوْحِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَخَرَجْنَا مَعَ النَّاسِ نُوْجِفُ فَوَجَدْنَا النَّبِىُّ ﷺ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهٖ عِنْدَ كُرَاعِ الْغَمِيْمِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْمِ اِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اِنَّهُ لَفَتْحٌ فَقُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَّخَمْسَمَائِةٍ فِيْهِمْ ثَلٰثُ مِائَةٍ فَارِسٍ فَاَعْطٰى الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ وَاَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا .

২৭২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা (র.)... মুজ্‌মি' ইব্‌ন জারিয়া আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি বলেন ঃ

আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি, (তখন দেখতে পাই যে,) লোকেরা তাদের উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় লোকেরা পরস্পর একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে, লোকদের কি হয়েছে? তারা বলে ঃ নবী ﷺ-এর উপর ওয়াহী নাযিল করা হয়েছে। তখন আমরাও লোকদের সাথে দ্রুত সেদিকে ধাবিত হই। অতঃপর আমরা নবী ﷺ -কে 'কুরা'ইল-গামীম' নামক স্থানের নিকট তাঁর ﷺ বাহনের উপর আরূঢ় অবস্থায় পাই। লোকজন যখন তাঁর নিকট সমবেত হলো, তখন তিনি সূরা "ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা" তিলাওয়াত করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এটা-ই কি বিজয়? তিনি বলেন ঃ হাঁ। ঐ যাতের কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। এটা-ই বিজয়! ফলে, খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত, হুদায়বিয়াতে যারা শরীক ছিলেন, তাদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঠার ভাগে বিভক্ত করেন এবং এই সময় সৈন্য-সংখ্যা ছিল এক হাযার পাঁচশ' জন, যার মাঝে তিনশ' লোক ছিলেন অশ্বারোহী। অতঃপর তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর লোকদের দু'টি অংশ প্রদান করেন এবং পদাতিক বাহিনীর লোকদের একটি অংশ।

٥٠ . بَابٌ فِي النَّفْلِ

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল হতে কাউকে কিছু পুরস্কার হিসাবে দেওয়া

٢٧٢٨ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاؤُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوْهَا فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَالَتِ الْمَشْيَخَةُ كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ لَوِانْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ اِلَيْنَا فَلاَ تَذْهَبُوْنَ بِالْمَغْنَمِ وَيَبْقٰى فَاَبَى الْفِتْيَانُ فَقَالُوْا جَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى قَوْلِهٖ كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يَقُوْلُ فَكَانَ ذٰلِكَ خَيْرًا لَّهُمْ فَكَذٰلِكَ اَيْضًا فَاَطِيْعُوْنِيْ فَاِنِّيْ اَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هٰذَا مِنْكُمْ .

২৭২৮. ওহাব ইব্ন বাকীয়্যা (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর-যুদ্ধের দিন বলেন, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, অথবা এ কাজ করবে, সে ব্যক্তি (গনীমতের মাল হতে) এরূপ, এরূপ অতিরিক্ত সম্পদ প্রাপ্ত হবে। এ কথা শুনে যুবকেরা সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং বয়স্করা তাদের স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন, তখন বয়স্করা বলে ঃ আমরা তো তোমাদের সাহায্যকারী ও

পৃষ্ঠপোষক। যদি তোমরা পরাজিত হতে, তবে অবশ্যই তোমরা আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে। কাজেই, এ হতে পারে না যে, গনীমতের মাল সব তোমরা নিয়ে যাবে, আর আমরা এমনিই থাকব। তখন যুবকেরা এ প্রস্তাব মানতে অস্বীকার করে এবং বলে ঃ এ তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসময় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "লোকেরা আপনাকে 'আন্‌ফাল' আল্লাহ্ প্রদত্ত মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ যেমন আপনার রব আপনাকে সত্য সত্যই ঘর হতে বের হয়ে (যুদ্ধে যাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন); আর কোন কোন মু'মিনের নিকট এটা অপ্রিয় মনে হয়েছিল।" তিনি ﷺ বলেন ঃ সেটিই তাদের জন্য উত্তম ছিল এবং এই গনীমতের মাল বন্টন প্রক্রিয়াও উত্তম। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর (গনীমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-ফাসাদ করো না)। কেননা, আমি এর পরিণতি সম্পর্কে অধিক অবগত।

٢٧٢٩ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَاهُشَيْمٌ قَالَ نَادَاوُدُ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَمَنْ اَسَرَ اَسِيْرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ وَحَدِيْثُ خَالِدٍ اَتَمُّ .

২৭২৯. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যুব (র.)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর-যুদ্ধের দিন এরূপ ঘোষণা দেন যে, যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সে এরূপ পুরস্কার পাবে, আর যে কোন কাফিরকে বন্দী করবে, সে এরূপ এরূপ পুরস্কার পাবে। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর রাবী খালিদ বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

٢٧٣٠ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيْ قَالَ نَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ نَا دَاوُدُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ قَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالسَّوَاءِ وَحَدِيْثُ خَالِدٍ اَتَمُّ .

২৭৩০. হারূন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন বিলাল (র.)...দাউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল সবার মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দিয়েছিলেন। খালিদ বর্ণিত হাদীছটি সম্পূর্ণ।

٢٧٣١ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ اللهَ قَدْشَفٰى صَدْرِى الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوِّ فَهَبْ لِي السَّيْفَ قَالَ اِنَّ هٰذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِيْ وَلاَ لَكَ فَذَهَبْتُ وَاَنَا اَقُوْلُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلاَئِي فَبَيْنَا اَنَا جَاءَنِي الرَّسُوْلُ فَقَالَ اَجِبْ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ

شَيْءٌ بِكَلاَمِيْ فَجِئْتُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّكَ سَأَلْتَنِيْ هٰذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِيْ وَلاَ لَكَ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَهُ لِيْ فَهُوَلَكَ ثُمَّ قَرَأَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَسْئَلُوْنَكَ النَّفْلَ .

২৭৩১. হান্নাদ ইব্ন সিরী (র.)...মুস্‘ইব ইব্ন সা‘দ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ বদর-যুদ্ধের দিন আমি একখানি তরবারি নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হই এবং আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আজ দুশমনদের পক্ষ হতে আমার দিল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে (অর্থাৎ তাদের আমি ইচ্ছামত নিধন করেছি)। তাই এ তরবারিখানা আমাকে দান করুন। তিনি ﷺ বলেন ঃ এ তরবারি আমারও নয় এবং তোমারও নয়। তখন আমি এ বলে ফিরে যাই যে, আজ এ তরবারি হয়ত এমন ব্যক্তির অংশে প্রদত্ত হবে, যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমার মত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি। এমন সময় আমার কাছে একজন দূত এসে বলল ঃ চল, [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ] তোমাকে ডাকছেন। তখন আমি ধারণা করি যে, আমার এ কথাবার্তার ব্যাপারে হয়ত কোন আয়াত নাযিল হয়েছে। অতঃপর আমি আসলে নবী ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি আমার নিকট এই তরবারিখানা চেয়েছিলে কিন্তু তখন তা আমারও ছিল না এবং তোমারও ছিল না। এখন আল্লাহ্ তা‘আলা এটা আমাকে প্রদান করেছেন, তাই আমি এখন তা তোমাকে দান করছি। অতঃপর তিনি ﷺ তিলাওয়াত করেন ঃ তারা আপনাকে ‘আন্ফাল’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ ইব্ন মাস‘উদের কিরা‘আত হলো ঃ অর্থাৎ আপনাকে ‘নফল’ বা অতিরিক্ত দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

٥١ . بَابُ فِى النَّفْلِ لِلسَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ সেনা বাহিনী হতে বহির্গত কোন বিশেষ দলকে কোন কিছু অতিরিক্ত দেওয়া

٢٧٣٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا ابْنُ مُسْلِمٍ ح وَنَا مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ نَا مُبَشِّرٌ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمُ الْمَعْنٰى كُلُّهُمْ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَيْشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وَانْبَعَثَ سَرِيَّةٌ مِّنَ الْجَيْشِ فَكَانَ سُهْمَانُ الْجَيْشِ اثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلَ اَهْلُ السَّرِيَّةِ بَعِيْرًا بَعِيْرًا فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ .

২৭৩২. আবদুল ওহাব ইব্ন নাজদা (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নাজদের দিকে প্রেরিত এক বাহিনীর সংগে পাঠান এবং অন্য একটি সেনাদলকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। বাহিনীর সৈন্যরা সবাই বারোটি করে উট গনীমতের মাল হিসাবে পায় এবং শত্রুদের প্রতি প্রেরিত দলটির সবাই আরো একটি করে অতিরিক্ত উট পান। ফলে, তাদের সকলের অংশে তেরটি করে উট হয়।

٢٧٣٣ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ قَالَ الْوَلِيْدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قُلْتُ وَكَذَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ لاَ يَعْدِلُ مَنْ سَمَّيْتَ بِمَالِكٍ هٰذَا اَوْ نَحْوَهُ يَعْنِىْ مَالِكَ بْنَ اَنَسٍ .

২৭৩৩. ওয়ালীদ ইব্ন 'উতয়াবা দিমাশকী (র.)..ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন মুবারকের নিকট উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করে বললাম, ইব্ন আবূ ফারওয়াহ নাফে' হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি যাদের নাম উল্লেখ করেছ, তারা কেউ-ই মালিক ইব্ন আনাসের সমান বিশ্বস্ত নয়।

٢٧٣٤ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً اِلٰى نَجْدٍ فَخَرَجْتُ مَعَهَا فَاَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيْرًا فَنَفَّلَنَا اَمِيْرُنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا لِكُلِّ اِنْسَانٍ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَّمَ بَيْنَنَا غَنِيْمَتَنَا فَاَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا اثْنٰى عَشَرَ بَعِيْرًا بَعْدَ الْخُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالَّذِىْ اَعْطَانَا صَاحِبُنَا وَلاَ عَابَ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ فَكَانَ لِكُلِّ مِنَّا ثَلٰثَةَ عَشَرَ بَعِيْرًا بِنَفْلِهِ .

২৭৩৪. হান্নাদ (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদের দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন আমিও তাতে শরীক ছিলাম। সেখানে আমরা প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করি এবং আমাদের নেতা আমাদের সকলকে একটি করে উট পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি আমাদের প্রাপ্ত মালে গনীমত আমাদের মাঝে বন্টন করে দেন। তখন আমরা 'খুমুস' বা এক-পঞ্চমাংশ বাদ দেওয়ার পরেও বারোটি করে উট পাই। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নেতা আমাদের যে উট দিয়েছিল, তার হিসাব নেননি এবং এ জন্য তাঁর সমালোচনাও করেননি। তখন আমাদের সবাই পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত উটসহ তেরটি উট পাই।

٢٧٣٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ ح وَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلَمَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَنَا اللَّيْثُمَا الْمَعْنٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا ابِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا زَادَ ابْنُ مَوْهَبٍ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

২৭৩৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলিমা (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাবাহিনী পাঠান, যাতে ইব্‌ন 'উমার (রা.)-ও শামিল ছিলেন। তাঁরা প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল হাসিল করেন। ফলে তাদের সকলের ভাগে বারটি করে উট আসে। পরে পুরস্কার হিসাবে আরো একটি করে উট প্রদত্ত হয়।
রাবী ইব্‌ন মাওহাব এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ বন্টন আর পরিবর্তন করেননি।

٢٧٣٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا وَنَفَّلَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعِيْرًا بَعِيْرًا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَرَوَاهُ اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ وَنَفَّلْنَا بَعِيْرًا بَعِيْرًا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِىَّ ﷺ .

২৭৩৬. মুসাদ্দাদ (র.)...'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কোন এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন, যাতে আমরা সবাই বারটি করে উট (মালে-গনীমত) হিসাবে পাই। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আরো একটি করে উট অতিরিক্ত (পুরস্কার) হিসাবে প্রদান করেন।
আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ বুরদ ইব্‌ন সিনান এই হাদীছটি নাফে' হতে 'উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-এর হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেছেন এবং আয়্যুব (র.) নাফে' হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ আমরা সবাই একটি করে উট পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হই। তিনি নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করেননি।

٢٧٣٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُجَيْنٌ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً النَّفْلِ سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ وَاجِبٌ فِىْ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

২৭৩৭. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সেনাবহিনীকে যুদ্ধের জন্য পাঠাতেন, তাদের বিশেষ কোন দল বা

বাহিনীকে তিনি পুরস্কার দিতেন, যা তাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্ধারিত হত এবং তা হত সাধারণ সেনাবাহিনীর দেয় অংশের অতিরিক্ত। কিন্তু 'খুমুস' বা এক-পঞ্চমাংশ সব ধরনের মালে গনীমত হতে নেওয়া হত।

٢٧٣٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ نَا حُيَىٌّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِىْ ثَلٰثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاشْبِعْهُمْ فَفَتَحَ اللّٰهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَانْقَلَبُوْا حِيْنَ انْقَلَبُوْا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ اِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْ بِجَمَلَيْنِ وَاَكْتَسُوْا وَشَبِعُوْا .

২৭৩৮. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনশত পনের জনের বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এইরূপ দু'আ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاشْبِعْهُمْ .

"ইয়া আল্লাহ্! এরা পদাতিক বাহিনীর লোক, এদের বাহন প্রদান করুন, ইয়া আল্লাহ্! এরা নগ্নদেহী, এদের পরিধেয় দান করুন। ইয়া আল্লাহ্! এরা ক্ষুধার্ত, এদের পরিতৃপ্ত করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে বদর যুদ্ধে বিজয় প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) যখন ফিরে আসেন, তখন তাদের কেউ এরূপ ছিলেন না যে, একটি বা দুটি উট না নিয়ে ফিরেছেন। আর তাঁরা কাপড়ও পান এবং পরিতৃপ্ত হন।

٥٢ . بَابٌ فِىْ مَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ পুরস্কার দেওয়ার আগে 'খুমুস' নেওয়া প্রসংগে

٢٧٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ الشَّامِىُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيْمِىْ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ .

২৭৩৯. **মুহাম্মদ ইব্‌ন** কাছীর (র.)... হাবীব ইব্‌ন মাসলামা ফাহ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি **বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্** ﷺ 'খুমুস' বা এক-পঞ্চমাংশ নেওয়ার পর গনীমতের মালের 'ছুলুছ' বা **এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত** (পুরস্কার) হিসাবে প্রদান করতেন।

٢٧٤٠ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنُ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَّكْحُوْلٍ عَنْ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ اِذَا قَفَلَ .

২৭৪০. 'উবায়দুলাহ ইব্ন 'উমার (র.)...হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'খুমুস' নেওয়ার পর, গনীমতের মালের 'রুব্'উ' বা এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত (পুরস্কার) হিসাবে প্রদান করতেন। আর তিনি ﷺ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর, 'খুমুস' গ্রহণের পর (মালে-গনীমতের) এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কার হিসাবে প্রদান করতেন।

٢٧٤١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيَّانِ الْمَعْنٰى قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا يَحْيٰى بْنُ حَمْـــزَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَهْبٍ يَّقُوْلُ سَمِعْتُ مَكْحُوْلاً يَّقُوْلُ كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِاِمْرَاَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ فَاَعْتَقَنِيْ فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اَرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الْحِجَازَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اَرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الْعِرَاقَ فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ اِلاَّ حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا اَرٰى ثُمَّ اَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلَّ ذٰلِكَ اَسْاَلُ عَنِ النَّفْلِ فَلَمْ اَجِدْ اَحَدًا يُخْــبِرُ نِيْ فِيْهِ بِشَيْءٍ حَتّٰى لَقِيْتُ شَيْــخًا يُقَالُ لَهٗ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيْمِيُّ فَقُلْتُ لَهٗ هَلْ سَمِعْتَ فِيْ النَّفْلِ شَيْــئًا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْــرِيُّ يَقُوْلُ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْاَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ .

২৭৪১. 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন বাশীর (র.)...মাকহূল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মিসরে এক মহিলার গোলাম ছিলাম, যিনি বনূ হুযায়ল গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে 'আযাদ' করে দেন। আমি মিসর থেকে ততক্ষণ বের হইনি, যতক্ষণ না আমি আমার জানার মত সব জ্ঞান সেখান হতে আহরণ করি। পরে আমি হিজাযে গমন করি এবং সেখানে ততদিন অবস্থান করি, যতদিন না আমি আমার জানার মত সব জ্ঞান আহরণ করি। পরে আমি শামদেশে (সিরিয়া) গমন করি এবং সারা দেশে ঘুরে সেখানকার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমি 'নফল' বা অতিরিক্ত কি, তা জিজ্ঞাসা করতে থাকি। কিন্তু আমি সেখানে এমন কাউকে পাইনি, যে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারে। অবশেষে আমার সাথে একজন 'শায়খের' দেখা হয়, যাকে যিয়াদ ইব্ন জারিয়া তামীমী বলা হত। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনি কি 'নফলের' ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমি হাবীব ইব্ন মাসলামা ফিহরী (রা.)-কে এইরূপ বলতে শুনেছি ঃ আমি

নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে (মালে-গনীমতের) এক-চতুর্থাংশ নফল বা পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন এবং জিহাদ থেকে ফেরার পর এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করেন।

٥٣ . بَابُ فِي السَّرِيَّةِ تَرِدُ عَلَى اَهْلِ الْعَسْكَرِ

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সেনাবাহিনীর এক অংশের মাল প্রাপ্তি প্রসংগে

٢٧٤٢ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ اِسْحٰقَ بِبَعْضِ هٰذَا ح نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَا دِمَاؤُهُمْ يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ وَ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ يَرِدُ مُشِدُّهُمْ عَلٰى مُضْعِفِهِمْ وَ مُتَسَرِّيْهِمْ عَلٰى قَاعِدِهِمْ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَّلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ اِسْحٰقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافِيْ .

২৭৪২. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র.)...'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সমস্ত মুসলমানের রক্ত সমান। একজন সাধারণ মুসলিমও যে কোন লোককে নিরাপত্তা দিতে পারে। একইরূপে দূরে অবস্থানকারী মুসলমান পানাহ দিতে পারে, যদি তার নিকটে অবস্থানকারী ও মওজুদ থাকে। প্রত্যেক মুসলমান তার প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অন্য মুসলমানকে সাহায্য করবে। যার সবল ও দ্রুতগামী বাহন আছে, তার উচিত হবে দুর্বল ও ধীরগামী বাহনের মালিকের সাথে থাকা। একইভাবে, সেনাবাহিনীর কোন বিশেষ অংশ যদি গনীমতের মাল হাসিল করে, তবে তা অন্য যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দেবে। কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না এবং কোন যিম্মীকে তার অংগীকার রক্ষাকালে কতল করা যাবে না।

রাবী ইব্ন ইসহাক তাঁর বর্ণিত হাদীছে—"কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না" এবং "সব মুসলমানের রক্ত সমান,-"এ অংশ বর্ণনা করেননি।

٢٧٤٣ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنَا هَاشِمُ بْنُ قَاسِمٍ نَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِيْ اَيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَغَارَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُيَيْنَةَ عَلٰى اِبِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَ رَاعِيَهَا وَخَرَجَ يَطْرُدُهَا هُوَ وَاُنَاسٌ مَّعَهُ فِيْ خَيْلٍ فَجَعَلْتُ وَجْهِيْ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ نَادَيْتُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَاصَبَاحَاهُ ثُمَّ اتَّبَعْتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتُ اَرْمِيْ وَاَعْقِرُهُمْ فَاِذَا رَجَعَ اِلَيَّ فَارِسٌ

جَلَسْتُ فِىْ اَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِىْ وَحَتّٰى اَلْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ رُمْحًا وَثَلٰثِيْنَ بُرْدَةً يَسْتَخِفُّوْنَ مِنْهَا ثُمَّ اَتَاهُمْ عُيَيْنَةُ مَدَدًا فَقَالَ لِيَقُمْ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْكُمْ فَقَامَ اِلَىٰ اَرْبَعَةٌ مِّنْهُمْ وَصَعِدُوا الْجَبَلَ فَلَمَّا اَسْمَعْتُهُمْ قُلْتُ اَتَعْرِفُوْنِىْ قَالُوْا وَمَنْ اَنْتَ قُلْتُ اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالَّذِىْ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لاَ يَطْلُبُنِىْ رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَيُدْرِكُنِىْ وَلاَ اَطْلُبُهُ فَيَفُوْتُنِىْ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى فَوَارِسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّلُوْنَ الشَّجَرَ اَوَّلُهُمُ الْاَخْرَمُ الْاَسَدِىُّ فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ يَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ الْاَخْرَمُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلٰى فَرَسِ الْاَخْرَمِ فَيَلْحَقُ اَبُوْ قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِاَبِىْ قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ اَبُو قَتَادَةَ فَتَحَوَّلَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلٰى فَرَسِ الْاَخْرَمِ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِىْ جَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ذُوْ قَرَدٍ فَاِذَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمْسِ مِائَةٍ فَاَعْطَانِىْ سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ .

২৭৪৩. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)...আইয়াস ইব্ন সালামা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইব্ন 'উয়ায়না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উট লুণ্ঠন করে এবং তার রাখালকে হত্যা করে। সে নিজে এবং তার অশ্বারোহী সাথীরা সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তখন আমি মদীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার সাহায্যের জন্য ডেকে বলি ঃ ইয়া সাবাহা।[১] অতঃপর আমি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকি। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকি এবং তাদের যখম করতে থাকি। যখন তাদের থেকে কোন অশ্বারোহী সৈন্য আমার দিকে আসত, তখন আমি গাছের আড়ালে বসে পড়তাম। এভাবে আমি নবী ﷺ -এর জন্য, আল্লাহ্র সৃষ্ট বাহনসমূহের সবকে উদ্ধার করে আমার পেছনে ফেলি। এসময় তারা তাদের বোঝা হাল্কা করার জন্য তাঁদের ত্রিশটির অধিক বল্লম এবং ত্রিশটির বেশী চাদর ফেলে দেয়। এ সময় 'উয়ায়না তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে এবং বলে ঃ তোমরা কিছু লোক এর মুকাবিলায় দাঁড়াও। তখন তাদের চার ব্যক্তি আমার দিকে ফিরে দাঁড়ায় এবং পাহাড়ের উপর উঠতে থাকে। পরে যখন তারা আমার আওয়ায শোনার মত নিকটে আসে, তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি ঃ তোমরা কি আমাকে চিন? তখন তারা বলে ঃ তুমি কে? জবাবে আমি বলি ঃ আমি সালামা ইব্ন আক্ওয়া'। ঐ যাতের কসম! যিনি মুহাম্মদ ﷺ -এর চেহারাকে সম্মানিত করেছেন, তোমাদের কেউ যদি আমাকে পাকড়াও করতে চায়, তবে সে কখনো আমাকে ধরতে পারবে না। পক্ষান্তরে আমি যদি তোমাদের

১. এটি তৎকালীন আরবের প্রচলিত ধ্বনি, যা কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার সময় উচ্চারিত হত।

কাউকে পাকড়াও করতে চাই, তবে সে কখনো রক্ষা পাবে না। এর একটু পরেই আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রেরিত অশ্বারোহী বাহিনী বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে, যার আগে ছিলেন আখরাম আসাদী। তিনি যখন আবদুর রহমান ইব্ন 'উয়ায়নার নিকটবর্তী হন, তখন আবদুর রহমান তাঁর উপর হামলা করে। তখন তারা পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আঘাতের দ্বারা হত্যা করে এবং আবদুর রহমান আখরামকে বল্লমের আঘাতে হত্যা করে। পরে আবদুর রহমান আখ্রামের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়। তখন আবূ কাতাদা (রা.) আবদুর রহমানের উপর হামলা চালান এবং তারা উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে আবূ কাতাদা (রা.)-এর ঘোড়া নিহত হয় এবং আবূ কাতাদা 'আবদুর রহমানকে হত্যা করে ফেলেন। অতঃপর আবূ কাতাদা (রা.) আখরাম-এর ঘোড়ায় সওয়ার হন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হই। এ সময় তিনি ﷺ যে পানির ঝিলের নিকট অবস্থান করছিলেন, তার নাম ছিল–'যূ কারাদ'। সেখান থেকে আমি ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করেছিলাম। আমি সেখানে পৌঁছে দেখতে পাই যে, নবী ﷺ পাঁচশত লোকসহ সেখানে অবস্থান করছেন। তখন তিনি আমাকে (বীরত্বের জন্য) একজন অশ্বারোহী এবং একজন পদাতিক সৈন্যের সম-পরিমাণ গনীমতের মাল প্রদান করেন।

٥٤ . بَابُ النَّفَلِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ اَوَّلِ مَغْنَمٍ

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ সোনা, রূপা এবং গনীমতের প্রথম মাল হতে অতিরিক্ত প্রদান প্রসংগে

٢٧٤٤ . حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اَبُوْا اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِى الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ اَصَبْتُ بِاَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيْهَا دَنَا نِيْرُ فِىْ اِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ يُّقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيْدَ فَاَتَيْتُهُ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَعْطَانِىْ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ نَفَلَ اِلاَّ بَعْدَ الْخُمُسِ لاَعْطَيْتُكَ ثُمَّ اَخَذَ يَعْرِضُ عَلَىَّ مِنْ نَصِيْبِهِ فَاَبَيْتُ .

২৭৪৪. আবূ সালিহ মাহবূব ইব্ন মূসা (র.)... আবূ জুওয়ায়রিয়া জারামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফত কালে রোম দেশে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি লাল রংয়ের একটি থলে পাই। এসময় আমাদের নেতা ছিলেন নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী, যাঁর নাম ছিল মা'আন্ ইব্ন ইয়াযীদ এবং তিনি ছিলেন বনূ সালীম গোত্রের লোক। আমি উক্ত থলিটি তাঁর কাছে নিয়ে আসলে তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং সেখান হতে আমাকেও কিছু প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ না শুনতাম যে, খুমুস বা

এক-পঞ্চমাংশ রাখার পর, নফল বা অতিরিক্ত প্রদান করবে, তবে আমি তোমাকে অধিক দিতাম। অতঃপর তিনি তাঁর নিজ অংশ হতে আমাকে কিছু দিতে চাইলে আমি তা নিতে অস্বীকার করি।

٢٧٤٥ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

২৭৪৫. হান্নাদ (র.)...'আসিম ইব্‌ন কুলায়ব (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٥٥ . بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَسْتَاْثِرُ بِشَىْءٍ مِنَ الْفَىْءِ لِنَفْسِهِ

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে সম্পদ কাফিরদের থেকে হস্তগত হয়, তা থেকে নেতার নিজের জন্য কিছু নেওয়া

٢٧٤٦ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَامِ الْاَسْوَدَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى بَعِيْرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ وَبْرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيْرِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هٰذَا اِلَّا خُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ .

২৭৪৬. ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উত্‌বায়া (র.)... 'আমর ইব্‌ন 'আবাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল হিসাবে প্রাপ্ত একটা উটকে (সুত্‌রা হিসাবে) সামনে রেখে আমাদের সংগে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি ﷺ সালাতের সালাম ফিরাবার পর উটের পার্শ্বদেশের একটি পশম নিয়ে বললেন ঃ আমার জন্য তোমাদের গনীমতের মাল হতে 'খুমুস' ব্যতীত এই পশম বরাবরও নেওয়া হালাল নয়। আর এই 'খুমুস' ও অবশেষে তোমাদের কল্যাণের জন্যই ব্যয় হয়।

٥٦ . بَابٌ فِى الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াদা পূরণ করা

٢٧٤٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ .

২৭৪৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা কা'নাবী (র.)... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ওয়াদা ভংগকারীর জন্য একটা ঝাণ্ডা স্থাপন করে বলা হবে, 'এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের ওয়াদা খেলাফীর চিহ্নস্বরূপ।

٥٧ . بَابٌ فِي الْاِمَامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ فِي الْعُهُوْدِ

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নেতার দেওয়া ওয়াদা পালন করা

٢٧٤٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ .

২৭৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ বায্যায্ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম বা নেতা ঢালস্বরূপ, যার নির্দেশে যুদ্ধ করা হয়।

٢٧٤٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ اَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَتْنِيْ قُرَيْشٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْاِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا اَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَا اَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلَا اَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلٰكِنِ ارْجِعْ فَاِنْ كَانَ فِيْ نَفْسِكَ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِكَ الْاٰنَ فَارْجِعْ قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَسْلَمْتُ قَالَ بُكَيْرٌ وَّاَخْبَرَنِيْ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا قَالَ اَبُوْدَاوُدَ هٰذَا كَانَ فِي ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَالْيَوْمَ لَايَصْلُحُ .

২৭৪৯। আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)... আবূ রাফ' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরায়শরা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখার সাথে সাথেই আমার অন্তরে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহ্র কসম, আমি আর কখন-ই তাদের কাছে ফিরে যাব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি ওয়াদা খিলাফ করব না এবং দূতকে বন্দী করব না; বরং তুমি ফিরে যাও। অবশ্য সেখানে ফিরে যাওয়ার পর তোমার অন্তরে যদি এরূপ খেয়াল অবশিষ্ট থাকে, যা এখন আছে, তাহলে তুমি ফিরে এসো। রাবী আবূ রাফি' (রা.) বলেন ঃ তখন আমি ফিরে যাই এবং পরে নবী ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম কবুল করি।

বুকায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার নিকট [হাসান ইব্ন 'আলী (রা.) এরূপ খবর দিয়েছেন যে, আবূ রাফি' (রা.)] একজন ক্রীতদাস ছিলেন। আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এটা সেই যামানায় ছিল, এখন এরূপ বলা সঠিক হবে না (অর্থাৎ সাহাবীদের শানে এরূপ বলা উচিত নয়)।

٥٨ . بَابُ فِى الْاِمَامِ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيْرُ نَحْوَهُ

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম নেতা এবং কাফিরদের মাঝে সন্ধি হওয়ার পর তিনি শত্রুদেশ সফর করতে পারেন

٢٧٥٠ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَ بَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ اَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ فَنَظَرَ فَاِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا يَحِلُّهَا حَتّٰى يَنْقَضِىَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ .

২৭৫০. হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.)...হিময়ার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি, সুলায়ম ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মু'আবিয়া (রা.) এবং রোমকদের মাঝে এরূপ একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় (যে, তারা এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ করবে না)। এ সময় তিনি তাদের দেশ সফর করতে থাকেন। এমনকি যখন সে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। সে সময় সেখানে লাল-রংয়ের একটি ঘোড়ার পিঠে জনৈক ব্যক্তি হাযির হয় এবং বলতে থাকে–আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর! ওয়াদা পূরণ করা দরকার, যেন ওয়াদা ভংগ না করা হয়। অবশেষে দেখা গেল যে, তিনি হলেন–'আমর ইব্ন 'আবাসা। তখন মু'আবিয়া (রা.) তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কিসের ওয়াদা ভংগ হচ্ছে? তখন তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যদি কারও সাথে কোন কওমের চুক্তি থাকে, তখন সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় কোন চুক্তি করবে না, আর না তার খিলাফ করবে। অতঃপর যখন সে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে, তখন পরস্পর ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তি ভংগ করা যাবে। এ কথা শোনার পর মু'আবিয়া সেখান হতে ফিরে আসেন।

٥٩ . بَابُ فِى الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াদা পূরণ করা এবং তার মর্যাদা রক্ষা করা

٢٧٥١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِىْ غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

২৭৫১। 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।

٦٠ . بَابُ فِى الرُّسُلِ

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ দূত প্রেরণ প্রসংগে

٢٧٥٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَالرَّازِىُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِىْ ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ شَيْخٍ قَالَ كَانَ مُسَيْلَمَةُ كَتَبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَقَدْ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ اَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهُمَا حِيْنَ قَرَا كِتَابَ مُسَيْلَمَةَ مَا تَقُوْلاَنِ اَنْتُمَا قَالاَ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلاَ اَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ اَعْنَاقَكُمَا .

২৭৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ও রাযী (র.)... মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (ভণ্ডনবী) মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি পত্র লেখে। যার সম্পর্কে না'ঈম ইব্‌ন মাসঊদ আশ'জাঈ (রা.) তাঁর পিতা না'ঈম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসায়লামার পত্র পাঠান্তে তার দু'জন দূতকে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তখন তারা বলে ঃ আমরা তা-ই বলি, সে যা বলে (অর্থাৎ সে যে নবূয়াওতের দাবি করে, আমরা তাতে বিশ্বাসী)। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! দূতদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি না থাকতো, তবে আমি তোমাদের দু'জনের শিরশ্ছেদ করতাম।

٢٧٥٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ اَنَّهُ اَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَحَدٍ مِّنَ الْعَرَبِ حِنَّةٌ وَاِنِّىْ مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ لِّبَنِىْ حَنِيْفَةَ فَاِذَا هُمْ يُؤْمِنُوْنَ بِمُسَيْلَمَةَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَجِئَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ لاَ اَنَّكَ رَسُوْلٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَاَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُوْلٍ فَاَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِى السُّوْقِ ثُمَّ قَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيْلاً بِالسُّوْقِ .

২৭৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)...হারিছা ইব্‌ন মুযাররিব (র.) একদা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.)-এর নিকট হাযির হয়ে বলেন ঃ কোন আরববাসীর সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। তবে আমি বনূ হানীফার মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পাই যে, তারা মুসায়লামার (নবূওয়াতে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) তাদের ডেকে পাঠান (এবং তওবা করতে বলেন)। তারা আসে এবং ইব্‌ন নাওয়াহা ব্যতীত সকলে তাওবা করে। তিনি (ইব্‌ন মাস'উদ) তাকে (ইব্‌ন নাওয়াহাকে) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (তোমার ব্যাপারে এরূপ) বলতে শুনেছি যে, 'যদি তুমি দূত না হতে, তবে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করতাম। আর আজ তুমি তো দূত নও, (কাজেই আজ তোমার অপরাধের শাস্তি পাবে)। তখন তিনি কারযা ইব্‌ন কা'বকে তাকে হত্যার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি তাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে (জনসমক্ষে) তার শিরশ্ছেদ করেন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ যে কেউ ইব্‌ন নাওয়াহকে দেখতে চায়, সে যেন বাজারে গিয়ে তার মৃত লাশ দেখে আসে।

٦١ . بَابُ فِى اَمَانِ الْمَرْاَةِ

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম মহিলার কোন কাফিরের নিরাপত্তা দেওয়া

٢٧٥٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهَا اَجَارَتْ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ وَاَمَنَّا مَنْ اَمَنْتِ .

২৭৫৪। আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্ম-হানী বিন্‌ত আবী তালিব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন জনৈক মুশরিককে (হারিস ইব্‌ন হিশাম) আশ্রয় দেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর কাছে আসেন এবং তাঁর নিকট ব্যাপারটি খুলে বলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ "তুমি যাকে পানাহ্ দিয়েছ, আমিও তাকে পানাহ্ দিলাম। আর তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।

٢٧٥٥ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ لَتُجِيْرُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَجُوْزُ .

২৭৫৫. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... 'আইশা (রা.)' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক কোন কাফিরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষার জন্য পানাহ্ দেয়, তবে তা জায়িয বা বৈধ হবে।

٦٢ . بَابُ فِىْ صُلْحِ الْعَدُوِّ

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর সাথে সন্ধি করা

٢٧٥٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَوْرٍ حَدَّثَهُمْ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِىْ بِضْعِ عَشَرَ مِائَةً مِّنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْىَ وَاَشْعَرَ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَسَارَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِىْ يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ خَلاَتِ الْقَصْوٰى مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا خَلاَتْ وَمَا ذٰلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلٰكِنَّ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَسْاَلُوْنِى الْيَوْمَ خِطَّةً يُعَظِّمُوْنَ بِهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِىُّ ثُمَّ اَتَاهُ يَعْنِىْ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ اَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ اَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اَىْ غُدَرُ اَوَلَسْتُ اَسْعٰى فِىْ غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَاَخَذَ اَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا الْاِسْلاَمُ فَقَدْ قَبِلْنَا وَاَمَّا الْمَالُ فَاِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَصَّ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَّ عَلٰى اَنَّهُ لاَ يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَّ اِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَّهُ اِلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُوْمُوْا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوْا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ الْاٰيَةِ فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ اَنْ يَّرُدُّوْهُنَّ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّرُدُّ وَالصَّدَاقُ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَعْنِىْ فَاَرْسَلُوْا فِىْ طَلَبِهِ فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَابِهِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَا ذَا

الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمرٍ لَّهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّى لاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلاَنُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الاٰخَرُ فَقَالَ اَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهٖ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْرَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَقَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِىْ وَاِنِّىْ لَمَقْتُوْلٌ فَجَاءَ اَبُوْا بَصِيْرٍ فَقَالَ قَدْ اَوْفَى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِىْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِى اللّٰهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيْلُ اُمِّهٖ مُسْعِرُ حَرْبٍ لَوْكَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ اَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتٰى سِيْفَ الْبَحْرِ وَيَنْفَلِتُ اَبُوْ جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِاَبِىْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ .

২৭৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ (র.)...মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুদায়বিয়ার (সন্ধির) সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক হাযারের কিছু বেশী সাহাবী নিয়ে (মদীনা থেকে মক্কার দিকে 'উম্‌রার উদ্দেশ্যে) বের হন। অবশেষে যখন তিনি যুল্-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি কুরবানীর পশুগুলো চিহ্নিত করেন, মাথার চুল মুণ্ডন করেন এবং 'উমরার নিয়্যতে ইহরাম বাঁধেন। রাবী এরূপে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী আরো বলেন ঃ এই সফরে চলার সময় এক পর্যায়ে নবী ﷺ ছানিয়া উপত্যকার নিকটে পৌছান, যেখান থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়, সেখানে তাঁকে ﷺ নিয়ে তাঁর উটটি বসে পড়ে। তখন লোকেরা (সাহাবীরা) বলতে থাকেন ঃ হাল[১]-হাল, কাসওয়া[২] ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা দু'বার এরূপ বলেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ কাসওয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়নি এবং এর স্বভাবও এরূপ নয়; বরং একে হাতীর গতিরোধকারী-প্রতিহত করেছে।[৩]

তারপর তিনি ﷺ বলেন ঃ সেই যাতের কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ! আল্লাহ্‌র ঘরের মর্যাদা রক্ষার জন্য আজ কুরায়শরা আমার কাছে যা চাবে, আমি তাদেরকে তাই দেব। এরপর উষ্ট্রীকে উঠতে বলা হলে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর তিনি ﷺ রাস্তা পরিবর্তন করে হুদায়বিয়ার শেষ প্রান্তের ময়দানে একটা ঝরণার পাশে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁর নিকট বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা খুযাঈ আসে, পরে তাঁর কাছে আসে 'উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ। তারা নবী ﷺ -এর সংগে কথাবার্তা শুরু করে। কথাবার্তা বলার এক পর্যায়ে ('উরওয়া) নবী ﷺ-এর দাঁড়ি স্পর্শ করে। এ সময় মুগীরা ইব্‌ন শো'বা নবী ﷺ-এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলেন, যার সাথে ছিল তরবারি এবং মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। তিনি তার ('উরওয়ার) হাতের উপর তরবারির বাঁট দিয়ে আঘাত করে বলেন ঃ "তুমি তাঁর দাড়ি হতে তোমার হাত সরিয়ে নাও।" তখন 'উরওয়া তার মাথা উঁচু করে বলে ঃ এই

১. এটি একটি আরবী প্রবাদ বাক্য, যা শায়িত উটকে উঠাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহন-উষ্ট্রীর নাম।

৩. আবরাহা বাদশা কা'বাঘর ধ্বংসের জন্য বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে মক্কার নিকটবর্তী হলে, আল্লাহ্ তা'আলা আবাবীল পাখির মাধ্যমে সে বিরাট হস্তিবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেন। ঐদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

ব্যক্তি কে? তাঁরা (সাহাবিগণ) বলেন ঃ ইনি মুগীরা ইব্‌ন শো'বা। তখন 'উরওয়া বলে ঃ ওহে ধোঁকাবায! আমি কি তোমার ধোকাবাযী করে অংগীকার ভংগের ব্যাপারে সন্ধি করে দিতে চেষ্টা করিনি? (আর ব্যাপার এই ছিল যে) মুগীরা অন্ধকার যুগে কয়েকজন ব্যক্তিকে তার সাথী হিসাবে নেন, পরে তিনি তাদের হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে নেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আমি তো তোমার ইসলাম গ্রহণ করাকে কবূল করলাম, কিন্তু ধন-সম্পদ যা ধোঁকাবাযীর দ্বারা অর্জন করেছ, এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর [মিসওয়ার (রা.)] হাদীছটির শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

অবশেষে নবী ﷺ 'আলী (রা.)-কে বলেন ঃ লিখ, এ হলো ঐ সন্ধিপত্র, যার ভিত্তিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং কুরায়শরা সন্ধি করছে। অতঃপর মুসাওবের (রা.) পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন।

আলোচনাকালে সুহায়ল বলেন ঃ যদি আমাদের কেহ আপনার নিকট আপনার দীন গ্রহণ করে গমন করে, তবে আপনি তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

সন্ধিপত্র লেখা লেখির কাজ সমাপ্ত হলে নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা উঠ, তোমাদের পশুগুলোকে কুরবানী কর এবং তোমাদের মাথা মুড়িয়ে ফেল। এ সময় কয়েকজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে (মুসলমানদের কাছে) চলে আসেন, যাদের ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ্ নিষেধ করেন এবং তাদের দেন-মোহর (যা তারা তাদের স্বামীদের থেকে নিয়েছিল, তা) ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

অতঃপর তিনি ﷺ মদীনায় ফিরে আসেন। এ সময় তাঁর নিকট আবূ বাসীর নামক জনৈক কুরায়শ আসে। কুরায়শরা তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য লোক পাঠায়। তখন তিনি ﷺ তাঁকে তাদের দু-ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করেন। তারা উভয়ে তাঁকে নিয়ে (মদীনা থেকে) বের হয়, এমনকি যখন তারা যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে, তখন তারা তাদের খেজুর খাওয়ার জন্য সেখানে অবতরণ করে। তখন আবূ বাসীরের তাদের দু'জনের একজনকে বলেন ঃ ওহে অমুক, আল্লাহ্র শপথ! আমার নিকট তোমার তরবারিখানা বেশ উত্তম মনে হচ্ছে। তখন যে ব্যক্তি তার খাপ থেকে তা বের করে বলল ঃ আমি একে পরীক্ষা করেছি। তখন আবূ বাসীর (রা.) বললেন ঃ ওটা আমাকে একটু দেখাও না। তখন সে ব্যক্তি আবূ বুসাইরের হাতে তা তুলে দেয়। তখন তিনি (তা দিয়ে) তাকে আঘাত করেন, ফলে সে মারা যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি পালিয়ে যায় এবং মদীনায় গিয়ে পৌঁছে এবং সে দৌড়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এই ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে বলে ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমার সাথীকে তো হত্যা করা হয়েছে এবং আমিও অবশ্য নিহত হতাম (কিন্তু পালিয়ে বেঁচেছি)। এ সময় আবূ বাসীর (রা.) সেখানে এসে হাযির হন এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ তো আপনার যিম্মাদারী পূর্ণ করে দিয়েছেন। কেননা, আপনি তো আমাকে (সন্ধির শর্তানুসারে) তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, পরে আল্লাহ্ আমাকে তাদের কবল হতে মুক্ত করেছেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এই লোক তো যুদ্ধের উত্তেজনাদাতা, তার মায়ের প্রতি অভিসম্পাত। যদি তার সাহায্যকারী কেউ থাকত! অতঃপর তিনি (আবূ বাসীর) যখন এ কথা শুনলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি ﷺ তাকে আবার তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। তাই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সমুদ্র উপকূলে চলে যান। অতঃপর আবূ জান্দাল (রা.)-ও পালিয়ে এসে আবূ বাসীর (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। এভাবে তাদের একটি বড় দল সেখানে জমায়েত হয়।

আঠার পারা শুরু

٢٧٥٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا ابْنُ اَدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ اِسْحٰقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُمْ اصْطَلَحُوْا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِيْنَ يَأْمَنُ فِيْهِنَّ النَّاسُ وَعَلٰى اَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً وَاَنَّهُ لاَاِسْلاَلَ وَلاَ اِغْلاَلَ .

২৭৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ কুরায়শরা এ কথার উপর সন্ধি করেছিল যে, দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে, এ সময় মানুষেরা সুখে-শান্তিতে থাকবে, আমাদের পরস্পরের মাঝে পবিত্রতা বজায় থাকবে। আর এ সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন চুরি-ডাকাতি হবে না।

٢٧٥٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْاَوْزَعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ مَالَ مَكْحُوْلٌ وَابْنُ اَبِيْ زَكَرِيَّا اِلٰى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمِلْتُ مَعَهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ قَالَ جُبَيْرٌ اَنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى ذِيْ مِخْبَرٍ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيْنَا فَسَاَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا اٰمِنًا وَتَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِّنْ وَّرَائِكُمْ .

২৭৫৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)... হাস্সান ইব্ন 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাক্হূল এবং ইব্ন আবূ যাকারিয়া (রা.) খালিদ ইব্ন মা'দানের নিকট যান এবং আমিও তাদের সাথী হই। অতঃপর তিনি যুবায়র ইব্ন নুফায়র (রা.) হতে হাদীছ বর্ণনা করেন। যুবায়র (রা.) বলেন ঃ তুমি আমাদের সংগে নবী ﷺ-এর সাহাবী যূ-মিখ্বার (রা.)-এর কাছে চল। তখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হই এবং জুবায়র (রা.) তাঁর নিকট সন্ধির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই তোমরা রোমকদের সাথে এরূপ সন্ধি করবে, যাতে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। পরে তোমরা এবং তারা সম্মিলিত হয়ে অপর এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

٦٣ . بَابُ فِي الْعَدُوِّ يُؤْتٰى عَلٰى غِرَّةٍ وَيَتَشَبَّهُ بِهِمْ !

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুশমনকে তাদের দলভুক্ত হওয়ার ভান করে অসতর্ক অবস্থায় হত্যা করা

٢٧٥٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ

مَسْلَمَةَ فَقَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِّىْ اَنْ اَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ قَدْ سَاَلَنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّا نَا قَالَ وَاَيْضًا لَتُمَلُّنَّهُ قَالَ اتَّبَعْنَاهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى اَىِّ شَيْءٍ يَّصِيْرُ اَمْرُهُ وَقَدْ اَرَدْنَا اَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا اَوْ وَسْقَيْنِ قَالَ اَىُّ شَيْءٍ تَرْهَنُوْنِى قَالَ وَمَا تُرِيْدُ مِنَّا فَقَالَ نِسَائَكُمْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ اَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ نَرْهَنُكَ نِسَائَنَا فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ عَارًا عَلَيْنَا قَالَ فَتَرْهَنُوْنِىْ اَوْلَادَكُمْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ يُسَبُّ ابْنُ اَحَدِنَا فَيُقَالُ رُهِنْتَ بِوَسْقٍ اَوْ وَسْقَيْنِ قَالُوْا نَرْهَنُكَ اللَّامَةَ يُرِيْدُ السِّلَاحَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اَتَاهُ نَادَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَيِّبٌ يَنْضَحُ رَاْسُهُ فَلَمَّا اَنْ جَلَسَ اِلَيْهِ وَ قَدْ كَانَ جَاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلٰثَةٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ قَالَ عِنْدِىْ فُلَانَةُ وَهِىَ اَعْطَرُ نِسَاءِ النَّاسِ قَالَ تَاْذَنُ لِىْ فَاَشُمَّ قَالَ نَعَمْ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِىْ رَاْسِهِ فَشَمَّهُ قَالَ اَعُوْدُ قَالَ نَعَمْ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِىْ رَاْسِهِ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوْنَكُمْ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى قَتَلُوْهُ .

২৭৫৯. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.) ...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে কে হত্যা করবে? কেননা, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাস্‌লামা দাঁড়িয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি তাকে হত্যা করব।' আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে কতল করি? জবাবে তিনি বলেন ঃ হাঁ, আমি এটি-ই চাই। তখন তিনি (ইব্‌ন মাস্‌লামা) বলেন ঃ তবে আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি তার সাথে আপনার ব্যাপারে কিছু বলতে পারি? তখন তিনি ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ এই ব্যক্তি [মুহাম্মদ ﷺ] আমাদের কাছে সাদ্‌কা চেয়ে আমাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে। তখন সে (কা'ব) বলে ঃ এতো আর কি বিপদ, তোমরা আরও কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। ইব্‌ন মাস্‌লামা বলেন ঃ আমরা তো কেবলই তাঁর অনুসরণ শুরু করেছি, কাজেই তাঁর পরিণতি কি হয় তা না দেখা পর্যন্ত আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করব না। এখন আমি তোমার কাছে এই ইরাদা নিয়ে এসেছি যে, তুমি আমাকে এক বা দুই 'ওসক' পরিমাণ খাদ্য-শস্য করয দিবে। তখন সে (কা'ব) জিজ্ঞাসা করে ঃ এর বিনিময়ে তুমি আমার কাছে কি বন্ধক রাখবে? তখন ইব্‌ন মাস্‌লামা বলেন ঃ তুমি আমার নিকট হতে বন্ধক হিসাবে কি রাখতে চাও? তখন সে বলে ঃ তোমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখ। এতে তারা আশ্চর্য হয়ে বলেন ঃ সুব্‌হানাল্লাহ! তুমি আরবের সুন্দরতম পুরুষ, যদি আমরা তোমার নিকট আমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখি, তবে তা তো আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হবে! তখন কা'ব বলে ঃ তবে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তাঁরা বলেন ঃ সুব্‌হানাল্লাহ! (তুমি কি চাও) আমাদের কারও সন্তানকে এজন্য ভর্ৎসনা করা হোক যে, তাদের বলা হবে, তোমাকে এক বা দুই ওসক পরিমাণ খাদ্যের জন্য বন্ধক রাখা

হয়েছিল! তখন তাঁরা বলেন ঃ আমরা তোমার কাছে আমাদের হাতিয়ার অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রাখতে চাই। তখন কা'ব বলে ঃ আচ্ছা, তা-ই রাখ। অতঃপর (রাতের বেলা) ইব্‌ন মাস্‌লামা তার নিকট গিয়ে তাকে ডাকলেন। তখন কা'ব মাথায় খুশ্‌বু লাগিয়ে তাঁর নিকট আসে। অতঃপর ইব্‌ন মাস্‌লামা যখন কা'বের নিকট গিয়ে বসলেন, তখন তাঁর সাথে আগমনকারী তিন বা চার ব্যক্তি কা'বের নিকট খুশবুর ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখন সে (কা'ব) বলে ঃ আমার নিকট অমুক নারী আছে, যে সব নারীদের চাইতে অধিক খুশ্‌বু ব্যবহার করে। তখন ইব্‌ন মাসলামা বলেন ঃ আমাকে একটু অনুমতি দাও, যাতে আমি তোমার চুলের খুশবুর ঘ্রাণ নিতে পারি। তখন সে (কা'ব) বলে ঃ হাঁ, নিতে পার। তখন ইব্‌ন মাস্‌লামা কা'বের মাথার চুলের মাঝে হাত ঢুকিয়ে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি আবার ঘ্রাণ নিব? জবাবে কা'ব বলে ঃ হাঁ, নিতে পার। তখন তিনি (ইব্‌ন মাস্‌লামা) কা'বের মাথার চুলের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দেন এবং তাকে কাবু করে ফেলেন। আর তাঁর সাথীদের (ইশারায়) বলেন ঃ তোমরা একে হত্যা কর। তখন তারা (সাথীরা) তাকে (কা'বকে) এমনভাবে মারে যে, শেষ পর্যন্ত তারা তাকে কতল করে ফেলে।

٢٧٦٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَرَامَةَ نَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ مَنْصُوْرٍ نَا اَسْبَاطُ الْهَمْدَانِىُّ عَنِ السُّدِّىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ .

২৭৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খারামা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈমানের দাবী এই যে, কাউকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা যাবে না। কাজেই, কোন মু'মিন কাউকে ধোঁকা দিয়ে মারবে না।

٦٤ . بَابٌ فِى التَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فِى الْمَسِيْرِ

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালে প্রতিটি উঁচুস্থানে আরোহণের সময় তাকবীর পাঠ করা

٢٧٦١ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْحَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَّيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

২৭৬১. আল-কা'নাবী (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ অথবা 'উমরা হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি যমীনের প্রতিটি উঁচুস্থানে

পৌছে তিনবার তাকবীর পাঠ করতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী তাঁরই এবং সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, 'ইবাদত ও সিজদাকারী আমাদের রবের, আর প্রশংসাকারী তাঁরই। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তাঁর বান্দার সাহায্য করেছেন। আর শত্রুসেনাকে তিনি একাই বিধ্বস্ত, পরাজিত করেছেন।

٦٥ . بَابُ فِي الْاِذْنِ فِي الْقُفُوْلِ بَعْدَ النَّهْيِ

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ হওয়ার পর পুনরায় অনুমতি প্রসংগে

٢٧٦٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ الْاٰيَةَ نَسَخَتْهَا الَّتِيْ فِي النُّوْرِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

২৭৬২. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ছাবিত মারওয়াযী (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ "তারা আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায় না, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি...হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।" এই আয়াতের হুকুমটি সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বাতিল হয়েছে, যা হলো–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ "বরং প্রকৃত মু'মিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে"...হতে "মহা-ক্ষমাশীল, অনুগ্রহকারী" পর্যন্ত।

٦٦ . بَابُ فِي بَعْثَةِ الْبُشَرَاءِ

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান প্রসংগে

٢٧٦٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ ابْنُ نَافِعٍ نَا عِيْسٰى عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تُرِيْحُنِيْ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَاَتَاهَا فَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ اَحْمَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ يُكَنّٰى اَبَا اَرْطَاةَ ٠

২৭৬৩. আবূ তাওবা রাবী' ইব্‌ন নাফি' (র.)...জারীরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন যে, "তুমি কি আমাকে 'যুল-খালাসা'[১] হতে নিশ্চিন্ত করবে না? তখন তিনি সেখানে গমন করেন এবং সে ঘরটি জ্বালিয়ে দেন। পরে তিনি 'আহমাস' গোত্রের জনৈক লোককে এই সুসংবাদ পৌছানোর জন্য নবী ﷺ-এর নিকট পাঠান, যার কুনিয়াত ছিল, আবূ আরতা।

٦٧ . بَابُ فِيْ اَعْطَاءِ الْبَشِيْرِ

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ সুসংবাদ বহনকারীকে পুরস্কৃত করা প্রসংগে

٢٧٦٤ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ وَقَصَّ ابْنُ سَرْحٍ الْحَدِيْثَ قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةَ حَتّٰى اِذَا طَالَ عَلَىَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِيْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَ اللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ ثُمَّ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ صَبَاحًا خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِنَا فَسَمِعْتُ صَارِخًا يَّا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَبْشِرْ فَلَمَّا جَاءَ نِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبِيَّ فَكَسَوْتُهُمَا اِيَّاهُ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَامَ اِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِيْ وَهَنَّانِيْ .

২৭৬৪. ইব্‌ন সারহা (র.)...কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন কোন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি প্রথমে মসজিদে গিয়ে সেখানে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। পরে তিনি লোকদের মাঝে উপবেশন করতেন। অবশেষে রাবী ইব্‌ন সারহা পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

রাবী [কা'ব (রা.)] বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল মুসলমানকে আমাদের তিন ব্যক্তির সংগে কথা বলতে নিষেধ করে দেন। (কেননা কা'ব, হিলাল ইব্‌ন উমাইয়্যা এবং মারারা ইব্‌ন রাবী'—এই তিনজন সাহাবী কোন কারণ ছাড়াই তাবুকের যুদ্ধে যাননি; অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল সক্ষম ব্যক্তিদের এ যুদ্ধে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন)। এমতাবস্থায় যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো, তখন

---

১. ঘটনাটি এরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন কুফরী শক্তি পর্যুদস্ত হয়ে যায় এবং গোটা আরব জাহান মুসলমানদের করতলগত হয়। জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা) এ সময় ইসলাম কবূল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে মক্কা থেকে চার মনজিল দূরে অবস্থিত 'যুল-খালাসা' নামক বুতখানা বা মূর্তি পূজারীদের পরাভূত করে তাদের মূর্তি-ঘরটি জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেন।

আমি আবূ কাতাদা (রা.)-এর বাগানের দেওয়াল টপকিয়ে তার ভেতরে গেলাম এবং তিনি ছিলেন আমার চাচাত ভাই। আমি তাকে সালাম করলাম। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। এভাবে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সকালে আমি আমার ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলাম। তখন আমি একজন আহবানকারীর এরূপ আওয়ায শুনতে পাই যে, "হে কা'ব ইব্ন মালিক! তোমার জন্য সুসংবাদ। পরে যখন সে ব্যক্তি আমার নিকটবর্তী হয়, যার সুসংবাদবার্তা আমি শুনেছিলাম, তখন আমি আমার গায়ের দু'খানি কাপড় তাকে দিয়ে দিলাম এবং সে দু'খানি তাকে পরিয়ে দিলাম। অতঃপর আমি মসজিদে হাযির হয়ে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে বসে আছেন। তখন আমাকে দেখে তাল্হা ইব্ন উবায়দুল্লাহ দৌড়ে আমার কাছে আসেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করে আমাকে মুবারকবাদ জানান।

٦٨ . بَابُ فِيْ سُجُوْدِ الشُّكْرِ

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ শোকর-সূচক সিজ্দা

٢٧٦٥ . حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَن اَبِيْ بَكْرَةَ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اِذَا جَاءَهُ اَمْرُ سُرُوْرًا اَوْبُشِّرَ بِهٖ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلّٰهِ .

২৭৬৫. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র.)...আবূ বাক্রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। বস্তুত যখন তাঁর ﷺ নিকট কোন খুশীর খবর আসতো, অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখনই তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শোকর-সূচক সিজ্দা আদায় করতেন।

٦٩ . بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর সময় হাত উঠানো সম্পর্কে

٢٧٦٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَهُوَ يَحْىَ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ذَكَرَهُ اَحْمَدُ ثَلاَثًا قَالَ اِنِّى سَاَلْتُ رَبِّى وَشَفَعْتُ لاُمَّتِىْ

فَاعْـطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّيْ ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَاَلْـتُ رَبِّيْ لاُمَّتِيْ فَاعْـطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَاَلْـتُ رَبِّي لاُمَّتِيْ فَاعْطَانِيْ الثُّلُثَ الْاٰخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ اَشْـعَثُ بْنُ اِسْـحٰقَ اَسْـقَطَهُ اَحْمَدُبْنُ صَالِحٍ حِيْنَ حَدَّثَنَا بِهٖ مُحَدِّثَنِيْ بِهٖ عَنْهُ مُوْسٰى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ‧

২৭৬৬. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.)...'আমির ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে বের হই। অতঃপর আমরা যখন আযূরা নামক স্থানে পৌছি, তখন তিনি ﷺ অবতরণ করেন এবং দু'হাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা দু'আ করেন। পরে সিজদায় গমন করেন এবং অধিকক্ষণ সিজদাবনত অবস্থায় থাকেন। এরপর তিনি দণ্ডায়মান হন এবং দু'হাত তুলে প্রায় এক ঘন্টা দু'আ করেন এবং পরে সিজদায় রত হন। রাবী আহমদ এরূপ তিনবার বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি আমার রব্বের কাছে দু'আ করেছি এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছি। আল্লাহ্ আমার উম্মতের তিন ভাগের এক ভাগের সুপারিশ কবূল করেছেন। তাই আমি শোকর-সূচক সিজদা আদায় করি। পরে (দ্বিতীয়বার) আমি সিজ্‌দা হতে উঠে আমার রব্বের দরবারে আবার উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করি, তখন তিনি আরও এক-তৃতীয়াংশের গুনাহ মাফ করে দেন। এতে আমি আল্লাহ্‌র শোকর জ্ঞাপন করার জন্য সিজদা করি। অবশেষে (তৃতীয়বার) আমি সিজদা থেকে উঠে আমার রব্বের দরবারে উম্মতের ব্যাপারে সুপারিশ করি, এতে তিনি অবশিষ্ট শেষ-তৃতীয়াংশের গুনাহ্ মাফ করে দেন। এ কারণে আমি আমার রব্বের জন্য শোকর-সূচক সিজদা আদায় করি।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন সালিহ যখন আামাদের নিকট এ হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তিনি আশ্'আছ ইব্‌ন ইসহাকের নাম বাদ দেন। পরে মূসা ইব্‌ন সাহ্ল রামলী (র.) তাঁর মাধ্যমে আমাদের নিকট এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٧٠ . بَابُ فِى الطُّرُوْقِ

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা সফর হতে ঘরে ফেরা সম্পর্কে

٢٧٦٧ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ نَا شُعْـبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ اَنْ يَّاتِىَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ طُرُوْقًا ‧

২৭৬৭. হাফ্স ইব্‌ন 'উমার ও মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কারও রাতের বেলা তার ঘরে ফিরে আসাকে পসন্দ করতেন না।

٢٧٦٨ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَوَّلُ اللَّيْلِ ٠

২৭৬৮. উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.)... জাবির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য সফর হতে ফিরে তার গৃহে প্রবেশের উত্তম সময় হলো, রাতের প্রথম অংশ।

٢٧٦٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلاً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيْبَةُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ قَالَ الزُّهْرِيُّ الطُّرُقُ بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ بَاْسَ ٠

২৭৬৯. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। সফর থেকে ফিরে যখন আমরা শহরে ঢুকতে ইচ্ছা করলাম, তিনি তখন বললেন ঃ একটু অপেক্ষা কর। আমরা রাতে (শহরে) প্রবেশ করব, যাতে এলোকেশী মহিলারা চিরুনি দিয়ে তাদের চুল বিন্যস্ত করতে পারে। আর যে মহিলার স্বামী অনুপস্থিত ছিল, সে যেন তার নাভীর (গুপ্তাংগের) লোম পরিষ্কার করার সুযোগ পায়।

٧١ . بَابُ فِى التَّلَقِّيْ

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানান

٢٧٧٠ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَلَقِيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ٠

২৭৭০। ইব্ন সারহ (র.)...সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন তাবূক যুদ্ধ হতে মদীনায় ফিরে আসেন, তখন লোকেরা তাঁকে ﷺ সাদর-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। আর আমিও বাচ্চাদের সাথে 'সানিয়াতুল-বিদা' নামক স্থানে তাঁর সংগে সাক্ষাত করি।

٧٢ . بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ اِنْفَاذِ الزَّادِ فِى الْغَزْوِ اِذَا قَفَلَ

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের পর যদি কেউ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতে পারে, তবে তা অন্য মুজাহিদকে দিবে

٢٧٧١ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ اَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ فَتًى مِنْ اَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ لِيْ مَالٌ اَتَجَهَّزُ بِهٖ قَالَ

اِذْهَبْ اِلٰى فُلاَنٍ الاَنْصَارِىِّ فَانَّهُ قَدْ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُكَ السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ ادْفَعْ اِلَىَّ مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ فَاَتَاهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَافُلاَنَةُ ادْفَعِى اِلَيْهِ مَا جَهَّزْتِنِىْ بِهِ وَلاَ تَحْبِسِىْ مِنْهُ شَيْئًا فَوَاللّٰهِ لاَ تَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارِكَ اللّٰهُ فِيْهِ ·

২৭৭১. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসলাম গোত্রের জনৈক যুবক বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি জিহাদে যেতে চাই, কিন্তু আমার কাছে কোন মাল-সম্পদ নেই, যা দিয়ে আমি জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারি। তিনি ﷺ বললেন ঃ তুমি অমুক আনসারীর কাছে যাও, সে তো যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সব সংগ্রহ করেছিল কিন্তু সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে বলবে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তুমি তাঁকে এও বলবে ঃ তুমি জিহাদের জন্য যে সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছ, তা আমাকে দিয়ে দাও। তখন সে (যুবক) তাঁর কাছে যায় এবং এ কথা তাঁকে বলে। তখন সে ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলে ঃ হে অমুক! যুদ্ধে গমনের জন্য তুমি যে সব জিনিস প্রস্তুত করেছ, তা এই যুবককে দিয়ে দাও এবং তা থেকে কিছুই বাকী রেখনা। আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি এ থেকে কিছু রেখে দেবে না, তাহলে আল্লাহ্ এতে বরকত দান করবেন।

٧٣ . بَابُ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফেরার পর সালাত আদায় করা

٢٧٧٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ كَعْبٍ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِمَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ نَهَارًا قَالَ الْحَسَنُ فِى الضُّحٰى فَاِذَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ ·

২৭৭২। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল আসকালানী ও হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.)...কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর হতে আসতেন, তখন দিনের বেলায় আসতেন। রাবী হাসান (রা.) বলেন ঃ দ্বি-প্রহরের সময় আসতেন। আর যখন তিনি ﷺ সফর হতে আসতেন, তখন মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায়ের পর সেখানে বসতেন।

٢٧٧٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِىُّ نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِى عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ

فَاَنَاخَ عَلٰى بَابِ مَسْجِدِهٖ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى بَيْتِهٖ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ يَصْنَعُ ·

২৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর তূসী (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ করার পর যখন মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে মসজিদের দরওয়াযায় বসান, পরে তিনি ﷺ মসজিদে প্রবেশ করেন। আর তিনি সেখানে দু'রাকআত সালাত আদায়ের পর নিজ গৃহে গমন করেন।
রাবী নাফি' (র.) বলেন ঃ ইব্ন 'উমার (রা.)-ও এরূপ করতেন।

٧٤ . بَابُ فِيْ كِرَاءِ الْمُقَاسِمِ

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ বন্টনকারীর মজুরী সম্পর্কে

٢٧٧٤ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ التِّنِّيْسِيُّ نَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ نَا الزَّمْعِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ قَالَ فَقُلْنَا مَا الْقُسَامَةُ قَالَ الشَّيْئُ يَكُوْنُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ ·

২৭৭৪. জা'ফর ইব্ন মুসাফির তিন্নীসী (র.)... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বন্টনের মজুরী গ্রহণ করা হতে বিরত থাক। রাবী বলেন ঃ তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, বন্টনের মজুরী গ্রহণের ব্যাপারটা কি? তিনি ﷺ বললেন ঃ কোন বস্তু, যা লোকদের মাঝে বন্টনের জন্য দেওয়া হয়, (বন্টনকারী নিজে অধিক পাওয়ার আশায় তা থেকে অন্যকে বন্টনের সময় কিছু কম দেয়), পরে তা কম হয়ে যায়।

٢٧٧٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكٍ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَاخُذُ مِنْ حَظِّ هٰذَا وَحَظِّ هٰذَا ·

২৭৭৫. 'আবদুল্লাহ কা'নাবী (র.)... 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে এতটুকু অধিক বর্ণিত আছে যে, "বন্টনের মজুরী" গ্রহণের ব্যাপারটি এরূপ যে, যখন কোন ব্যক্তিকে (বন্টনের জন্য) নিয়োগ করা হয়, তখন সে প্রত্যেক অংশ হতে নিজের জন্য কিছু রেখে দেয়।

٧٥ . بَابُ فِى التِّجَارَةِ فِى الْغَزْوِ

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের মাঝে ব্যবসা করা

٢٧٧٦ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَامٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانُ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ فَلَمَّا افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ اَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِّنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِّ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَبِحْتَ رِبحًا مَّا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ هٰذَا الْوَادِىْ قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ قَالَ مَا زِلْتُ اَبِيْعُ وَابْتَاعُ حَتّٰى رَبِحْتَ ثَلَاثَ مِائَةِ اُوْقِيَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَّبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ .

২৭৭৬। রাবী' ইব্ন নাফি' (র.)...'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সুলায়মান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন আমরা খায়বর জয় করি, তখন লোকেরা তাদের গনীমতের মাল–সম্পদ ও গোলাম বের করে এবং লোকেরা তা পরস্পর বেচাকেনা করতে থাকে। এ সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি আজ এত অধিক মুনাফা করেছি, যা এখানে উপস্থিত কেউ-ই করতে পারেনি। তিনি ﷺ বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! তুমি কি লাভ করেছ? তখন সে বলে ঃ আমি বেচাকেনার দ্বারা তিনশত 'উকিয়া' (এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান) লাভ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির খবর দেব না, যে অধিক মুনাফা হাসিল করেছে? তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ দু'রাকআত (নফল) সালাত, যা ফরয সালাতের পর আদায় করা হয়, (তার চাইতে অধিক লাভের বস্তু)!

٧٦ . بَابُ فِىْ حَمْلِ السِّلَاحِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ দুশমনের দেশে হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে

٢٧٧٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ ذِى الْجَوْشَنِ رَجُلٍ مِنَ الضِّبَابِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ اَنْ فَرَغَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِىْ يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ

فَاِنْ شِئْتَ اَنْ اَقِيْضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوْعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ قُلْتُ مَا كُنْتُ اَقِيْضُهُ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ قَالَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ ۔

২৭৭৭. মুসাদ্দদ (র.)...যাবাব গোত্রের যুল-জাওশান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তখন নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, যখন তিনি বদর যুদ্ধ হতে নিষ্ক্রান্ত হন। তখন আমি একটা ঘোড়ার বাচ্চা নিয়ে তাঁর ﷺ নিকট হাযির হই, যার নাম ছিল কারহা। তখন আমি তাঁকে বলি ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি এই 'ইব্ন-কারহাকে আপনার নিকট এনেছি, যাতে আপনি এটা কবূল করেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ এতে আমার কোন দরকার নেই। তবে এর বিনিময়ে যদি তুমি বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত কোন লৌহবর্ম নিয়ে নাও, তবে আমি তোমার ঘোড়ার বাচ্চা গ্রহণ করতে পারি। তখন আমি বললাম ঃ আমি তো আজ এর বিনিময়ে ঘোড়াও নিব না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তবে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

٧٧ . بَابُ فِي الْاَقَامَةِ بِاَرْضِ الشِّرْكِ

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ শিরকের স্থানে অবস্থান সম্পর্কে

٢٧٧٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْدَاوُدَ قَالَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَاِنَّهُ مِثْلُهُ اٰخِرُ كِتَابِ الْجِهَادِ ۔

২৭৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র.)...সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিকের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তার সাথে বসবাস করে, সে তারই মত হবে।

কিতাবুল জিহাদ শেষ হল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ নবম

كِتَابُ الضَّحَايَا

অধ্যায় ঃ কুরবানী প্রসংগে

٧٨ . بَابُ فِى اِيْجَابِ الْاَضَاحِىْ

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানী ওয়াজিব হওয়া প্রসংগে

٢٧٧٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نَا بِشْرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ اَبِىْ رَمْلَةَ قَالَ اَنْبَانَا مَخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ وَقُوْفُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ قَالَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ عَلٰى اَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُضْحِيَةً وَّ عَتِيْرَةً اَتَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هٰذِهِ الَّتِىْ يَقُوْلُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ ‧

২৭৭৯. মুসাদ্দাদ (র.)...মাহনাফ ইব্ন সুলায়ম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে আরাফায় অবস্থান করছিলাম। রাবী' বলেন, তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হে লোক সকল! আমাদের প্রত্যেক গৃহবাসীর উপর প্রতি বছর কুরবানী করা ওয়াজিব এবং 'আতীরাও।[১] তোমরা কি জান 'আতীরা কি? এ হলো সেই জিনিস, যাকে লোকেরা রাজাবিয়্যা বলে।

٢٧٨٠ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىْ عَنْ عِيْسَ بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ

১. 'আতীরা হলো এক ধরনের কুরবানী, যা মুশরিকরা রজব মাসে করত। ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানরা ও এতে অভ্যস্ত ছিল। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পর 'অতীরার হুকুম মানসূখ বা বাতিল হয়ে যায়। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ لا فرع ولا عتيرة অর্থাৎ ফারাআ এবং আতীরার আর কোন প্রয়োজন এখন নেই (অনু.)।

الْأُمَّةِ قَالَ الرَّجُلُ اَرَأَيْتَ اِنْ لَّمْ اَجِدْ اِلاَّ مَنِيْحَةَ اُنْثٰى اَفَاضُحِيْ بِهَا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ ٠

২৭৮০। হারূন ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার প্রতি আযহার (১০ই যিলহজ্জ) দিন ঈদ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য (ঈদ হিসাবে) নির্ধারণ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ [ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ]! আপনি বলুন, (যদি আমার কুরবানীর পশু ক্রয়ের সামর্থ না থাকে), কিন্তু আমার কাছে এমন উষ্ট্রী বা বকরী থাকে–যার দুধ পান করার জন্য বা মাল বহন করার জন্য তা প্রতিপালন করি। আমি কি তাকে কুরবানী করতে পারি? তিনি ﷺ বললেন ঃ না। বরং তুমি তোমার মাথার চুল, নখ ও গোঁফ কেটে ফেল এবং নাভির নীচের চুল পরিষ্কার কর। এ-ই আল্লাহ্র নিকট তোমার কুরবানী।

٧٩ . بَابُ الْأُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী করা

٢٧٨١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيْكَ عَنْ اَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصَانِيْ اَنْ اُضَحِّيَ عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّيْ عَنْهُ ٠

২৭৮১. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...হানাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আলী (রা.)-কে দু'টি দুম্বা যবাহ করতে দেখে জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কি? তখন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ ওসীয়ত করে গেছেন যে, আমি যেন (তাঁর ইনতিকালের পর) তাঁর পক্ষে কুরবানী করি। তাই আমি তাঁর ﷺ পক্ষ হতে এ কুরবানী করছি।

٨٠ . بَابُ الرَّجُلِ يَاخُذُ مِنْ شَعْرِهٖ فِي الْعَشْرِ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُّضَحِّيَ

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করতে ইচ্ছা করে, সে যেন যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশদিন চুল,নখ না কাটে

٢٧٨٢ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اللَّيْثِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهٗ ذِبْحٌ يَّذْبَحُهٗ فَاِذَا اَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَلاَ مِنْ اَظْفَارِهٖ شَيْئًا حَتّٰى يُضَحِّيَ ٠

২৭৮২। 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার কাছে কুরবানীর পশু থাকবে এবং সে তাকে কুরবানী করতে চায়, তার উচিত হবে যিলহাজ্জের চাঁদ দেখার পর হতে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটা।

٨١ . بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الضَّحَايَا

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর জন্য কোন্ ধরনের পশু উত্তম

٢٧٨٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَأُ فِىْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِىْ سَوَادٍ فَاُتِىْ بِهٖ فَضَحّٰى بِهٖ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اَشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ فَاَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْشَ فَاَضْجَعَهٗ فَذَبَحَهٗ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهٖ .

২৭৮৩. আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ দুম্বা কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যার দু'টি শিং হবে নিখুঁত, আর পেট, বক্ষদেশ এবং পা হবে কাল রংয়ের। অতঃপর এরূপ দুম্বা তাঁর নিকট আনা হলে, তিনি বলেন ঃ হে 'আইশা! ছুরি নিয়ে এস। পরে তিনি বলেন ঃ একে পাথরের উপর ঘষে ধারাল কর। তখন আমি ছুরিকে ধারাল করি। অবশেষে তিনি ছুরি নেন এবং দুম্বাকে ধরে যমীনে শুইয়ে দেন এবং তাকে যবাহ করার সময় এ দু'আ পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। ইয়া আল্লাহ্! আপনি একে মুহাম্মদ, আলে মুহাম্মদ এবং উম্মতে মুহাম্মদ-এর পক্ষে কবূল করুন। অতঃপর তিনি ﷺ উক্ত দুম্বাকে কুরবানী করেন।

٢٧٨٤ . حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَحَرَ سَبْعَ بَدْنَاتٍ بِيَدِهٖ قِيَامًا وَّضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ .

২৭৮৪. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সাতটি উটকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নহর (কুরবানী) করেন এবং মদীনাতে এমন দু'টি দুম্বা যবাহ করেন, যার শিং ছিল নিখুঁত এবং তার রং ছিল কাল।

٢٧٨٥ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَاهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ يَذْبَحُ وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّىْ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلٰى صَفْحَتِهِمَا .

২৭৮৫. মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দুটি শিং বিশিষ্ট কাল ও সাদা রং মিশ্রিত দুম্বা যবাহ করেন। তিনি যবাহের সময় তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলেন এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করেন এবং তিনি ﷺ তাঁর বাম পাটি দুম্বার কাঁধের উপর রাখেন।

٢٧٨٦ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ قَالَ نَا عِيْسَى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ امْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِمَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَ نُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ .

২৭৮৬. ইবরাহীম ইব্ন মূসা রাযী (র.)... জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরবানীর দিন নবী ﷺ দু'টি শিং বিশিষ্ট সাদা ও কাল মিশ্রিত দুম্বাকে কুরবানীর উদ্দেশ্যে কিবলামুখী করে শোয়ান এবং এই দু'আ পাঠ করেন ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .... اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكْبَرُ .

অর্থাৎ "আমি আমার চেহারা তাঁর দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি এককভাবে যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার হায়াত এবং আমার মউত আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য, যাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরূপ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের শামিল। ইয়া আল্লাহ্! এটি তোমারই পক্ষে এবং তোমারই জন্যে–মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতের তরফ হতে। বিস্‌মিল্লাহ আল্লাহু আকবর। অতঃপর তিনি সে দুম্বাকে যবাহ করেন।

٢٧٨٧ . حَدَّثَنَا يَحىَ بْنُ مُعِيْنٍ قَالَ نَا حَفْصٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُضَحِّى بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ وَيَمْشِى فِىْ سَوَادٍ .

২৭৮৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মু'ঈন (র.)... আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ শিং বিশিষ্ট মোটাতাজা দুম্বা কুরবানী করতেন, যার চোখ, মুখ ও পা কাল রং মিশ্রিত হতো।

٨٢ . بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ السِّنِّ فِى الضَّحَايَا

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশুর বয়স কত হবে সে সম্পর্কে

٢٧٨٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ اَنَا فَهَيْرُبْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لا تَذْبَحُوْا اِلاَّ مُسِنَّةً اِلاَّ اَنْ يُّعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِّنَ الضَّانِ ٠

২৭৮৮. আহমদ ইব্ন আবী শু'আয়ব হাররানী (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা 'মুসিন্না'[১] ছাড়া (কম বয়সের পশু) কুরবানী করবে না। তবে যদি তা সংগ্রহ করা তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়, তবে তোমরা ভেড়ার জাযা'আহ[২]ও যবেহ করতে পার।

٢٧٨٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدْرَانٍ قَالَ نَا عَبْدُ الاَعْلٰى بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنَ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طُعْمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهْنِىُّ قَالَ قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَصْحَابِهٖ ضَحَايَا فَاَعْطَانِىْ عَتُوْدًا جَذْعًا قَالَ فَرَجَعْتُ بِهٖ اِلَيْهِ فَقُلْتُ اِنَّهُ جَذْعٌ فَقَالَ ضَحِّ بِهٖ فَضَحَّيْتُ بِهٖ ٠

২৭৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন সাদরান (র.)...যায়দ ইব্ন খালিদ জুহ্নী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মাঝে কুরবানীর পশু বন্টন করেন। তখন তিনি আমাকে বকরীর এক বছর বয়সের একটি জাযা'আ প্রদান করেন। তখন আমি সেটি নিয়ে তাঁর ﷺ নিকট হাযির হই এবং বলি ঃ এতো একটা 'জাযা'আ' মাত্র। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি ওটিকে যবাহ কর। তখন আমি সেটিকে যবাহ্ করি।

٢٧٩٠ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَا رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُقَالُ لَهٗ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ

১. উপযুক্ত বয়সের পরও, যা কুরবানীর উপযুক্ত, তাকে মুসান্নি বলা হয়। এর কম বয়সের পশুও কারবানী আদায় হবে না। উটের জন্য বয়স হতে হবে কমপক্ষে পাঁচ বছর, আর গুরু ও মহিষের জন্য হলো-দু'বছর। কুরবানীর জন্য বকরী ও ভেড়ার বয়স হতে হবে কমপক্ষে এক বছর, এর কম নয়।

২. জাযা'আ বলা হয়-ভেড়ার ছ'মাসের বেশী এবং এক বছরের চাইতে কম বয়সের মোটা-তাযা বাচ্চাকে। বস্তুত ভেড়ার বাচ্চা ও দুম ছ'মাসের মধ্যে হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে থাকে। সে জন্য নবী (সা.) একে কুরবানী দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন (অনু.)।

فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الْجَذَعَ يُوْفِيْ مِمَّا يُوْفِيْ مِنْهُ الثَّنِيُّ ·

২৭৯০. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.)...'আসিম ইব্‌ন কুলায়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবীর সংগে ছিলাম, যার নাম ছিল মুজাশী' এবং তিনি ছিলেন বনূ সুলায়ম গোত্রের অধিবাসী। হঠাৎ এক বছর বকরী প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়লে তিনি একজন ঘোষককে এ মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ ঐ ব্যক্তির জন্য ছ'মাস বয়সের দুম্বা কুরবানী করা যথেষ্ট হবে, যার জন্য এক বছর বয়সের বকরী যবাহ্ করার দরকার ছিল (এক বছর বয়সের বকরী না পাওয়ার কারণে)।

٢٧٩١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ نَا مَنْصُوْرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَّسَكَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَاَكَلْتُ وَاَطْعَمْتُ اَهْلِيْ وَجِيْرَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ عَنَاقًا جَذَعَةً وَّهِيَ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّيْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ·

২৭৯১. মুসাদ্দাদ (র.)...বারা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরবানীর দিন ঈদের সালাত আদায়ের পর আমাদের সামনে খুতবা দেন এবং বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করেছে এবং আমাদের ন্যায় কুরবানী করেছে, সে তো ঠিকমতই কুরবানী করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করেছে, (সে কুরবানীর ছওয়াব পাবে না;) বরং তা হবে বকরীর গোশ্‌ত মাত্র।

তখন আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি তো সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি এবং আমার এরূপ ধারণা ছিল যে, আজ তো পানাহারের দিন মাত্র। সে কারণে আমি জলদি করেছি এবং তা নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবার-পরিজন ও আমার প্রতিবেশীদেরও খেতে দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতো বকরীর গোশত খাওয়া হয়েছে মাত্র। তখন আবূ বুরদা (রা.) বলেন ঃ আমার নিকট এক বছর বয়সের এমন একটি বকরী আছে, যা দু'টি বকরীর গোশতের চাইতেও উত্তম, তা কুরবানী করা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি ﷺ বললেন ঃ হাঁ। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্য এ ধরনের কুরবানী করা বৈধ হবে না।

٢٧٩٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِّيْ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِّنَ الْمَعْزِ فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلاَ تَصْلُحُ بِغَيْرِكَ .

২৭৯২. মুসাদ্দাদ (র.)...বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ বুরদা নামক আমার জনৈক মামা ঈদের সালাতের আগে কুরবানী করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ তোমার বকরী তো গোশত খাওয়ার বকরী হয়েছে (কুরবানী হয়নি)। তখন তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আমার নিকট একটি মোটা-তাজা ভেড়ার বাচ্চা আছে (আমি কি তা যবাহ করতে পারি)? তিনি বলেন ঃ তুমি ঐটিকে যবাহ কর। তবে তুমি ছাড়া আর কারও জন্য এরূপ বৈধ নয়।

٨٣ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর অনুপযোগী পশু প্রসংগে

٢٧٩٣ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزٍ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَالاَ يَجُوْزُ فِي الْاَضَاحِيْ فَقَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصَابِعِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَصَابِعِهِ وَاَنَامِلِيْ اَقْصَرُ مِنْ اَنَامِلِهِ فَقَالَ اَرْبَعٌ لاَ تُجُوْزُ فِي الْاَضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا الْمَرِيْضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَ الْكَبِيْرَةُ الَّتِيْ لاَ تُنْقِيْ قَالَ قُلْتُ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ يَّكُوْنَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ فَقَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلٰى اَحَدٍ .

২৭৯৩. হাফ্স ইব্‌ন 'উমার নাম্‌রী (র.)...'উবায়দ ইব্‌ন ফায়রূয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কুরবানীর জন্য কোন্ ধরনের পশু অবৈধ (অর্থাৎ যবাহের অযোগ্য)? তখন তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ান। আমার আংগুলগুলো তাঁর আংগুল হতে ছোট ছিল এবং আমার আংগুলের গিরাগুলোও তাঁর আংগুলের গিরার চাইতে ছোট ছিল। তিনি ﷺ চারটি আংগুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, চার ধরনের পশু কুরবানী করা বৈধ নয়, যথা ঃ ১। স্পষ্ট কানা, ২। অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত, যা স্পষ্ট বুঝা যায়, ৩। লেংড়া, যা বাহ্যত দেখা যায় এবং ৪। এত দুর্বল যে, হাঁড় বেরিয়ে গেছে।
রাবী' বলেন, আমি বললাম ঃ আমি তো ঐ ধরনের পশুকেও কুরবানীর অযোগ্য বলে মনে করি, যাদের বয়স কম। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যা তোমার পসন্দ হয় না, তা তুমি পরিত্যাগ কর। তবে তুমি অন্যকে এব্যাপারে নিষেধ করবে না।

٢٧٩٤ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِنَا عِيْسَى الْمَعْنٰى عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حُمَيْدِ الرُّعَيْنِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَزِيْدُ ذُوْ مِصْرٍ قَالَ اَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدِ السُّلَمِىَّ فَقُلْتُ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ اِنِّىْ خَرَجْتُ اَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ اَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِىْ غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُوْلُ فَقَالَ اَفَلاَ جِئْتَنِىْ بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَجُوْزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوْزُ عَنِّىْ قَالَ نَعَمْ اِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ اَشُكُّ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَةِ وَالْمُسْتَاصِلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَةَ الَّتِىْ تَسْتَاْصِلُ اُذُنُهَا حَتّٰى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا وَالْمُسْتَاْصِلَةُ الَّتِىْ يَسْتَاْصِلُ قَرْنُهَا مِنْ اَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِى تَبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِىْ لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيْرَةُ .

২৭৯৪. ইবরাহীম ইব্ন মূসা রাযী (র.)...ইয়াযীদ যূ-মিসর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি 'উত্‌বা ইব্ন আবদুস সুলামীর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "হে আবূ ওয়ালীদ! আমি কুরবানীর পশুর সন্ধানে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি পসন্দসই কোন পশু পাইনি–একটি ছাড়া, যার কিছু দাঁত পড়ে গেছে। আমি সেটিকে ক্রয় করা ভাল মনে করিনি। এখন এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তখন তিনি বলেন ঃ তুমি সেটিকে আমার জন্য আন নাই কেন? আমি বললাম ঃ সুব্‌হানাল্লাহ্! সেটি আপনার জন্য জায়িয এবং আমার জন্য নাজায়িয? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তুমি তো সন্দেহ করছ, আর আমি তো সন্দেহ করছি না। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুস্‌ফারা, মুস্‌তাসিলা, বাখ্‌কা, মুশায়'ইয়া ও কাস্‌রা পশুকে কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন।

১. মুসফারা ঐ পশুকে বলা হয়, যার কান এমনভাবে কাটা যে, কানের ছিদ্র দেখা যায়।
২. মুসতাসিলা ঐ পশুকে বলা হয়, যার শিং গোড়া থেকে উপড়ান।
৩. বাখকা ঐ পশুকে বলা হয়, যার একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।
৪. মুশায়ইয়া ঐ পশুকে বলা হয়, যে অত্যন্ত দুর্বল ও কৃষ্ণকায়, এমনকি সেটি বকরীর সাথেও চলতে অক্ষম এবং
৫. কাস্‌রা ঐ পশুকে বলা হয়, যার হাত বা পা ভেঙে গিয়েছে।

٢٧٩٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ نَا زُهَيْرُ قَالَ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ نُعْمَانَ وَكَانَ رَجُلٌ صَدْقٌ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَلاَ نُضَحِّىْ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابِلَةٍ وَلاَ مُدَابِرَةٍ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ قَالَ زُهَيْرُ فَقُلْتُ لاَبِىْ اِسْحٰقَ اَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَمَا الْمُقَابِلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرْفُ الْاُذُنِ فَقُلْتُ فَمَا

الْمُدَابِرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْاُذُنِ قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الْاُذُنُ قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ اُذُنُهَا لِلسِّمَةِ ۔

২৭৯৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কুরবানীর পশুর চোখ, কান ভাল করে দেখতে বলেছেন। আর আমরা যেন কোন কানা পশু কুরবানী না করি, আর আমরা যেন এমন পশুও কুরবানী না করি–যার কান সামনের বা পিছনের দিক হতে কাটা, অথবা যার কান লম্বালম্বিভাবে চিরে গেছে।

রাবী' যুহায়র বলেন, তখন আমি আবূ ইসহাক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি ﷺ কি 'আয্বা১ সম্পর্কে কিছু বলেছেন? তিনি বলেন ঃ না। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ মুকাবিলা কি? তিনি বলেন ঃ ঐ পশু, যার কানের এক পাশ কাটা। তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করি ঃ মুদাবিরা কি? তিনি বলেন ঃ ঐ পশু, যার কানের পিছনের দিক কাটা। তখন আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করি ঃ শুরাকা কি? তিনি বলেন ঃ ঐ পশু, যার কান সম্পূর্ণরূপে কাটা। তখন আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি ঃ খারকা কি? তিনি বলেন ঃ ঐ পশু, যার কানের কোন চিহ্ন-ই নেই।

٢٧٩٦ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جُرَىِّ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّضَحّٰى بِعَضْبَاءِ الْاُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ جُرَىٌّ سَدُوْسِيٌّ بَصْرِيٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ اِلاَّ قَتَادَةُ ۔

২৭৯৬. মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কান কাটা এবং শিং ভাঙা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

٢٧٩٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْىَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ يَعْنِىْ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا الْاَعْضَبُ قَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ ۔

২৭৯৭. মুসাদ্দাদ (র.)...কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আ'যাব কি? তিনি বলেন ঃ যে পশুর কান বা শিং ইত্যাদি অর্ধেকের বেশী কাটা বা ভাঙা–এরূপ পশু।

٨٤ . بَابُ الْبَقَرِ وَالْجَزُوْرِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ গাভী এবং উট কতজনের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয প্রসংগে

٢٧٩٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَمَتَّعُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيْهَا ۔

২৭৯৮. আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে হজ্জে তামাত্তু' আদায় করতাম এবং একটি গাভী কুরবানীতে সাত ব্যক্তি শরীক হতাম এবং আমরা উট কুরবানী করতেও সাত ব্যক্তি শরীক হতাম।

٢٧٩٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَّالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ ٠

২৭৯৯. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ গাভী ও উট সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা যাবে।

٢٨٠٠ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ قَالَ نَحَرنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَّالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ٠

২৮০০. কা'নাবী (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে উট এবং সাত ব্যক্তির তরফ হতে গাভী কুরবানী করেছিলাম।

٨٥ . بَابُ فِى الشَّاةِ يُضَحّٰى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতের পক্ষ হতে বকরী কুরবানী প্রসংগে

٢٨٠١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِى الْاَسْكَنْدَرَانِىَّ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاَضْحٰى فِى الْمُصَلّٰى فَلَمَّا قَضٰى خُطْبَتَهٗ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهٖ وَاُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِيَدِهٖ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ هٰذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِىْ ٠

২৮০১. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ঈদুল-আয্‌হার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে ঈদগাহে উপস্থিত হই। তিনি ﷺ খুতবাহ শেষ করার পর যখন মিম্বর হতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর নিকট একটি বকরী আনা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে সেটি যবাহ করেন এবং এ সময় বলেন ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার। এটি আমার তরফ হতে এবং আমার উম্মতের ঐ ব্যক্তিদের পক্ষ হতে, যারা কুরবানী করেনি।

٨٦ . بَابُ الْاِمَامِ يَذْبَحُ بِالْمُصَلّٰى

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের কুরবানী ঈদগাহে করা প্রসংগে

٢٨٠٢ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنَّ اَبَا اُسَامَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اُسَامَةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ اُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلّٰى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

২৮০২. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর কুরবানীর পশুকে 'ঈদগাহে কুরবানী করতেন এবং ইব্‌ন উমার (রা.)-ও এরূপ করতেন।

٨٧ . بَابُ حَبْسِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করা প্রসংগে

٢٨٠٣ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَفَّ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْاَضْحٰى فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِىَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدْكَ وَيَتَّخِذُوْنَ مِنْهَا الْاَسْقِيَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ اَوْ كَمَا قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَهَيْتَ عَنْ اِمْسَاكِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلٰثٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ اَجَلِ الدَّافَةِ الَّتِىْ دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا .

২৮০৩. কা'নাবী (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যমানায় জঙ্গলে বসবাসকারী কিছু লোক ঈদুল -আযহার সময় মদীনায় আসে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের পরিমাণ মত সঞ্চিত রাখ এবং বাকী গোশ্‌ত সাদকা করে দাও। 'আইশা (রা.) বলেন ঃ এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! ইতিপূর্বে লোকেরা তো তাদের গোশ্‌ত দ্বারা অনেক দিন পর্যন্ত ফায়দা হাসিল করতো, তার চর্বি উঠিয়ে রাখতো এবং তার চামড়া দিয়ে মশক তৈরী করতো? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আসলে ব্যাপার কি বলতো, অথবা এ ধরনের কোন কিছু তিনি বলেন। তখন তাঁরা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এখন তো আপনি তিন দিনের বেশী কুরবানীর গোশত জমা রাখতে নিষেধ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তো তোমাদের

এজন্য নিষেধ করেছিলাম যে,জঙ্গল হতে কিছু লোক এসেছে, (তাই তারা যেন সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকে)। অতএব এখন তোমরা খাও, সাদকা কর এবং কিছু জমাও রাখ।

٢٨٠٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَا كُمْ عَنْ لُحُوْمِهَا اَنْ تَاكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلْثٍ لِكَىْ تَسَعَكُمْ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوْا اَلَا وَاِنَّ هٰذِهِ الْاَيَّامَ اَيَّامُ اَكْلٍ وَّشُرْبٍ وَّذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৮০৪. মুসাদ্দাদ (র.)... নুবায়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন যে, আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে এ জন্য নিষেধ করেছিলাম, যাতে তোমাদের সকলের কাছে তা পৌছে যায়। এখন আল্লাহ তোমাদের প্রাচুর্য দান করেছেন। কাজেই এখন তোমরা খাও, জমা রাখ এবং ছওয়াব হাসিলের জন্য দান-খয়রাতও কর। জেনে রাখ! এই দিনগুলো হলো বিশেষ পানাহারের জন্য এবং মহান আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য।

٨٨ . بَابٌ فِى الرِّفْقِ بِالذَّبِيْحَةِ

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশুর উপর অনুগ্রহ করা প্রসংগে

٢٨٠٥ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ خَصْلَتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ .

২৮০৫. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)...শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দু'টি অভ্যাস, যে সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি ঃ ১। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি ইহসান করাকে ফরয করেছেন। অতএব যখন তোমরা (কোন জীব-জন্তুকে) হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে; ২। আর যখন তোমরা (কোন জীব-জন্তুকে) যবাহ করবে, তখন উত্তমরূপে যবাহ করবে। তোমাদের উচিত হবে, যবাহর সময় ছুরিকে ধারাল করা এবং কুরবানীর পশুকে (সহজে যবাহ করে) তাকে আরাম দেওয়া।

٢٨٠٦ . حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ اَيُّوْبَ فَرَاٰى فِتْيَانًا اَوْ غِلْمَانًا قَدْ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَّرْمُوْنَهَا فَقَالَ اَنَسٌ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

২৮০৬. আবূ ওয়ালীদ তায়ালিসী (র.)...হিশাম ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আনাস (রা.)-এর সংগে হাকাম ইব্ন আয়্যূব (রা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন আমরা সেখানে দেখতে পাই যে, কয়েকজন যুবক অথবা কিশোর একটা মুরগীকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। তখন আনাস (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জীব-জন্তুকে কষ্ট দিয়ে মারতে নিষেধ করেছেন।

٨٩ . بَابُ فِى الْمُسَافِرِ يُضَحِّىْ

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের কুরবানী প্রসংগে

٢٨٠٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَاثَوْبَانُ اَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هٰذِهِ الشَّاةِ قَالَ فَمَا زِلْتُ اُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ٠

২৮০৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরের সময় কুরবানী করেন এবং বলেন, হে ছাওবান! তুমি আমাদের জন্য এই বকরীর গোশত পরিষ্কার কর। রাবী [ছাওবান (রা.)] বলেন ঃ আমি সেই গোশত তাঁকে ﷺ মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত খাওয়াতে থাকি।

٩٠ . بَابُ فِى ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكِتَابِ

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ আহলে কিতাবদের কুরবানী প্রসংগে

٢٨٠٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَنُسِخَ وَاسْتُثْنِىَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ٠

২৮০৮. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত মারওয়াযী (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (আল্লাহর নির্দেশ) যে পশুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ হয়, তা খাও। পক্ষান্তরে যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, তা খেও না। পরে এ হুকুম বাতিল হয়ে গেছে, অর্থাৎ এর থেকে আহলে কিতাবদের যবাহ্কৃত পশু আলাদা হয়ে গেছে, তাদের যবাহকৃত পশু হালাল। আল্লাহ

বলেছেন ঃ তাদের খাদ্য, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।

٢٨٠٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهٖ وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَآئِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مَاذَبَحَ اللّٰهُ فَلَاتَاكُلُوْهُ وَمَا اَذْبَحْتُمْ اَنْتُمْ فَكُلُوْهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

২৮০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَآئِهِمْ

অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদের অন্তরে একথা নিক্ষেপ করে-"এই আয়াতের শানে-নুযূলে তিনি বলেন ঃ লোকেরা এরূপ বলে যে, যা আল্লাহ্ কর্তৃক যবাহ্‌কৃত (অর্থাৎ যে জন্তু মারা গেছে), তাকে তোমরা ভক্ষণ করবে না। আর যা তোমরা নিজেরা যবাহ্ কর, তা তোমরা ভক্ষণ কর। অতঃপর আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "যে পশুর উপর কুরবানীর সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় না, তোমরা তা ভক্ষণ কর না।

٢٨١٠ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُوْدُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا تَاكُلُ مِمَّا قَتَلْنَا وَلَا تَاكُلُ مِمَّا قَتَلَ اللّٰهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ .

২৮১০. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলে, আমরা তো সে পশুকে ভক্ষণ করি, যাকে আমরা হত্যা করি। আর আমরা তাকে ভক্ষণ করি না, যাকে আল্লাহ হত্যা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

"ঐ পশুকে তোমরা ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি।"

٩١ . بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَكْلِ مُعَاقَرَةِ الْاَعْرَابِ

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ আরবদের গৌরব প্রকাশের নিমিত্ত হত্যাকৃত পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করা

٢٨١١ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ رَيْحَانَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ مَعَاقَرَةِ الْاَعْرَابِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ غُنْدَرُ اَوْ قَفَهُ عَلٰى بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ اسْمُ اَبِيْ رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَطَرٍ .

২৮১১. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সমস্ত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন, যাকে আরবের লোকেরা নিজেদের মাঝে গৌরব ও অহংকার প্রকাশের নিমিত্ত হত্যা করে থাকে।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ গুন্দর এই রিওয়ায়াতটি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর উপর 'মাওকূফ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ (র.) আরো বলেন ঃ আবূ রায়হানার আসল নাম হলো 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাতার।

٩٢ . بَابُ الذَّبِيْحَةِ بِالْمَرْوَةِ

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ সাদা পাথর দিয়ে যবাহ্ করা প্রসংগে

٢٨١٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرِنْ اَوْ اَعْجِلْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ اَوْظُفُرٌ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ بِهٖ سَرْعَانٌ مِّنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوْا وَاَصَابُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اٰخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوْا قُدُوْرًا فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاَمَرَبِهَا فَاُكْفِئَتْ وَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ وَنَدَّ بَعِيْرٌ مِّنْ اِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ وَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا بِهٖ مِثْلَ هٰذَا .

২৮১২. মুসাদ্দাদ (র.) রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা আগামীকাল আমাদের শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করব। কিন্তু আমাদের সংগে কোন ছুরি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ দেখ অথবা জলদি কর–যাতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যে পশু যবাহর সময় তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, সেটি ভক্ষণ কর, সে যবাহর হাতিয়ার যেন নখ ও দাঁত না হয়। আমি এর কারণ তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি। কেননা, দাঁত–সে তো একটি হাড় এবং নখ হলো হাবশীদের ছুরি।

অতঃপর সেনাবাহিনীর কিছু লোক ত্বরিত (আক্রমণের জন্য) অগ্রসর হয় এবং গনীমতের মাল লুটে নেয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের (বাহিনীর) শেষাংশে অবস্থান করছিলেন। লোকেরা রন্ধনের জন্য ডেগ চাপিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ডেগের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে ঐ ডেগগুলি উল্টিয়ে দেওয়া হয় এবং গনীমতের মাল তাদের মাঝে বন্টন করে দেন। একটি উটকে দশটি বকরীর সমান হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। সে সময় কোন এক ব্যক্তির একটি উট পালিয়ে যায় কিন্তু তাদের কাছে কোন ঘোড়া না থাকায় (যাতে সওয়ার হয়ে উটকে ধরতে পারে) তাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তি (পলায়নপর) উটটির প্রতি তার তীর নিক্ষেপ করে; যাতে আল্লাহ্ উটটিকে থামিয়ে দেন।

তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এই চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে এমন পলায়নপর পশুও আছে, যেমন জংলী পশুদের মাঝেও আছে। কাজেই এই পশুদের মধ্য হতে যে এরূপ পলায়ন করবে, তোমরা সেটির সাথে এরূপ আচরণ করবে।

٢٨١٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِبْنَ زِيَادٍ وَحَمَّادًا اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ حَدَّثَنَا هُمْ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ اَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَصَدْتُ اَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُمَا فَاَمَرَنِىْ بِاَكْلِهِمَا .

২৮১৩. মুসাদ্দাদ (র.)...মুহাম্মদ ইব্ন সাফ্ওয়ান অথবা সাফওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দুটি খরগোশ শিকার করি, অতঃপর আমি সে দু'টিকে সাদা পাথর দ্বারা যবাহ করি। পরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি ﷺ আমাকে তা ভক্ষণ করার অনুমতি দেন।

٢٨١٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا يَعْقُوْبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ حَارِثَةَ اَنَّهُ كَانَ يَرْعٰى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِّنْ شِعَابِ اُحُدٍ فَاَخَذَهَا الْمَوْتُ وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَّنْحَرُهَا بِهٖ فَاَخَذَ وَتَدًا فَوَجَّأَبِهٖ فِى لَبَّتِهَا حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهَا ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا .

২৮১৪. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র.)...'আতা ইব্ন ইয়াসার (র.) হারিছা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। সে ব্যক্তি উহুদ পর্বতের একটি গিরিতে উট চরাচ্ছিল। হঠাৎ উটটি মরার মত অবস্থায় এসে পড়ে, কিন্তু কারো কাছে এমন কিছু ছিল না, যা দিয়ে সে সেটিকে যবাহ্ করতে পারে। অবশেষে সে ব্যক্তি একটি লোহার পেরেক নিয়ে তার সুচালো মুখ দিয়ে উষ্ট্রীর বুকে আঘাত করে। ফলে সেখান হতে রক্ত প্রবাহিত হয়। পরে সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে এ খবর দেয়। তখন তিনি ﷺ তাকে তার গোশত ভক্ষণের অনুমতি দেন।

٢٨١٥ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَيِّ بْنِ قُطْرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اَنَّ اَحَدَنَا اَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّيْنٌ اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ اَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ .

২৮১৫. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)...'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি বলুন, যদি আমাদের কেউ শিকার করে, কিন্তু তার কাছে (যবাহ্র জন্য) কোন ছুরি না থাকে। এমতাবস্থায় সে সাদা ধারালো পাথর অথবা খণ্ডিত কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে কি সেটিকে যবাহ করতে পারবে ? তখন তিনি (স.) বলেন ঃ আল্লাহ্র নাম নিয়ে যা দিয়ে পার রক্ত প্রবাহিত কর।

٩٣. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذَبِيْحَةِ الْمُتَرَدِّيَةِ

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ বন্য পশুকে কোন কিছু নিক্ষেপ করে যবাহ্ করা প্রসংগে

٢٨١٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى الْعَشْرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَكُوْنُ الذَّكُوةُ اِلاَّ مِنَ اللَّبَّةِ اَوِالْحَلْقِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ طَعَنْتَ فِيْ فَخِذِهَا لاَجْزَأَ عَنْكَ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ لاَ يَصْلُحُ هٰذَا اِلاَّ فِى الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ .

২৮১৬। আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)...আবূ 'আশরা (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। একদা তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! যবাহ কি কেবল গলা এবং সিনায় করতে হবে? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি তার রানে বল্লমের আঘাত কর, তবে তা ভক্ষণ করা তোমার জন্য বৈধ হবে।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ এরূপ করা কেবলমাত্র পলায়নপর পশুর জন্য বৈধ, (যাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না); অন্যদের বেলায় নয়।

٩٤. بَابُ فِى الْمُبَالَغَةِ فِى الذَّبْحِ

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে যবাহ্ করা প্রসংগে

٢٨١٧ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحَسَنُ بْنُ عِيْسٰى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ زَادَ ابْنُ عِيْسَى وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَرِيْطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيْسٰى فِىْ حَدِيْثِهٖ وَهِىَ الَّتِىْ تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الْاَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتّٰى تَمُوْتَ .

২৮১৭. হান্নাদ ইব্‌ন সারী ও হাসান ইব্‌ন ‘ঈসা (র.)...ইব্‌ন ‘আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ‘শারীতাতে শয়তান’ হতে নিষেধ করেছেন।
রাবী ইব্‌ন ঈসা (র.) তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ‘শারীতাতে-শয়তানের’ অর্থ হলো ঃ কোন পশুকে যবাহ্‌র সময় কেবল তার উপরের চামড়া কেটে ছেড়ে দেওয়া এবং রগ কর্তন না করা। ফলে সে (অধিক কষ্ট পেয়ে) এ অবস্থায় মারা যায়।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ذَكٰوةِ الْجَنِيْنَ

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ বাচ্চা যবাহ্ করা প্রসংগে

٢٨١٨ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوْهُ اِنْ شِئْتُمْ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِىْ بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ اَنُلْقِيهِ اَمْ نَاكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ اِنْ شِئْتُمْ فَاِنَّا ذَكٰوتَهٗ ذَكٰوةُ اُمِّهٖ .

২৮১৮. কা'নাবী (র.)... আবূ 'সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কুরবানীর পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ যদি তোমরা চাও, তবে তা খেতে পার।

মুসাদ্দাদ (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আমরা উট যবাহ করি, গাভী যবাহ করি এবং বকরী যবাহের পর অনেক সময় এদের গর্ভে মৃত বাচ্চা দেখতে পাই, আমরা কি তা ফেলে দেব, না ভক্ষণ করব? তিনি বলেন ঃ যদি তোমরা চাও,

তবে তা খেতে পার। কেননা ঐ বাচ্চার মাতার যবাহ, ঐ বাচ্চার যবাহর মত, (অর্থাৎ মাতার যবাহে বাচ্চারও যবাহ হয়ে যায়।[১]

٢٨١٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ اَبِيْ زِيَادٍ الْقَدَّاحُ الْمَكِّيُّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَكَوةُ الْجَنِيْنِ ذَكوةُ اُمِّهٖ .

২৮১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ফারিস (র.)... জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ পেটের বাচ্চার যবাহ, সেটির মাতার যবাহ দ্বারাই হয়ে যায়।

٩٦. بَابُ اللَّحْمِ لاَيُدْرِىْ اَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ যবাহ্‌র সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা হয়েছে কিনা তা জানা না থাকলে, সে গোশত খাওয়া প্রসংগে

٢٨٢٠ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُحَاضِرُ الْمَعْنٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ حَمَّادٍ وَّمَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَّاْتُوْنَنَا بِلُحْمَانٍ لاَّ نَدْرِىْ اَذَكَرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اَمْ لَمْ يَذْكُرُوْا اَنَا كُلُ مِنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمُّوْا اللّٰهَ وَكُلُوْا .

২৮২০. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা (সাহাবীরা) জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স.)! আমাদের কওমের লোকেরা জাহিলিয়াত যুগের খুবই নিকটবর্তী (অর্থাৎ তারা কেবলই ইসলাম কবূল করেছে)। তারা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে, অথচ আমরা জানি না, তারা যবাহর সময় ঐ পশুর উপর 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করেছে কিনা? আমরা কি এ গোশত থেকে ভক্ষণ করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে তা ভক্ষণ কর।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ কুরবানীর পশু যবাহর পর যদি তার পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে সেটিকে যবাহ্ করার পর ভক্ষণ করা বৈধ। আর যদি বাচ্চাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তা ভক্ষণ না করাই উচিত। –অনুবাদক

৯৭. بَابُ فِي الْعَتِيْرَةِ

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ রজব মাসে কুরবানী করা প্রসংগে

٢٨٢١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْمَعْنٰى قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ قَالَ نُبَيْشَةُ نَادٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِيْ رَجَبَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَقَالَ اذْبَحُوْا لِلّٰهِ فِيْ اَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوْا اللّٰهَ وَاَطْعِمُوْا قَالَ اِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِيْ كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَا شِيَتُكَ حَتّٰى اِذَا اسْتَحْمَلَ قَالَ نَصْرٌ اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيْجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ خَالِدٌ اَحْسِبُهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لاَبِيْ قِلاَبَةَ كَمِ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ .

২৮২১. মুসাদ্দাদ (র.)...নুবায়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে, আমরা জাহিলিয়াতের যুগে রজব মাসে 'আতীরা' করতাম। এখন এ সম্পর্কে আমাদের কি নির্দেশ দেন ? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর জন্য যে কোন মাসে কুরবানী করতে পার। তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশের অনুসরণ কর এবং অন্যকে খানা খাওয়াও। অতঃপর সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করে ঃ আমরা তো জাহিলিয়াতের যুগে ফারাআ' করতাম (অর্থাৎ পশুর প্রথম বাচ্চা মূর্তির নামে যবাহ্ করতাম)। এখন এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি ﷺ বলেন ঃ বিচরণকারী প্রত্যেক পশুর মাঝেই ফারাআ আছে। তোমরা তোমাদের পশুদের খাদ্য দিয়ে থাক, এমন কি তারা বোঝা বহনের উপযোগী হয়।

রাবী নসর বলেন ঃ যখন তা হাজীদের বহনে সক্ষম হবে, তখন তুমি তাকে যবাহ্ করবে এবং তার গোশত সাদকা করে দেবে।

রাবী খালিদ (র.) বলেন ঃ আমি মনে করি, মুসাফিরের জন্য এটি উত্তম। রাবী খালিদ (র.) পুনরায় বলেন ঃ আমি আবূ কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ কয়টি পশুর জন্য এ হুকুম? তিনি বলেন ঃ একশতটির জন্য (অর্থাৎ একশতটি পশুর মধ্যে একটা আল্লাহর নামে যবাহ্ করে দান করবে)।

٢٨٢٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَ وَ لاَعَتِيْرَةَ .

১৮২২. আহমদ ইব্ন 'আব্দা (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামে ফারাআ' ও 'আতীরা কিছুই নেই।

٢٨٢٣ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ الْفَرَعُ اَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوْنَهُ ٠

২৮২৩. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)...সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফারাআ' হলো পশুর ঐ প্রথম বাচ্চা, যা তাদের নিকট ভূমিষ্ঠ হতো এবং তারা তাকে (দেবতার) উদ্দেশ্যে কুরবানী করতো।

٢٨٢٤ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَا هَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كُلِّ خَمْسِيْنَ شَاةٍ شَاةً قَالَ اَبُوْدَاوُدَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْفَرْعُ اَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الْاِبِلُ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ ثُمَّ يَا كُلُوْنَهُ وَيُلْقُوْنَ جِلْدَهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيْرَةُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَّلِ مِنْ رَجَبٍ ٠

২৮২৪. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি পঞ্চাশটি বকরী হতে একটি বকরী (মুসাফির ও গরীবদের জন্য) যবাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ কেউ কেউ ফারাআ' সম্পর্কে বলেছেন যে, সেটি হলো উটের ঐ বাচ্চা, যা সর্বপ্রথম জন্ম নিত এবং লোকেরা সেটিকে তাদের দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতো। কিন্তু সেটির গোশত তারাই ভক্ষণ করতো এবং এর চামড়া গাছের উপর নিক্ষেপ করতো।

আর 'আতীরা হলো, রজব মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে সেটিকে কুরবানী করতো।

٩٨. بَابُ فِى الْعَقِيْقَةِ

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ 'আকীকা সম্পর্কে

٢٨٢٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ اَوْ مُتَقَارِبَتَانِ ٠

২৮২৫. মুসাদ্দাদ (র.)... উম্মু কুর্‌য কা'বিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে এরূপ বলতে শুনেছি, ছেলের জন্য দু'টি একই ধরনের বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী দিয়ে 'আকীকা দেওয়া যথেষ্ট হবে।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ আমি ইমাম আহমদ (র.)-কে বলতে শুনেছি –'মুকাফিআতানে' অর্থ হলো ঃ দু'টি এক ধরনের হবে অথবা সে দু'টি একই বয়সের হবে।

٢٨٢٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلٰى مُكُنَاتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَايَضُرُّكُمْ اَذُكْرَانًا كُنَّ اَمْ اِنَاثًا .

২৮২৬. মুসাদ্দাদ (র.)...উম্মু কুরয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি , তোমরা পাখীদের তাদের বাসায় থাকতে দেবে (তাড়িয়ে দেবে না)।

রাবী উম্মু কুর্‌য (রা.) আরো বলেন ঃ আমি তাঁকে (সা.) এরূপ বলতে শুনেছি, ছেলের ('আকীকার জন্য) দু'টি বকরী এবং মেয়ের জন্য একটি বকরী যবাহ্ করতে হবে। আর এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, চাই বকরী দু'টি নর হোক কিংবা মাদী।

٢٨٢٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ هٰذَا هُوَ الْحَدِيْثُ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ وَهْمٌ .

২৮২৭. মুসাদ্দাদ (র.)...উম্মু কুরয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ছেলের 'আকীকার জন্য সমান-সমান দু'টি বকরী এবং মেয়ের জন্য একটা বকরী কুরবানী করাই যথেষ্ঠ।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি সহীহ এবং সুফিয়ানের হাদীছ সন্দেহযুক্ত।

٢٨٢٨ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهٖ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمّٰى فَكَانَ قَتَادَةُ اِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهٖ قَالَ اِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيْقَةَ اَخَذْتَ مِنْهَا صُوْفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهٖ اَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوْضَعُ عَلٰى يَا فُوْخِ الصَّبِىِّ حَتّٰى يَسِيْلَ عَلٰى رَأْسِهٖ مِثْلَ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ هٰذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمّٰى وَاِنَّمَا قَالُوْا يُسَمّٰى فَقَالَ هَمَّامٌ يُدَمّٰى قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَ لَيْسَ يُؤْخَذُ بِهٰذَا .

২৮২৮. হাফস ইব্ন 'উমার নাম্‌রী (র.)...সামুরা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক শিশু 'আকীকার বিনিময়ে বন্ধকস্বরূপ থাকে। কাজেই তার পক্ষ হতে (জন্মের) সপ্তম দিনে কুরবানী করতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন করতে হবে, আর কুরবানীর রক্ত তার মাথায় লাগাতে হবে।
অতঃপর কাতাদা (রা.)-কে রক্ত লাগান সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রক্ত কিরূপে লাগাতে হবে? তিনি বলেন ঃ যখন আকীকার পশু কুরবানী করা হবে, তখন তার কিছু লোম নিয়ে কাটা-শিরার সামনে রাখতে হবে এবং সেগুলো রক্তে ভিজে যাওয়ার পর তা নিয়ে শিশুর মাথার উপর রাখতে হবে, যাতে শিশুর মাথায় সে রক্ত প্রবাহিত হয়। পরে তার মাথা ধুয়ে ফেলে মাথা মুণ্ডন করতে হবে।

٢٨٢٩ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهٖ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهٖ وَيُحْلَقُ وَيُسَمّٰى قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ يُسَمّٰى اَصَحُّ كَذَا قَالَ سَلَامُ بْنُ اَبِىْ مُطِيْعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَاَيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ وَاَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ .

২৮২৯. ইব্ন মুছান্না (র.)...সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক শিশু তার 'আকীকার বিনিময়ে (আল্লাহ্‌র নিকট) বন্ধক স্বরূপ থাকে। কাজেই সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে কুরবানী করবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করে নাম রাখবে।
আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ يُسَمّٰى শব্দটি অধিক সঠিক। এভাবেই সালাম ইব্ন আবূ মুতী' কাতাদা (রা.)-এর মাধ্যমে এবং আয়াস ইব্ন যাগ্‌ফাল ও আশআছ (র.) হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٣٠ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَّاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى .

২৮৩০. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)...সালমান ইব্ন 'আমির যাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তার 'আকীকা করা সুন্নত। কাজেই তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করবে (অর্থাৎ 'আকীকার জন্তু কুরবানী করবে) এবং তার থেকে দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করবে (অর্থাৎ তার মাথা মুণ্ডন করে দেবে)।

٢٨٣١ . حَدَّثَنَا اَبُوْدَاؤُدَ قَالَ نَا يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ نَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ اِمَاطَةُ الْاَذٰى حَلْقُ الرَّاْسِ .

২৮৩১. আবূ দাউদ (র.)...হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করার অর্থ হলো, তার মাথা মুণ্ডন করে দেওয়া।

٢٨٣٢ . حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا .

২৮৩২. আবূ মা'মার 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান (রা.) ও হুসায়ন (রা.)-এর পক্ষ হতে একটি করে দুম্বা তাদের 'আকীকায় কুরবানী করেন।

٢٨٣٣ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْصَارِىُّ نَا عَبْدُ الْمَالِكِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اُرَاهُ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ لَايُحِبُّ اللّٰهُ الْعُقُوْقَ كَاَنَّهُ كَرِهَ الْاِسْمَ وَقَالَ مَن وُّلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَاَحَبَّ اَنْ يُّنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَّاَنْ تَتْرُكُوْهُ حَتّٰى يَكُوْنَ بِكْرًا شُغْزُبًا ابْنَ مُخَاضٍ اَوِ ابْنَ لَبُوْنٍ فَتُعْطِيَهِ اَرْمِلَةً اَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهٖ وَتُكْفِىَ اِنَاءَكَ وَتُوْلِهَ نَاقَتَكَ .

২৮৩৩. কা'নাবী (র.)...আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে 'আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ 'উকূক (মাতাপিতার নাফরমানী করা)-কে পসন্দ করেন না। কেননা তিনি 'উকূক শব্দটিকে পসন্দ করেননি।

রাবী বলেন ঃ যার কোন শিশু সন্তান জন্ম নেয়, আর সে তার পক্ষ হতে কুরবানী করতে চায়, তবে তার উচিত হবে পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি একই ধরনের বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষে একটি বকরী কুরবানী করা।

অতঃপর তাঁকে ﷺ ফারা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন ঃ ফারা'আ' তো জায়িয এবং বৈধ (যদি তা আল্লাহর নামের উপর করা হয়)। কিন্তু ঐ শিশু সন্তানকে এতদিন ছেড়ে রাখা, যাতে ঐ উটটি এক বা দু'বছরের হয়ে যায়। অতঃপর তোমরা সেটিকে নিঃস্ব, সম্বলহীন ব্যক্তিদের দিয়ে দেবে অথবা মুজাহিদদের বাহনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দেবে। এটা তা থেকে উত্তম যে, তোমরা সেটিকে এমন অবস্থায় কুরবানী করবে যে, এর পশমগুলি তার চামড়ার সাথে

লেপ্টে থাকবে। এভাবে তোমরা তোমাদের পাত্রগুলি উপুড় করে দেবে এবং নিজেদের উষ্ট্রীদের পাগল বানিয়ে দেবে; (কেননা, ছোট বাচ্চা যবাহ্র ফলে মায়ের কষ্ট হয় এবং সে পাগলপারা হয়ে উঠে।

٢٨٣٤ . حَدَّثَنَا اَحْـــمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ بُرَيْدَةَ يَقُوْلُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا وُلِدَ لاَحَدِنَا غُلاَمٌ ذَبَحَ شَاةً وَّلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللّٰهُ بِالْاِسْلاَمِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَّنَحْلِقُ رَاْسَهُ وَنَلْطَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ ۰

২৮৩৪. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ছাবিত (র.)...‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বুরায়দা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, জাহিলিয়াতের যুগে যখন আমাদের কারও পুত্র সন্তান জন্ম নিত, তখন বকরী যবাহ করা হতো এবং ঐ পশুর রক্ত সে সন্তানের মাথায় লাগানো হত। অতঃপর আল্লাহ যখন দীন-ইসলাম প্রেরণ করেন, তখন আমরা বকরী যবাহ্ করতাম, সন্তানের মাথা মুণ্ডন করতাম এবং তাতে যাফরান লাগিয়ে দিতাম।

অধ্যায় ঃ কুরবানী প্রসংগে শেষ

كِتَابِ الصَّيْدِ!

অধ্যায় ঃ শিকার প্রসংগে

৯৯ . بَابُ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ শিকারের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রয়োজনে কুকুর পোষা

٢٨٣٥ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ صَيْدٍ اَوْزَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ ٠

২৮৩৫. হাসান ইব্‌ন 'আলী (রা.).... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি পশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিকারের উদ্দেশ্যে বা ক্ষেত-খামারের সংরক্ষণের প্রয়োজন ছাড়া কুকুর প্রতিপালন করে তার সওয়াব হতে প্রত্যহ এক 'কিরাত' কম হবে।

٢٨٣٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَزِيْدُ قَالَ نَا يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَوْلاَ اَنَّ الْكِلاَبَ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمَمِ لاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوْا مِنْهَا الْاَسْوَدَ الْبَهِيْمَ ٠

২৮৩৬. মুসাদ্দাদ (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি কুকুর আল্লাহ্ তা'আলার বহুজাতিক সৃষ্টজীবের মাঝে এক জতীয় সৃষ্টি না হত, তবে আমি তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। এখন তোমরা তাদের থেকে কেবল কালবর্ণের কুকুরকেই হত্যা করবে।

٢٨٣٧ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَمَرَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتّٰى اِنْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ يَعْنِيْ بِالْكَلْبِ فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ ٠

২৮৩৭. ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালফ (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কুকুর হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেন। এমন কি যদি কোন মহিলা জংগল হতে তার সাথে কোন কুকুর নিয়ে আসতো (অর্থাৎ শিকারী কুকুর) আমরা তাকেও মেরে ফেলতাম। পরে তিনি (স.) আমাদেরকে ঢালাওভাবে কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ তোমরা কেবল কাল রংয়ের কুকুর হত্যা করবে।

١٠٠. بَابُ فِى الصَّيْدِ

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ শিকার করা প্রসংগে

٢٨٣٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ قُلْتُ اِنِّىْ اُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَىَّ اَفَاكُلُ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَّيْسَ مِنْهَا قُلْتُ اَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ فَاُصِيْبُ اَفَاكُلُ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمُ اللّٰهِ فَاَصَابَ فَخَرَقَ فَكُلْ وَاِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَاكُلْ .

২৮৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা (র.)...'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি বলেছিলাম ঃ আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুরদের শিকার ধরার জন্য পাঠাই এবং তারা শিকার ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি কি ঐ শিকারকৃত পশু ভক্ষণ করব? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর (শিকারের জন্য) প্রেরণের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর, তবে তুমি তা ভক্ষণ কর, যা সে তোমার জন্য আটকিয়ে রাখে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি সে কুকুর তাকে (শিকারী পশুকে) হত্যা করে ফেলে? তিনি বলেন ঃ যদিও সে তাকে হত্যা করে; যতক্ষণ না অন্য কোন কুকুর, যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, একাজে তোমার কুকুরের সাথে শরীক হয় (তা খেতে পার)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমি পালকবিহীন তীরের সাহায্যে শিকার করি – যা শিকারী জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয়, আমি কি তা ভক্ষণ করতে পারি? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করে পালকবিহীন তীর নিক্ষেপ কর এবং তা ঐ শিকারকৃত জন্তুর দেহে বিদ্ধ হয়ে তা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়, তবে তুমি তা ভক্ষণ করতে পারবে। আর তীর যদি আড়-ভাবে শিকারী জন্তুর দেহে লাগার ফলে তা মারা যায়, আর রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে তা ভক্ষণ করবে না। (কেননা তা মৃত জন্তুর ন্যায়, যা ভক্ষণ করা যায় না)।

٢٨٣٩ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّا نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ لِىْ اِذَا اَرْسَلْتَ

كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ وَاِنْ قَتَلْنَ اِلاَّ اَنْ يَاْكُلَ الْكَلْبُ فَاِنْ اَكَلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهٖ .

২৮৩৯. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.)...'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। তখন তিনি ﷺ আমাকে বলেন ঃ যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের জন্য পাঠাবে এবং এ সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে, তখন সে যা তোমার জন্য আটকিয়ে রাখবে, তা তুমি ভক্ষণ করতে পারবে, যদিও শিকারকৃত জন্তুকে মেরে ফেলে। তবে যদি কুকুরেরা তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে তুমি তা থেকে কিছু খাবে না। কেননা আমি ভয় করি যে, হয়ত সে (কুকুর) শিকারকৃত জন্তুকে নিজের জন্য শিকার করেছে, (তোমার জন্য সংরক্ষণ করে নি)।

٢٨٤٠ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَوَجَدْتَهٗ مِنَ الْغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ فِىْ مَاءٍ وَلاَ فِيْهِ اَثَرٌ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَاِذَا اخْتَلَطَ بِكِلاَبِكَ كَلْبٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَاْكُلْ لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّهٗ قَتَلَهُ الَّذِىْ لَيْسَ مِنْهَا .

২৮৪০. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে তোমার তীর (শিকারী জন্তুর প্রতি) নিক্ষেপ করবে, আর সে শিকারকৃত জন্তু তুমি পরদিন পাবে, যা পানিতে পড়েনি এবং তোমার তীরের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন আঘাতের চিহ্নও তার শরীরে নেই, তখন তুমি তা ভক্ষণ করতে পারবে। আর যখন তোমার (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুরের সাথে অন্য কুকুর শামিল হয় (যারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়), তখন তুমি তা ভক্ষণ করবে না। কেননা তুমি জান না কোন্ কুকুরে শিকারকৃত জন্তুকে হত্যা করেছে। সম্ভবত অন্য কোন কুকুরও ঐ শিকারকে মেরে ফেলতে পারে।

٢٨٤١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ اَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِىْ مَاءٍ فَغَرِقَتْ فَمَاتَتْ فَلاَ تَاْكُلْ .

২৮৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিস (র.)...'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমার শিকারকৃত জন্তু পানিতে পড়ে ডুবে মারা যাবে, তখন তুমি তা খাবে না।

٢٨٤٢ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ اَوْ بَازٍ ثُمَّ اَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ اِنْ قَتَلَ قَالَ اِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَاكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلَيْكَ .

২৮৪২। 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা বাজপাখীকে আল্লাহর নাম স্মরণ করে শিকারী জীব-জন্তুর প্রতি প্রেরণ কর, তারা তোমার জন্য যা ধরে রাখে, তা তুমি ভক্ষণ করতে পারবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যদি তারা তা মেরে ফেলে? তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তারা তাকে মেরেও ফেলে, কিন্তু নিজেরা তার কিছুই না খায়, এমতাবস্থায় বুঝা যাবে যে, তারা তাকে তোমার জন্য আটকিয়ে রেখেছে।

٢٨٤٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ نَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا دَاؤُدَ بْنُ عَمْرٍو عَنْ بُسْرِبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ صَيْدِ الْكَلْبِ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ .

২৮৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা (র.)...আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ শিকারী কুকুরের আলোচনা প্রসংগে বলেন যে, যদি তুমি তোমার কুকুরকে (শিকারের উদ্দেশ্যে) প্রেরণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তবে তুমি তা থেকে খাও, যদিও সে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে। একইরূপে তোমার জন্য রক্ষিতাংশের যা কিছু তোমার হাতে ফেরত আসে, তাও খেতে পার।

٢٨٤٤ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ نَا دَاؤُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقْتَفِىْ اَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُ مَيِّتًا وَفِيْهِ سَهْمُهُ اَيَاكُلُ قَالَ نَعَمْ اِنْ شَاءَ اَوْ قَالَ يَاكُلُ اِنْ شَاءَ .

২৮৪৪. হুসায়ন ইব্ন মু'আয ইব্ন খুলায়ফ (র.)...'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমাদের কেউ যদি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তা অনুসন্ধান করতে থাকে এবং দু'তিন দিন পর তা মৃত অবস্থায় পায়, আর তীরও ঐ জন্তুর শরীরে বিদ্ধ থাকে, তখন সে ব্যক্তি কি তা ভক্ষণ করতে পারবে? তিনি ﷺ বলেন ঃ হাঁ, যদি সে চায়। অথবা তিনি বলেন ঃ সে তা খেতে পারবে, যদি সে ইচ্ছা করে।

٢٨٤٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِىْ قَالَ إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِلاَّ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ لأَنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ .

২৮৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.)...'আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ-কে পালকবিহীন তীর দিয়ে শিকারকৃত জন্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তীর সরাসরি পশুকে বিদ্ধ করে, তবে তা ভক্ষণ করবে। আর যদি তীর আড়ভাবে আঘাত করে (যার ফলে পশু মারা যায়), তবে তা ভক্ষণ করবে না। কেননা তা হবে আঘাতপ্রাপ্ত মৃত জন্তু। তখন আমি তাঁকে ﷺ জিজ্ঞাসা করি ঃ আমি তো আমার শিকারী কুকুরকে (শিকার ধরার জন্য) পাঠাই (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)? তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি শিকারী কুকুর প্রেরণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তবে তা ভক্ষণ করবে, অন্যথায় তা খাবে না। আর শিকারী কুকুর যদি তা থেকে কিছু খেয়ে নেয়, তবে তুমি তা ভক্ষণ করবে না। কেননা হয়তো সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করি ঃ আমি আমার শিকারী কুকুরকে শিকার ধরার জন্য প্রেরণ করি এবং তার সাথে অন্য কুকুরও দেখতে পাই, (এমতাবস্থায় করণীয় কি)? তখন তিনি ﷺ বললেন ঃ তুমি তা খাবে না; কেননা তুমি তো তোমার কুকুরকে (শিকারের উদ্দেশ্যে) আল্লাহ্র নাম স্মরণসহ পাঠিয়েছ।

٢٨٤٦ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِىَّ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِى أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ أَصِيْدُ بِكَلْبِىَ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِى الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ قَالَ مَا صِدْتَّ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِاسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا أَصَدْتَّ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .

২৮৪৬. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.)...আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়েও শিকার করি, (এমতাবস্থায় করণীয় কি)? তিনি ﷺ বললেন ঃ তুমি যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার কর (শিকারের জন্য) তা প্রেরণের সময় যদি তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তবে তা ভক্ষণ করবে। পক্ষান্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুর দিয়ে যদি তুমি শিকার কর, এমতাবস্থায়

শিকারকৃত জন্তুটি যদি জীবিতাবস্থায় যবাহ্ করার মওকাসহ পাও, তবে তা যবাহ্ করে ভক্ষণ করবে, (অন্যথায় নয়)।

٢٨٤٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ قَالَ نَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ نَا يُوْنُسُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ نَا اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ زَادَ عَنِ ابْنِ حَرْبٍ الْمُعَلَّمُ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيًّا وَّغَيْرَ ذَكِيٍّ .

২৮৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফ্ফা (র.)...আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (স.) আমাকে বলেন, হে আবূ ছা'লাবা! যে জন্তুকে তোমার তীর অথবা তোমার কুকুর শিকার করে, তা ভক্ষণ করবে।
রাবী' ইব্ন হার্বের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, ঐ কুকুরটি যেন শিকারী হয়। আর যে জন্তুকে তুমি শিকার করবে, তা যবাহ্ হোক বা না হোক, তা ভক্ষণ করবে।

٢٨٤٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيْرُ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ اَبُوْ ثَعْلَبَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَاَفْتِنِيْ فِيْ صَيْدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَانَ لَكَ كِلاَبٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قَالَ ذَكِيًّا اَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنِيْ فِيْ قَوْسِيْ قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيًّا اَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَنِّيْ قَالَ وَاِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَالَمْ يَصِلْ اَوْ تَجِدَ فِيْهِ اَثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ قَالَ اَفْتِنِيْ فِيْ اٰنِيَةِ الْمَجُوْسِ اِذَا اضْطُرِرْنَا اِلَيْهَا قَالَ اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيْهَا .

২৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল যারীর (র.)... আবূ ছা'লাবা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমার কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর আছে। আপনি আমাকে এর শিকারের হুকুম সম্পর্কে কিছু বলেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ যদি তোমার কাছে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কুকুর থাকে, সে তোমার জন্য যে শিকার আটকে রাখে, তা তুমি ভক্ষণ করবে।
রাবী আবূ ছা'লাবা (রা.) বলেন ঃ তা আমি যবাহ করি বা না করি, (খেতে পারব)? তিনি ﷺ বলেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন ঃ যদি সে কুকুর তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে? তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি সে তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলে, তবু তা খেতে পার।

অতঃপর রাবী, জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার ধনুকের দ্বারা শিকারকৃত জন্তুদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার ধনুকের সাহায্যে যে শিকার করবে, তা ভক্ষণ কর। তিনি ﷺ বলেন ঃ চাই তা যবাহ কর, আর না-ই কর। রাবী জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি (শিকারী জন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর) আমার থেকে পালিয়ে যায়, (তখন হুকুম কি)? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তা তীরের আঘাত খাওয়ার পর অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে যে পর্যন্ত তা পচে দুর্গন্ধ না হয়, অথবা তোমার তীর ছাড়া অন্য কারো তীরের আঘাত তার দেহে না থাকে, তুমি তা ভক্ষণ করবে।

পরে রাবী [আবূ ছা'লাবা (রা.)] আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ বিশেষ প্রয়োজনের সময় অন্যটি পাওয়া না গেলে অগ্নি-উপাসকদের থালা-বাসন ব্যবহার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি (স.) বলেন ঃ তুমি তা ধুয়ে নিয়ে তাতে খেতে পার।

١٠١. بَابُ اِذَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ قِطْعَةٌ

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ যদি জীবিত কোন শিকারকৃত জন্তুর দেহ থেকে গোশতের টুকরা কেটে নেওয়া হয় সে প্রসংগে

٢٨٤٩ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِىَ حَيَّةٌ فَهِىَ مَيْتَةٌ .

২৮৪৯. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... আবূ ওয়াকিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেওয়া হয়, তা মৃত পশুর ন্যায়, (তা ভক্ষণ করা হারাম)।

١٠٢. بَابُ فِى اِتِّبَاعِ الصَّيْدِ

১০২. অনুচ্ছেদ ঃ শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা প্রসংগে

٢٨٥٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ يَحْىَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَالَ مَرَّةً سُفْيَانُ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ اَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ .

২৮৫০. মুসাদ্দাদ (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ রাবী সুফিয়ান (রা.) একদা বলেন ঃ আমি এটি কেবল নবী ﷺ থেকে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ যে

ব্যক্তি জংগলে থাকে, তার দিল শক্ত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি শিকারের পিছনে লেগে থাকে, সে (ইব্‌নদতে) গাফিল হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি বাদশাহের দরবারে যাতায়াত করে, সে অবশ্যই কোন না-কোন কারণে বিপদে পড়বে।

٢٨٥١ . حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ نَا حَمَّادُبْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُغَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخَشَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَاَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلْثِ لَيَالٍ وَسَهْمُكَ فِيْهِ فَكُلْ مَالَمْ يَنْتَنْ اٰخِرُ كِتَابِ الْضَّحَايَا .

২৮৫১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মু'ঈন (র.)...আবূ ছা'লাবা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। যদি তুমি শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ কর, আর তা তুমি তিন দিন তিন রাত পরে পাও এবং তোমার তীর সে পশুর দেহে বিদ্ধ থাকে, তবে তুমি তা ভক্ষণ কতে পারবে, যে পর্যন্ত না তা থেকে পচা দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় ঃ ওসীয়াত সম্পর্কে

١٠٣. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَا يَأْمُرُ بِهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ

১০৩, অনুচ্ছেদ ঃ ওসীয়াতের ব্যাপারে নির্দেশ

٢٨٥٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا يَحْيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَّهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ .

২৮৫২. মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ (র.).... ইব্ন 'উমার (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি কোন মুসলমানের কারো প্রতি কোন হক থাকে, তবে তার পক্ষে ঐ ব্যাপারে কোনরূপ লিখিত ওসীয়াতনামা সঙ্গে রাখা ব্যতীত দু'টি রাত্রিও অতিবাহিত করা উচিত নয়।[১]

٢٨٥٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دِيْنَارًا وَّ لاَ دِرْهَمًا وَّ لاَ بَعِيْرًا وَّ لاَ شَاةً وَّ لاَ اَوْصٰى بِشَيْءٍ .

২৮৫৩. মুসাদ্দাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকালের সময় দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), উট এবং বকরী কিছুই রেখে যাননি এবং কোন ব্যাপারে ওসীয়াতও করেন নি।

١٠٤. بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا لاَ يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِيْ مَالِهِ

১০৪, অনুচ্ছেদ ঃ ওসীয়াতকারীর জন্য তার মাল হতে যে পরিমাণ ওসীয়াত করা অবৈধ, সে সম্পর্কে

٢٨٥٤ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ قَالاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضًا اَشْفٰى فِيْهِ فَعَادَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

---

১. যদি কোন মুসলমানের কারও কাছে কোনরূপ দেনা-পাওনা থাকে, তবে তা লিখিতভাবে ওসীয়ত করা উচিত; যাতে তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের মাঝে কোনরূপ গোলমাল সৃষ্টি না হয়। কারণ মানুষ জানেনা, কখন কার মৃত্যু হবে।

ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً كَثِيْـرًا وَّ لَيْسَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَتِي اَفَاتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ
قَالَ لاَ قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْـرٌ اِنَّكَ اِنْ تَتْـرُكْ وَرَثَتَكَ
اَغْنِيَاءَ خَيْـرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَـقَةً اِلاَّ اُجِرْتَ فِيْـهَا
حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَدْفَعُهَا اِلٰى فِيْ اِمْـرَاَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَخَلَّفُ عَنْ هِجْـرَتِيْ قَالَ اِنْ
تُخْلَفَ بَعْـدِيْ فَتَعْـمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهٖ وَجْـهَ اللّٰهِ لاَ تَزْدَادُ بِهٖ اِلاَّ رِفْـعَةً وَّ دَرَجَةً لَعَلَّكَ اَنْ
تُخْلَفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ
وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعِيْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَّاتَ
بِمَكَّةَ .

১৮৫৪. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা ও ইব্ন আবী খালাফ (র.)...'আমির ইব্ন সা'দ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একবার তিনি [সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.)] কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দেখতে আসেন। সে সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমার অনেক ধন-সম্পদ আছে কিন্তু একটি কন্যা ব্যতীত আমার আর কোন উত্তরাধিকার নেই। কাজেই আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ সাদকা করতে পারি? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ না। তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি কি অর্ধেক সম্পদ সাদকা দান করতে পারি? তখনও তিনি ﷺ বলেন ঃ না। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তিন ভাগের এক ভাগ কি সাদকা করতে পারি? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হাঁ, তিন ভাগের এক ভাগ দান করতে পার এবং সাদকার জন্য এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। অবশ্য তোমার জন্য তোমার উত্তরাধিকারীদের মালদার অবস্থায় পরিত্যাগ করা উত্তম হবে, তাদের গরীবী হালে কাঙাল করে রেখে যাওয়ার চাইতে, যার ফলে তারা লোকের দুয়ারে ভিক্ষা মাগতে থাকবে। আর যে মাল (তুমি তোমার পরিবারের জন্য) খরচ করছ, তুমি অবশ্যই তার সওয়াব পাবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাস তুলে দাও, তারও সওয়াব তুমি পাবে।

আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি কি আমার হিজরতের সওয়াব হতে পিছনে পড়ে থাকব? তিনি ﷺ বললেন ঃ আমার হিজরতের পর যদি তুমি (মক্কায়) থেকেই যাও এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নেক আমল করতে থাক, তবে এতেও তোমার মর্তবা বুলন্দ হবে। আর সম্ভবত এখানে তোমার অবস্থানের ফলে তোমার দ্বারা কিছু লোকের উপকার হবে এবং কিছু লোকের ক্ষতি হবে।[১] অতঃপর তিনি ﷺ এরূপ দু'আ করেন ঃ আয় আল্লাহ্! আমার সাথীদের হিজরত পূর্ণ করে দিন এবং তাদেরকে তাদের পেছনের দিকে ফিরাবেন না। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত

১. অর্থাৎ মুসলিমরা উপকৃত হবে এবং মুশরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। তিনি ঐ পীড়া হতে সুস্থ হয়ে উঠেন এবং পরে আরো পয়তাল্লিশ বছর জীবিত থাকেন। এর ফলে মুসলিমরা উপকৃত হন এবং মুশরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হলেন সাঈদ ইব্‌ন খাওলা (রা.), যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুঃখ প্রকাশ করতেন, তিনি মক্কাতে ইনতিকাল করেন।

١٠٥. بَابُ فِى فَضْلُ الصَّدَقَةِ الصَّحَّةَ

১০৫, অনুচ্ছেদ ঃ সুস্থাবস্থায় দান করার মর্যাদা সম্পর্কে

٢٨٥٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَامُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقَرَ وَلَاتُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .

২৮৫৫. মুসাদ্দাদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! কোন ধরনের সাদকা উত্তম? তিনি ﷺ বলেন ঃ সুস্থাবস্থায় সাদকা করবে, যখন তুমি আরো বাঁচার ইচ্ছা পোষণ করছ এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ারও আশংকা করছ। আর তুমি এ সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে না যে, তোমার জান তোমার হলকুমের কাছে এসে পৌঁছবে এবং সে সময় তুমি বলবে ঃ এত (পরিমাণ সাদকা) অমুক ব্যক্তির জন্য এবং অমুক ব্যক্তির জন্য এত, যখন সে মালে অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।[১]

٢٨٥٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيْلٍ اَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِىْ حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ .

২৮৫৬. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.).... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জন্য তার জীবদ্দশায় এক দিরহাম পরিমাণ দান করা, তার মৃত্যুকালীন সময় একশত দিরহাম দান করার চাইতে শ্রেয়।

١٠٦. بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْاَضْرَارِ فِى الْوَصِيَّةِ

১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওসীয়ত দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করা অন্যায়

٢٨٥٧ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ نَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُدَّانِىُّ قَالَ نَا الْاَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ

---

১. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন উত্তরাধিকারীদের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সাদাকার জন্য ওসীয়ত করে, উত্তরাধিকারীদের হক নষ্ট করা উচিত নয়।

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ وَقَرَأَ عَلَيَّ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ هٰهُنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَتّٰى بَلَغَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ هٰذَا يَعْنِى الْاَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ·

২৮৫৭. 'আব্‌দা ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক এবং কোন পুরুষ ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ্র ইব্‌দত করে, পরে যখন সে দু'জনের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা ওসীয়াতের দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করে, এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত হয়ে যায়।

রাবী (শাহ্র ইব্‌ন হাওশাব) বলেন ঃ এ সময় আবূ হুরায়রা (রা.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, (যার অর্থ হলো) ঃ "যে পরিমাণ মাল সাদকা করার জন্য ওসীয়াত করা হয়, তা আদায় করার পর এবং দেনা পরিশোধের পর, যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর নয়....হতে, এ হলো বিরাট সফলতা।"

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এই হাদীছের রাবী আশ্'আছ ইব্‌ন জাবির (রা.) হলেন নসর ইব্‌ন 'আলী (রা.)-এর দাদা।

١٠٧. بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُوْلِ فِي الْوَصَايَا

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ ওসীয়তকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া

٢٨٥٨ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ نَا سَعِيْدُ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِيْ سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنِّيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا وَاِنِّيْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِيْ فَلَا تَامَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تُوَلِّيَنَّ مَالَ الْيَتِيْمِ ·

১৮৫৮. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.)....আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন, হে আবূ যারর! আমি তোমাকে খুবই দুর্বল দেখছি, আর আমি তোমার জন্য **এটাই পসন্দ করি,** যা আমি আমার নিজের জন্য পসন্দ করে থাকি। তুমি কখনই দু'ব্যক্তির মধ্যে **হাকিম হবে না,** আর কখনই ইয়াতীমের মালের অভিভাবক হবে না।

١٠٨. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়াত করার নির্দেশ বাতিল হওয়া সম্পর্কে

٢٨٥٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ فَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذٰلِكَ حَتّٰى نَسَخَتْهَا اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ .

২৮৫৯. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াত ঃ

اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ .

অর্থাৎ "যদি সে উত্তম ওসীয়াত রেখে যায়, মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য, মীরাছের আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। (কেননা মীরাছের আয়াতে উত্তরাধিকারীদের অংশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে)।

١٠٩. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকারদের জন্য ওসীয়াত করা

٢٨٦٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ جَدَّةَ قَالَ اَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ .

২৮৬০. 'আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন জাদ্দা (র.)... আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কাজেই ওয়ারিছের জন্য কোনরূপ ওসীয়াত করা যাবে না।

١١٠. بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيْمِ فِى الطَّعَامِ

১১০. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের খাদ্যের সাথে নিজ খাদ্য মিশান সম্পর্কে

٢٨٦١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ وَاِنَّ

الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمْــوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا الْاٰيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهٖ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهٖ فَجَعَلَ يَفْـضُلُ مِنْ طَعَامِهٖ فَيُحْـبِسُ لَهُ حَتّٰى يَاكُلَهُ اَوْ يَفْـسُدَ فَاشْــتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْـهِمْ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْــئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْــلَاحٌ لَّهُمْ خَيْــرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْــوَانُكُمْ فَخَلَطُوْا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهٖ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهٖ ٠

২৮৬১. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা ইয়াতীমের মালের কাছে যাবে না, তবে উত্তমভাবে ; "আর যারা যুলুম করে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, তারা তাদের পেটকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে ভর্তি করে।"

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যাদের কাছে য়াতীম ছিল, তারা ইয়াতীমদের খাদ্য-পানীয়, তাদের খাদ্য-পানীয় হতে বিভক্ত করে দেয়। ইয়াতীমদের ভুক্ত খাদ্য যা অবশিষ্ট থাকত, হয়তো তা য়াতীম পরে খেত, নয়ত পচে নষ্ট হয়ে যেত। ব্যাপারটি তাদের কাছে কঠিন বিবেচিত হওয়ায় তারা সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট পেশ করে। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারা আপনাকে ইয়াতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন ঃ তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করাই শ্রেয়। যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তো তারা তোমাদের ভাই। অতঃপর লোকেরা তাদের খানাপিনায় (আবার) তাদের শরীক করে নেয়।

١١١. بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَا لِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ اَنْ يَّنَالَ مِنْ مَّالِ الْيَتِيْمِ

১১১. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের মাল হতে তার তদারককারী কি পরিমাণ নিতে পারবে

٢٨٦٢ . حَدَّثَنَا حُمَيْــدُ بْنُ مَسْــعَدَةَ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا حُسَيْنٌ يَعْنِيْ الْمُعَلِّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ قَالَ فَكُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَاَثِّلٍ ٠

২৮৬২. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র.)...'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ আমি ফকীর, আমার কিছুই নেই। কিন্তু আমার প্রতিপালনে একজন ইয়াতীম আছে-(যার সম্পদ আছে)। তিনি ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল হতে এ শর্তে খেতে পার যে, তুমি অমিতব্যয়ী হবে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না, যাতে মাল তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ইয়াতীমের মাল হতে নিজের জন্য কিছু জমা করবে না।

١١٢. بَابُ مَا جَاءَ مَتٰى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ

১১২. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের সময়-কাল কখন শেষ হয়

٢٨٦٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رُقَيْشٍ اَنَّهُ سَمِعَ شُيُوْخًا مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَصُمَاتَ يَوْمٍ اِلَى اللَّيْلِ .

২৮৬৩. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)... 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনে এটা মুখস্থ করেছি যে, স্বপ্নদোষ হওয়ার পর আর কেউ য়াতীম থাকে না এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুপ থাকা উচিত নয়।[১]

١١٣. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِيْ اَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ

১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ য়াতীমের মাল ভক্ষণের শাস্তি সম্পর্কে

٢٨٦٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ نَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰو وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ .

২৮৬৪. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ হামদানী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (ঈমান) ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে দূরে থাকবে। জিজ্ঞাসা করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! ঐ গুনাহগুলো কি কি ? তিনি ﷺ বলেন ঃ (১) আল্লাহ্‌র সংগে শরীক করা, (২) জাদু করা, (৩) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যার হত্যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তবে হকভাবে হত্যা করা যাবে, (৪) সূদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, (৬) যুদ্ধের দিন যুদ্ধের ময়দান হতে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং (৭) সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকদের উপর (যিনার) মিথ্যা অপবাদ দেওয়া–যে সম্পর্কে তারা অনবহিত।

---

১. পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর উম্মতের জন্য এরূপ রোযা ছিল যে, সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযাদার ব্যক্তি কোনরূপ কথাবার্তা বলতে পারত না, যাকে "সাওমে-সামাত" বা "বোবা-রোযা" বলা হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ করতে নিষেধ করেন।

٢٨٦٥ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَوْزَجَانِيْ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ نَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سِنَانٍ نَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ هُنَّ تِسْعٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا .

২৮৬৫. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়া'কূব জাওযাজানী (র.)...'উবায়দ ইব্ন 'উমায়র (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন ঃ যিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! কবীরা গুনাহ কোন্‌গুলো ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তা নয়টি। তখন তিনি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত গুনাহগুলোর উল্লেখ করেন এবং অতিরিক্ত এ-ও বলেন ঃ মুসলমান পিতা ও মাতাকে কষ্ট দেওয়া এবং আল্লাহ্‌র ঘরকে সম্মান না করা, যা তোমাদের জীবনে ও মরণে কিব্‌লা।

١١٤ . بَابُ مَا جَاءَ فِى الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْكَفَنَ مَعَ جَمِيْعِ الْمَالِ

১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের কাফন তার সমুদয় মালের মধ্যে গণ্য হওয়ার প্রমাণ সম্পর্কে

٢٨٦٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ اِلاَّ نَمْرَةٌ كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخَرِ .

২৮৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)... খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মাস্'আব ইব্ন 'উমায়র (রা.) উহুদের যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন। এ সময় তাঁর কাছে একখানি কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা দিয়ে আমরা তাঁর মাথা আবৃত করলে তাঁর পদদ্বয় বের হয়ে যেত এবং আমরা তাঁর পদদ্বয় আবৃত করলে তার মাথা বেরিয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কম্বল দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং তার (খোলা) দু'পায়ের উপর ইয্‌খার (আরবের এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ঘাস) দিয়ে দাও।

١١٥ . بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوْصٰى لَهُ بِهَا اَوْ يَرِثُهَا

১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কোন জিনিস হিবা করার পর ওসীয়াত বা উত্তরাধিকার সূত্রে তা পেলে

٢٨٦٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ

بِوَالِيْدَةٍ وَّاِنَّهَا مَا تَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِى الْمِيْرَاثِ قَالَتْ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَيُجْزِئُ اَوْ يُقْضِىْ عَنْهَا اَنْ اَصُوْمَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ وَاِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ اَفَيُجْزِئُ اَوْ يَقْضِىْ عَنْهَا اِنْ اَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

২৮৬৭. আহমদ ইব্ন য়ূনুস (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা তাঁর পিতা বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসেন এবং বলেন ঃ আমি আমার মায়ের সেবার জন্য একজন দাসী দান করেছিলাম। এখন তিনি (মাতা) মারা গিয়েছেন এবং সে দাসীকে রেখে গিয়েছেন। তিনি ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার কাজের ছওয়াব পাবে, আর দাসীও মীরাছ হিসাবে তোমার কাছে ফিরে এসেছে। তখন সে মহিলা আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমার মাতা তো ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তার উপর এক মাসের রোযা ফরয আছে। আমি যদি সে রোযা রাখি, তবে কি তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি ﷺ বললেন ঃ হাঁ। তখন সেমহিলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমার মাতা হজ্জও আদায় করেননি, তাই আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করি, তবে কি তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ হাঁ।

١١٦. بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُلِ يُوْقِفُ الْوَقْفُ

১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ ওয়াক্ফ করা সম্পর্কে

٢٨٦٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْىَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِىْ بِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ اَنَّهُ لاَيُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَزَادَ عَنْ بِشْرٍ وَالضَّيْفِ ثُمَّ اتَّفَقُوْا لاَجُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَّلِيَهَا اَن يَاكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ زَادَ عَنْ بِشْرٍ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرُ مُتَاَثِّلٍ مَّالاً .

২৮৬৮. মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার (রা.) খায়বরে একখণ্ড জমি পান। তখন তিনি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলেন ঃ আমি এমন এক খণ্ড জমি পেয়েছি, যা থেকে উত্তম কোন মাল ইতোপূর্বে আমি আর পাইনি। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কি

নির্দেশ দেন ? তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি চাও, তবে আসল জমিটা রেখে দাও এবং এ থেকে উৎপন্ন ফসল দান করে দাও। তখন 'উমার (রা.) তা থেকে উৎপন্ন ফসল দান করতে থাকেন এবং তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত নেন যে, আসল জমি বিক্রি করবেন না, হিবা বা দানও করবেন না এবং উত্তরাধিকারীদেরও দেবেন না; বরং তা থেকে ফকীর, নিকটাত্মীয়, গোলাম, মিসকীন এবং মুসাফিররা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে উপকৃত হতে থাকবে।

রাবী বিশ্‌রের বর্ণনায় মেহমান শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, যিনি এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হবেন, তিনি উত্তমভাবে নিয়মানুযায়ী তার লভ্যাংশ ভক্ষণ করতে পারবেন এবং ঐ সমস্ত বন্ধুকেও খাওয়াতে পারবেন, যারা মালদার নয়।

রাবী বিশ্‌রের বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, রাবী মুহাম্মদ (র.) বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি তার লভ্যাংশ ভোগ করতে পারবে, কিন্তু তা থেকে নিজের জন্য কিছু জমা করতে পারবে না।

٢٨٦٣ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَسَخَهَالِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرُ فِيْ ثَمْغٍ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهٖ نَحْوَ حَدِيْثِ نَافِعٍ قَالَ غَيْرُ مُتَاثِّلٍ مَالاً فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِهٖ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَسَاقَ الْقِصَّةَ قَالَ وَاِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرٰى مِنْ ثَمَرِهٖ رَقِيْقًا لِعَمَلِهٖ وَكَتَبَ مُعَيْقِيْبٌ وَّشَهِدَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَرْقَمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا اَوْصٰى بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ عُمَرُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ حَدَثَ بِهٖ حَدَثٌ اَنَّ ثَمْغًا وَصِرْمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ وَالْعَبْدَ الَّذِيْ فِيْهِ وَالْمِائَةَ السَّهْمَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ وَرَقِيْقَهُ الَّذِيْ فِيْهِ وَالْمِائَةَ الَّتِيْ اَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِيْ تَلِيْهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ ثُمَّ يَلِيْهِ ذُو الرَّاْيِ مِنْ اَهْلِهَا اَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُشْتَرٰى يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَاٰى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَذِي الْقُرْبٰى وَلَا حَرَجَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اِنْ اَكَلَ اَوْ اَكَلَ اَوِاشْتَرٰى رَقِيْقًا مِنْهُ .

২৮৬৯. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ মাহরী (র.)...ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা.) 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর সাদকা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে আবদুল হামীদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব এরূপ লিখে দিয়েছেন ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ হলো ঐ বর্ণনা, যা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার 'ছামাগ'[১] সম্পর্কে লিখেছিলেন। অতঃপর রাবী নাফি' (র.)-এর

১. ছামাগা হলো ঃ 'উমর (রা)-এর মদীনাস্ত বা খায়বরের ওয়াকফকৃত মাল বা ধন-সম্পত্তি।

বর্ণিত হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেছেন যে, ধন-সম্পদ জমাকারী হবে না, আর যে ফল তাতে পতিত হবে, তা হবে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিতদের অংশ। অতঃপর রাবী এ ঘটনা প্রসংগে বলেন ঃ যদি ঐ বাগানের মুতাওয়াল্লী চায়, তবে সে বাগানের ফল বিক্রি করে সে মূল্য দিয়ে বাগানের কাজের জন্য গোলাম খরিদ করতে পারে। আর মু'আয়কীব এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম এর সাক্ষী হন।

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা ঐ ওসীয়াতনামা, যার ওসীয়াত আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) করেন ঃ যদি তাঁর [উমার (রা.)] উপর কোন দুর্ঘটনা ঘটে (অর্থাৎ তিনি মারা যান), তাহলে 'ছামাগ' ইব্ন আকুয়ের 'সুরমা'[১] এবং সেখানে যে গোলামেরা আছে, তা ; আর খায়বরের একশত হিস্‌সা এবং সেখানকার গোলামেরা এবং ঐ একশত ভাগ–যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে খায়বরের নিকটবর্তী উপত্যকায় দিয়েছিলেন–এ সবের মুতাওয়াল্লী হবে, যতদিন সে জীবিত থাকবে, হাফ্‌স (রা.)।[২] তাঁর অবর্তমানে, তাঁর পরিবার-পরিজনদের মাঝে যারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হবে–তারা এর মুতাওয়াল্লী হবে। এ শর্তে যে, তারা এ বাগান বেচাকেনা করতে পারবে না। কিন্তু যখন কোন ভিক্ষুক, বঞ্চিত, নিকটাত্মীয় বা কোন বন্ধু-বান্ধব হবে, তাদের জন্য এ থেকে খরচ করবে। আর এই বাগানের মুতাওয়াল্লী যদি এ থেকে কিছু ভক্ষণ করে, অভাবগ্রস্তদের খাওয়ায় অথবা এর মুনাফা হতে (বাগানের কাজের জন্য) কোন গোলাম খরিদ করে, তবে এতে কোন দোষ নেই।

١١٧. بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ

১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদকা সম্পর্কে

٢٨٧٠ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِيْ ابْنَ بِلاَلٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أُرَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَشْيَاءَ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ .

২৮৭০. রাবী' ইব্‌ন সুলায়মান মুআযযিন (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও বন্ধ হবে না। ১. সাদাকায়ে জারিয়া, ২. ঐ 'ইল্‌ম, যা দিয়ে উপকার করা যায় এবং ৩, ঐ নেক-বখ্‌ত সন্তান, যে তার পিতার জন্য দু'আ করে।

---

১. সুরমা হলো একটি ফলের বাগানের নাম, যা 'উমার (রা) কে ইবন আকূ' নামক জনৈক সাহাবী দান করেছিলেন।

২. হাফ্‌সা (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহধর্মিনী, মুমিনদের মাতা এবং হযরত 'উমার (রা)-এর প্রিয় কন্যা।

١١٨. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ مَّاتَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ

১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ ওসীয়াত না করে মারা যায়, তার পক্ষ হতে সাদকা প্রদান প্রসংগে

٢٨٧١ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَاَعْطَتْ اَفَيُجْزِئُ اَنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ فَتَصَدَّقِيْ عَنْهَا .

২৮৭১. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈকা মহিলা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার মাতা হঠাৎ মারা যান, যদি তিনি হঠাৎ মারা না যেতেন, তবে অবশ্যই তিনি কিছু না কিছু সাদকা করে যেতেন। এখন যদি আমি তাঁর পক্ষে কিছু সাদকা করি, তিনি কি এর সাওয়াব পাবেন ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হাঁ। তুমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করতে পার।

٢٨٧٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَفَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ فَاِنَّ لِيْ مَخْرَفًا وَاِنِّيْ اُشْهِدُكَ اَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهٖ عَنْهَا .

২৮৭২. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার মাতা মারা গিয়েছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষে কিছু সাদক. করি, তবে সে সাদকা কি তাঁর উপকারে আসবে ? তিনি ﷺ বললেন ঃ হাঁ। তখন সে ব্যক্তি বলেন ঃ আমার একটা বাগান আছে, আর আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে, সেটি আমার মায়ের (আত্মার মাগফিরাতের) জন্য সাদকা করছি।

١١٩. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ اَيَلْزَمُهُ اَنْ يُنْفِذَهَا

১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাফিরের ওসীয়াত, তার মুসলিম ওয়ালীর জন্য পালন করা প্রসংগে

٢٨٧٠ . حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ نَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ

اَوْصٰى اَنْ يُّعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَاَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَاَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو اَنْ يُّعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتّٰى اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ اَوْصٰى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَّاَنَّ هِشَامًا اَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً اَفَاُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْكَانَ مُسْلِمًا فَاَعْتَقْتُمْ عَنْهُ اَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ اَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ ـ

২৮৭৩. ‘আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মাযীদ (র.)...‘আমর ইব্‌ন শু‘আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন ঃ ‘আস ইব্‌ন ওয়াইল তাঁর পক্ষে একশত গোলাম আযাদ করার জন্য ওসীয়াত করেন। তখন তার ছেলে হিকশাম পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করে দেন। অতঃপর তার অপর পুত্র ‘আমরও পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করার ইচ্ছা করেন। তিনি ঐ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করতে মনস্থির করেন। অতঃপর তিনি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার পিতা একশত গোলাম আযাদ করার জন্য ওসীয়াত করে যান, যা থেকে হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম তার পক্ষ হতে আযাদ করে দিয়েছে এবং আরো পঞ্চাশটি গোলাম তার পক্ষ হতে আযাদ করতে বাকী আছে। আমি কি তার পক্ষ হতে তা আদায় করে দেব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি সে মুসলমান হতো, আর তুমি তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করতে, সাদকা প্রদান করতে এবং হজ্জ আদায় করতে, তবে সে সাওয়াব পেত (কিন্তু সে মুসলমান না হয়ে মারা যাওয়ার কারণে এ সব করলে তার কোন উপকার হবে না)।

١٢٠. بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوْتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يَسْتَنْظِرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ

১২০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ করযদার অবস্থায় মারা যায় এবং ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তখন করযদাতাদের উচিত ওয়ারিছদের কিছু সময় দেওয়া এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা

٢٨٧٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّ شُعَيْبَ بْنَ اِسْحٰقَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَاَبٰى فَكَلَّمَهُ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ لِيَاْخُذَ تَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيْ لَهُ عَلَيْهِ فَاَبٰى وَكَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّنْظِرَهُ فَاَبٰى وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اٰخِرُ كِتَابِ الْوَصَايَا ـ

২৮৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ খবর জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা একজন ইয়াহূদী থেকে গৃহীত ত্রিশ ওয়াসাকের একটি দেনার বোঝা তাঁর যিম্মায় রেখে ইনতিকাল করেছেন। তখন জাবির (রা.) সেই ইয়াহূদীর নিকট কিছু সময় চান। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করে। তখন জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে ইয়াহূদীর নিকট তাঁর পক্ষে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গিয়ে ইয়াহূদীর সাথে কথাবার্তা বলেন যে, সে যেন তার করযের বিনিময়ে জাবিরের বাগানের খেজুর নিয়ে নেয়। কিন্তু সে (ইয়াহূদী) এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (ইয়াহূদীকে) কিছু সময় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে সে তাও প্রত্যাখ্যান করে। এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১]

১. হাদীছের বাকী অংশ এরূপ ঃ আতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) জাবির (রা.)-এর খেজুরের বাগানে গমন করেন এবং করযদাতাদের দেনা খেজুর দিয়ে পরিশোধ করতে শুরু করেন। অবশেষে সকল করযদাতাদের দেনা জাবির (রা.)-এর পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার এই যে, খেজুর স্তূপ তখনও একইভাবে অবশিষ্ট থাকে, এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের অসংখ্য মু'জিযার মধ্যে অন্যতম ম'জিযা।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

কিতাবুল ফারাইয

١٢١. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ

১২১. অনুচ্ছেদ ঃ ফারাইয শিক্ষা সম্পর্কে

٢٨٧٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعِلْمُ ثَلٰثَةٌ وَّمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ .

২৮৭৫. আহমদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সারহ (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রকৃত জ্ঞান তিন প্রকার, এগুলো ব্যতীত আর সবই বাহুল্য। যথা–(১) আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত (যার হুকুম মানসূখ বা বাতিল হয়নি), (২) সহীহ ও সঠিক হাদীছ এবং (৩) ইনসাফের সাথে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের জ্ঞান।[১]

١٢٢. بَابُ فِي الْكَلَالَةِ

১২২. অনুচ্ছেদ ঃ কালালা সম্পর্কে

٢٨٧٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرٍ يَّقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ هُوَ وَاَبُوْبَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ اُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ اُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّاَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ وَلِيْ اَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ .

---

১. কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে ইনসাফের সাথে বণ্টনের যে নীতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেভাবে বণ্টন করাকে "ফারীযাতুন আদিলাতুন" বলা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআনের নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহ মুতাবিক উত্তরাধীকার আইন সম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ করাই হলো আসল বিদ্যা এই তিনটি মূল বিদ্যা ছাড়া, অপর সব বিদ্যাকে বাহুল্য জ্ঞান বা অতিরিক্ত জ্ঞান বলা হয়েছে।

২৮৭৬. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অসুস্থ ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা.) উভয়ে পদব্রজে আমাকে দেখার জন্য আগমন করেন। এ সময় আমি বেহুঁশ হয়ে যাওয়ায় নবী ﷺ -এর সংগে কোন কথা বলতে পারিনি। তখন তিনি ﷺ উযূ করেন এবং উযূর পানি আমার উপর ছিটিয়ে দেন, ফলে আমি চেতনা ফিরে পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি আমার ধন-সম্পদ কি করব ? আমার তো কেবল বোনেরা আছে। তখন মীরাছ সম্পর্কিত এ আয়াত নাযিল হয় ঃ লোকেরা আপনার কাছে ('কালালা' সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের কালালা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন ....।

١٢٣. بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّ لَهُ اَخَوَاتٌ

১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যার কোন সন্তান নেই, তবে ভগ্নীরা আছে–সে সম্পর্কে

٢٨٧٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا هِشَامٌ يَعْنِيْ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِيْ سَبْعُ اَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَفَخَ فِيْ وَجْهِيْ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اُوْصِيْ لاَخَوَاتِيْ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ اَحْسِنْ قُلْتُ الشَّطْرُ قَالَ اَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِيْ فَقَالَ يَاجَابِرُ لاَاَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هٰذَا وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِيْ لاَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ قَالَ وَكَانَ جَابِرٌ يَقُوْلُ اُنْزِلَتْ فِيَّ هٰذِهِ الاٰيَةُ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ .

২৮৭৭। 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং এ সময় আমার সাতটি বোন ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার চেহারার উপর ফুঁ দেন, ফলে আমি চেতনা ফিরে পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি কি আমার বোনদের জন্য (আমার সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করব ? তিনি ﷺ বলেন ঃ উত্তম কাজ কর। তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করি ঃ তবে কি অর্ধেক সম্পদের জন্য ওসীয়াত করব ? তিনি ﷺ বলেন ঃ উত্তম কাজ। অতঃপর তিনি আমাকে রেখে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ হে জাবির ! এ পীড়ায় তুমি মারা যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালাম নাযিল করেছেন, যাতে তাদের (তোমার বোনদের) জন্য অংশ হিসাবে দুই-তৃতীয়াংশ নির্ধারণ করেছেন।

রাবী বলেন ঃ জাবির (রা.) বলতেন যে, এই আয়াতটি আমার ব্যাপারে নাযিল হয় ঃ লোকেরা আপনার কাছে (কালালা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, আল্লাহ্ তোমাদের কালালা সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন....।

الْمُهْتَدِيْنَ وَلٰكِنِّيْ سَاَقْضِيْ فِيْهَا بِقَاضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ لِتَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلاُخْتِ مِنَ الاَبِ وَالاُمِّ ۔

২৮৮০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির ইব্ন যুরারা (র.)... হুযায়ল ইব্ন শুরাহ্বীল আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আবূ মূসা আশ'আরী এবং সালমান ইব্ন রাবীআ' (রা.)-এর নিকট হাযির হয়ে উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, মেয়ে, ছেলের মেয়ে (নাতনী) এবং আপন বোনের অংশ কি ? তখন তাঁরা বলেন ঃ মেয়ে অর্ধেক পাবে এবং আপন বোন পাবে বাকী অর্ধেক এবং নাতনীকে তাঁরা উত্তরাধিকারী করেননি। (উপরন্তু তারা বলেন) ঃ তুমি এ সম্পর্কে ইব্ন মাসঊদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা কর, হয়তো তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরই অনুসরণ করবেন। তখন সে ব্যক্তি তাঁর নিকট গমন করে এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আর তাঁকে সে দু'জনের কথাও বলে। তখন তিনি [ইব্ন মাসঊদ (রা.)] বলেনঃ (আমি যদি তাদের অভিমতকে সমর্থন করি), তবে অবশ্যই আমি গুমরাহ্দের শামিল হয়ে যাব এবং আমি হিদায়াতপ্রাপ্তদের শামিল থাকব না। বস্তুত আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফয়সালা অনুযায়ী ফতওয়া দেব। (তা হলো) ঃ মেয়ে পাবে অর্ধেক এবং নাতনী পাবে এক-ষষ্ঠমাংশ যাতে উভয়ে মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয় এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ পাবে আপন বোন।

٢٨٨١ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ نَ قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَسَّانَ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ اُخْتًا وَّابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَ هُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ ۔

২৮৮১. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)...আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) তাঁর উত্তরাধিকার এক বোন ও এক মেয়েকে তাঁর সম্পত্তির অর্ধাংশ করে ভাগ করে দেন এবং এ সময় তিনি ইয়ামনে ছিলেন। আর নবী ﷺ ও সে সময় জীবিত ছিলেন।

٢٨٨٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جِئْنَا امْرَاَةً مِّنَ الاَنْصَارِ فِيْ الاَسْوَافِ فَجَاءَتِ الْمَرْاَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَا لَهُمَا وَمِيْرَاثَهُمَا كُلَّهُ وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً اِلاَّ اَخَذَهُ فَمَا تَرٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَ اللّٰهِ لاَتُنْكَحَانِ اَبَدًا اِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِي اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ وَقَالَ نَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ الاٰيَةَ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ادْعُوْا لِيْ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهِمَا اَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَاَعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَخْطَأَ بِشْرٌ فِيْهِ اَنَّهُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ۔

২৮৮২. মুসাদ্দাদ (র.)... জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে বের হয় আসওয়াফ নামক স্থানে একজন আনসার মহিলার নিকট উপস্থিত হই। তখন সে মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ কন্যা দুটি সাবিত ইব্ন কায়স (রা.)-এর, যিনি আপনার সাথী থাকাকালে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। এখন এদের চাচা এদের সমস্ত মাল ও মীরাছ দখল করে নিয়েছে। এদের দু'জন কিছুই দেয়নি; বরং সবই সে গ্রাস করেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এখন এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ এরা সম্পদের অধিকারী না হবে, ততক্ষণ এদের বিবাহ হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ওসীয়াত করছেন।...তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ আমার নিকট ঐ মহিলা এবং তার দেবরকে ডেকে আন। অতঃপর তিনি ﷺ মেয়ে দুটির চাচাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি এদের দুই-তৃতীয়াংশ দিয়ে দাও এবং এদের মাকে এক-অষ্টমাংশ দিয়ে দাও; আর যা অবশিষ্ট থাকে–তা তোমার।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ ব্যাপারে বিশ্র ভুল করেন। ঐ মেয়ে দু'টি ছিল সা'দ ইব্ন রাবী'-এর। আর ছাবিত ইব্ন কায়স (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

٢٨٨٣ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ هٰذَا هُوَ الصَّوَابُ ۔

২৮৮৩। ইব্ন সারহ (র.)... জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইব্ন রাবী'-এর স্ত্রী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সা'দ মারা গিয়েছে এবং এ দু'টি মেয়ে রেখে গিয়েছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি সহীহ্।

١٢٥. بَابٌ فِى الْجَدَّةِ

১২৫. অনুচ্ছেদঃ দাদীর অংশ সম্পর্কে

٢٨٨٤ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ خَرْشَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَالَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْئٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِيْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِيْ حَتّٰى اَسْاَلَ النَّاسَ فَسَاَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْاُخْرٰى اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَالَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْئٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِيْ قُضِيَ بِهٖ اِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا اَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ وَلٰكِنْ هُوَ ذٰلِكَ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا مَاخَلَتْ بِهٖ فَهُوَ لَهَا ٠

২৮৮৪. আল-কা'নাবী (র.)...কাবীসা ইব্ন যুওয়ায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক মৃত ব্যক্তির দাদী আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার মীরাছ (প্রাপ্য অংশ) দাবি করে। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অংশের কথা উল্লেখ নেই এবং আমি নবী ﷺ-এর সুন্নত হতে তোমার ব্যাপারে কোন কিছু অবহিত নই। অতএব এখন তুমি ফিরে যাও, এ সম্পর্কে আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করব। তখন মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) বলেনঃ আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন তিনি দাদীকে এক-ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেন। তখন আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ সময় তোমার সংগে আর কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং ঐরূপ বলেন, যেরূপ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) বলেন। তখন আবূ বকর (রা.) তার জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেন।

অতঃপর অন্য এক মৃত ব্যক্তির দাদী (বা নানী) 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট (তাঁর খিলাফতকালে) উপস্থিত হয়ে মীরাছ দাবি করে। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবে তো তোমার কোন অংশের কথা উল্লেখ নেই, তবে ইতোপূর্বে তুমি ব্যতীত অন্যদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (অর্থাৎ এক-ষষ্ঠমাংশ), আর যেহেতু ফারাইযের ব্যাপার আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি করাও সম্ভব নয়, কাজেই ঐ এক-ষষ্ঠমাংশ তুমি নিয়ে যাও। আর যদি নানী ও দাদী উভয়ই একত্রে জীবিত থাকে, তবে ঐ এক-ষষ্ঠমাংশ তোমাদের দু'জনের জন্য। আর তোমাদের দু'জনের একজন যদি হও, তবে সে ঐ অংশ পাবে।

২৮৮৫ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ الْعَتَكِىُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ اِذَا لَمْ تَكُنْ دُوْنَهَا اُمٌّ .

২৮৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল-আযীয (র.)...ইব্ন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে নবী ﷺ -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দাদী (বা নানীর) জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ নির্ধারণ করেছেন, তবে এ শর্তে যে, যদি মৃত ব্যক্তির মা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।১

١٢٦. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ

১২৬. অনুচ্ছেদঃ দাদার মীরাছ সম্পর্কে

২৮৮৬ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ ابْنِىْ مَاتَ فَمَالِىْ مِنْ مِيْرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ اِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ فَمَا يَدْرُوْنَ مَعَ اَىِّ شَىْءٍ وَرَّثَهُ قَالَ قَتَادَةُ اَقَلَّ شَىْءٍ وَرِثَ الْجَدُّ السُّدُسُ .

২৮৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...'ইম্‌রান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলেঃ আমার ছেলের ছেলে (পৌত্র) ইনতিকাল করেছে, এখন আমি তার মীরাছ থেকে কিরূপ অংশ পাব? তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার অংশ হবে এক-ষষ্ঠমাংশ। অতঃপর সে লোক যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি ﷺ ডাকেন এবং বলেন ঃ তুমি এক-ষষ্ঠমাংশ পাবে।

আবূ কাতাদা (রা.) বলেন ঃ তারা (সাহাবীরা) জানত না যে, দাদা কোন সময় এক-ষষ্ঠমাংশ পায়। আবূ কাতাদা (রা.) আরো বলেন ঃ দাদার প্রাপ্ত সর্বনিম্ন মীরাছের অংশ হলো এক-ষষ্ঠমাংশ।

২৮৮৭ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ اَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَاوَرَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَدَّ قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ اَنَا وَرَّثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السُّدُسَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا اَدْرِىْ قَالَ لَا دَرَيْتَ فَمَاتُغْنِىْ اِذًا .

২৮৮৭. ওয়াহব ইব্ন বাকীয়্যা (র.)...হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমাদের মাঝের কে জানে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাদাকে মীরাছ হিসাবে কি দিয়েছেন? তখন মা'কিল ইব্ন ইয়াসার

---

১. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মা যদি জীবিত থাকে, তবে তার মাতাই তার অংশ পাবে, দাদী বা নানী পাবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত না থাকে, বরং তার দাদী জীবিত থাকে, তখন দাদীই এক ষষ্ঠমাংশ পাবে।

(রা.) বলেন ঃ আমি এ সম্পর্কে জানি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাদাকে মীরাছ হিসাবে এক-ষষ্ঠমাংশ প্রদান করেছেন। তখন তিনি [উমার (রা.)] জিজ্ঞাসা করেন ঃ কোন্ কোন্ ওয়ারিছের সাথে এক-ষষ্ঠমাংশ পাবে? তখন মা'কিল (রা.) বলেন ঃ এতো আমার জানা নেই। তখন 'উমার (রা.) বলেন ঃ যদি তুমি না-ই জান, তবে এতে কি লাভ!

١٢٧. بَابُ فِيْ مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ

১২৭. অনুচ্ছেদঃ 'আসাবা সম্পর্কে

٢٨٨٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَّمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ مَخْلَدٍ وَّهُوَ اَشْبَعُ قَالاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَالُ بَيْنَ اَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلاَوْلٰى ذَكَرٍ .

২৮৮৮. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আহ্‌লে-ফারায়যের মাঝে, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান অনুযায়ী ধন-সম্পদ বন্টন কর। আর এদের মাঝে বন্টনের পর যে মাল অবশিষ্ট থাকবে, তার সবই মৃতের নিকটাত্মীয় পুরুষ প্রাপ্ত হবে।

١٢٨. بَابُ فِيْ مِيْرَاثِ ذَوِى الْاَرْحَامِ

১২৮. অনুচ্ছেদঃ নিকটাত্মীয়ের মীরাছ সম্পর্কে

٢٨٨٩ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَّاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَىَّ وَرُبَمَا قَالَ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَةِ وَاَنَا وَارِثُ مَنْ لاَّ وَارِثَ لَهُ اَعْقِلُ لَهُ وَارِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَّ وَارِثَ لَهُ اَيعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ .

২৮৮৯. হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমার (র.)...মিক্‌দাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দেনা বা নাবালক সন্তান-সন্ততি রেখে যাবে, তার যিম্মাদারী আমার। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর। আর যে মাল রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের। আর যার কোন ওয়ারিছ নেই, আমি তার ওয়ারিছ। আমি তার পক্ষে দিয়্যাত (রক্তপণ) আদায় করব এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাগও দেব। আর মামা তার ওয়ারিছ হবে, যার কোন ওয়ারিছ নেই। সে তার দিয়্যাত আদায় করবে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে।

٢٨٩٠ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ فِيْ اٰخَرِيْنَ قَالُوا نَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهٖ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيْعَةً فَاِلَيَّ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ وَاَنَا مَوْلٰى مَنْ لاَّ مَوْلٰى لَهُ اَرِثُ مَالَهُ وَاَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلٰى مَنْ لاَّ مَوْلٰى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ الضَّيْعَةُ مَعْنَاهُ عِيَالٌ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ .

২৮৯০. সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.)...মিক্‌দাম কিন্‌দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার নিজের সত্তা হতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই যে ব্যক্তি দেনা বা সন্তান রেখে মারা যাবে, তার যিম্মাদারী আমার উপর (অর্থাৎ আমি তার দেনা পরিশোধ করব এবং তার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করব)। আর যে ব্যক্তি মাল রেখে মারা যাবে, তা তার ওয়ারিছদের জন্য। আর যার কোন মালিক নেই, আমি তার মালিক এবং তার মালেরও মালিক হব, (অর্থাৎ তার মাল বায়তুল মালে সংরক্ষণ করব।) এবং তার কয়েদীদের মুক্ত করব। আর যার কোন ওয়ারিছ নেই, মামা তার ওয়ারিছ হবে। সে তার মালের উত্তরাধিকারী হবে এবং কয়েদীদের মুক্ত করবে।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ "যায়'আ" শব্দের অর্থ সন্তান-সন্ততি। আবূ দাউদ (র.) আরো বলেন ঃ যুবায়দী রাশিদ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আইয মিক্‌দাম থেকে এবং মু'আবিয়া ইব্‌ন সালিহ-রাশিদ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেছেন ঃ আমি মিক্‌দাম (রা.) থেকে শুনেছি।

٢٨٩١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَتِيْقٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَجَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا وَارِثُ مَنْ لاَّ وَارِثَ لَهُ اَفُكُّ عَانِيَهُ وَاَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَّوَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَا لَهُ .

২৮৯১. আবদুস সালাম ইব্‌ন 'আতীক দিমাশকী (র.)... সালিহ্ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মিক্‌দাম (রা.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ আমি তার ওয়ারিছ, যার কোন ওয়ারিছ নেই, তার কয়েদীদের মুক্তি করি এবং তার পরিত্যক্ত মালের উত্তরাধিকারী হই। আর যার কোন ওয়ারিছ নেই, তার মামা তার ওয়ারিছ হবে, যে তার কয়েদীদের মুক্ত করবে এবং তার মালের উত্তরাধিকারীও হবে।

٢٨٩٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيٰ قَالَ نَا شُعْبَةُ اَلْمَعْنٰى ح وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَقِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ مَوْلَى لِّلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَّمْ يَدَعْ وَلَدًا اَوْلَا حَمِيْمًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعْطُوْا مِيْرَاثَهُ رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ قَرْيَتِه قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ حَدِيثُ سُفْيَانَ اَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰهُنَا اَحَدٌ مِّنَ اَهْلِ اَرْضِهٖ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاَعْطُوْهُ مِيْرَاثَهُ ·

২৮৯২. মুসাদ্দাদ (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম মারা গেলে সে কিছু মাল রেখে যায়। কিন্তু তার কোন ওয়ারিছ ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তার পরিত্যক্ত মাল তার গ্রামের কোন এক ব্যক্তিকে দিয়ে দাও।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ সুফয়ান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পূর্ণ হাদীস। তাঁর রাবী মুসাদ্দিদ (র.) বলেন, তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তার স্বদেশী কোন লোক কি এখানে আছে ? তখন তারা (সাহাবীগণ) বলেন ঃ হাঁ, আছে। তিনি ﷺ বলেন ঃ তবে তাঁর মীরাছ তাকেই দিয়ে দাও।

٢٨٩٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ قَالَ نَا اَلْمُحَارِبِيُّ عَنْ جِبْرَئِيْلَ بْنِ اَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ مِيْرَاثَ رَجُلٍ مِّنَ الْاَزْدِ وَلَسْتُ اَجِدُ اَزْدِيًّا اَدْفَعَهُ اِلَيْهِ قَالَ فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ اَزْدِيًّا حَوْلًا قَالَ فَاَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَجِدْ اَزْدِيًّا اَدْفَعُهُ اِلَيْهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ اَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ اِلَيْهِ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ عَلَيَّ الرَّجُلَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ انْظُرْ اَكْبَرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ اِلَيْهِ ·

২৮৯৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ কান্‌দী (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে যে, আমার কাছে "আযদ গোত্রের" জনৈক ব্যক্তির কিছু পরিত্যক্ত সম্পদ আছে। কিন্তু আমি এমন কাউকে পাচ্ছি না, যার কাছে আমি তা দিতে পারি। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি এক বছর পর্যন্ত কোন আয্‌দী লোককে তালাশ করতে থাক। রাবী বলেন ঃ সে ব্যক্তি এক বছর পর তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি কোন আযদী লোককে পাইনি, যার কাছে এ মাল দিতে পারি। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি খাযাঈ গোত্রের যে লোকের সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হবে, তা তাকে দিয়ে দেবে। অতঃপর যখন সে (লোক) ফিরে চললো, তখন তিনি ﷺ বললেন ঃ ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে আনো। অতঃপর সে ব্যক্তি যখন তাঁর নিকট হাযির হলো, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি খাযা'ঈ গোত্রের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ওগুলো দিয়ে দেবে। তখন সে ব্যক্তি তাকে তা দিয়ে দেয়।

٢٨٩٤ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْاَسْوَدِ الْعَجَلِيُّ نَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ جِبْرِيْلَ بْنِ اَحْمَرَ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِّنْ خُزَاعَةَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِيْرَاثِهِ فَقَالَ الْتَمِسُوْا لَهُ وَارِثًا اَوْ ذَارَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ وَارِثًا وَّلاَ ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ الْكِبَرَ مِنْ خُزَاعَةَ قَالَ يَحْيَ قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اُنْظُرُوْا اَكْبَرَ رَجُلٍ مِّنْ خُزَاعَةَ .

২৮৯৪. হাসান ইব্ন আসওয়াদ 'আজালী (র.)...বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ খুযা'আ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর ধন-সম্পদ নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হয়। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা তার কোন ওয়ারিছকে অন্বেষণ কর, অথবা কোন নিকটাত্মীয়কে। কিন্তু তারা তার কোন ওয়ারিছ বা নিকটাত্মীয়কে খুঁজে পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এই মীরাছ খুযা'আ গোত্রের কোন বৃদ্ধ লোককে দিয়ে দেবে।
রাবী ইয়াহ্ইয়া বলেন ঃ আমি তাঁকে মাত্র একবার এরূপ বলতে শুনেছি যে, দেখ, খুযা'আ গোত্রের কোন বৃদ্ধ লোককে তা দিয়ে দাও।

٢٨٩٥ . حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مَّاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا اِلاَّ غُلاَمًا لَّهُ كَانَ اَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَّهُ اَحَدٌ قَالُوْا لاَ اِلاَّ غُلاَمًا لَّهُ كَانَ اَعْتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِيْرَاثَهُ لَهُ .

২৮৯৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি মারা যায় এবং সে একটি আযাদকৃত গোলাম ব্যতীত আর কাউকে ওয়ারিছ হিসাবে রেখে যায়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তার কি কোন ওয়ারিছ আছে ? তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন ঃ না, তবে তার একটি আযাদকৃত গোলাম আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ দিয়ে দেন।

١٢٩. بَابُ مِيْرَاثِ ابْنِ الْمُلاَعَنَةِ

১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত ও অভিশপ্ত মহিলার সন্তানের মীরাস সম্পর্কে

٢٨٩٦ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَّاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحْرِزُ ثَلٰثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقِهَا وَلَقِيْطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِيْ لاَ عَنَتْ عَلَيْهِ .

২৮৯৬. ইবরাহীম ইব্ন মূসা রাযী (র.)...ওয়াছিলা ইব্ন আসকা' (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহিলারা তিন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে, যথা ঃ (১) স্বীয় আযাদকৃত গোলামের, (২) পথে কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানের এবং (৩) নিজের ঐ সন্তানের, যার ব্যাপারে স্বামীর সাথে লি'আন করা হয়েছে (অর্থাৎ পিতা যার পিতৃত্বকে অস্বীকার করেছে-এমন সন্তান)।

٢٨٩٧ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوْسَى بْنُ عَامِرٍنَا الْوَلِيْدُ نَا ابْنُ جَابِرٍ نَا مَكْحُوْلُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِيْرَاثَ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا .

২৮৯৭. মাহমূদ ইব্ন খালিদ ও মূসা (র.)... মাক্হূল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত স্ত্রীলোকের সন্তানের উত্তরাধিকারী তার মাতাকে করেছেন, এরপর তার মাতার নিকটাত্মীয়দের।

٢٨٩٨ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ نَا الْوَلِيْدُ اَخْبَرَنِىْ عِيْسَى اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

২৮৯৮. মূসা ইব্ন 'আমির (র.)... 'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা সূত্রে নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٠ . بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرِ

১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমান কি কোন কাফিরের ওয়ারিছ হতে পারে ?

٢٨٩٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২৮৯৯. মুসাদ্দাদ (র.)...উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিছ হতে পারে না এবং কোন কাফিরও কোন মুসলমানের ওয়ারিছ হতে পারে না।

٢٩٠٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَامَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِىْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ بَخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشُ عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِى الْمُحَصَّبَ وَذَاكَ اَنَّ بَنِىْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْ لاَّ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُهُمْ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِىْ .

২৯০০. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আগামীকাল হজ্জের সময় আপনি কোথায় অবতরণ করবেন? তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর অবশিষ্ট রেখেছে? অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমরা বনূ কিনানার খায়ফ নামক স্থানে অবতরণ করব, যেখানে কুরায়শগণ কাফিরদের সাথে শপথ করেছিল—অর্থাৎ মুহাস্‌সাব নামক স্থানে।

আর ঘটনাটি এরূপঃ বনূ কিনানা কুরায়শদের থেকে এ মর্মে শপথ নিয়েছিল যে, তারা বনূ হাশিমের সাথে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং তাদের সাথে কোনরূপ বেচাকেনা করবে না, আর না তাদের কোনরূপ আশ্রয় দেবে।

যুহরী (র.) বলেন ঃ খায়ফ হলো একটি উপত্যকার নাম—যেখানে উক্ত শপথ সংঘটিত হয়েছিল।

٢٩٠١ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَن حَبِيْبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى ٠

২৯০১. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, দুটি ভিন্ন মিল্লাতের (জাতির) অনুসারীরা একে অপরের ওয়ারিছ হতে পারে না।

٢٩٠٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَمْرَ الْوَاسِطِيِّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ اَنَّ اَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُوْدِيٌّ وَّ مُسْلِمٌ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا وَقَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الْاَسْوَادِ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ مُعَاذًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْاِسْلاَمُ يَزِيْدُ وَلاَ يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ ٠

২৯০২. মুসাদ্দাদ (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা দু'ভাই ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়ামুরা (রা.)-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে, যার একজন ছিল ইয়াহূদী এবং অপরজন মুসলিম। তিনি ঐ দু'জনের মধ্য হতে মীরাছ প্রদান করলেন এবং বললেন ঃ আমার কাছে আবুল আসওয়াদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা তার নিকট জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা মু'আয (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ ইসলাম বর্ধিত হয়, কমে না। অতঃপর তিনি মুসলমান ব্যক্তিকে মীরাছ দিয়ে দেন।

٢٩٠٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرَ بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ اَنَّ مُعَاذً اُتِىَ بِمِيْرَاثِ يَهُوْدِيٍّ وَارِثُ مُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٠

২৯০৩. মুসাদ্দাদ (র.)...আবূ আসওয়াদ দায়লী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা মু'আয এমন একজন ইয়াহূদীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ে আসেন, যার ওয়ারিছ ছিল মুসলমান। অতঃপর তিনি নবী ﷺ -এর হাদীছের আলোকে তা মুসলমান ব্যক্তিকে দিয়ে দেন।

١٣١. بَابُ فِيْ مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى مِيْرَاثٍ

১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ মীরাছ বন্টনের আগে ওয়ারিছ মুসলমান হলে

٢٩٠٤ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ نَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلٰى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ اَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ فَاِنَّهُ عَلٰى قَسْمِ الْاِسْلَامِ .

২৯০৪. হাজ্জাজ ইব্ন আবূ ইয়াকূব (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ জাহিলিয়াতের যুগে বন্টন হয়েছে, তার বন্টন এরূপই থাকবে। পক্ষান্তরে, যে ধন-সম্পদ ইসলামের যুগে বন্টিত হবে, তা ইসলামের বিধান অনুসারে বন্টন করতে হবে।

١٣٢. بَابُ فِى الْوَلَاءِ

১৩২. অনুচ্ছেদঃ আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত মাল সম্পর্কে

٢٩٠٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ مَالِكٌ عَرَضَ عَلَيَّ نَا فِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَرَدَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى اَنَّ وَلَاءَ هَالَنَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ .

২৯০৫. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার উম্মুল মুমিনীন 'আইশা (রা.) আযাদ করে দেওয়ার জন্য একটি দাসী খরিদ করতে মনস্থ করেন। তখন সে দাসীর মালিক বলেন ঃ আমি একে এ শর্তে বিক্রি করতে চাই যে, তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক আমরা হব। তখন 'আইশা (রা.) ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ সে তোমাকে তা থকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কেননা দাসীর পরিত্যক্ত মালের মালিক সে হবে, যে তাকে মুক্ত করেছে।

٢٩٠٦ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَاءُ لِمَنْ اَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِىَ النِّعْمَةَ .

২৯০৬. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আযাদকৃত দাস-দাসীর পরিত্যক্ত মাল সে পাবে, যে তার মুক্তির জন্য মূল্য পরিশোধ করবে এবং তার উপর ইহ্সান করবে (অর্থাৎ তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেবে)।

٢٩٠٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رِبَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ اُمُّهُمْ فَوَرِثُوْهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيْهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيْهَا فَاَخْرَجَهُمْ اِلَى الشَّامِ فَمَاتُوْا فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالًا لَهُ فَخَاصَمَهُ اِخْوَتُهَا اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْرَزَ الْوَلَدُ اَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيْهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوْا اِلَى هِشَامِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ اَوْ اِلَى اِسْمٰعِيْلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ اِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هٰذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِىْ مَا كُنْتُ اَرَاهُ قَالَ فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَحْنُ فِيْهِ اِلَى السَّاعَةِ .

২৯০৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন আবী হাজ্জাজ আবূ মা'মার (র.)...'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাবাব ইব্ন হুযায়ফা (রা.) জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেন। যার গর্ভে তাঁর ঔরসে তিনটি সন্তান জন্ম নেয়। অতঃপর তাদের মাতা মারা গেলে, তারা (বাচ্চারা) তাদের মাতার পরিত্যক্ত বাড়ী ও আযাদকৃত দাস-দাসীর ওয়ারিছ হয়। আর 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) ছিলেন এদের 'আসাবা, যিনি তাদেরকে শাম দেশে পাঠালে তারা সবাই সেখানে মারা যায়। অতঃপর 'আমর ইব্ন 'আস (রা.) সেখানে গমন করেন। তখন সে মহিলার একটি আযাদকৃত গোলাম মারা যায়, যে তার কিছু ধন-সম্পত্তি রেখে যায়। তখন সে মহিলার ভাই এ ব্যাপারে ফয়সালার জন্য 'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়। সে সময় 'উমার (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আযাদকৃত দাস-দাসীর পরিত্যক্ত মাল, যা সন্তান-সন্ততি বা পিতা পেয়েছে, তা তার 'আসাবা যারা থাকবে, তাদের প্রাপ্য।

অতঃপর তিনি ['উমার (রা.)] এব্যাপারে একটি রায় লিপিবদ্ধ করেন, যাতে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.)-এর দস্তখত ছাড়াও আরো এক ব্যক্তির দস্তখত নেওয়া হয়। অতঃপর আবদুল মালিক ইব্‌ন মারোয়ান যখন খলীফা নিযুক্ত হন, তখন লোকেরা এ ধরনের একটি মোকদ্দমা হিশাম ইব্‌ন ইসমা'ঈল বা ইসমা'ঈল ইব্‌ন হিশামের কাছে পেশ করে। যিনি সেটি খলীফা আবদুল মালিকের নিকট পাঠিয়ে দেন। যা দেখে তিনি বলেন ঃ ব্যাপারটি আমার কাছে এমনই মনে হচ্ছে যে, যেন আমি তা দেখেছি।

রাবী বলেন ঃ তখন তিনি (আবদুল মালিক) উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর ফয়সালার অনুরূপ মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি করে দেন। আর ঐ পরিত্যক্ত সম্পত্তি এখনও আমাদের কাছে মওজুদ আছে।

١٣٣. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَىٰ يَدَيِ الرَّجُلِ

১৩৩. অনুচ্ছেদঃ কেউ কারো হাতে ইসলাম কবুল করলে সে সম্পর্কে

٢٩٠٨ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَنَا يَحْيَىٰ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَوْهَبٍ يُّحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُرَيْبٍ قَالَ هِشَامٌ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ يَزِيْدُ اِنَّ يَتِيْـمًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَىٰ يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ .

২৯০৮। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মাওহাব রামলী ও হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার (র.)...তামীম দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! রাবী ইয়াযীদ বলেন ঃ জনৈক ইয়াতীম বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিধান কি, যে কোন মুসলমানের হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করেছে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ সে ব্যক্তি তার জীবন ও মৃত্যুর জন্য উত্তম ব্যক্তি (যদি সে ব্যক্তির কোন ওয়ারিছ না থাকে, তবে সে-ই ওয়ারিছ হয়ে যাবে)।

١٣٤. بَابُ فِيْ بَيْعِ الْوَلاَءِ

১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত দাস-দাসীর মাল বিক্রি করা সম্পর্কে

٢٩٠٩ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

২৯০৯. হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.).... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আযাদকৃত দাস-দাসীদের পরিত্যক্ত মাল বিক্রি করতে এবং হেবা বা দান করতে নিষেধ করেছেন।

١٣٥. بَابُ فِى الْمَوْلُوْدِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوْتُ

১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে চীৎকার করে কাঁদার পর মারা গেলে সে সম্পর্কে

٢٩١٠ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ .

২৯১০. হুসায়ন ইব্ন মু'আয (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদে, তবে তাকে ওয়ারিছ করা হবে (অর্থাৎ সন্তানের মাঝে জীবনের চিহ্ন প্রকাশের সাথে সাথেই সে মীরাছের অধিকারী হবে)।

١٣٦. بَابُ نَسْخِ مِيْرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيْرَاثِ الرَّحِمِ

১৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার মীরাছ মৌখিক স্বীকৃতির মীরাছকে বাতিল করে দেয়

٢٩١١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِثُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَنَسَخَ ذٰلِكَ الْاَنفَالُ وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ .

২৯১১. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বিধান ঃ

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

অর্থাৎ "তোমরা শপথপূর্বক যাদের সাথে ওয়াদা করেছ, তাদের হক তাদের দিয়ে দাও। জাহিলিয়াতের যুগে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে শপথপূর্বক এরূপ ওয়াদা করত, যদিও তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতো না। ফলে, তারা একে অন্যের ওয়ারিছ হয়ে যেত। এ হুকুমটি সূরা আনফালের এ আয়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যায় ঃ

وَأُولُوْ الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

অর্থাৎ নিকট আত্মীয়রাই একে অন্যের সম্পদের অধিক হকদার।

٢٩١٢ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا اَبُوْا أُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ اِدْرِيْسُ بْنُ يَزِيْدَ نَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْ الْمَدِيْنَةَ تُوْرِثُ الْاَنْصَارَ دُوْنَ ذِيْ رَحِمِهٖ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ نَسَخَتْهَا وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ مِنَ النُّصْرَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوْصِيْ لَهٗ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ .

২৯১২. হারূন ইব্ন 'আবদিল্লাহ (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

অর্থাৎ তোমরা শপথপূর্বক যাদের সাথে ওয়াদা করেছ, তাদের হক তাদের দিয়ে দাও"-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, যখন মুহাজিরগণ (মক্কা হতে হিজরত করে) মদীনায় আসেন, তখন আনসারগণ তাদের ওয়ারিছ হতেন এবং আত্মীয়রা মাহরূম হতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ

অর্থাৎ "পিতামাতা যে সম্পদ রেখে যাবে, তাতে আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছি।

রাবী ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

এর হুকুম, যাতে আনসারদের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের নির্দেশ ছিল, তা বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য তাদের জন্য মালের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়ত করা যেতে পারে, কিন্তু উত্তরাধিকারিত্ব বাতিল হয়ে গেছে।

٢٩١٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَ الْمَعْنٰى قَالَ اَحْمَدُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ اَقْرَاُ عَلٰى اُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيْعِ وَكَانَتْ يَتِيْمَةً فِيْ حَجْرِ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَرَتُ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَقَالَتْ لَا تَقْرَاُ وَالَّذِيْنَ

عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّمَا نَزَلَتْ فِىْ بَكْرٍ وَابْنِه عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حِيْنَ اَبَى الْاِسْلَامَ فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ لَا يُوَرِّثَهُ فَلَمَّا اَسْلَمَ اَمَرَهُ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّؤْتِيَهُ نَصِيْبَهُ زَادَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَمَا اَسْلَمَ حَتّٰى حُمِلَ عَلَى الْاِسْلَامِ بِالسَّيْفِ ·

২৯১৩. আহমদ ইব্ন হাম্বল ও আবদুল 'আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)... দাঊদ ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উম্মু সা'দ বিন্ত রাবী'য়ের কাছে কুরআন মাজীদ পড়তাম, যিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবু বাকর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। অতঃপর যখন আমি এই আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ

তিলাওয়াত করি, তখন তিনি বলেন ঃ তুমি এ আয়াত পড়বে না (অর্থাৎ এর উপর আমল করবে না)। কেননা এ আয়াত আবূ বকর (রা.) এবং তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমান -এর শানে নাযিল হয়। যখন আবদুর রহমান ইসলাম কবূল করতে অস্বীকার করেন, তখন আবূ বকর (রা.) এরূপ শপথ করেন যে, তিনি তাকে মীরাছের অংশ দিবেন না। পরে যখন তিনি [আবদুর রহমান (রা.)] ইসলাম কবূল করেন, তখন নবী ﷺ তাঁকে তাঁর হিস্সা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।
রাবী 'আবদুল 'আযীয এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি তখন ইসলাম কবুল করেন, যখন ইসলামে তরবারির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

٢٩١٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوْا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا فَكَانَ الْاَعْرَابِىُّ لَايَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلَايَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَسَخَتْهَا قَالَ وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ ·

২৯১৪. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا

অর্থাৎ "যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে, তারা একে অপরের ওয়ারিছ হবে। পক্ষান্তরে, যারা ঈমানে এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তোমরা তাদের ওয়ারিছ হবে না, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। এ সময় যে মুসলমানরা কোন কাফিরের দেশে অবস্থান করত, তারা মুহাজিরদের ওয়ারিছ হতো না এবং মুহাজিরগণও তাদের উত্তরাধিকারী হতো না। পরে যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

অর্থাৎ নিকট আত্মীয়রাই একে অন্যের সম্পত্তির অধিক হকদার, তখন আগের আয়াতের হুকুম বাতিল হয়ে যায়।

١٣٧. بَابُ فِي الْحِلْفِ

১৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ শপথ গ্রহণ সম্পর্কে

٢٩١٥ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍو ابْنُ نُمَيْرٍ وَّاَبُوْا اُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حِلْفَ فِي الْاِسْلاَمِ وَاَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْاِسْلاَمُ اِلاَّ شِدَّةً .

২৯১৫. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইসলামে জাহিলী যুগের শপথের কোন মূল্য নেই। আর জাহিলী যুগের শপথের মাঝে উত্তম কথার ব্যাপারে যে ওয়াদা ও অংগীকার ছিল, ইসলাম তাকে আরো মযবূত করে দিয়েছে।

٢٩١٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فِيْ دَارِ نَا فَقِيْلَ لَهٗ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَحِلْفَ فِي الْاِسْلاَمِ فَقَالَ حَالَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فِيْ دَارِنَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثاً ‏:‏

২৯১৬. মুসাদ্দাদ (র.)...'আসিম আহওয়াল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দেশে (মদীনাতে) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সৌভ্রাত্র স্থাপন করে দেন। তখন আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এরূপ নির্দেশ দেননি যে, "ইসলামে জাহিলী যুগের ওয়াদা-অংগীকারের কোন মূল্য নেই?" তখন তিনি (আনাস) দুই বা তিনবার বলেন ঃ আমাদের দেশে (মদীনাতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

١٣٨. بَابُ فِي الْمَرْاَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর দীয়াত বা রক্তপণে স্ত্রীর মীরাছ সম্পর্কে

٢٩١٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَتَرِثُ الْمَرْاَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتّٰى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ

بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ وَرِثِ امْرَاَةَ اَشْيَمَ الضُّبَابِىُّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَّقَالَ فِيْهِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْاَعْرَابِ اٰخِرُ كِتَابِ الْوَصَايَا ٠

২৯১৭. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)...সা'ঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) এরূপ বলতেন যে, দিয়্যাত বা রক্তপণে বংশের লোকদের হিস্‌সা আছে। আর স্ত্রী স্বামীর দিয়্যাতের মালের কিছুই পাবে না। তখন যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান তাঁকে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এরূপ লিখিত নির্দেশ পাঠান যে, আমি যেন আশয়ামা যুবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়্যাত হতে মীরাছ প্রদান করি। তখন উমার (রা.) তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ১৯তম পারা

اَوَّلُ كِتَابِ الْخَرَاجِ

অধ্যায় ঃ কর খাজনা, অনুদান ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে

١٣٩. بَابُ مَا يَلْزَمُ الْاِمَامُ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ অধীনস্থদের ব্যাপারে নেতার দায়িত্ব প্রসংগে

٢٩١٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَّهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَّسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ .

২৯১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র.).... 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা সকলে রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল এবং (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমীর (নেতা) হয়েছে, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, (সে তার অধীনস্থদের সাথে) কিরূপ ব্যবহার করেছে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর স্ত্রী, তার স্বামীর ঘর-সংসার ও তার সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, তাকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই, তোমরা সকলে দায়িত্বশীল রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের সকলকে তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

١٤٠. بَابُ مَا جَاءَ فِى طَلَبِ الْاِمَارَةِ

১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ নেতৃত্ব চাইলে, সে সম্পর্কে

٢٩١٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُنَا هُشَيْمٌ اَنَا يُوْنُسُ وَمَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْئَلِ

الْاِمَارَةَ فَانَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَّسْئَلَةٍ وُكِلْتَ فِيْهَا اِلٰى نَفْسِكَ وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا ۔

২৯১৯. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ বায্যায (র.)...'আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন যে, "হে 'আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চাবে না। কেননা যদি তোমার চাওয়ার প্রেক্ষিতে তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তার দায়িত্ব তোমার উপর বর্তাবে।[১] আর যদি চাওয়া ব্যতীত তা তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তুমি তাতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন)।

٢٩٢٠ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الْكَلْبِيِّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَشَهَّدَ اَحَدُ هُمَا ثُمَّ قَالَ جِئْنَا لِتَسْتَعِيْنَ بِنَا عَلٰى عَمَلِكَ فَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهٖ فَقَالَ اِنَّ اَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ فَاعْتَذَرَ اَبُوْ مُوْسٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لَمْ اَعْلَمْ لِمَا جَاءَ لَهُ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى مَاتَ ۔

২৯২০. ওয়াহব ইব্ন বাকীয়্যা (র.)...আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি দু'ব্যক্তিকে সংগে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট গমন করি। তখন তাদের এক ব্যক্তি প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশের পর বললো ঃ আমরা এজন্য এসেছি যে, আপনি আমাদের দিয়ে রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য নিবেন। আর দ্বিতীয় জনও তার সাথীর অনুরূপ বক্তব্য পেশ করলো। তখন তিনি ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, সে আমাদের দৃষ্টিতে অধিক খিয়ানতকারী। তখন আবূ মূসা (রা.) নবী ﷺ -এর নিকট 'উযর পেশ করে বলেন ঃ আমি জানতে পারিনি যে, তারা এ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি ﷺ আমৃত্যু তাদের দিয়ে কোন কাজে সাহায্য নেন নি।

١٤١. بَابٌ فِى الضَّرِيْرِ يُوَلّٰى

১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ অন্ধ ব্যক্তির নেতৃত্ব সম্পর্কে

٢٩٢١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُخَرَّمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَّتَيْنِ ۔

১. অর্থাৎ তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিলে তার সমস্ত জিম্মাদারী তোমার উপর ন্যস্ত হবে এবং তুমি আল্লাহ তা'আলার গায়েবী মদদ পাবে না।

২৯২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ মুখাররামী (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'বার ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (অন্ধ সাহাবী)-কে (যুদ্ধে যাওয়ার সময়) মদীনাতে তাঁর খলীফা হিসাবে নিয়োগ করেন।

١٤٢. بَابُ فِي اتِّخَاذِ الْوَزِيْرِ

১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ উযীর (মন্ত্রী) নিয়োগ করা সম্পর্কে

٢٩٢٢ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ نَا الْوَلِيْدُنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ اِنْ نَّسِيَ ذَكَّرَهُ وَاِنْ ذَكَرَ اَعَانَهُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ اِنْ نَّسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ .

২৯২২। মূসা ইব্‌ন 'আমির মুররী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন নেতার জন্য যখন কল্যাণের ফয়সালা করেন, তখন তিনি তাকে সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ উযীর প্রদান করেন। যদি তিনি (নেতা) কিছু ভুলে যান, তখন সে (উযীর) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমীর যদি তা স্মরণ রাখেন, তখন উযীর তাকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কোন নেতার জন্য যখন অকল্যাণের ফয়সালা করেন, তখন তিনি তাকে অযোগ্য উযীর প্রদান করেন। ফলে যখন তিনি (আমীর) কিছু ভুলে যান, তখন সে (উযীর) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর আমীর যদি স্মরণ রাখেন, তখন সে তাকে সাহায্য করে না।

١٤٣. بَابُ فِي الْعِرَافَةِ

১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'আরাফা (সমাজপতি) প্রসংগে

٢٩٢٣ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ عَلٰى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ اَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ اِنْ مِتَّ وَلَمْ تَكُنْ اَمِيْرًا وَلَا كَاتِبًا وَلَاعَرِيْفًا .

২৯২৩. 'আমর ইব্‌ন 'উছমান (র.)...মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দু'কাঁধে হাত রেখে বলেন, হে কুদায়ম! তুমি নাজাত পাবে, যদি তুমি. আমীর, মুনশী (কেরানী) এবং 'আরাফা হওয়ার আগে মারা যাও।

٢٩٢٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰى مَنْهَلٍ مِّنَ الْمَنَاهِلِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الْاِسْلَامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ عَلٰى اَنْ يُّسْلِمُوا فَاَسْلَمُوْا وَقَسَّمَ الْاِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَالَهُ اَنْ يَّرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ فَاَرْسَلَ ابْنَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ ائْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْ لَّهُ اِنَّ اَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَاِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ عَلٰى اَنْ يُّسْلِمُوْا فَاَسْلَمُوْا وَقَسَّمَ الْاِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ اَنْ يَّرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ اَفَهُوَ اَحَقُّ بِهَا اَمْ هُمْ فَاِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ اَوْلَا فَقُلْ لَّهُ اِنَّ اَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَّهُوَ عَرِيْفُ الْمَاءِ وَاِنَّهُ يَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ اَبِيْ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَعَلٰى اَبِيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ اِنَّ اَبِيْ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ عَلٰى اَنْ يُّسْلِمُوْا فَاَسْلَمُوْا وَحَسُنَ اِسْلَامُهُمْ ثُمَّ بَدَالَهُ اَنْ يَّرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ اَفَهُوَ اَحَقُّ بِهَا اَمْ هُمْ فَقَالَ اِنْ بَدَالَهُ اَنْ يُّسَلِّمَهَا لَهُمْ فَيُسَلِّمْهَا وَاِنْ بَدَالَهُ اَنْ يَّرْتَجِعَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَلَهُمْ اِسْلَامُهُمْ وَاِنْ لَّمْ يُسْلِمُوْا قُوْتِلُوْا عَلَى الْاِسْلَامِ وَقَالَ اِنَّ اَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَّهُوَ عَرِيْفُ الْمَاءِ وَاِنَّهُ يَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَقَالَ اِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَّلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ وَلٰكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ .

২৯২৪. মুসাদ্দাদ (র.)...গালিব কাত্তান (রা.) জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। যিনি তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তারা একটি ঝর্ণার নিকট বসবাস করত। যখন তারা দীন-ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, তখন ঝর্ণার মালিক তার অধীনস্থ লোকদের এ শর্তে একশটি উট দিতে চায় যে, তারা ইসলাম কবূল করবে। তখন তারা ইসলাম কবূল করলে তিনি তাদের মাঝে একশটি উট বন্টন করে দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাদের থেকে সেগুলো ফেরত নেওয়ার খেয়াল করেন এবং স্বীয় পুত্রকে নবী ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, সে যেন নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে ﷺ বলে ঃ আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন, আর তিনি তাঁর কওমের লোকদের মাঝে এ উদ্দেশ্যে একশটি উট বিতরণ করতে চান, যাতে তারা ইসলাম কবূল করে। অতঃপর তারা ইসলাম কবূল করেছে এবং তিনিও তাদের মাঝে শত উট বিতরণ করেছেন। এখন তিনি তাদের থেকে সেগুলি ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা করছেন। তাই তিনি কি এগুলির অধিক হকদার, না ঐ ব্যক্তিরা ? (এ কথা শুনে) তিনি ﷺ তোমাকে হাঁ' বা 'না' সূচক যে জবাব দেবেন,তখন তুমি তাঁকে বলবে ঃ আমার পিতা অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি একটা পানির ঝর্ণার 'আরীফও বটে। তিনি আপনার নিকট এ আবেদন করেছেন যে, আপনি আমাকে তাঁর মৃত্যুর পর ঐ ঝর্ণার 'আরীফ নির্বাচিত করবেন।

এরপর সে (ছেলেটি) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো ঃ আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন জবাবে তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার ও তোমার পিতার প্রতি সালাম। অতঃপর সে বললো ঃ আমার পিতা তাঁর কওমের লোকদের মাঝে এ উদ্দেশ্যে একশটি উট বিতরণ করেন, যাতে তারা ইসলাম কবূল করে। ফলে তারা ইসলাম কবূল করে এবং এখন তারা সাচ্চা মুসলমান। এখন তিনি তাদের থেকে সেগুলো ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা করছেন। তাই তিনি কি উটগুলোর অধিক হকদার, না তারা ? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তিনি সেগুলি তাদের দিয়ে দিতে চান, তবে তিনি দিতে পারেন। আর যদি তিনি সেগুলো ফেরত নিতে চান, তবে সে ব্যাপারেও তিনি অধিক হকদার (অর্থাৎ ফেরত নিতে পারেন)। আর তারা যদি সত্য-সত্যই মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তারা এর বিনিময় (আল্লাহ্‌র নিকট) পাবে। আর যদি তারা সত্যিকারভাবে মুসলমান না হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে ইসলামের জন্য কতল করা হবে। অতঃপর সে (ছেলে) বলে ঃ আমার পিতা একজন অতি বৃদ্ধ লোক, আর তিনি পানির 'আরীফও। তিনি আপনার নিকট এরূপ দরখাস্ত করেছেন যে, আপনি আমাকে তার পরে ঐ পানির 'আরীফ নিয়োগ করবেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় 'ইরাফা (প্রতিনিধিত্ব) খুবই জরুরী বিষয়। আর লোকজনের উপকারার্থেই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিনিধিত্বকারী নেতারাই জাহান্নামে যাবে।[১]

١٤٤. بَابُ فِى اتِّخَاذِ الْكَاتِبِ

১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুহ্‌রী বা করণিক রাখার ব্যাপারে

٢٩٢٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

২৯২৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'সিজিল্ল' নবী ﷺ -এর একজন ওয়াহী লেখকের নাম ছিল।

١٤٥. بَابُ فِى السِّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ সাদকা আদায়কারীর ছওয়াব

٢٩٢٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْاَسْبَاطِىُّ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ

১. অর্থাৎ সমাজপতি বা কাওমের প্রতিনিধিরা যদি সঠিকভাবে স্ব-স্ব দায়িত্ব ইনসাফের সাথে পালন না করে, সমাজ জীবনে হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না করে, তবে তারা জাহান্নামে যাবে।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلٰى بَيْتِهٖ .

২৯২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আসবাতী (র.)...রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সঠিকভাবে সাদকা (যাকাত) আদায়কারী হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর মত, যতক্ষণ না সে তার ঘরে ফিরে যায়।

٢٩٢٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ .

২৯২৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...'উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যাকাতের মালের নির্দিষ্ট পরিমাণের চাইতে অধিক গ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১]

٢٩٢٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ مَغْرَاءَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ الَّذِىْ يَعْشِرُ النَّاسَ يَعْنِىْ صَاحِبَ الْمَكْسِ .

২৯২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ কাত্তান (র.)... ইব্‌ন ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'সাহেবে-মাক্‌স' ঐ ব্যক্তি, যে লোকদের নিকট হতে উশ্‌র (এক-দশমাংশ আদায় করার সময় (যাকাত হিসাবে) কিছু বেশী আদায় করে।

١٤٦. بَابُ فِىْ الْخَلِيْفَةِ يَسْتَخْلِفُ

১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ খলীফা মনোনয়ন সম্পর্কে

٢٩٢٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَسَلَمَةُ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لاَ اَسْتَخْلِفُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَاِنْ اَسْتَخْلِفْ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَدِاسْتَخْلَفَ قَالَ لَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ لاَ يَعْدِلُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدًا وَ اَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ .

২৯২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন সুফ্‌য়ান ও সালামা (র.)...ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি **বলেন, 'উমার** (রা.) ঘোষণা দেন ঃ আমি খলীফা (আমার পরের) মনোনীত করব না। কেননা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন খলীফা মনোনীত করেন নি। আর আমি যদি কাউকে খলীফা মনোনীত করি, (তবে এতে দোষের কিছুই নেই)। কেননা আবূ বাকর (রা.) খলীফা মনোনীত করেছিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! তিনি [উমার (রা.)] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ করায় আমি বুঝতে পারি যে, তিনি কাকেও রাসূলুল্লাহ্ -এর সমান মনে করেন না এবং তিনি কাকেও তাঁর খলীফা মনোনীত করবেন না।[১]

١٤٧. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ বায়আত সম্পর্কে

٢٩٣٠ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ الطَّاعَةِ وَيُلَقِّنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ .

২৯৩০। হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.)... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করতাম যে, আমরা তাঁর কথা শুনব এবং 'আমল করব। আর তিনি আমাদেরকে এরূপ শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত দীনের কাজ করবে।

٢٩٣١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا وَهْبٌ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ عَن بَيْعَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النِّسَاءَ قَالَتْ مَا مَسَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهٖ امْرَأَةً قَطُّ اِلاَّ اَنْ يَّاخُذَ عَلَيْهَا فَاِذَا اَخَذَ عَلَيْهَا فَاَعْطَتْهُ قَالَ اِذْهَبِيْ فَقَدْ بَايَعْتُكِ .

২৯৩১. আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র.)... 'উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আইশা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক মহিলাদের বায়'আত করা সম্পর্কে তাঁকে এরূপ বলেছেন যে, নবী ﷺ কখনো কোন বেগানা স্ত্রীলোককে তাঁর হাত দিয়ে স্পর্শ করেননি। অবশ্য তিনি ﷺ তাদের নিকট হতে বায়-'আতের অংগীকার গ্রহণ করতেন। আর যখন তিনি অংগীকার নিতেন, তখন তারা তাঁর ﷺ নিকট অংগীকারাবদ্ধ হতো। এ সময় তিনি ﷺ বলতেন ঃ যাও, আমি তোমাকে বায়'আত করেছি।

٢٩٣٢ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ اَيُّوْبَ نَا اَبُوْ عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ

১. বস্তুত 'উমার (রা.) তাঁর ইনতিকালের সময় কাউকে খলীফা মনোনীত করেন নি। বরং তিনি বলেন ঃ তালহা (রা.), যুবায়র (রা.), উছমান (রা.), আলী (রা.), 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.) এবং আবূ উবায়দা ইবন জাররা (রা.)-এর থেকে যার উপর মুসলমানদের অধিক আস্থা পরিলক্ষিত হবে। তিনি-ই খলীফা নির্বাচিত হবেন। অবশেষে 'উছমান (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। এভাবে জনগণের দ্বারা খলীফা নির্বাচিত হওয়া উচিত ও বিধেয়।

النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهٖ اُمُّهٗ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَايِعْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهٗ .

২৯৩২. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার ইব্ন মায়সারা (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -এর যামানা পেয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ তাকে নিয়ে তার আম্মা যয়নব বিন্‌ত হুমায়দ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যান এবং বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! একে বায়'আত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সে তো খুবই ছোট। এরপর তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেন।[১]

١٤٨. بَابُ فِىْ اَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে

٢٩٣٣ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ اَبُوْ طَالِبٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ .

২৯৩৩। যায়দ ইব্ন আখ্‌যাম আবূ তালিব (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যাকে যে কাজের জন্য নিয়োগ করব এবং তার জন্য যে বেতন নির্ধারণ করব, এর অতিরিক্ত যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা আত্মসাতরূপে গণ্য হবে।

٢٩٣٤ . حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا لَيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِىْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ اَمَرَلِىْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ فَقَالَ خُذْ مَا اُعْطِيْتَ فَاِنِّىْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَمَّلَنِىْ .

২৯৩৪. আবূ ওয়ালীদ তায়ালিসী (র.)...ইব্ন সা'ইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে 'উমার (রা.) যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। যখন আমি এ কাজ হতে মুক্ত হই, তখন তিনি আমাকে এর বিনিময় দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এ সময় আমি বলি ঃ আমি তো আল্লাহ্র ওয়াস্তে এ কাজ করেছি। তখন তিনি বলেন ঃ তোমাকে যা দেওয়া হচ্ছে, তা গ্রহণ কর। কেননা

---

১. আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য এবং শরীআতের নির্দেশাবলী পালন করার অঙ্গীকার করাকে বায়'আত বলা হয়। পীর-বুযুর্গদের মাঝে এ প্রথা আজও বিদ্যমান আছে। পুরুষদের হাতে হাত মিলিয়ে মুখে অঙ্গীকারের এবং স্ত্রীলোকদের সাথে শুধু মৌখিক অঙ্গীকারের শব্দাবলী পাঠ করাকে-সুন্নাত বায়'আত বলা হয়।

আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় এ দায়িত্ব পালন করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে এর মজুরী দিয়েছিলেন।

٢٩٣٥ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ نَا الْمُعَانِيُّ نَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اُخْبِرْتُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ غَالٌّ اَوْ سَارِقٌ .

২৯৩৫. মূসা ইব্‌ন মারওয়ান রুকী (র.)... মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আমাদের সরকারী কর্মচারী হবে, সে একজন বিবি রাখতে পারবে (যার ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল হতে দেওয়া হবে)। আর তার যদি কোন খাদিম না থাকে, তবে সে একটি খাদিমও রাখতে পারবে এবং যদি তার থাকার মত কোন ঘর না থাকে, তবে সে একটি বাসস্থান পাবে।
রাবী বলেন ঃ আবূ বাকর (রা.) বলেন যে, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে, সে হবে খিয়ানতকারী এবং চোর।

١٤٩. بَابٌ فِيْ هَدَايَا الْعُمَّالِ

১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ সরকারী কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ সম্পর্কে

٢٩٣٦ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ لَفْظُهُ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِّنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ اللُّتْبِيَّةُ قَالَ بْنُ السَّرْحِ ابْنُ الْاُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِيْ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيْئُ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِيْ اَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ اُمِّهِ اَوْ اَبِيْهِ فَيَنْظُرَ اَيُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ لاَيَاتِيْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْ كَانَ بَعِيْرٌ فَلَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرٌ فَلَهَا خُوَارٌ اَوْشَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ .

২৯৩৬. ইব্‌ন সারহ ও ইব্‌ন আবী খালাফ (র.)...হুমায়দ সা'ইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আযদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে–যার নাম ছিল লুতবিয়াহ ইব্‌ন সারহ বলেন–তাকে ইব্‌ন উত্‌বিয়াহ

বলা হতো–যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করেন। যখন সে যাকাত আদায় করে ফিরে আসলো, তখন সে বললো ঃ এগুলো তোমাদের জন্য এবং এগুলো আমাকে হাদিয়ারূপে দেওয়া হয়েছে। তখন নবী ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান আদায়ের পর বললেন ঃ কর্মচারীর জন্য এ বিধেয় নয় যে, আমি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠাব, আর সে ফিরে এসে বলবে ঃ এই মাল তোমাদের এবং এই হাদিয়া আমাকে দেওয়া হয়েছে। যদি সে তার পিতার বা মাতার গৃহে বসে থেকে দেখতো যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা ? তোমাদের কেউ তা থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে, সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয়, তবে সে উটের আওয়ায করতে থাকবে। যদি বলদ অথবা গাভী হয়, তখন সে গরুর মত হাম্বা-হাম্বা ডাক দিতে দিতে আসবে। আর যদি বকরী হয়, তবে তাও বকরীর মত ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি ﷺ তাঁর দু'হাত (দু'আর জন্য) এত উপরে উঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি ? ইয়া আল্লাহ্ ! আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছি ?

١٥٠. بَابٌ فِيْ غُلُوْلِ الصَّدَقَةِ

১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ সাদকা ও যাকাতের মাল আত্মসাত করা সম্পর্কে

٢٩٣٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِي الْجَهْمِ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ انْطَلِقْ يَا اَبَا مَسْعُوْدٍ لاَ اُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيْئُ وَعَلٰى ظَهْرِكَ بَعِيْرٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ قَالَ اِذًا لاَّ اَنْطَلِقُ قَالَ اِذًا لاَ اُكْرِهُكَ .

২৯৩৭. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...আবূ মাস'উদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি বলেন ঃ হে আবূ মাসউদ তুমি যাও। কিন্তু আমি যেন তোমাকে কিয়ামতের দিন পিঠের উপর চীৎকাররত উট বহন করে আনতে না দেখি। কারণ দুনিয়াতে যাকাতের মাল আত্মসাত করার জন্য এরূপ শাস্তি হবে। রাবী বলেন ঃ যদি ব্যাপার এরূপ হয়, তবে আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করব না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এমতাবস্থায় আমি তোমাকে এ কাজের জন্য জবরদস্তি করব না।

١٥١. بَابٌ فِيْ مَا يَلْزَمُ الْاِمَامُ مِنْ اَمْرِ الرَّعِيَّةِ وَالْاِحْتِجَابِ عَنْهُمْ

১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রনায়কের উপর নাগরিকদের অধিকার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

٢٩٣٨ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا مَرْيَمَ الْاَزْدِيَّ اَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى

مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا اَنْعَمْنَابِكَ اَبَا فُلاَنٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُوْلُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ اُخْبِرُكَ بِهٖ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْــئًا مِّنْ اَمْــرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْـتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخُلَّتِـهِمْ وَفَقْـرِهِمْ احْـتَجَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهٖ وَخُلَّتِهٖ وَفَقْرِهٖ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلاً عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ ۰

২৯৩৮. সুলায়মান ইব্‌ন আবদির রাহ্‌মান দিমাশকী (র.)...আবূ মারয়াম আয্‌দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফিয়ানের নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেন ঃ আমাদের কাছে তোমার আগমনে স্বাগতম, হে অমুক ! আরবরা মেহমানদের এভাবে খোশ আমদেদ জানাত। তখন আমি তাকে বলি ঃ আমি একটা হাদীছ শুনেছি, যা আমি আপনাকে অবহিত করছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্ কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন, সে যদি লোকদের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে তাদের জরুরী ব্যাপারগুলি পূর্ণ করে, তবে আল্লাহ্ও তার প্রয়োজনের সময় সাড়া দিয়ে তার কাজকে পূর্ণ করে দেন। রাবী বলেন ঃ এ কথা শোনার পর তিনি [মু'আবিয়া (রা.)] লোকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য একজন লোক নিয়োগ করেন।

٢٩٣٩ . حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْـبَرَنَا مَعْـمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُوتِيْكُمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا اَمْنَعُكُمُوْهُ اِنْ اَنَا اِلاَّ خَازِنٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ ۰

২৯৩৯. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি আমার তরফ হতে তোমাদেরকে না কিছু দেই এবং না কিছু আটকিয়ে রাখি। বরং আমি তো খাযাঞ্চী মাত্র। যেখানে হুকুম হয়, আমি সেখানেই খরচ করি।

٢٩٤٠ . حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ مَا اَنَا بِاَحَقَّ بِهٰــذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ وَمَا اَحَدٌ مِّنَّا بِاَحَقَّ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ اَنَّا عَلٰى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُوْلِهٖ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهُ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ ۰

২৯৪০. নুফায়লী (র.)...মালিক ইব্‌ন 'আওস ইব্‌ন হাদছান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) মালে গনীমত সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন যে, আমি তোমাদের চাইতে অধিক মালে গনীমতের হকদার নই এবং আমাদের কেউ-ই একের চাইতে

অপরের অধিক হক রাখে না। বরং আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত আছি। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বন্টন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ইসলাম কবূলের দিক হতে পুরাতন, কেউ বীর-যোদ্ধা, কেউ অধিক পরিবার-পরিজনের মালিক এবং কেউ মুখাপেক্ষী। কাজেই তিনি ﷺ সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী মালে গনীমত বন্টন করতেন।

١٥٢. بَابٌ فِيْ قِسْمِ الْفَيْءِ

১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমত বন্টন সম্পর্কে

٢٩٤١ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِي الزَّرْقَاءِ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ حَاجَتُكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ عَطَاءُ الْمُحَرَّرِيْنَ فَانِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِيْنَ .

২৯৪১. হারূন ইব্ন যায়দ ইব্ন আবী যারকা (র.)... যায়দ ইব্ন আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন। তখন তিনি [মু'আবিয়া (রা.)] তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবূ 'আবদুর রাহমান ! তোমার কি প্রয়োজন ? তখন তিনি বলেন ঃ আপনি আযাদপ্রাপ্ত গোলামদের হিস্‌সা প্রদান করুন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি যে, তিনি আযাদপ্রাপ্ত গোলামদের অংশ, গনীমতের মাল হিসাবে আগত সম্পদ হতে আগে দেওয়া শুরু করতেন।

٢٩٤٢ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَخْبَرَنَا عِيْسَى نَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ فَقَسَّمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ اَبِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ .

২৯৪২. ইব্‌রাহীম ইব্ন মূসা রাযী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ -এর নিকট এমন একটি থলে আসে, যাতে একটি আংটিও ছিল। তখন তিনি তা আযাদকৃত দাস ও দাসীদের মাঝে বন্টন করে দেন।

'আইশা (রা.) আরো বলেন ঃ আমার পিতা [আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.)]ও আযাদ ও গোলামদের মাঝে গনীমতের অতিরিক্ত সম্পদ বন্টন করে দিতেন।

٢٩٤٣ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ جَمِيْعًا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَتَاهُ الْفَيْئُ قَسَّمَهُ فِيْ يَوْمِهٖ فَاَعْطٰى الْاَهْلَ حَظَّيْنِ وَاَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا زَادَ بْنُ الْمُصَفّٰى فَدُعِيْنَا وَقَدْ اُدْعٰى قَبْلَ عَمَّارٍ فَدُعِيْتُ فَاَعْطَانِيْ حَظَّيْنِ وَكَانَ لِيْ اَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَاَعْطٰى حَظًّا وَاحِدًا ۔

২৯৪৩. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)... 'আওফ ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কোন মালে-গনীমত আসতো, তখন তিনি সেদিনই তা বন্টন করে দিতেন। তিনি ﷺ বিবাহিত ব্যক্তিদের দু'অংশ এবং অবিবাহিত ব্যক্তিদের এক অংশ দিতেন।
রাবী ইব্ন মুসাফ্‌ফা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমাকে আহ্বান করা হতো এবং 'আম্মার (রা.)-এর আগেই আমাকে ডাকা হতো। অতঃপর যখন আমাকে ডাকা হলো, তখন তিনি ﷺ আমাকে দু'অংশ প্রদান করেন। কেননা আমার পরিবার-পরিজন ছিল। এরপর 'আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে ডাকা হয় এবং তাঁকে একটি অংশ দেওয়া হয়, (এ জন্য যে, তার পরিবার-পরিজন ছিল না)।

١٥٣ . بَابُ فِيْ اَرْزَاقِ الذُّرِّيَّةِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিদের খোরপোশ প্রদান সম্পর্কে

٢٩٤٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَاِلَيَّ وَعَلَيَّ ۔

২৯৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন, আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজের সত্তার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি কোন মাল রেখে মারা যায়, তা তার পরিবার-পরিজনের। আর যে ব্যক্তি কোন দেনা ও সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে, তা আমার এবং আমি তাদের যিম্মাদার।

٢٩٤٥ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَاِلَيْنَا ۔

২৯৪৫. হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.).... .আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে, তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের। আর যে কেউ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে, তাদের সার্বিক দায়িত্ব আমার।

٢٩٤٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَاَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَاِلَىَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ٠

২৯৪৬. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)... জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনদের জন্য তার নিজের সত্তার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই, যদি কেউ মারা যায় এবং সে দেনা রেখে যায়, তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে, তবে তা তাঁর পরিবার-পরিজন বা ওয়ারিছদের জন্য।

١٥٤. بَابُ مَتٰى يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِى الْمُقَاتَلَةِ

১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ কত বছর বয়সের যোদ্ধার জন্য যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে গনীমতের হিস্‌সা নির্ধারণ করা হয়

٢٩٤٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاَجَازَهُ ٠

২৯৪৭। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধের সময় তাঁকে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির করা হয় এবং সে সময় তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন নি। এরপর পনের বছর বয়সে খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন তাঁকে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির করা হয়, তখন তিনি ﷺ তাকে অনুমতি দেন।

١٥٥. بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْاِفْتِرَاضِ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ

১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ যামানায় অংশ নির্ধারণের কুফল সম্পর্কে

٢٩٤٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِيِّ نَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ وَادِى الْقُرٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ مُطَيْرٌ اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ اِذَا اَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَاَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً اَوْحُضَضًا فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَاْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً فَاِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ دَيْنِ اَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ مُطَيْرٍ ٠

২৯৪৮. আহমদ ইব্‌ন আবী হুয়ারী (র.)... আবূ মুতায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে 'সুওয়ায়দা' নামক স্থানে পৌঁছে দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি ঔষধ অথবা তিক্ত-ওষুধ অন্বেষণ করছে। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ আমাকে এমন এক ব্যক্তি খবর দিয়েছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেছেন যে, তিনি ﷺ বিদায় হজ্জের সময় লোকদের ওয়ায করছিলেন এবং তিনি তাদেরকে আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা নেতার দান ততক্ষণ গ্রহণ করবে, যতক্ষণ তা দান থাকে, (অর্থাৎ শরীয়ত মত যতক্ষণ তা বন্টিত হবে)। আর কুরায়শরা যখন নেতৃত্ব পাওয়ার আশায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং দান কর্জের আকারে পাওয়া যাবে, তখন তোমরা তা পরিত্যাগ করবে।[১]

٢٩٤٩ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُمْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَعَادَ الْعَطَاءُ وَكَانَ رَشًا فَدَعُوْهُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا ذُو الزَّوَائِدِ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

২৯৪৯. হিশাম ইব্‌ন 'আম্মার (র.)...সুলায়ম ইব্‌ন মুতায়র (রা.), যিনি 'কুরা' নামক উপত্যকার অধিবাসী, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমি জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বিদায় হজ্জের সময় বলতে শুনেছি, যখন তিনি ﷺ লোকদেরকে আদেশ ও নিষেধাবলী সম্পর্কে অবহিত করার এক পর্যায়ে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। তখন তারা (সাহাবীরা) বলেন ঃ হাঁ, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ যখন কুরায়শরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হবে এবং দান ঘুষের পর্যায়ে চলে আসবে, তখন তোমরা ঐ দান গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে। তখন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করে ঃ ইনি কে? তারা বলে ঃ ইনি হলেন যুয-যাওয়াইদ যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জনৈক সাহাবী।

١٥٦ . بَابٌ فِي تَدْوِيْنِ الْعَطَاءِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ দানপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা

٢٩٥٠ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ نَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِّنَ الْأَنْصَارِ كَانُوْا بِأَرْضِ فَارِسٍ مَّعَ

১. অর্থাৎ রাজত্ব লাভের জন্য যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে, আর যে অংশ গনীমতের মালের অংশ হওয়া উচিত, তা সিপাহীরা তাদের বেতনের বদলে পাবে, তখন তোমরা ঐ দাস গ্রহণ করবে না। কেননা, এখন উহা আর মালে গনীমত নয়।

اَمِيْـرِهِمْ وَكَانَ عُمَرُ يُعْـقِبُ الْجُيُوْشَ فِىْ كُلِّ عَامٍ فَشَغَلَ عَنْهُمْ عُمَرُ فَلَمَّا مَرَّ الْاَجَلَ قَفَلَ اَهْلُ ذٰلِكَ الثَّغْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَوَاعَدَهُمْ وَهُمْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا عُمَرُ اِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا وَتَرَكْتَ فِيْنَا الَّذِىْ اَمَرَ بِـهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِعْـقَابِ بَعْضِ الْغَزِيَّـةِ بَعْضًا ٠

২৯৫০. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) ঃ একদল আনসার সৈন্য তাদের সিপাহসালারের নেতৃত্বে পারস্য দেশে মোতায়েন ছিল। 'উমার (রা.) প্রতি বছর একদল সেনাকে তাদের অবস্থান থেকে ফিরিয়ে আনতেন এবং অন্য একদল সেখানে পাঠাতেন। একবার 'উমার (রা.) তাদের ব্যাপারে (কর্ম-ব্যস্ততার দরুন) উদাসীন হয়ে পড়েন। ফলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ায় উক্ত সেনাবাহিনী তাঁর নির্দেশ ছাড়াই তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে চলে আসে। এতে তিনি ['উমার (রা.)] তাঁদের প্রতি রাগান্বিত হন এবং তাঁদের ভীতি প্রদর্শন করেন, অথচ তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী। তখন তাঁরা বলেন ঃ হে 'উমার! আপনি তো আমাদের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছেন এবং আপনি আমাদের ব্যাপারে ঐ নিয়ম পরিত্যাগ করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা বাহিনী প্রেরণ এবং অপরটি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পালন করতেন।

٢٩٥١ . حَدَّثَنَا مَحْـمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ نَا الْوَلِيْـدُ نَا عِيْـسَى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنِىْ فِيْـمَا حَدَّثَهُ ابْنُ لِعَدِىٍّ مِّنْ عَدِىٍّ الْكِنْدِىِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْـدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ اَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَىْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيْـهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَدْلاً مُّوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ جَعَلَ اللّٰهُ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْـبِهِ فَرَضَ الْاَعْـطِيَّةَ وَعَقَدَ لِاَهْـلِ الْاَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِّنَ الْجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيْهَا بِخُمْسٍ وَلَامَغْنَمٍ ٠

২৯৫১. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র.)...আদী কিন্‌দী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা 'উমার ইব্‌ন আবদুল 'আযীয (র.) এ মর্মে একটা লিখিত নির্দেশ জারী করেন যে, যে ব্যক্তি জানতে চায় যে, গনীমতের মাল কোথায় খরচ করতে হবে ? সে যেন জেনে রাখে, (তা ঐ সব স্থানে ব্যয় করতে হবে), যে স্থানে 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) ব্যয় করতে হুকুম দিয়েছিলেন। কেননা মুসলমানরা তাঁর নির্দেশকে নবী ﷺ-এর হুকুম অনুযায়ী ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হক বা সত্যকে 'উমার (রা.)-এর যবান ও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি দানের খাত নির্ধারিত করেন, জিযিয়ার বিনিময়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তি ও নিরাপত্তার যিম্মাদারী গ্রহণ করেন। এতে তিনি খুমুস্ (এক-পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত করেন নি এবং একে গনীমতের মালের মধ্যেও শামিল করেন নি।

٢٩٥٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس نَازُهَيْرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مَّكْحُوْلٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهٖ ٠

২৯৫২। আহমদ ইব্‌ন য়ূনুস (র.)... আবূ যারর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'উমার (রা.)-এর যবানে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা দিয়ে তিনি কথা বলে থাকেন।

١٥٧. بَابُ فِىْ صَفَا يَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَمْوَالِ

১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল হতে কিছু মাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের জন্য বেছে নিতেন, সে সম্পর্কে

٢٩٥٣ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَلْمَعْنٰى قَالاَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ عُمَرُ حِيْنَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيْرٍ مُّفْضِيًا اِلٰى رِمَالِهٖ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَامَالِ قَدْ دَفَّ اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِّنْ قَوْمِكَ وَاِنِّى قَدْ اَمَرْتُ فِيْهِمْ بِشَىْءٍ فَاقْسِمْ فِيْهِمْ قُلْتُ لَوْاَمَرْتَ غَيْرِىْ بِذٰلِكَ فَقَالَ خُذْهُ فَجَاءَهُ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَّكَ فِىْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا ثُمَّ جَاءَ يَرْفَأُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَّكَ فِى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا يَعْنِىْ عَلِيًّا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَجَلْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْهُمَا قَالَ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ خُيِّلَ اَنَّهُمَا قَدَّمَا اُولٰئِكَ النَّفَرَ لِذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى اُولٰئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ اُنْشِدُ كُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَقَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَّالْعَبَّاسِ فَقَالَ اُنْشِدُكُمَا بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

فَقَالاَ نَعَمْ قَالَ فَانَّ اللّٰهَ خَصَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِخَاصَّةٍ لَّمْ يَخُصَّ بِهَا اَحَدًا مِّنْ النَّاسِ فَقَالَ تَعَالٰى وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَفَاءَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ بَنِي النَّضِيْرِ فَوَاللّٰهِ مَا اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلاَ اَخَذَهَا دُوْنَكُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ اَوْ نَفَقَتَهٗ وَنَفَقَةَ اَهْلِهٖ سَنَةً وَّيَجْعَلُ مَا بَقِيَ اُسْوَةَ الْمَالِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى اُولٰئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ اُنْشِدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اُنْشِدُ كُمَا بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتَ اَنْتَ وَّ هٰذَا اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ تَطْلُبُ اَنْتَ مِيْرَاثَكَ مِنْ ابْنِ اَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هٰذَا مِيْرَاثَ امْرَاَتِهٖ مِنْ اَبِيْهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَّ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهٗ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ فَوَلِيَتَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِيُّ اَبِيْ بَكْرٍ فَوَلَّيْتُهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَلِيَهَا فَجِئْتَ اَنْتَ وَهٰذَا وَاَنْتُمَا جَمِيْعٌ وَّاَمْرُ كُمَا وَاحِدٌ فَسَاَلْتُمَانِيْهَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا اَنْ اَدْفَعَهَا اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ اَنْ تَلِيَاهَا بِالَّذِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلِيْهَا فَاَخَذْتُمَا هَامِنِّيْ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ لِاَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْضِيْ بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَرُدَّاهَا اِلَيَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِنَّمَا سَاَلاَهُ اَنْ يَّكُوْنَ يُصَيِّرُهٗ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاَ اَنَّهُمَا جَهِلاَ عَنْ ذٰلِكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَاِنَّهُمَا كَانَ لاَ يَطْلُبَانِ اِلاَّ الصَّوَابَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ اُوْقِعُ عَلَيْهِ اسْمَ الْقَسْمِ اَدَعُهٗ عَلٰى مَا هُوَ عَلَيْهِ .

২৯৫৩. হাসান ইব্‌ন 'আলী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিয মা'না (র.)...মালিক ইব্‌ন হাদাছান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা 'উমার (রা.) দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হই এবং তাঁকে চাদর শূন্য একটা বিছানার উপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। যখন আমি তাঁর কাছে পৌঁছাই, তখন তিনি আমাকে

বলেন ঃ হে মালিক ! তোমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। আমি তাদের কিছু মাল দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এখন তুমি তা তাদের মাঝে বন্টন করে দাও। আমি বললাম ঃ আমাকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কাউকে একাজের নির্দেশ দিতেন, (তবে ভাল হতো)। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি-ই এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। এ সময় ইয়ারফা[১] (রা.) সেখানে হাযির হয়ে বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা.), আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.), যুবায়র ইব্ন 'আওয়াম (রা.) এবং সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তাদেরকে আমার কাছে আসতে দাও। তখন তাঁরা সেখানে প্রবেশ করে। পরে 'ইয়ারফা উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনার নিকট 'আব্বাস (রা.) ও 'আলী (রা.) আসার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন। তখন তিনি ['উমার (রা.)] বললেন ঃ তাদের আসতে দাও। পরে এ দু'জনও তাঁর নিকট হাযির হন। 'আব্বাস (রা.) বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আমার ও এঁর মধ্যকার ব্যাপারটি ফয়সালা করে দিন। তখন উপস্থিত লোকদের থেকে জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! এঁদের ব্যাপারটি মীমাংসা করে দিন এবং এদের উপর রহম করুন।[১]

মালিক ইব্ন আওস (রা.) বলেন ঃ আমার ধারণা 'আব্বাস (রা.) এবং 'আলী (রা.) এ ব্যাপারের জন্য পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের আগেই প্রেরণ করেন। তখন 'উমার (রা.) বলেন ঃ ব্যস্ত হবেন না, ধৈর্য ধরুন, শান্ত হন। অতঃপর তিনি 'উছমান (রা.) ও অন্যদের সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি আপনাদের সেই আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও যমীন স্থির আছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা (নবীরা) কোন মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা। তখন তাঁরা বলেন ঃ হাঁ। অতঃপর তিনি 'আলী (রা.) ও 'আব্বাস (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি আপনাদের উভয়কে সে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম আছে, আপনারা কি অবগত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলেছেন ঃ আমরা মীরাছ রেখে যাই না, বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা। তখন তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ হাঁ। তিনি ['উমার (রা.)] বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এমন কিছু খাস বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন, যা অন্য আর কাউকে দেননি। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ "আর যা কিছু আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তাদের নিকট হতে, তা লাভের জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি; বরং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের বিজয়ী করেন যার উপর তিনি ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ্ হলেন সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

---

১. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বনূ-নযীর, খায়বর ও ফিদাকের যে সম্পদ দান করেছিলেন, হযরত আব্বাস (রা.) ও 'আলী (রা.) সে সম্পদে তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দাবী করছিলেন।

বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -কে বনূ নযীর গোত্রের মাল প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ্র শপথ ! তিনি ﷺ এই মালের উপর তোমাদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রদান করেননি এবং তোমাদের বাদ দিয়ে অন্য কেউ তা গ্রহণ করেনি। বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো এই মাল হতে তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত এক বছরের খরচের পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করতেন এবং অবশিষ্ট মাল অন্যান্য গনীমতের মালের অনুরূপ হতো। অতঃপর তিনি ['উমার (রা.)] তাঁদের সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি আপনাদের সেই আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও যমীন কায়েম আছে, আপনারা কি এটা অবগত আছেন ? তখন তাঁরা বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি 'আব্বাস (রা.) ও 'আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি আপনাদের উভয়কে সেই আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যাঁর হুকুমে আসমান ও যমীন স্থির আছে, আপনারা কি এটা অবগত আছেন ? তখন তাঁরা (দু'জনে) বলেন ঃ হ্যাঁ। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর [আবূ বকর (রা.) যখন খলীফা নির্বাচিত হন], তখন আবূ বকর (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খলীফা। তখন আপনি (হে আব্বাস) এবং এ ব্যক্তি ['আলী (রা.)] আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। এ সময় আপনি আপনার ভাতিজার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বের দাবি করছিলেন এবং ইনি তাঁর স্ত্রীর সম্মানিত পিতা [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ]-এর মীরাছ দাবি করছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা (নবীরা) মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা ছেড়ে যাই, তা হলো সাদকা। আর আল্লাহ্ জানেন, আবূ বকর (রা.) ছিলেন সত্যবাদী, নেকবখ্ত, সত্য পথের দিশারী এবং সত্যের অনুসারী। এরপর আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আবূ বকর (রা.)-এর ইনতিকালের পর, আমি খলীফা মনোনীত হওয়ার পর বলি ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে এ মালের তত্ত্বাবধায়ক।

আর আমি মালের তত্ত্বাবধায়ক ততদিন থাকব, যতদিন আল্লাহ্ চান। এখন আপনারা দু'জন এসেছেন এবং আপনারা একই খেয়ালের অধিকারী। আপনারা আমার নিকট উক্ত মাল দাবী করছেন। আমার বক্তব্য এই যে, যদি আপনারা চান, তবে এ শর্তের উপর আমি এ মাল আপনাদের দেব যে, "আপনারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবেন যে আপনারা এ মালের দেখাশুনা এরূপই করবেন, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন।"

আপনারা এ শর্তের উপর এ মাল আমার নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। আর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এ জন্য হাযির হয়েছেন যে, আমি যেন এর বিপরীত কোন ফয়সালা করি।

আল্লাহ্র শপথ ! আমি যে ফয়সালা দিয়েছি, তাছাড়া অন্য কোন ফয়সালা আমি কিয়ামত পর্যন্ত দেব না। অবশ্য আপনারা যদি এ সম্পদ যথাযথরূপে দেখাশুনা করতে অপারগ হন, তবে এর দেখাশুনার দায়িত্ব আবার আমার উপর ন্যস্ত করুন। আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ তাঁরা দু'জন তাঁর কাছে এ দরখাস্ত করেন যে, এর দেখাশুনার দায়িত্ব আমাদের মাঝে বন্টন করে দেন। আর এরূপ নয় যে, তারা নবী ﷺ -এর হাদীছ ঃ "আমরা মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা ছেড়ে যাই, তা হলো সাদাকা", সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। বস্তুত তাঁরা উভয়ে তাঁদের প্রাপ্যের প্রত্যাশায় ছিলেন। তখন

উমার (রা.) বলেন ঃ আমি এ সম্পদের উপর বন্টনের নাম আসতে দেব না, বরং আমি একে এর প্রথম অবস্থার উপর ছেড়ে দেব।

٢٩٥٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَهُمَا يَعْنِيْ عَلِيًّا وَالْعَبَّاسَ يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ اَمْوَالِ بَنِى النَّضِيْرِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ اَرَادَ اَنْ لاَّ يُوْقِعَ عَلَيْهِ اِسْمَ قَسْمٍ .

২৯৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ (র.)...মালিক ইব্‌ন 'আওস (রা.) উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বলেন ঃ তাঁরা উভয়ে অর্থাৎ 'আলী (রা.) ও 'আব্বাস (রা.) ঐ মালের ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হন, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -কে বনূ নযীর গোত্রের ধন-সম্পদ হতে প্রদান করেছিলেন।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ 'উমার (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তাতে যেন বন্টনের নাম না আসে। কেননা বন্টনযোগ্য তো ঐ সম্পদ, যাতে মালিকানা বর্তায়। আর এ মালে মালিকানা বর্তায়নি।

٢٩٥٥ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْمَعْنٰى اَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ قُوْتَ سَنَةٍ فَمَا بَقِىَ جَعَلَ فِى الْكُرَاعِ وَعُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ فِى الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ .

২৯৫৫. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা ও আহমদ ইব্‌ন 'আবদা (রা.)...'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনূ নযীর গোত্রের মালামাল ঐ ধন-সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রদান করেছিলেন এবং ঐ সম্পদ হাসিলের জন্য মুসলমানরা তাঁদের ঘোড়া ও উট পরিচালিত করেন নি (অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে ঐ মাল হস্তগত হয়েছিল)। বস্তুত ঐ সমস্ত মালামাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য খাস ছিল। তিনি ঐ সম্পদ নিজের পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করতেন।

রাবী ইব্‌ন 'আবদা বলেনঃ তিনি ﷺ ঐ মাল হতে তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য এক বছরের খরচ নির্বাহ করতেন এবং অবশিষ্ট মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু ক্রয়ের জন্য ব্যয় করতেন।

রাবী ইব্‌ন 'আবদা আরো বলেন ঃ তিনি ﷺ অবশিষ্ট মাল দিয়ে যুদ্ধের নিমিত্ত উট, ঘোড়া ইত্যাদি এবং যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করতেন।

٢٩٥٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنَا اَيُّوْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَمَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ هٰذِهٖ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً قُرٰى عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذَا وَكَذَا مَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَالَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّأُ وَالدَّارَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ فَاسْتَوْعَبَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ النَّاسِ فَلَمْ يَبْقَ اَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ قَالَ اَيُّوْبُ اَوْ قَالَ حَظٌّ اِلاَّ بَعْضُ مَنْ تَمْلِكُوْنَ مِنْ اَرِقَّائِكُمْ .

২৯৫৬. মুসাদ্দাদ (র.)...যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'উমার (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আর আল্লাহ্ যা কিছু তাঁর রাসূল ﷺ -কে প্রদান করেছেন, তাদের নিকট হতে তা লাভের জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি।

যুহরী বলেন, 'উমার (রা.) বলেছেন ঃ এই ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য খাস ছিল, যা হলো–'উরায়না নামক গ্রাম, ফিদাক ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় আয়াত–যার অর্থ হলো ঃ "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে গ্রামবাসীদের নিকট হতে যা কিছু প্রদান করেছেন, তা হলো–আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের জন্য। আর ঐ সমস্ত ফকীরের জন্য, যারা তাদের ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছে এবং যারা তাদের পরে এসেছে (ইসলাম কবূলের পর, দারুল ইসলামে)।" উক্ত আয়াতের বর্ণিত হুকুমে সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা শামিল আছে এবং মালে গনীমতের হকদার কোন মুসলমান বাদ পড়েনি।

রাবী আইয়ূব অথবা যুহরী বলেন ঃ এই গনীমতের মালে সকলের হক আছে, তবে তারা ব্যতীত, যে সব দাস-দাসীর তোমরা মালিক।

٢٩٥٧ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ح وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ح وَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِهٖ كُلُّهُمْ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ كَانَ فِيْمَا احْتَجَّ بِهٖ عُمَرُ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيْرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمَّا بَنُوا النَّضِيْرِ فَكَانَتْ حُبُسًا لِنَوَائِبِهٖ وَاَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبُسًا لِاَبْنَاءِ السَّبِيْلِ وَاَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَجُزْءٌ لِنَفَقَةِ اَهْلِهٖ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ اَهْلِهٖ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ .

২৯৫৭. হিশাম ইব্ন 'আম্মার (র.)...মালিক ইব্ন 'আওস ইব্ন হাদাছান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার (রা.)-এর দলীল হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য তিন প্রকারের মালে গনীমত খাস ছিল–যা বনু নযীর, খায়বর ও ফিদাক্ নামে পরিচিত। সুতরাং যে মাল তিনি বনূ নযীর থেকে প্রাপ্ত হন, তা তাঁর প্রয়োজনের জন্য খাস ছিল। আর তিনি ﷺ ফিদাক হতে যা লাভ করেছিলেন, তা ছিল মুসলমানদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য এবং খায়বরে প্রাপ্ত ধন–সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন ভাগে বিভক্ত করতেন, যার দু'অংশ সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় হতো এবং অপর ভাগ তাঁর ﷺ পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় হতো। আর তাঁর ﷺ পরিবার-পরিজনদের ব্যয় নির্বাহের পর যে মাল বাকী থাকত,তা তিনি গরীব মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

٢٩٥٨ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا اللَّيْثُ بْنُ اَسْعَدَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنِّي وَاللّٰهِ لاَ اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَّدْفَعَ اِلٰى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا .

২৯৫৮. ইয়াযীদ ইবনে খালিদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন মাওহাব হামদানী (র.)... নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) কোন এক ব্যক্তিকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাল হতে নিজের মীরাছ চাওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আল্লাহ মদীনাতে ও ফিদাকে যা প্রদান করেছিলেন এবং খায়বরে প্রাপ্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ বাদে বাকী যে অংশ রেখে গিয়েছেন [তা থেকে প্রাপ্ত আমার অংশ যেন আবূ বাকর (রা.)] আমাকে দিয়ে দেন।
তখন আবূ বকর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আমরা (নবীরা) মীরাছ রাখি না; বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা।" মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজন এ মাল হতে খেতে পারবে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাদকা হতে কোন কিছুই পরিবর্তন করতে পারব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে যেরূপ ছিল, সেরূপই থাকবে। এ ব্যাপারে আমি শুধু এতটুকু করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন। এভাবে আবূ বাকর (রা.) ঐ মাল হতে ফাতিমা (রা.)-কে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করেন।

٢٩٥٩ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ نَا اَبِيْ نَاشُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَفَاطِمَةُ حِيْنَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَاِنَّمَا يَأْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ فِيْ هٰذَا الْمَالِ يَعْنِيْ مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّزِيْدُ عَلَى الْمَاكِلِ .

২৯৫৯. 'আমর ইব্‌ন উছমান হিমসী (র.)...নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মদীনা ও ফিদাকের সাদকা এবং খায়বরের সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশের পর বাকী অংশ দাবী করেন, 'আইশা (রা.) বলেন ঃ তখন আবূ বকর (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমরা (নবীরা) মীরাছ রেখে যাই না; বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা। অবশ্য মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারবর্গ এ মাল হতে ভক্ষণ করতে পারবে, অর্থাৎ আল্লাহর মাল হিসাবে। আর তারা খাদ্যদ্রব্য ছাড়া কিছুই পাবে না।

٢٩٦٠ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ يَعْنِيْ اَبْنَ اِبْرَاهِيْمُ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ اِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ اِنِّيْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَغَلَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهَا وَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِيْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُ هُمَا اِلٰى مَنْ وُّلِيَ الْاَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ .

২৯৬০. হাজ্জাজ ইব্‌ন আবী ইয়াকূব (র.)...উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আইশা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন যে, যখন ফাতিমা (রা.) তাঁর মীরাছ দাবী করেন, তখন আবূ বকর (রা.) তাঁকে মীরাছ দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ যে কাজ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করতেন, আমি কখনো তা পরিত্যাগ করব না। কেননা আমার ভয় হয়, যদি আমি তার কিছু পরিত্যাগ করি, তবে হয়তো গুমরাহ্ হয়ে যাব [আবূ বাকর (রা.)-এর ইনতিকালের পর] 'উমার (রা.) তাঁর ﷺ মদীনার সাদকার মাল 'আব্বাস (রা.) এবং 'আলী (রা.)-এর নিকট সোপর্দ করেন, যার উপর 'আলী (রা.) দখল নিয়েছিলেন। আর ফিদাক ও খায়বরের মাল 'উমার (রা.) নিজের কর্তৃত্বে রেখে দেন এবং বলেন ঃ এ দু'প্রকারের মালামাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাদকা, যা

তাঁর ﷺ বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ হতো। একই ভাবে এ দু'প্রকারের মাল খরচ করার ইখতিয়ার তাঁকে দেওয়া হয়, যিনি রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। বস্তুত এ সময় হতে খিলাফতের শেষ সময় পর্যন্ত ফিদাক ও খায়বরের মাল এভাবে খরচ হতে থাকে, যেভাবে তিনি ﷺ তা খরচের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٢٩٦١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ قَوْلِهٖ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ اَهْلَ فدَكَ وَقُرًى قَدْ سَمَّاهَا لاَ اَحْفَظُهَا وَهُوَ مُحَاصِرُ قَوْمًا اَخَرِيْنَ فَارْسَلُوْا اِلَيْهِ بِالصُّلْحِ قَالَ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ قِتَالٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيْرِ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَالِصًا لَمْ يَفْتَحُوْهَا عَنْوَةَ افْتَتَحُوْهَا عَلٰى صُلْحٍ فَقَسَّمَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَمْ يُعْطِ الْاَنْصَارَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِمَا حَاجَةٌ .

২৯৬১. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)...যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর বাণী যে, "তোমরা যারা তার জন্য ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি; (বরং আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তা তাঁকে প্রদান করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিদাক এবং গ্রামবাসীদের সাথে তখন সন্ধি করেন, যখন তিনি অপর একটা সম্প্রদায়কে অবরোধ করেছিলেন। তখন সেখানকার লোকেরা সন্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে প্রস্তাব পেশ করে। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা ঐ মাল হাসিল করার জন্য ঘোড়া এবং উট পরিচালিত করনি; বরং বিনাযুদ্ধে তোমরা তা লাভ করেছিলে।

যুহরী (রা.) বলেন ঃ বনূ নযীর গোত্র থেকে প্রাপ্ত মাল নবী ﷺ -এর জন্য খাস ছিল। কেননা তা যুদ্ধের দ্বারা হাসিল হয়নি; বরং সন্ধির দ্বারা হয়েছিল। বস্তুত নবী ﷺ ঐ সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং আনসারদের অভাবী দু'ব্যক্তি ছাড়া তিনি আর কাউকে কিছুই প্রদান করেননি।

٢٩٦٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلٰى صَغِيْرِ بَنِيْ هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا اَيِّمَهُمْ وَاَنَّ فَاطِمَةَ سَاَلَتْهُ اَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَاَبٰى فَكَانَتْ كَذٰلِكَ فِيْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهٖ فَلَمَّا اَنْ وُلِّيَ اَبُوْ بَكْرٍ عَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَيَاتِهٖ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِهٖ فَلَمَّا اَنْ وُلِّيَ عُمَرُ

عَمِلَ فِيْهَا بِمِثْلِ مَاعَمِلاَ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ اقْطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ عُمَرُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَرَأَيْتُ اَمْرًا مَّنَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ وَانِّىْ اُشْهِدُ كُمْ اَنِّى قَدْ رَدَدْتُهَا عَلٰى مَنْ كَانَتْ يَعْنِى عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

২৯৬২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাররাহ (র.)... মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'উমার ইব্‌ন 'আবদিল 'আযীয খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর বনূ মারোয়ানকে সমবেত করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ফিদাকের আয় হতে পরিবার-পরিজন ও ফকীর-মিসকীনদের ব্যয় নির্বাহ করতেন, বনূ হাশিম গোত্রের ছোট বাচ্চাদের প্রতি ইহসান করতেন, বিধবা এবং অবিবাহিত নারীদের বিবাহের জন্য খরচ করতেন। একবার ফাতিমা (রা.) তাঁর ﷺ নিকট ফিদাকের সম্পদপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় ঐ সম্পদ ঐরূপেই অবশিষ্ট ছিল। এমনকি তাঁর ইনতিকালের সময় পর্যন্ত এ পদ্ধতি চালু ছিল। অতঃপর আবূ বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর ফিদাকের ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে ঐ নিয়ম চালু রাখেন, যা নবী ﷺ -এর যামানায় চালু ছিল। এরপর 'উমার (রা.) যখন এর মুতাওয়াল্লী নির্বাচিত হন, তখন তিনিও ঐ মালের ব্যাপারে একই নীতি অবলম্বন করেন, যা নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা.) গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর মৃত্যু সময়ও ঐ নীতি চালু ছিল। পরে মারোয়ান একে নিজের জায়গীর বানিয়ে নেন। অবশেষে তা 'উমার ইব্‌ন আবদিল 'আযীয (র.)-এর নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন তিনি এ খেয়াল করেন যে, নবী ﷺ যখন এ মাল ফাতিমা (রা.)-কে প্রদান করেননি, তখন আমার জন্যও তা ভোগ করা উচিত হবে না। সে জন্য আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি ঃ আমি ঐ সম্পদ তার মূল অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি, যেমন তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় ছিল। (আর আগে যেভাবে যাদের প্রয়োজনে তা ব্যবহৃত হতো, তেমনি পরেও তা ঐভাবেই ব্যবহৃত হবে)।

٢٩٦٣ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِىَ لِلَّذِىْ يَقُوْمُ مِنْ بَعْدِهِ ۔

২৯৬৩. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.) ..... আবূ তুফায়ল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ফাতিমা (রা.) আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নিজের হিস্‌সা দাবী করেন। তখন আবূ বকর (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, "যখন আল্লাহ্ তাঁর কোন নবীকে কোন জীবিকা প্রদান করেন, তা তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির অধিকারে চলে যাবে।

٢٩٦٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

২৯৬৪. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার ওয়ারিছরা আমার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে এক দীনারও বন্টন করতে পারবে না। আমি যা কিছু রেখে যাব, তা আমার স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ এবং আমার কর্মচারীর পারিশ্রমিক প্রদানের পর সাদকা হিসাবে পরিগণিত হবে।

٢٩٦٥ . حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ نَا شُعْبَةُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ حَدِيْثًا مِنْ رَجُلٍ فَاعْجَبَنِىْ فَقُلْتُ اكْتُبْهُ لِىْ فَاَتَى بِهٖ مَكْتُوْبًا مُّذْبِرًا دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِىٌّ عَلٰى عُمَرَ وَعِنْدَهٗ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ بِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدٍ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ ﷺ صَدَقَةٌ اِلاَّ مَا اَطْعَمَهٗ اَهْلَهٗ وَكَسَاهُمْ اِنَّا لاَ نُوْرَثُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ مِنْ مَّالِهٖ عَلٰى اَهْلِهٖ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهٖ ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَلِيَهَا اَبُوْ بَكْرٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِىْ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ ابْنِ اُوَيْسَ .

২৯৬৫. 'আমর ইব্ন মারযূক (র.)...আবূ বুখ্তারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জনৈক ব্যক্তি হতে এমন একটি হাদীছ শুনেছিলাম, যা আমার খুবই পসন্দ হয়। তখন আমি তাঁকে বলি ঃ হাদীছটি আমাকে লিখে দিন। তিনি তা স্পষ্টভাবে লিখে আনেন এবং 'আব্বাস (রা.), 'আলী (রা.) এবং 'উমার (রা.)-এর কাছে আনেন। এ সময় তাল্হা (রা.), যুবায়র (রা.), আবদুর রাহমান (রা.) এবং সা'দ (রা.) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 'আব্বাস (রা.) এবং 'আলী (রা.) পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলে 'উমার (রা.) তাল্হা, যুবায়র, আবদুর রাহমান এবং সা'দ (রা.)-কে বলেন ঃ আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "নবী ﷺ-এর যাবতীয় সম্পদ তাঁর পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের খরচ বাদে বাকী সবই সাদকা। আমরা কোন মীরাছ রেখে যাই না। তখন তাঁরা বলেন ঃ হাঁ, ঠিক। তখন 'উমার (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় মাল হতে নিজের পরিবারদের জন্য খরচ করার পর বাকী অংশ সাদকা করে দিতেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর আবূ বকর (রা.) দু'বছরের জন্য এর মুতাওয়াল্লী হন। আর তিনি ঐ নীতিই অনুসরণ করেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছিলেন।

এরপর রাবী মালিক ইব্ন 'আওস (রা.)-এর হাদীছের কিছু অংশ বর্ণনা করেন।

٢٩٦٦ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْنَ اَنْ يَّبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ بِالْمِيْرَاثِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ .

২৯৬৬. কা'নাবী (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর স্ত্রীগণ 'উছমান (রা.)-কে আবূ বাকর সিদ্দীকের নিকট এ জন্য প্রেরণ করেন যে, যাতে তিনি তাঁর নিকট তাঁর স্ত্রীদের 'ছুমুন' বা এক-অষ্টমাংশ মীরাছ দাবী করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাল হতে। তখন 'আইশা (রা.) তাঁদের ডেকে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এরূপ বর্ণনা করেন নি যে, "আমরা মীরাছ রেখে যাই না, বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা।

٢٩٦٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قُلْتُ اَلاَ تَتَّقِيْنَ اللّٰهَ اَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَنُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَاِنَّمَا هٰذَا الْمَالُ لاٰلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَاِذَا مِتُّ فَهُوَ اِلٰى مَنْ وَلِيَ الْاَمْرَ مِنْ بَعْدِيْ .

২৯৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস (র.)...ইব্ন শিহাব (রা.) উপরোক্ত হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, একদা 'আইশা (রা.) বলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্কে ভয় করবে না? তোমরা কি শোননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ আমরা মীরাছ রেখে যাই না, বরং আমরা যা রেখে যাই, তা হলো সাদকা ? আর এ ধন-সম্পদ তো কেবল মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের জন্য এবং তাঁর ﷺ নিজস্ব প্রয়োজন ও মেহমানদের মাঝে বিতরণের জন্য। আমার ইনতিকালের পর এ ধন-সম্পদ তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে, যিনি খলীফা মনোনীত হবেন।

١٥٨ . بَابُ فِيْ بَيَانِ مَوَاضِعِ قَسْمِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى

১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ পঞ্চমাংশ, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল হতে নিতেন, কোথায় কোথায় তা বন্টন করতেন এবং নিকটাত্মীয়দের হক সম্পর্কে

٢٩٦٨ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ

جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَسَّمَ مِنْ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَسَمْتَ لاِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَ بَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْئٌ وَّاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَلِبَنِيْ نَوْفَلٍ مِّنْ ذٰلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَّمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُقَسِّمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِيْ قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ يُعْطِيْهِمْ قَالَ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ .

২৯৬৮. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মায়সারা (র.)... জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি এবং 'উছমান (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট খুমুসের ব্যাপারে আলোচনার জন্য যাই, যা তিনি বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের মাঝে বন্টন করেন। এ সময় আমি জিজ্ঞেস করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি তো আমাদের ভাই বনূ মুত্তালিবকে অংশ দিলেন, কিন্তু আমাদের তো কিছু দিলেন না ? অথচ আমাদের ও তাদের সম্পর্ক আপনার সংগে একই ধরনের! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব তো একই।
রাবী জুবায়র (রা.) বলেন ঃ তিনি ﷺ বনূ আবদুশ্ শাম্‌স ও বনূ নওফলকে এ খুমুস হতে অংশ প্রদান করেননি, যেমন বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে অংশ প্রদান করেছিলেন। আর আবূ বকর (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ন্যায় খুমুসের অংশ বন্টন করতেন। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আত্মীয়দের অংশ প্রদান করতেন না, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের অংশ দিতেন। রাবী বলেন ঃ 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) তাদের খুমুস থেকে অংশ দিতেন এবং তারপর 'উছমান (রা.)-ও এরূপ করতেন।

٢٩٦٩ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُقَسِّمْ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِيْ نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا كَمَا قَسَّمَ لِبَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُقَسِّمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِيْ قُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا كَانَ يُعْطِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيْهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُ .

২৯৬৯. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (র.)...জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আবদুশ্ শাম্‌স ও বনূ নওফলকে খুমুস হতে কোন অংশ দেন নি, যেমন তিনি

ﷺ বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে দিয়েছিলেন। আর আবূ বাকর (রা.)-ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বন্টন নীতির ন্যায় (খুমুস) বন্টন করতেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট-আত্মীয়দের কোন অংশ দিতেন না, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং তাদের দিতেন। অবশ্য 'উমার (রা.) এবং তাঁর পরবর্তী খলীফারা সকলেই তাদের অংশ প্রদান করতেন।

٢٩٧٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَهْمَ ذِى الْقُرْبٰى فِيْ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِى الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَنِيْ نَوْفَلٍ وَبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَتّٰى اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰؤُلَاءِ بَنُوْ هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِيْ وَضَعَكَ اللّٰهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ اِخْوَانِنَا بَنِيْ الْمُطَّلِبِ اَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَبَنِيْ الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا اِسْلَامٍ وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

২৯৭০. মুসাদ্দাদ (র.)...জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ খায়বর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশ বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের মাঝে বন্টন করে দেন এবং বনূ আবদুশ শামস ও বনূ নওফলকে পরিত্যাগ করেন। এ সময় আমি (রাবী) এবং 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা.) নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হই এবং বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এই তো বনূ হাশিম, আমরা এদের ফযীলত অস্বীকার করতে পারি না। কেননা আল্লাহ আপনাকে এ বংশে পয়দা করেছেন। কিন্তু আমাদের ভাই বনূ মুত্তালিবের অবস্থা কী যে, আপনি তাদের অংশ দিলেন অথচ আমাদের দিলেন না? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি এবং বনূ মুত্তালিব জাহিলিয়াতের যুগে এবং ইসলামের যুগে বিচ্ছিন্ন হয় নি। বরং আমরা এবং তারা একই। অতঃপর তিনি ﷺ তাঁর এক হাতের আংগুল অন্য হাতের আংগুলে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বললেন ঃ আমরা এবং তারা তো এভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

٢٩٧١ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ فِيْ ذِى الْقُرْبٰى قَالَ هُمْ بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

২৯৭১। হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী 'আজালী (র.)...হাসান ইব্‌ন সালিহ সুদ্দী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (কুরআনে বর্ণিত) নিকটাত্মীয়[১] হলো বনূ আবদুল মুত্তালিব।

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর।

٢٩٧٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ اَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرْمُزَ اَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ حِيْنَ حَجَّ فِيْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَرْسَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْاَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَقُوْلُ لِمَنْ تَرَاهُ قَالَ اَنُ عَبَّاسٍ لِقُرْبٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذٰلِكَ عَرْضًا رَاَيْنَاهُ دُوْنَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَاَبَيْنَا اَنْ نَّقْبَلَهُ .

২৯৭২. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)...ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমায (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নাজ্‌দা-হারূরী ইব্‌ন জুবায়রের ফিত্‌নার (শাহাদাতের) বছর হজ্জ শেষে এক ব্যক্তিকে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর কাছে নিকটাত্মীয়দের প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেন যে, এদের ব্যাপারে তাঁর অভিমত কী? তিনি বলেন ঃ যাবিল-কুরবা বা নিকটাত্মীয়ের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আপন জনেরা, যাদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং অংশ প্রদান করেছিলেন। আর উমার (রা.) আমাদেরকে তা হতে অংশ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাকে আমাদের প্রাপ্য অংশ হতে কম মনে করে ফিরিয়ে দেই এবং আমরা তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করি।

٢٩٧٣ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ نَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ وَلاَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَيٰوةَ اَبِيْ بَكْرٍ وَحَيٰوةَ عُمَرَ فَاُتِيَ بِمَالٍ فَدَعَانِيْ فَقَالَ خُذْهُ فَقُلْتُ لاَ اُرِيْدُهُ فَقَالَ خُذْهُ فَقُلْتُ فَاَنْتُمْ اَحَقُّ بِهِ قُلْتُ قَدِ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ .

২৯৭৩. 'আব্বাস ইব্‌ন আবদুল 'আযীম (র.)...আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আলী (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে 'খুমুস'-এর 'খুমুস' অংশে মুতাওয়ালী বানান, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর খাস ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করতেন। আর এ ভাবেই আমি সে মাল আবূ বকর (রা.) এবং 'উমার (রা.)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত খরচ করতে থাকি। এরপর 'উমার (রা.)-এর শাসনামলে তাঁর নিকট কিছু মাল আসে, তখন তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি এই মাল গ্রহণ কর। আমি বলি ঃ আমি এটা গ্রহণ করতে চাই না। তখন তিনি পুনরায় বলেন ঃ তুমি এটা গ্রহণ কর। কেননা, তুমিই এর যোগ্য পাত্র। তখন আমি বলি ঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। অবশেষে 'উমার (রা.) সে মাল বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন।

٢٩٧٤ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيْدِنَا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُوْلُ اجْتَمَعْتُ اَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُوَلِّيَنِيْ حَقَّنَا مِنْ هٰذَا الْخُمُسِ فِيْ كِتَابَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْسِمْهُ حَيَاتَكَ كَيْلاَ يُنَازِعُنِيْ اَحَدٌ بَعْدَكَ قَالَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ قَالَ فَقَسَّمْتُهُ حَيٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَلاَّنِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ اٰخِرُ سَنَةٍ مِّنْ سِنِيْ عُمَرَ فَاِنَّهُ اَتَاهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَّبِالْمُسْلِمِيْنَ اِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِيْ اِلَيْهِ اَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَلَقِيْتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَ مَاخَرَجْتُ مِنْ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لاَّ يَرُدُّ عَلَيْنَا اَبَدًا وَّكَانَ رَجُلاً دَاهِيًا .

২৯৭৪. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি, 'আব্বাস (রা.), ফাতিমা এবং যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী 'খুমুস' হতে আমাদের প্রাপ্য অংশটি আমার ইখ্‌তিয়ারে দিয়ে দিন, যাতে আমি তা আপনার জীবদ্দশায় বন্টন করে দিতে পারি এবং আপনার ইনতিকালের পর আমাদের কেউ যেন আমার সংগে ঝগড়া করতে না পারে। 'আলী (রা.) বলেন ঃ তখন তিনি ﷺ এরূপ করেন। অতঃপর 'আলী (রা.) বলেন ঃ তখন আমি তা (খুমুস) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় বন্টন করে দেই। এরপর আবূ বকর (রা.)-ও আমাকে ইখ্‌তিয়ার প্রদান করেন। অবশেষে 'উমার (রা.)-এর খিলাফতের শেষ বর্ষ যখন আসে, তখন তাঁর নিকট অনেক ধন-সম্পদ আসে। তিনি আমাদের হক আলাদা করে রাখেন এবং আমাকে ডেকে নেন। তখন আমি বলি ঃ এ বছর আমাদের ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই, আর সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজন আছে। কাজেই আপনি এটা তাদের দিয়ে দিন। তখন 'উমার (রা.) সে সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন। 'উমার (রা.)-এর পরে কেউ আমাকে এ মাল গ্রহণের জন্য আহ্বান করেনি। আমি 'উমার (রা.)-এর নিকট হতে ফিরে এসে 'আব্বাস (রা.)-এর সংগে সাক্ষাত করি। তখন তিনি বলেন ঃ হে 'আলী (রা.) ! তুমি তো আগামী কাল হতে আমাদের বঞ্চিত করে দিলে। এখন আমরা আর কিছুই পাব না। আর 'আব্বাস (রা.) ছিলেন খুবই জ্ঞানী লোক।

٢٩٧٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ اَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالاَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْــعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقُوْلاَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَلَغْنَا مِنَ السِّنِّ مَا تَرٰى وَاَحْــبَبْنَا اَنْ نَّتَزَوَّجَ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبَرُّ النَّاسِ وَاَوْصَلُهُمْ وَلَيْسَ عِنْدَ اَبَوَيْنَا مَا يُصْــدِقَانِ عَنَّا فَاسْتَعْمِلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَلْنُؤَدِّ اِلَيْكَ مَا يُؤَدِّيْ الْعُمَّالُ وَلِنُصِبْ مَاكَانَ فِيْــهَا مِنْ مَّرْفَقٍ قَالَ فَاَتٰى اِلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَنَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ وَاللّٰهِ لاَيَسْــتَعْمِلُ اَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيْــعَةُ هٰذَا مِنْ اَمْرِكَ قَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نَحْسُدْكَ اِلَيْــهِ فَاَلْقٰى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْــهِ فَقَالَ اَنَا اَبُوْ حَسَنٍ الْقَوْمِ وَاللّٰهِ لاَ اَرِيْمُ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْكُمَا اَبْنَاؤُكُمَا بِحَوْرِمَا بَعَثْتُمَا بِــهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَبْــدُ الْمُطَّلِبِ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ حَتّٰى نُوَافِقَ صَلٰوةَ الظُّهْــرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ اَسْــرَعْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ اِلٰى بَابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُمْنَا عِنْدَ الْبَابِ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِاُذُنِيْ وَاُذُنِي الْفَضْلِ ثُمَّ قَالَ اَخْـــرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ فَاَذِنَ لِيْ وَلِلْفَضْلِ فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ قَلِيْــلاً ثُمَّ كَلَّمْــتُهُ اَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ قَدْشَكَّ فِيْ ذٰلِكَ عَبْـــدُ اللّٰهِ قَالَ كَلَّمَهُ بِالَّذِيْ اَمَرَنَا بِهٖ اَبَوَانَا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاعَةً وَّرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتّٰى طَالَ عَلَيْنَا اَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ اِلَيْنَا شَيْئًا حَتّٰى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ بِيَدِهَا تُرِيْدَ اَنْ لاَّ تَعْجَلاَ وَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَمْرِنَا ثُمَّ خَفَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ لَنَا اِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَاِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَّلاَ لاٰلِ مُحَمَّدٍ ادْعُوْا لِيْ نَوْفَلَ بْــنَ الْحَارِثِ فَدُعِيَ لَهُ نَوْفَلُ بْــنُ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا نَوْفَلُ اَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ فَاَنْكَحَنِيْ نَوْفَلُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ادْعُوْا لِيْ مُحْــمِيَّةَ بْنَ جَزْءٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ زُبَيْــدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْــمَلَهُ عَلَى الْاَخْــمَاسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُحْــمِيَّةَ اَنْكِحِ الْفَضْلَ فَاَنْكَحَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاَصْــدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا لَمْ يُسَمِّهٖ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ .

২৯৭৫. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)...আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর পিতা রাবী'আ ইব্‌ন হারিছ এবং 'আব্বাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব,–আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ এবং ফযল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-কে বলেন যে, তোমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের বয়স হয়েছে, সে সম্পর্কে তো আপনি অবহিত। আমরা বিবাহ করতে ইচ্ছুক।
আর হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো সকলের চাইতে অধিক নেককার ও পরোপকারী। আমাদের পিতার কাছে আমাদের বিবাহের দেনমোহর পরিশোধের মত অর্থ নেই। তাই ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাদের সাদকা আদায়ের অফিসার হিসাবে নিয়োগ করুন। অন্য অফিসাররা যা দিয়ে থাকে, আমরাও আপনাকে তা দেব এবং তার মুনাফা আমরা গ্রহণ করব।

রাবী বলেন ঃ এ সময় 'আলী (রা.) সেখানে আসেন। আমরা যখন এ অবস্থায় ছিলাম, তখন 'আলী (রা.) আমাদেরকে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ করে বলি যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের কাউকেও সাদকা আদায়ের অফিসার নিয়োগ করবেন না। তখন রাবী'আ বলেন ঃ এতো আপনি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন। আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জামাতা হয়েছেন, এতে আমরা আপনার প্রতি ঈর্ষান্বিত নই। তখন 'আলী (রা.) তাঁর চাদর বিছিয়ে সেখানে শুয়ে পড়েন এবং বলেন ঃ আমি আবুল হাসান, সকলের চাইতে জ্ঞানী। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি এ স্থান পরিত্যাগ করব না, যতক্ষণ না তোমাদের সন্তানেরা ঐ কাজ হতে বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসে, যার জন্য তোমরা তাদের নবী ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করেছ।

আব্দুল মুত্তালিব (রা.) বলেন ঃ আমি এবং ফযল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) যখন তাঁর ﷺ নিকটে পৌঁছাই, তখন যুহরের সালাতের তাকবীর শুরু হয়ে যায়। তখন আমরা লোকদের সাথে (জামাআতে) সালাত আদায় করি। অতঃপর আমি এবং ফযল দ্রুত নবী ﷺ -এর হুজরার দিকে ধাবমান হই। এদিন তিনি যয়নব বিন্‌ত জাহশ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমরা দরওয়াযার নিকট দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাইরে এসে (স্নেহবশত) আমার ও ফযলের কান ধরে বললেন ঃ বল, তোমরা কি বলতে চাচ্ছ।

অতঃপর তিনি ﷺ হুজরার মাঝে ফিরে যান এবং আমাকে ও ফযলকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেন। তখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করি এবং একে অন্যকে কথা শুরু করার জন্য বলতে থাকি। অবশেষে আমি কথা শুরু করি অথবা ফযল শুরু করে। রাবী 'আবদুল্লাহ্ (রা.) এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

'আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ বলেন ঃ তখন ফযল ঐ কথা পেশ করেন, যা বলার জন্য আমাদের পিতা আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ থাকেন এবং তাঁর দৃষ্টি ছাদের প্রতি নিবদ্ধ করেন। এভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় আমরা মনে করি যে, তিনি
এখন কোন জওয়াব দিবেন না। এ সময় আমরা লক্ষ্য করি যে, যয়নব পর্দার পিছন হতে হাতের ইশারায় আমাদের বলছেন যে, আমরা যেন ব্যস্ত না হই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথা নীচু করে আমাদের বললেন ঃ এ

সাদকা তো মানুষের ময়লা-আবর্জনা (অর্থাৎ মালের ময়লা), যা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের জন্য হালাল নয়।[১] তোমরা নওফল ইব্ন হারিছকে আমার কাছে ডেকে আন। তখন তাঁকে তাঁর ﷺ নিকট ডেকে আনা হয়। তিনি তাকে বলেন ঃ হে নওফল ! তুমি আবদুল মুত্তালিবকে তোমার মেয়ের সাথে বিয়ে দাও। তখন নওফল তার মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা মুহমিয়্যা ইব্ন জাযাকে আমার কাছে ডেকে আন, যিনি ছিলেন যুবায়দ গোত্রের লোক। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে মালে-গনীমতের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। (মুহমিয়্যা আসলে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি তোমার (মেয়ের সাথে) ফযলের বিয়ে দাও। তখন তিনি বিবাহ দিয়ে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি দাঁড়াও এবং খুমুস হতে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ সম্পদ মোহর বাবদ দিয়ে দাও। (রাবী বলেন) ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ (রা.) আমার নিকট মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করেননি।

٢٩٧٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَتْ لِىْ شَارِفٌ مِّنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَانِىْ شَارِفًا مِّنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا اَرَدْتُّ اَنْ اَبْتَنِىْ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِّنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَّرْتَحِلَ مَعِىَ فَنَاتِىَ بِاِذْخَرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ فَاَسْتَعِيْنُ بِهٖ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرْسِىْ فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفِىَّ مَتَاعًا مِّنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِ فَاىَ مُنَا خَتَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَقْبَلْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَاِذَا بِشَارِ فِىْ قَدِ اجْتُبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُ هُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَىَّ حِيْنَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوْا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فِىْ شَرْبٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَّاَصْحَابُهُ فَقَالَتْ مِنْ غِنَائِهَا اَلَايَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ . فَوَثَبَ اِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَ هُمَا فَاَخَذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِىٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ لَقِيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَارَاَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتِىْ فَاَجْتَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَخَوَاصِرَهُمَا

১. অর্থাৎ বনূ হাশিমদের জন্য সাদাকার মাল খাওয়া বৈধ নয়।

وَهَا هُوَ ذَا فِىْ بَيْتٍ مَّعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَابِهِ انْطَلَقَ يَمْشِىْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ فَأْذِنَ لَهُ فَاذْ هُوَ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ فَاذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُّحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ اِلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدٌ لِاَبِىْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى فَخَرَجَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ .

২৯৭৬. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধের গনীমতের মাল হতে আমার ভাগে একটা মোটাতাজা উষ্ট্রী পড়ে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুমুস হতেও আমাকে একটি হৃষ্টপুষ্ট উষ্ট্রী প্রদান করেন। অতঃপর আমি যখন ফাতিমা বিনতে রাসূলিল্লাহ ﷺ -এর সংগে বাসর যাপনের ইচ্ছা করি, তখন আমি একজন কর্মকারের সাথে, যিনি বনূ কায়নুকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এ ওয়াদা করি যে, সে আমার সাথে যাবে এবং আমি তার কাছে আয্খার (এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ঘাস) বিক্রয় করব, যাতে আমি আমার নব-পরিণীতা স্ত্রীর ওয়ালীমার ব্যবস্থা করতে পারি। বস্তুত এ উদ্দেশ্যে যখন আমি আমার উটের জন্য পালান, ঘাস ও রশির যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন আমার উষ্ট্রী দুটি এক আনসার সাহাবীর হুজরার পাশে বসা ছিল। এরপর এদের জন্য যা প্রয়োজন ছিল, তা সংগ্রহ করে যখন আমি ফিরে আসি, তখন দেখি যে, তাদের কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে, কোমর ফেড়ে ফেলা হয়েছে এবং কলিজা বের করা হয়েছে। এ অবস্থা দেখে আমি আমার অশ্রু সম্বরণ করতে অক্ষম হই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ এ কাজ কে করলো? তখন লোকেরা বললো ঃ হামযা ইব্ন আবদিল মুত্তালিব এ কাজ করেছে। যিনি কয়েকজন আনসার সাহাবীর সংগে এ ঘরে আছেন, যারা শরাব পান করছেন[১] এবং জনৈকা গায়িকা তাঁর ও তাঁর সাথীদের সামনে এরূপ গান গাইছে ঃ

"হে হাম্যা ! উঠ, এবং যে মোটাতাজা উষ্ট্রী উঠানে বাঁধা আছে, ওর হলকুমে ছুরি চালিয়ে ওকে হত্যা করে ফেল এবং ওর পবিত্র অংশ (অর্থাৎ কুঁজ ও কলিজা) ডেগে পাকিয়ে বা ভুনা করে শরাব পানকারীদের জন্য জলদি তৈরী করে দাও।"

হাম্যা এ গান শুনে তখনই তরবারি দিয়ে ওদের কুঁজ কেটেছে এবং ওদের পেট ফেড়ে ওদের কলিজা বের করে ফেলেছে। 'আলী (রা.) বলেন ঃ এ খবর জেনে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হই। তখন যায়দ ইব্ন হারিছা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ আমার চেহারা দেখে আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আজকের মত কোন

১. এ সময় শরাব পান হারাম হয়নি।

অবস্থা আমার জীবনে আর আসেনি। হাম্‌যা আমার উষ্ট্রীর উপর এরূপ অত্যাচার করেছে যে, ওদের কুঁজ ফেড়ে ফেলেছে এবং পেট কেটে ফেলেছে। আর সে শরাবীদের সাথে এ ঘরে উপস্থিত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর চান এবং তা গায়ে চড়িয়ে রওয়ানা হন। আমি এবং যায়দ ইব্‌ন হারিছা তাঁর ﷺ অনুসরণ করতে থাকি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ঘরের কাছে পৌছান, যেখানে হাম্‌যা (রা.) ছিলেন। তিনি ﷺ সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ভিতরে ঢুকে দেখতে পান যে, সবাই শরাব পান করে মাতাল অবস্থায় আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হামযাকে এ কাজের জন্য ভর্ৎসনা করতে থাকেন। তিনি ﷺ দেখতে পান যে, সে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে এবং তার দুটি চোখ নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে লাল হয়ে গেছে। হাম্‌যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে চেয়ে দেখেন, তারপর চোখ উঠিয়ে তাঁর ﷺ নাভির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সবশেষে চোখ উঠিয়ে তাঁর ﷺ চেহারার প্রতি তাকান এবং বলেন ঃ তোমরা তো আমার বাবার গোলাম মাত্র[১]। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুধাবন করতে পারেন যে, হাম্‌যা নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখান হতে পেছনে ফিরে আসেন এবং আমরাও তাঁর সংগে বেরিয়ে আসি।

٢٩٧٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِيِّ اَنَّ اُمَّ الْحَكَمِ اَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَي الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَتْهُ عَنْ اِحْدَاهُمَا اَنَّهَا قَالَتْ اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْيًا فَذَهَبْتُ اَنَا وَاُخْتِيْ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَسَاَلْنَاهُ اَنْ يَّاْمُرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَكُنَّ يَتَامٰى بَدْرٍ وَلٰكِنْ سَاَدُلُّكُنَّ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُنَّ مِنْ ذٰلِكَ تُكَبِّرْنَ اللّٰهَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاثًا وَّثَلاثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَّثَلاثًا وَّثَلاثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَّثَلاثًا وَّثَلٰثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَّلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ قَالَ عَيَّاشٌ وَهُمَا ابْنَتَا عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯৭৭. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.)...ফযল ইব্‌ন হাসান যামরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুবায়র ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিবের দুই কন্যা উম্মু হাকাম অথবা যুবা'আ হতে একজন এ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী আসে। তখন আমি, আমার বোন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা.) তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হয়ে আমাদের দরিদ্রতার

১. কেননা, হাম্‌যা (রা) ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও আলী (রা)-এর দাদা ছিলেন। আর হারিছ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম। এজন্য হামযা (রা) এরূপ উক্তি করেন।
ভিন্নমতে, আরবের রীতি অনুযায়ী দাদাকে সায়্যেদ বলা হতো। এদিক হতে হাম্‌যা (রা) শরাবে বুঁদ হয়ে থাকার কারণে সকলকে আমার বাবার গোলাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

.অভিযোগ করি, যাতে আমরা ছিলাম। আর আমরা তাঁর ﷺ নিকট এ দরখাস্ত করি যে, তিনি যেন আমাদের কিছু বাঁদী (দাস-দাসী) প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের চাইতে ঐ সব ইয়াতীম মেয়েরা অধিক হকদার, যাদের পিতা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। তবে আমি তোমাদের এর চাইতে উত্তম জিনিস বলে দিচ্ছি, যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ এবং ৩৩ বার আল-হামদু লিল্লাহ্ পাঠ করবে এবং একবার পড়বে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, অদ্বিতীয়। তাঁরই রাজত্ব বিশ্বব্যাপী, সব প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

রাবী 'আয়্যাশ (রা.) বলেন ঃ উম্মু হাকাম ও যুবা'আ উভয়েই ছিলেন নবী ﷺ -এর চাচাতো বোন।

٢٩٧٨ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِى الْجُرَيْرِىَّ عَنْ اَبِىْ وَرْدٍ عَنِ ابْنِ اَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَلاَ اُحَدِّثُكَ عَنِّىْ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مِنْ اَحَبِّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ اِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَ فِىْ يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَ فِىْ نَحْرِهَا وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتّٰى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ خَدَمٌ فَقُلْتُ لَوَاتَيْتِ اَبَاكِ فَسَاَلْتِهِ خَادِمًا فَاَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَاَتَاهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَرَّتْ بِالرَّحٰى حَتّٰى اَثَّرَتْ فِىْ يَدِهَا وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتّٰى اَثَّرَتْ فِىْ نَحْرِهَا فَلَمَّا اَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ اَمَرْتُهَا اَنْ تَاتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيْهَا حَرَّمَا هِىَ فِيْهِ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ يَا فَاطِمَةُ وَاَدِّىْ فَرِيْضَةَ رَبِّكِ وَاعْمَلِىْ عَمَلَ اَهْلِكِ فَاِذَا اَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِىْ ثَلاَثًا وَّ ثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدِىْ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرِىْ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِىَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ رَضِيْتُ عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ رَسُوْلِهِ .

২৯৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র.)....ইব্ন আ'বুদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা **'আলী** (রা.) আমাকে বলেন যে, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রিয়পাত্রী **ফাতিমা** (রা.) সম্পর্কে কিছু বলব না ? তখন আমি বলি ঃ হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন ঃ তাঁর **(ফাতিমার)** হাতে যাঁতা পেষার কারণে ফোসকা পড়ে গেছে। আর কূপ থেকে মশকে পানি উঠাবার

কারণে তাঁর বুকে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে এবং ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কারণে তাঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় নোংরা হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি ঘরের সব কাজ একাই করে থাকেন। আর তাঁর কোন দাস-দাসী ছিল না। একবার নবী ﷺ -এর নিকট কিছু গোলাম আসে। তখন আমি তাঁকে বলি ঃ যদি তুমি তোমার পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে গোলাম চাইতে, (তবে ভাল হতো)। তখন তিনি [ফাতিমা (রা.)] তাঁর ﷺ নিকট গমন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর ﷺ সংগে অন্য ক'জন ব্যক্তিকে আলাপ করতে দেখে ফিরে আসেন। পরদিন আবার তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কিসের প্রয়োজন ? এতে তিনি চুপ করে থাকলে আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি আপনাকে বলছি যে, যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। আর পানির মশক ভরতে ভরতে তার বুক ব্যথা হয়ে গেছে। এখন যখন আপনার নিকট কিছু খাদিম এসেছে, তখন আমিই তাঁকে বলি ঃ তিনি যেন আপনার নিকট হাযির হয়ে একজন দাসের জন্য আব্দার করেন, যাতে তিনি এ কষ্ট হতে রেহাই পান। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হে ফাতিমা! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং স্বীয় রব্বের ফরয হুকুম আদায় কর এবং নিজের ঘরের কাজ নিজেই কর। আর (দিন শেষে) যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আল-হাম্‌দুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। যার সর্বমোট সংখ্যা হলো ১০০ বার। বস্তুত তোমার জন্য এই তাসবীহ খাদিমের চাইতেও উত্তম। তিনি (ফাতিমা) বলেন ঃ আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর রাযী এবং খুশী (অর্থাৎ আমাকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাতে আমি রাযী আছি)।

٢٩٧٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَخْدِمْهَا .

২৯৭৯. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র.)...'আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি ﷺ তাঁকে কোন খাদিম দেননি।

٢٩٨٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرَشِىُّ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ عِيْسٰى كُنَّا نَقُوْلُ اِنَّهُ مِنْ الْاَبْدِ الْقِبْلَ اَنْ نَسْمَعَ اَنَّ الْاَبْدَالَ مِنَ الْمَوَالِىْ قَالَ حَدَّثَنِي الدُّخَيْلُ بْنُ اِيَاسِ بْنِ نُوْحِ بْنِ مُجَاعَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُجَّاعَةَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَطْلُبُ دِيَةَ اَخِيْهِ قَتَلَتْهُ بَنُوْ سَدُوْسٍ مِّنْ بَنِىْ ذُهْلٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْكُنْتُ جَاعِلاً لِّمُشْرِكٍ دِيَةً جَعَلْتُ لِاَخِيْكَ وَلٰكِنْ سَاُعْطِيْكَ مِنْهُ عُقْبَىً فَكَتَبَ لَهُ النَّبِىَّ ﷺ بِمِائَةٍ مِّنَ الْاِبِلِ مِنْ اَوَّلِ خُمُسٍ يَّخْرُجُ مِنْهُ مُشْرِكِىْ بَنِىْ ذُهْلٍ فَاَخَذَ طَائِفَةً مِّنْهَا وَاَسْلَمَتْ بَنُوْ ذُهْلٍ فَطَلَبَهَا بَعْدُ مُجَّاعَةُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَاَتَاهُ بِكِتَابِ

النَّبِيِّ ﷺ فَكَتَبَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ اَلْفَ صَاعٍ مِنْ صَدَقَةِ الْيَمَامَةِ اَرْبَعَةُ الاَفٍ بُرٍّ وَاَرْبَعَةُ الاَفِ شَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةُ الاَفِ تَمْرٍ وَكَانَ فِيْ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِمُجَّاعَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ نِ النَّبِيِّ ﷺ لِمُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ مِنْ بَنِيْ سُلْمِيْ اِنِّيْ اَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ مِنْ اَوَّلِ خُمُسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِيْ بَنِيْ ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ اَخِيْهِ.

২৯৮০. মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা (র.)...‘আন্বাসা ইব্ন আবদিল ওয়াহিদ কুরাশী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ জা‘ফর অর্থাৎ ইব্ন ‘ঈসা বলেছেন যে, আমরা ‘আন্বাসা ইব্ন আবদিল ওয়াহিদ (রা.)-কে আবদাল[১] বলতাম—এ শোনার আগে যে, আবদাল মাওয়ালীদের থেকে হয়।

রাবী বলেন ঃ আমার নিকট দাখীল ইব্ন আয়াস ইব্ন নূহ্ ইব্ন মুজজা‘আ, তিনি তাঁর পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা মুজজা‘আ নবী ﷺ -এর নিকট আসেন তাঁর ভাইয়ের দিয়্যাত (রক্তপণ) চাওয়ার জন্য, যাকে বনূ সাদূস—যারা বনূ যুহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, হত্যা করেছিল। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ যদি আমি কোন মুশরিকের দিয়্যাত দিতাম, তবে তোমার ভাইয়ের দিয়্যাতের ব্যবস্থা অবশ্যই করতাম। তবে আমি তোমাকে এর বিনিময়ের ব্যবস্থা করছি। তখন নবী ﷺ তাঁর জন্য বনূ যুহল থেকে প্রথম বার আদায়কৃত খুমুস হতে একশত উট দেওয়ার জন্য ফরমান লিখে দেন। যা থেকে কিছু উট তিনি (মুজ্জা‘আ) গ্রহণ করেন। অতঃপর বনূ যুহল ইসলাম গ্রহণ করলে মুজ্জা‘আ বাকী উট পাওয়ার জন্য আবূ বকর (রা.)-এর নিকট দাবী জানান এবং নবী ﷺ -এর ফরমান তাঁর খিদমতে পেশ করেন। তখন আবূ বকর (রা.) তাকে (মুজ্জা‘আকে) ইয়ামামার সাদকা হতে বার হাযার সা‘আ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য হুকুম দেন। যা থেকে চার হাযার সা‘আ যব, চার হাযার সা‘আ গম এবং চার হাযার সা‘আ খেজুর তাঁকে দেওয়া হয়।

আর নবী ﷺ -এর ফরমানে এরূপ লেখা ছিল ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ ফরমান মুহাম্মদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের) পক্ষ হতে মুজজা‘আ ইব্ন মুরারার জন্য—যিনি বনূ সালমার অন্তর্ভুক্ত। আমি তাকে একশো উট দিচ্ছি। বনূ যুহলের মুশরিকদের নিকট হতে খুমুস বাবদ প্রথম বার যা আদায় হবে, সেখান থেকে এটা দেওয়া হবে, তার মৃত ভাইয়ের রক্তপণের বিনিময়ে।

١٥٩. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَهْمِ الصَّفِيِّ

১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মালে নবী ﷺ -এর পসন্দনীয় অংশ

٢٩٨١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيُّ اِنْ شَاءَ عَبْدًا وَاِنْ شَاءَ اَمَةً وَاِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ ·

২৯৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.).... 'আমির শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ -এর জন্য গনীমতের মালে নির্ধারিত অংশ ছিল, যাকে 'সাফী' বলা হতো। তিনি ﷺ খুমুস গ্রহণের আগে দাস, দাসী অথবা ঘোড়া হতে যা তাঁর পসন্দ হতো, তা নিয়ে নিতেন।

٢٩٨٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَّاَزْهَرُ قَالَ نَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ سَاَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يَضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُلَهُ رَاْسٌ مِنَ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ .

২৯৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)...ইব্‌ন 'আওন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি মুহাম্মদের নিকট নবী ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত অংশ ও সাফী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ সাধারণ মুসলমানদের সাথে তাঁর ﷺ -ও একটা অংশ নির্ধারণ করা হতো, যদিও তিনি যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকতেন। আর সাফী হলো খুমুসের সেই বাছাই করা মাল, যা সবার আগে নবী ﷺ -এর জন্য নেওয়া হতো।

٢٩٨٣ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ نَا عُمَرُ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ سَعِيْدٍ يَعْنِيَ ابْنَ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَاْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذٰلِكَ السَّهْمِ وَكَانَ اِذَا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمٍ وَلَمْ يُخَيَّرْ .

২৯৮৩. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ সুলামী (র.)...কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, তখন তাঁর জন্য সাফী নির্ধারিত থাকতো। তিনি যেখান হতে ইচ্ছা করতেন, সেখান হতে পসন্দ মত গ্রহণ করতেন। বস্তুত সাফিয়্যা (রা.), (যাঁকে তিনি খায়বরের যুদ্ধের সময় পেয়েছিলেন), এ ধরনের অংশ ছিলেন। আর যখন তিনি নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না, তখনও তাঁর ﷺ নির্ধারিত অংশ আলাদা করা হতো ; কিন্তু সেটা তাঁর পসন্দ করা অংশ হতো না।

٢٩٨٤ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ .

২৯৮৪. নাসর ইব্‌ন 'আলী (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাফিয়্যা ছিলেন [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর] পসন্দ করা মালের অংশ।

٢٩٨٥ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ تَعَالَى الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ

صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا ․

২৯৮৫. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.),... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা খায়বর আক্রমণ করি। অতঃপর মহান আল্লাহ্ যখন এ দুর্গ জয় করিয়ে দেন, তখন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই-এর সৌন্দর্যের কথা তাঁর ﷺ নিকট বর্ণিত হয়। (এ যুদ্ধে) তার স্বামী নিহত হয়, যখন তিনি ছিলেন নববধূ মাত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে পসন্দ করেন। অতঃপর তিনি তাকে নিয়ে রওয়ানা হন, এমনকি যখন 'সাদ্দা-সাহ্‌বা' নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি হালাল[১] হয়ে যান। অতঃপর তিনি ﷺ তার সাথে সহবাস করেন।

٢٩٨٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ․

২৯৮৬. মুসাদ্দাদ (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাফিয়্যা প্রথমে দাহিয়া-কালবীর অংশে পড়েন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অংশভুক্ত হন।[২]

٢٩٨٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ نَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَقَعَ فِيْ سَهْمِ دِحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيْلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعَةِ اَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا اِلٰى اُمِّ سُلَيْمٍ تُصْنَعُهَا وَتُهَيِّئُهَا قَالَ حَمَّادٌ وَاحْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ فِيْ بَيْتِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ․

২৯৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খাল্লাদ বাহিলী (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দাহিয়া কালবীর ভাগে (খায়বরের যুদ্ধে) একজন সুশ্রী যুবতী আসে, যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতটি গোলামের বিনিময়ে খরিদ করেন। অতঃপর তিনি (দাহিয়া কালবী) ঐ দাসীকে উম্মু-সুলায়মের নিকট সোপর্দ করেন, যাতে তিনি তাকে গোসল করিয়ে সুন্দর বসন-ভূষণে [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য] সুসজ্জিত করে দেন।

রাবী হাম্মাদ বলেন ঃ আমার ধারণা, নবী ﷺ সাফিয়্যাকে ইদ্দতকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উম্মু-সুলায়মের নিকট অবস্থান করতে নির্দেশ দেন।

---

১. অর্থাৎ সাফিয়্যা-এর হায়েযের মুদ্দত শেষ হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দতও পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হালাল হন।

২. হযরত সাফিয়্যা ছিলেন কুরায়যা ও বনূ-নাযীর গোত্রের নেতার মেয়ে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) দাহিয়া কালবীকে অন্য দাসী প্রদান করে, নিজে সাফিয়্যাকে গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীর মর্যাদায় সমাসীন করেন।

٢٩٨٨ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جُمِعَ السَّبْيُ يَعْنِي بِخَيْبَرَ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ قَالَ يَعْقُوبُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا .

২৯৮৮. দাঊদ ইব্‌ন মু'আয (র)...আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বর যুদ্ধশেষে যখন যুদ্ধ-বন্দীদের একত্রিত করা হয়, তখন দাহিয়া-কালবী এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমাকে বন্দীদের থেকে একটা দাসী প্রদান করুন। তিনি ﷺ বলেন ঃ যাও একজন দাসী নিয়ে যাও। তখন তিনি সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে নিয়ে যান। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি কি সাফিয়্যাকে দাহিয়া-কালবীকে প্রদান করলেন?

রাবী ইয়াকূব বলেন ঃ সাফিয়্যা বিনত হুয়াই ছিলেন কুরায়যা ও নযীর গোত্রের সর্দার কন্যা, তিনি তো আপনারই যোগ্য। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ দাহিয়াকে তাকে (সাফিয়্যা) সহ ডেকে আন। অতঃপর নবী ﷺ তাকে দেখে দাহিয়াকে বলেন ঃ তুমি এর বদলে বন্দীদের মধ্য হতে অন্য যে কোন দাসী নিয়ে নাও। অবশেষে নবী ﷺ তাকে আযাদ করে দেন এবং তাঁকে বিবাহ করেন।

٢٩٨٩ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا قُرَّةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا بِالْمِرْبَدِ فَجَاءَ رَجُلٌ أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَحْمَرَ فَقُلْنَا كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَجَلْ قُلْنَا نَاوِلْنَا هٰذِهِ الْقِطْعَةَ الْأَدِيمَ الَّتِي فِي يَدِكَ فَنَاوَلَنَاهَا فَقَرَأْنَاهَا فَإِذَا فِيهَا مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَأَدَّيْتُمُ الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَهْمَ الصَّفِيِّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَقُلْنَا مَنْ كَتَبَ لَكَ هٰذَا الْكِتَابَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ..

২৯৮৯. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)....ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা মিরবাদ নামক স্থানে ছিলাম, তখন সেখানে এমন এক ব্যক্তি আসে, যার মাথার চুল

ছিল এলোমেলো এবং তার হাতে ছিল এক টুকরা লাল চামড়া। আমরা তাকে বলি ঃ মনে হয় তুমি জংগলের বাসিন্দা ? তখন সে বলে ঃ হাঁ। আমরা তাকে বলি ঃ তোমার হাতে যে লাল চামড়ার টুকরা আছে, তা আমাদের দিয়ে দাও। তখন সে তা আমাদের দিয়ে দেয়। ঐ চামড়ার উপর যা লেখা ছিল, আমরা তা পড়তে থাকি। তাতে লেখা ছিল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে বনূ যুহায়র ইব্ন আকয়াশ গোত্রের প্রতি-যদি তোমরা এরূপ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র রাসূল, তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আর তোমরা মালে গনীমতের খুমুস এবং নবী ﷺ -এর হিস্সা ও সাফী প্রদান করবে। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তায় থাকবে। তখন আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ তোমার কাছে এ ফরমান কে লিখে পাঠিয়েছে ? সে বলে ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, (এটি লিখে আমার কাছে পাঠিয়েছেন)।

١٦٠. بَابُ كَيْفَ كَانَ اِخْرَاجُ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা হতে ইয়াহূদীদের কিরূপে বের করা হয়েছিল

٢٩٩٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اِنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَحَدَ الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ ﷺ يُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَاَهْلُهَا اَخْلَاطٌ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْثَانَ وَالْيَهُوْدُ كَانُوْا يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ فَاَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ ﷺ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيْهِمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْاٰيَةَ فَلَمَّا اَبٰى كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ اَنْ يَنْزِعَ عَنْ اَذَى النَّبِيِّ ﷺ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ اَنْ يَبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُوْنَهُ فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ فَلَمَّا قَتَلُوْهُ فَزِعَتِ الْيَهُوْدُ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ فَذَكَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِيْ كَانَ يَقُوْلُ وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى اَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُوْنَ اِلٰى مَا فِيْهِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً صَحِيْفَةً .

২৯৯০. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস (র.)....কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি **ছিলেন ঐ তিনজনের** একজন যাঁর তাওবা (তাবূকের যুদ্ধের পর) কবূল করা হয়। কা'ব ইব্ন

আশরাফ নবী ﷺ সম্পর্কে ব্যংগাত্মক কবিতা রচনা করত এবং কাফির কুরায়শদের তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করত। নবী ﷺ যখন মদীনায় আসেন, তখন সেখানে সব ধরনের লোকের বসবাস ছিল, যেমন ঃ কিছু ছিল মুসলমান, কিছু ছিল মূর্তি-পূজারী মুশরিক এবং কিছু ছিল ইয়াহূদী, যারা নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের খুবই কষ্ট দিত। তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর সবর করার জন্য এবং ক্ষমা করার জন্য হুকুম নাযিল করেন। তখন তাদের শানে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْاٰيَةَ

অর্থাৎ "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হতে বহু কষ্টদায়ক কথাবার্তা শ্রবণ করবে।"

এরপর যখন কা'ব ইব্ন আশরাফ নবী ﷺ সম্পর্কে ব্যংগ ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা হতে বিরত থাকতে অস্বীকার করে, তখন নবী ﷺ সা'দ ইব্ন মু'আয (রা.)-কে, তাকে হত্যা করার জন্য একটি দল পাঠাবার জন্য নির্দেশ দেন। যিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রাবী কা'ব (রা.) তার (কা'ব ইব্ন আশরাফের) হত্যার কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঃ

অবশেষে প্রেরিত বাহিনী যখন কা'ব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করে, তখন ইয়াহূদী ও মুশরিকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সকাল বেলা নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয় এবং তারা বলে ঃ রাত্রিতে কেউ আক্রমণ করে আমাদের নেতাকে হত্যা করে ফেলেছে। তখন নবী ﷺ কা'ব ইব্ন আশরাফের হিজু বা ব্যংগ-বিদ্রূপ করার কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করেন। এরপর নবী ﷺ তাদের নিকট হতে এমন একটি অংগীকার-পত্র লিখে নিতে বলেন, যাতে দু'পক্ষের কেউ কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে। অতঃপর নবী ﷺ নিজের, তাদের ও সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হতে একটি ইকরারনামা বা অংগীকার-পত্র লিখিয়ে দেন।

٢٩٩١ . حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْاَيَامِىْ نَا يُوْنُسُ يَعْنِىْ بْنَ بُكَيْرٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ الْيَهُوْدَ فِىْ سُوْقِ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدٍ اَسْلِمُوْا قَبْلَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلَ مَا اَصَابَ قُرَيْشًا قَالُوْا يَا مُحَمَّدُ لاَ يَغُرَّنَّكَ مِنْ نَفْسِكَ اَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا اَغْمَارًا لاَ يَعْرِفُوْنَ الْقِتَالَ اَنَّكَ لَوْقَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ اَنَّا نَحْنُ النَّاسُ وَاَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ قَرَاَ مُصَرِّفُ اِلٰى قَوْلِهٖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِبَدْرٍ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ ٠

২৯৯১. মুসাররিফ ইব্‌ন 'আমর আয়ামী (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর যুদ্ধে কুরায়শদের উপর বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তিনি বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহূদীদের একত্রিত করে বলেন ঃ ওহে ইয়াহূদীরা! তোমরা এর আগে মুসলমান হয়ে যাও যে, তোমাদের উপর এরূপ মুসীবত আসে, যেরূপ কুরায়শদের উপর এসেছে। তখন তারা বলে ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি এতে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, তুমি কুরায়শদের কয়েকজন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। যদি তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে, তবে বুঝতে পারতে আমরা কিরূপ মানুষ বা যোদ্ধা। আর তুমি আমাদের মত (বীর যোদ্ধা) কাউকে পাবে না। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ

অর্থাৎ "আপনি তাদের বলুন, যারা কুফরী করেছে, অচিরেই তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদের জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর তা হলো অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল।"
রাবী মুসাররিফ আয়াতের এ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন ঃ

فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "একটি দল যুদ্ধ করেছিল আল্লাহর রাস্তায়," আর তা হলো "বদর প্রান্তর" এবং "আর অন্য দলটি ছিল কাফির (অর্থাৎ মক্কার কুরায়শরা)।

٢٩٩٢. حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو نَا يُوْنُسُ قَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ مَوْلٰى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ بِنْتُ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهَا مُحَيِّصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدَ فَاقْتُلُوْهُ فَوَثَبَ مُحَيِّصَةُ عَلٰى شُبَيْبَةَ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ يَهُوْدَ كَانَ يُلَابِسُهُمْ فَقَتَلَهُ وَكَانَ حُوَيِّصَةُ اِذْ ذَاكَ لَمْ يُسْلِمْ وَكَانَ اَسَنَّ مِنْ مُحَيِّصَةَ فَلَمَّا قَتَلَهُ جَعَلَ حُوَيِّصَةُ يَضْرِبُهُ وَيَقُوْلُ اَيْ عَدُوَّ اللّٰهِ اَمَا وَاللّٰهِ لَرُبَّ شَحْمٍ فِيْ بَطْنِكَ مِنْ مَالِهِ.

২৯৯২. মুসাররিফ ইব্‌ন 'আমর (র.)...মুহায়্যাসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন যে, তোমরা ইয়াহূদীদের যে কেউকে কব্জার মাঝে পাবে, তাকে হত্যা করবে। তখন মুহায়্যাসা (রা.) শুবায়বা নামক জনৈক ইয়াহূদী ব্যবসায়ীর উপর হামলা করেন এবং তাকে হত্যা করে ফেলেন। এ সময়েও মুহায়্যাসার সাথে ইয়াহূদীদের মেলামেশা ছিল। (যখন তিনি শুবায়বাকে হত্যা করেন), তখন হুওয়ায়সা, যিনি তখনও ইসলাম কবূল করেননি এবং মুহায়্যাসার বড় ভাই ছিলেন, তিনি যখন ঐ ইয়াহূদীকে হত্যা করেন, তখন হুওয়ায়সা তাকে (মুহায়্যাসাকে) মারপিট করেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহর শপথ! তোমার পেটের চর্বি তো তার মাল দিয়ে তৈরী।

٢٩٩٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدٍ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدٍ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَاأَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ اُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاَنِّي اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَّجَدَ مِنْكُمْ شَيْئًا بِمَا لِهِ فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ .

২৯৯৩. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ ইয়াহূদীদের সাথে মুকাবিলার জন্য বের হও। তখন আমরা তাঁর সংগে বের হয়ে ইয়াহূদীদের নিকট পৌছাই। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে দাঁড়িয়ে ইয়াহূদীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ হে ইয়াহূদীদের দল ! তোমরা ইসলাম কবূল কর, যাতে শান্তিতে থাকতে পার। তখন তারা বলে ঃ হে আবুল কাসিম ! তুমি তো পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার তাদের বলেন ঃ তোমরা ইসলাম কবূল কর, শান্তিতে বসবাস কর। তখন তারা আবার বলে ঃ তুমি তো বাণী পৌছিয়ে দিয়েছ, হে আবুল কাসিম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি তো এটাই চাচ্ছিলাম। অতঃপর তিনি তৃতীয় বার তাদের বলেন ঃ তোমরা ভাল করে জেনে রাখ, এ যমীন আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের। আমি তোমাদের এ যমীন (স্থান) হতে বের করে দিতে চাই। কাজেই তোমাদের যার তার মালের প্রতি মহব্বত আছে, সে যেন তা বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রাখ, এ যমীন আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের।

١٦١. بَابُ فِيْ خَبَرِ النَّضِيْرِ

১৬১. অনুচ্ছেদ ঃ বনূ নযীরের ঘটনা সম্পর্কে

٢٩٩٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوْا اِلَى ابْنِ اُبَيٍّ وَّمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْاَوْثَانَ مِنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ اِنَّكُمْ اٰوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَاِنَّا نُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ

اَوْلَنَسِيْرَنَّ اِلَيْكُمْ بِاَجْمَعِنَا حَتّٰى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيْحَ نِسَائَكُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ وَّمَنْ كَانَ مَعَهٗ مِنْ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ اجْتَمَعُوْا الْقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُمْ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ وَعِيْدُ قُرَيْشٍ مِّنْكُمُ الْمَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيْدُكُمْ بِاَكْثَرَ مِمَّا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَكِيْدُوْا بِهٖ اَنْفُسَكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا اَبْنَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ فَلَمَّا سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ تَفَرَّقُوْا فَبَلَغَ ذٰلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ اِلَى الْيَهُوْدِ اِنَّكُمْ اَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُوْنِ وَاِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا اَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَلَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خِدَامِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ وَّهِيَ الْخَلَاخِيْلُ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيَّ ﷺ اَجْمَعَتْ بَنُوْ النَّضِيْرِ بِالْغَدْرِ فَاَرْسَلُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اُخْرُجْ اِلَيْنَا فِيْ ثَلَاثِيْنَ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاثُوْنَ حَبْرًا حَتّٰى نَلْتَقِيَ بِمَكَانِ الْمَنْصَفِ فَيَسْمَعُوْا مِنْكَ فَاِنْ صَدَّقُوْكَ وَاٰمَنُوْا بِكَ اٰمَنَّا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَتَائِبَ فَحَصَرَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ وَاللّٰهِ لَاتَامَنُوْنَ عِنْدِيْ اِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُوْنِيْ عَلَيْهِ فَاَبَوْا اَنْ يُّعْطُوْهُ عَهْدًا فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ غَدَا الْغَدَ عَلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِيْ النَّضِيْرِ وَدَعَاهُمْ اِلٰى اَنْ يُّعَاهِدُوْهُ فَعَاهَدُوْهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا عَلٰى بَنِي النَّضِيْرِ بِالْكَتَائِبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتّٰى نَزَلُوْا عَلَى الْجَلَاءِ فَجَلَتْ بَنُوْا النَّضِيْرِ وَاحْتَمَلُوْا مَا اَقَلَّتْ الْاِبِلُ مِنْ اَمْتِعَتِهِمْ وَاَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَخَشَبِهَا فَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيْرِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهَا وَخَصَّهٗ بِهَا قَالَ تَعَالٰى وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ يَّقُوْلُ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَاَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ اَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَّمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَا ذَوِيْ حَاجَةٍ لَمْ يُقَسِّمْ لِاَحَدٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ غَيْرَهُمَا وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِيْ فِيْ اَيْدِيْ بَنِيْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا .

২৯৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন সুফয়ান (র.)... আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরায়শ কাফিররা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই

এবং তার মূর্তি-পূজক সাথীদের, যারা আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক, এ মর্মে পত্র লেখে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদর যুদ্ধের আগে মদীনায় অবস্থান করছিলেন ঃ তোমরা আমাদের সাথী (মুহাম্মদ)-কে জায়গা দিয়েছ। এ জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, হয়তো তাঁর সাথে যুদ্ধ কর, নয়তো তাঁকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব এবং তোমাদের স্ত্রীদের আমাদের দখলে আনব। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই এবং তার মূর্তিপূজারী সাথীরা এ খবর পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছবার পর তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন ঃ তোমরা কুরায়শদের নিকট হতে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী চিঠি পেয়েছ, কিন্তু তা তোমাদের জন্য এত মারাত্মক নয়, যত না ক্ষতি তোমরা নিজেরা নিজেদের করবে। কেননা, তোমরা তো তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প করছ। তারা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এরূপ কথা শুনলো, তখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। এ খবর কুরায়শ কাফিরদের কাছে পৌঁছলে তারা বদর যুদ্ধের পর ইয়াহূদীদের নিকট লিখলো ঃ তোমরা ঘরবাড়ী ও দুর্গের অধিকারী। কাজেই তোমাদের উচিত আমাদের সাথী [মুহাম্মদ ﷺ]-এর সাথে যুদ্ধ করা। অন্যথায় আমরা তোমাদের সাথে এরূপ করব, সেরূপ করব। আর আমাদের ও তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না।[১]

যখন নবী ﷺ সম্পর্কে তারা এরূপ চিঠি পেল, তখন বনূ নযীরের ইয়াহূদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো এবং তারা নবী ﷺ -কে এ মর্মে অবহিত করে যে, আপনি আপনার সাথীদের থেকে ত্রিশজন নিয়ে আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের ত্রিশজন আলিম আপনার সংগে এক আলাদা স্থানে দেখা করবে। তারা আপনার কথা শুনবে, যদি তারা আপনার উপর ঈমান আনে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। পরদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের উপর হামলা করেন এবং তাদের অবরোধ করে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যতক্ষণ অংগীকার না করবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নই। তখন তারা (ইয়াহূদীরা) অংগীকার করতে অস্বীকার করে। ফলে তিনি ﷺ সেদিন তাদের সাথে দিনভর যুদ্ধে রত থাকেন। পরদিন তিনি ﷺ বনূ নযীরকে বাদ দিয়ে বনূ কুরায়যার উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের অংগীকারাবদ্ধ হতে বলেন। ফলে তারা তাঁর ﷺ সংগে অংগীকারাবদ্ধ হয়। তখন তিনি ﷺ তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় বনূ নযীরকে অবরোধ করেন এবং তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করেন, যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

বনূ নযীরের লোকেরা তাদের উটের পিঠে ঘরের দরজা, চৌকাঠ ইত্যাদি যে পরিমাণ মালামাল নেওয়া সম্ভব ছিল, তা নিয়ে যায়। এবার বনূ নযীরের খেজুরের বাগান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অধিকারে আসে, যা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে প্রদান করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ ۔

১। অর্থাৎ আমরা তোমাদের হত্যা করব এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের মালিক হয়ে যাব।

অর্থাৎ "আল্লাহ্ কাফিরদের মাল হতে যে সম্পদ তাঁর রাসূলকে প্রদান করেন, তা হাসিলের জন্য তোমরা তোমাদের ঘোড়া অথবা উট হাঁকাও নি", অর্থাৎ ঐ সম্পদ বিনা যুদ্ধে হাসিল হয়। অতঃপর নবী ﷺ ঐ মালের অধিকাংশই মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং অভাবগ্রস্ত দু'জন আনসারকে তা হতে অংশ প্রদান করেন। এ দু'জন ছাড়া অন্য আনসার সাহাবীদের মাঝে এ মাল বিতরণ করা হয়নি। অবশিষ্ট মাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য সাদকা স্বরূপ ছিল, যা বনূ ফাতিমার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

٢٩٩٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ يَهُوْدَ النَّضِيْرِ وَقُرَيْضَةَ حَارَ بُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَنِى النَّضِيْرِ وَاَقَرَّقُرَ يظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقُتِلَ رِجَالُهُمْ وَقُسِمَ نِسَاءُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاٰمَنَهُمْ وَاَسْلَمُوْا وَاَجْلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ قَوْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَّيَهُوْدَ بَنِىْ حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِىٍّ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ .

২৯৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন ফারিস (র.)...ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। বনূ নযীর ও বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ নযীরকে (দেশ হতে) বের করে দেন এবং বনূ কুরায়যার লোকেরা, যারা তাদের অংগীকার পূর্ণ করেছিল, তারা তাদের স্বস্থানে অবস্থিত ছিল। অবশেষে বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয় এবং তাদের স্ত্রী, মালামাল ও সন্তানদের মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে সাক্ষাত করলে, তিনি তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং পরে তারা ইসলাম কবূল করে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ কায়নুকার ইয়াহূদী, যারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের গোত্রের লোক ছিল, তাছাড়া বনূ হারিছার ইয়াহূদী এবং অন্যান্য যে ইয়াহূদীরা মদীনায় বসবাস করতো, সকলকে মদীনা হতে বের করে দেন।

١٦٢ . بَابُ مَا جَاءَ فِىْ حُكْمِ اَرْضِ خَيْبَرَ

১৬২, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বরের যমীনের হুকুম সম্পর্কে

٢٩٩٤ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَحْسِبُهُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَاتَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ فَغَلَبَ عَلَى الْاَرْضِ وَالنَّخْلِ وَاَلْجَاَهُمْ اِلٰى قَصْرِهِمْ فَصَالَحُوْهُ عَلٰى اَنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ

وَالْحَلَقَةَ وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلٰى اَنْ لاَّ يَكْتُمُوْا وَلاَ يُغَيِّبُوْ شَيْـئًا فَاِنْ فَعَلُوْا فَلاَ ذِمَّةَ لَهُمْ وَلاَ عَهْدَ فَغَيَّبُوْا مَسْكًا لِّحُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ كَانَ اَحْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِى النَّضِيْرِ حِيْنَ اُجْلِيَتِ النَّضِيْرُ فِيْهِ حُلِيُّهُمْ وَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِسَعْيَةَ اَيْنَ مَسْكُ حُيَيِ بْنِ اَخْطَبَ قَالَ اَذْهَبَتْهُ الْحُرُوْبُ وَالنَّفَقَاتُ فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فَقَتَلَ ابْنَ اَبِى الْحَقِيْقِ وَسَبَا نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيْهِمْ وَاَرَادَ اَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلُ فِىْ هٰذِهِ الْاَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ مَابَدَالَكَ وَلَكُمُ الشَّطْرُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يُعْطِىْ كُلَّ اَمْرَاَةٍ مِنْ نِّسَائِهِ ثَمَانِيْنَ وَسَقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِيْنَ وَسَقًا مِّنْ شَعِيْرٍ .

২৯৯৬। হারূন ইব্ন যায়দ ইব্ন আবূ যারকা (র.)... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করেন এবং তাদের খেজুর বাগান ও যমীনের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং তাদেরকে তাদের গৃহে অবরোধ করেন। তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে এ শর্তে সন্ধি করে যে, সোনা, রূপা এবং যাবতীয় হাতিয়ার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধিকারে থাকবে এবং অবশিষ্ট মালামাল হতে তাদের উট যা বহন করতে পারবে, তা তারা নিয়ে যাবে। কিন্তু তা এ শর্তে যে, তারা কিছুই গোপন করবে না এবং সরিয়েও রাখবে না। আর যদি তারা এরূপ করে, তবে মুসলমানদের পক্ষ হতে কোনরূপ যিম্মাদারী অথবা অংগীকার (কার্যকর) থাকবে না। এ সময় তারা হুয়াই ইব্ন আখ্তাবের (স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ) চামড়ার থলি গায়েব করে দেয়, যে খায়বরের যুদ্ধের আগে নিহত হয়েছিল। আর সে বনূ নযীরের দেশ ত্যাগের সময় তাদের বহু গহনা-পত্র আত্মসাৎ করেছিল।
রাবী বলেনঃ নবী ﷺ সা'ইয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "হুয়াই ইব্ন আখ্তাবের থলি কোথায়? সে বলে ঃ তা যুদ্ধে খরচ হয়ে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সাহাবীরা ঐ থলি পেয়ে যান। তখন তিনি ﷺ ইব্ন আবূ হাকীককে (ইয়াহূদী) হত্যা করে তার স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করেন এবং তাদের দেশ হতে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তারা বলে ঃ হে মুহাম্মদ ! আমাদের এখানে বসবাসের অনুমতি দিন। আমরা এ যমীনের উপর পরিশ্রম করে উপার্জন করব এবং এর অর্ধেক আমাদের এবং বাকী অর্ধেক আপনার। আর রাসূলুল্লাহ্ (স,) (খায়বরের এ সম্পদ হতে) তাঁর সব স্ত্রীদের আলাদাভাবে আশি ওসাক খেজুর এবং বিশ ওসাক যব প্রদান করতেন।[১]

٢٩٩٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ

১। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রত্যেক বিবি এক বছরের খরচের জন্য এরূপ বরাদ্দ পেতেন।

اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَنْ نُخْرِجَهُمْ اِذَا شِئْنَا وَمَنْ كَانَ لَهٗ مَالٌ فَلْيَلْحَقْ بِهٖ فَاِنِّىْ مُخْرِجٌ يَهُوْدَ فَاَخْرَجَهُمْ ٠

২৯৯৭. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)..."আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা 'উমার (রা.) বলেন ঃ হে জনগণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের ইয়াহূদীদের সাথে এরূপ চুক্তি করেন যে, আমরা যখনই ইচ্ছা করব, তখনই তাদের বের করে দেব। কাজেই যদি কারও ধন-সম্পদ তাদের কাছে থাকে, তবে সে যেন তা নিয়ে নেয়। কেননা, আমি ইয়াহূদীদের দেশ হতে বের করে দেব। অবশেষে তিনি ﷺ তাদের বের করে দেন।

٢٩٩٨ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرَ سَأَلَتْ يَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقِرَّهُمْ عَلٰى اَنْ يَعْمَلُوْا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقِرُّكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فِيْهَا مَا شِئْنَا فَكَانُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَكَانَ التَّمْرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَاْخُذُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخُمُسَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعَمَ كُلَّ امْرَاَةٍ مِنْ اَزْوَاجِهٖ مِنَ الْخُمُسِ مِائَةَ وَسَقٍ تَمْرًا وَعِشْرِيْنَ وَسَقًا مِنْ شَعِيْرٍ فَلَمَّا اَرَادَ عُمَرُ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ اَرْسَلَ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُنَّ مَنْ اَحَبَّ مِنْكُنَّ اَنْ اُقْسِمَ لَهَا نَخْلاً بِخَرْصِهَا مِائَةَ وَسَقٍ فَيَكُوْنُ لَهَا اَصْلُهَا وَاَرْضُهَا وَمَاؤُهَا وَمِنَ الزَّرْعِ مَزْرَعَةَ خَرْصٍ عِشْرِيْنَ وَسَقًا فَعَلْنَا وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ نَعْزِلَ الَّذِىْ لَهَا فِى الْخُمُسِ كَمَا هُوَ فَعَلْنَا ٠

২৯৯৮. সুলায়মান ইব্ন দাউদ মাহ্রী (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন খায়বর বিজয় হয়, তখন ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ মর্মে দরখাস্ত পেশ করে যে, "আপনি আমাদের এ শর্তে এখানে বসবাসের অনুমতি দিন, যা আমরা উপার্জন করব, আপনি তার অর্ধেক পাবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাদের এখানে এ শর্তে বসবাসের অনুমতি দিচ্ছি যে, আমরা যখনই চাব, তখনই তোমাদের বহিষ্কার করতে পারব। পরে তারা এ শর্ত অনুযায়ী সেখানে বসবাস করতে থাকে। খায়বরের খেজুর দু'ভাগে বিভক্ত হতো এবং খুমুস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গ্রহণ করতেন। আর খুমুস হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সব বিবিকে একশত ওসাক খেজুর এবং বিশ ওসাক যব প্রদান করতেন।

অবশেষে 'উমার (রা.) যখন ইয়াহূদীদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তিনি নবী ﷺ -এর বিবিদের কাছে এ মর্মে খবর পাঠান যে, আপনারা যে কেউ চাইলে, আমি তাঁকে এতগুলি খেজুর গাছ দেব, যা থেকে একশত ওসাক খেজুর পাওয়া যাবে এবং ঐ গাছ ও যমীন আপনাদের

মালিকানায় থাকবে এবং তার পানিও এর শামিল থাকবে। একই রূপে কৃষিক্ষেত্র হতে এ পরিমাণ যমীন দেব, যা থেকে বিশ ওসাক পরিমাণ যব উৎপন্ন হবে। আর আপনাদের থেকে যদি কেউ চান যে, আমি খুমুস হতে আপনাদের অংশ দেই, তবে আমি তা দেব।

٢٩٩٩ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَنَا يَعْقُوبُ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَاَصَبْنَا هَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْىُ .

২৯৯৯. দাউদ ইব্‌ন মু'আয (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের উপর যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আমরা যুদ্ধ করে তা জয় করি। অবশেষে বন্দীদের একত্রিত করা হয় (যাতে মুসলমানদের মাঝে তা সহজে বন্টন করা যায়)।

٣٠٠٠ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانُ الْمُؤَذِّنُ نَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى نَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا .

৩০০০. রাবী' ইব্‌ন সুলায়মান মুআয্‌যিন (র.)...সাহ্‌ল ইব্‌ন আবী হাছমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত সমস্ত মালামাল দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যার একাংশ তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য গ্রহণ করেন এবং বাকী অংশটি আঠার ভাগে বিভক্ত করে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন।

٣٠٠١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِىُّ نَا اَبُوْا خَالِدٍ يَعْنِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلٰى سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَعَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ الْوَطِيْحَةُ وَالْكُتَيْبَةُ وَمَا اُجِيْزَ مَعَهُمَا وَعَزَلَ نِصْفَ الْاٰخَرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الشَّقُّ وَالنَّطَاةُ وَمَا اُجِيْزَ مَعَهُمَا وَكَانَ سَهْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا اُجِيْزَ مَعَهُمَا .

৩০০১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ কিন্‌দী (র.)... বশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন খায়বরকে তাঁর নবী ﷺ -এর জন্য গনীমত হিসাবে প্রদান করেন, তখন তিনি তাকে ৩৬ ভাগে বিভক্ত করেন। এর প্রত্যেক ভাগে একশো অংশ ছিল। এর অর্ধেক

অংশ তিনি তাঁর নিজের প্রয়োজনের জন্য রাখেন–যার মাঝে অতীহা ও কুতায়বা নামক দুটি গ্রাম ছিল আর এর সংলগ্ন অন্যান্য সম্পদও। আর বাকী অর্ধাংশ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন, যার মাঝে শাক ও নাতা নামক দু'টি গ্রাম ছিল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পদও। আর নবী ﷺ -এর অংশ এ'দু'টি ভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

٣٠٠٢ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيْ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهْمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِيْنَ لِمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الْأُمُوْرِ وَالنَّوَائِبِ .

৩০০২. হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আসওয়াদ (র.)... বাশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর কয়েক জন সাহাবী থেকে শুনেছেন। তাঁরা এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন ঃ খায়বরে প্রাপ্ত অর্ধেক মালে সমস্ত মুসলমানের অংশ ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এরও হিস্‌সা ছিল। আর বাকী যে অর্ধেক মাল ছিল, তা মুসলমানদের বিশেষ প্রয়োজনে (বিপদাপদ, যুদ্ধ ইত্যাদি) রাখা হতো।

٣٠٠٣ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلٰى سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ سَهْمٍ فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ النِّصْفُ مِنْ ذٰلِكَ وَعَزَلَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِمَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْوُفُوْدِ وَالْأُمُوْرِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ .

৩০০৩. হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী (র.)...বাশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা.), যিনি একজন আনসার সাহাবীর গোলাম ছিলেন, তিনি নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বর জয় করেন, তখন তিনি (সেখানে প্রাপ্ত মালকে) ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি প্রত্যেক অংশকে একশত ভাগে বন্টন করেন। এর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলমানদের জন্য অর্ধেক মাল রাখা হয়, আর বাকী অর্ধেক তাদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ করা হয়, যারা প্রতিনিধি দলের সাথে আসবে এবং মানুষের বিপদাপদ ও প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে।

٣٠٠٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ

قَسَّمَهَا سِتَّةً وَّثَلَاثِيْنَ سَهْمًا جَمْعًا فَعَزَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ الشَّطْرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا يَجْمَعُ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةً النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ اَحَدِهِمْ وَعَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَّهُوَ الشَّطْرُ لِنَوَائِبِهٖ وَمَا يَنْزِلُ بِهٖ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ الْوَطِيْحُ وَالْكُتَيْبَةُ وَالسَّلَالِمُ وَتَوَابِعُهَا فَلَمَّا صَارَتِ الْاَمْوَالُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ يَكْفُوْنَهُمْ عَمَلَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْيَهُوْدَ فَعَامَلَهُمْ ۔

৩০০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন ইয়ামামী (র.)...বাশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, যখন আল্লাহ তাঁকে খায়বরকে মালে গনীমত হিসাবে প্রদান করেন, তখন তিনি এর সমস্ত মালামাল ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। এরপর তিনি মুসলমানদের জন্য আঠার ভাগ আলাদা করে রাখেন, যার প্রত্যেক ভাগে একশ ব্যক্তি ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় ছিলেন, অর্থাৎ তিনিও একটি অংশ পান, যেমন অন্য সাহাবীরা পেয়েছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আঠার অংশ, অর্থাৎ বাকী অর্ধাংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেন, যারা ছিল দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত এবং মুসলমানদের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য। এ অর্ধাংশে ওয়াতীহ, কুতায়বা ও সালালিম (খায়বরের কিছু গ্রামের নাম) ছিল এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পদও। অবশেষে খায়বরের সমস্ত মালামাল যখন নবী ﷺ ও মুসলমানদের করতলগত হয়, তখন এর তদারকির জন্য আর কোন কর্মচারী ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়াহূদীদের ডাকেন এবং তাদের এ শর্তে যমীন ভোগ করতে দেন যে, তারা এর দেখাশুনা করবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক তাঁকে দেবে।

٣٠٠٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ بْنَ مُجَمِّعٍ يَذْكُرُ لِيْ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ اَحَدَ الْقُرَّاءِ الَّذِيْنَ قَرَؤُا الْقُرْاٰنَ قَالَ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَّكَانَ الْجَيْشُ اَلْفًا وَّخَمْسَ مِائَةٍ فِيْهِمْ ثَلَاثُ مِائَةِ فَارِسٍ فَاَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَاَعْطَى الرَّجِلَ سَهْمًا ۔

৩০০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র.)... মুজাম্মি' ইব্‌ন ই'য়াকূব ইব্‌ন মুজাম্মি' ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতা ই'য়াকূব ইব্‌ন মুজাম্মি'কে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর চাচা আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর চাচা মুজাম্‌'মি ইব্‌ন জারিয়া আনসারী হতে, আর তিনি আল-কুরআনের কারীদের মাঝে একজন কারী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ খায়বরের ধন-সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের

মাঝে বন্টন করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একে আঠার ভাগে বিভক্ত করেন। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ-কারী সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাযার পাঁচ'শ, যার তিন'শ ছিল অশ্বারোহী, (এবং বাকী পদাতিক)। তিনি ﷺ অশ্বারোহী সৈন্যদের দু'অংশ এবং পদাতিক বাহিনীর প্রত্যেককে এক অংশ হিসাবে প্রদান করেন।

٣٠٠٦ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَجَلِيُّ نَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ اٰدَمَ نَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ وَّبَعْضِ وَلَدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالُوْا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِّنْ اَهْلِ خَيْبَرَ فَتَحَصَّنُوْا فَسَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّحْقِنَ دِمَاءَهُمْ وَيُسَيِّرَهُمْ فَفَعَلَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ اَهْلُ فَدَكَ فَنَزَلُوْا عَلٰى مِثْلِ ذٰلِكَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ .

৩০০৬. হুসায়ন ইব্ন 'আলী 'আজালী (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বকর এবং মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা.)-এর কোন এক ছেলে থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ খায়বর বিজয়ের পর সেখানে কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল, যারা দূর্গের মাঝে অন্তরীণ ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ মর্মে আবেদন করে যে, তিনি যেন তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে ছেড়ে দেন। তিনি ﷺ এ আবেদন গ্রহণ করেন। ফিদাকের অধিবাসীরা এ খবর জানতে পেরে, তারাও এ শর্তের উপর আত্মসমর্পণ করে। ফলে ফিদাকের মালামাল খাসভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রাপ্য হয়। কেননা, তা বিজয়ের জন্য ঘোড়া বা উট কিছুই দৌড়াতে হয়নি (অর্থাৎ কোন যুদ্ধ হয়নি)।

٣٠٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ افْتَتَحَ بَعْضَ خَيْبَرَ عَنْوَةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَّاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ خَيْبَرَ كَانَ بَعْضُهَا عَنْوَةً وَّ بَعْضُهَا صُلْحًا وَالْكُتَيْبَةُ اَكْثَرُهَا عَنْوَةً وَّفِيْهَا صُلْحٌ قُلْتُ لِمَالِكٍ وَّمَا الْكُتَيْبَةُ قَالَ اَرْضُ خَيْبَرَ وَهِيَ اَرْبَعُوْنَ اَلْفَ عَذْقٍ .

৩০০৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র.)...যুহরী থেকে বর্ণিত। সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা.) তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের কিছু অংশ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেন। আবূ দাউদ বলেন ঃ হারিছ ইব্ন মিসকীন হতে বর্ণিত, যার সাক্ষী আমি। ইব্ন ওয়াহাব তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন ঃ মালিক ইব্ন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খায়বরের কিছু অংশ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করা হয় এবং কিছু সন্ধির মাধ্যমে। কুতায়বা নামক স্থানটির অধিকাংশ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজিত হয় এবং কিছু সন্ধির দ্বারা। (রাবী বলেন,) আমি

মালিককে জিজ্ঞাসা করি ঃ কুতায়বা কি? তিনি বলেন ঃ তা হলো, খায়বরের একটা জায়গা, যেখানে চল্লিশ হাযার খেজুর গাছ আছে।

٣٠٠٨ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَ نِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ عَنْوَةً بَعْدَ الْقِتَالِ وَنَزَلَ مَنْ نَزَلَ مِنْ اَهْلِهَا عَلَى الْجَلاَءِ بَعْدَ الْقِتَالِ .

৩০০৮. ইব্‌ন সারহা (র.)...ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধ-বিগ্রহের পর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খায়বর জয় করেন। আর সেখান থেকে যারা বহিষ্কৃত হওয়ার জন্য বের হয়েছিল, তারা যুদ্ধের পর বেরিয়ে গিয়েছিল।

٣٠٠٩ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ خَمَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرَهَا عَلٰى مَنْ شَهِدَ هَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ اَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ .

৩০০৯. ইব্‌ন সারহা (র.)...ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের মাল হতে (যা গনীমত হিসাবে পান,) এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেন। এরপর বাকী সমস্ত মালামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে এবং হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দেন, যারা এ যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল।

٣٠١٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً اِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ .

৩০১০. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যদি পরবর্তীকালের মুসলমানদের কথা খেয়াল না করতাম, তবে আমি যে শহর জয় করতাম, তা ঐভাবে বন্টন করে দিতাম, যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের মালামাল বন্টন করে দিয়েছিলেন।

١٦٣. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ خَبَرِ مَكَّةَ

১৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা বিজয় সম্পর্কে

٣٠١١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ عَامَ الْفَتْحِ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِاَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَاَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ تُحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ فَلَوْجَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ ‏.

৩০১১. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট, যে বছর মক্কা বিজয় হয়েছিল, 'আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারবকে নিয়ে আসেন। তিনি মার্‌রা-যাহ্‌রান' নামক স্থানে ইসলাম কবূল করেন। তখন তাঁকে 'আব্বাস (রা.) বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আবূ সুফ্‌য়ান এমন এক ব্যক্তি, যে নেতৃত্বের গৌরব পসন্দ করে। কাজেই আপনি যদি তাঁর জন্য এরূপ কিছু করতেন (তবে ভাল হতো)। তিনি ﷺ বলেন ঃ আচ্ছা, যে ব্যক্তি আবূ সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সেও নিরাপদে থাকবে।[১]

٣٠١٢ ‏. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِىُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِى ابْنَ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بَعْضِ اَهْلِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ قَالَ الْعَبَّاسُ قُلْتُ وَاللّٰهِ لَئِنْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبْلَ اَنْ يَأْتُوْهُ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ اِنَّهُ لَهَلَاكُ قُرَيْشٍ فَجَلَسْتُ عَلٰى بَغْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَعَلِّىْ اَجِدُ ذَا حَاجَةٍ يَاتِىْ اَهْلَ مَكَّةَ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَخْرُجُوْا اِلَيْهِ فَيَسْتَأْمِنُوْهُ فَاِنِّى لَاَسِيْرُ اِذْ سَمِعْتُ كَلَامَ اَبِىْ سُفْيَانَ وَبُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَنْظَلَةَ فَعَرَفَ صَوْتِىْ قَالَ اَبُو الْفَضْلِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَالَكَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ قُلْتُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ قَالَ فَمَا الْحِيْلَةُ قَالَ فَرَكِبَ خَلْفِىْ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَوْتُ بِهٖ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ هٰذَا الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ اَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ اٰمِنٌ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ اِلٰى دُوْرِهِمْ وَاِلَى الْمَسْجِدِ ‏.

৩০১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আমর (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন (মক্কা বিজয়ের সময়) 'মাররা-যাহ্‌রান' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন আমার মনে

১। অর্থাৎ যারা যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সামনে আসবে না, বরং নিজেদের ঘরে বসে থাকবে, তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব না। তাদের জান-মাল পূর্ণ হিফাযতে থাকবে। মুসলিম বাহিনী তাদের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

হয়, আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের (কুরায়শদের) শান্তি প্রস্তাবের আগে, তাঁর বাহিনীসহ জোর পূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন, তবে সমস্ত কুরায়শ ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হই। এ সময় আমি এরূপ ধারণা করি যে, সম্ভবত আমার সংগে মক্কার কোন লোকের সাক্ষাত হয়ে যাবে। তখন আমি তাকে বলব ঃ সে যেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়, যাতে তারা তাঁর ﷺ নিকট হাযির হয়ে নিরাপত্তার আবেদন করতে পারে। আমি যখন এরূপ মনে করে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ আমি আবূ সুফয়ান ও বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকার কথোপকথন শুনতে পাই। তখন আমি বলি ঃ হে আবূ হানযালা ! (আবূ সুফ্য়ানের কুনিয়াত)! তখন সে আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলে ঃ আবূল ফযল নাকি ? [এটি হযরত 'আব্বাস (রা.)-এর কুনিয়াত]। তখন আমি বলি ঃ হাঁ। তখন সে বলে ঃ আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবানী হোক, অবশেষে ব্যাপার কি ? তখন আমি বলি ঃ এই তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং অন্যান্য লোকেরা। তখন সে (আবূ সুফয়ান) জিজ্ঞাসা করে ঃ এখন বাঁচার জন্য বাহানা কি ? তিনি (ইব্ন 'আব্বাস) বলেন ঃ তখন সে (আবূ সুফ্য়ান) আমার বাহনের পশ্চাতে আরোহণ করে এবং তাঁর সাথী (বুদায়ল) ফিরে যায়। পরদিন সকালে আমি তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হই। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ । আবূ সুফয়ান এমন এক ব্যক্তি যে নেতৃত্বের গৌরব পসন্দ করে। কাজেই তাঁর জন্য গৌরবজনক কিছু করুন। তিনি ﷺ বলেন ঃ ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবূ সুফয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে, সে-ও নিরাপদ, আর যে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে-ও নিরাপদ।

রাবী বলেন ঃ এ ঘোষণা শোনার পর লোকেরা তাদের ঘরে এবং মাসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে।

٣٠١٣ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى بْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقَيْلِ بْنِ مَعْقَلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَّهْبٍ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرًا هَلْ غَنِمُوْا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا قَالَ لاَ .

৩০১৩. হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র.)... ওয়াহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তারা (মুসলমানরা) কি মক্কা বিজয়ের দিন গনীমতের মাল পেয়েছিল ? তিনি বলেন ঃ না।

٣٠١٤ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سَرَّحَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَاَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَخَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ عَلَى الْخَيْلِ وَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اهْتِفْ بِالْاَنْصَارِ قَالَ اسْلُكُوْا هٰذَا الطَّرِيْقَ فَلاَيُشْرِفَنَّ لَكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ اَنَمْتُمُوْهُ فَنَادٰى مُنَادٍ لاَ قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ اٰمِنٌ وَّمَنْ اَلْقَى السَّلاَحَ فَهُوَ

أَمِنْ وَعَمَدَ صَنَادِيْرُ قُرَيْشٍ فَدَخَلُوْا الْكَعْبَةَ فَغَصَّ بِهِمْ وَطَافَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ اَخَذَ بِجَنْبَتِي الْبَابِ فَخَرَجُوْا فَبَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ ٠

৩০১৪. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)-কে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত অবস্থায় ছেড়ে দেন। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আবূ হুরায়রা! আনসারদের ডেকে বলে দাও, তারা যেন এ রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। আর যে কেউ (এ রাস্তায়) তোমাদের সম্মুখীন হবে, তাকে হত্যা করে ফেলবে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এরূপ ঘোষণা দেয় যে, আজকের দিনের পর আর কোন কুরায়শ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি তার অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবে, সে নিরাপদ। এ সময় কুরায়শ নেতারা কা'বা শরীফের মধ্যে (নিরাপত্তার আশায়) প্রবেশ করে, ফলে কা'বা শরীফ ভরে যায়। আর নবী ﷺ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন এবং মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি ﷺ কা'বা ঘরের দরজার চৌকাঠ ধরেন। তখন তারা (কুরায়শ নেতারা) বেরিয়ে আসে এবং নবী ﷺ -এর কাছে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করে।

١٦٤. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَبَرِ الطَّائِفِ

১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ তায়েফ বিজয় সম্পর্কে

٣٠١٥ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ عَقِيْلِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ سَاَلْتُ جَابِرًا عَنْ شَانِ ثَقِيْفٍ اِذْ بَايَعَتْ قَالَ اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنْ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلاَ جِهَادَ اَوْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ سَيَتَصَدَّقُوْنَ وَ يُجَاهِدُوْنَ اِذَا اَسْلَمُوْا ٠

৩০১৫. হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ (র.)...ওয়াহব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবির (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, যখন বনূ ছাকীফ বায়'আত করেছিল, তখন কি শর্ত করেছিল ? তিনি বলেন ঃ তারা এ শর্তের উপর নবী ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিল যে, তাদের উপর যাকাত দেওয়া এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করার দরকার হবে না।
অতঃপর তিনি [জাবির (রা.)] নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শোনেন ঃ অচিরেই তারা ইসলাম কবূলের পর যাকাত দেবে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে।

٣٠١٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ مَنْجُوْفٍ نَا اَبُوْدَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ لَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُوْنَ اَرَقَّ لِقُلُوْبِهِمْ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَيُحْشَرُوْا وَلاَ يُعْشَرُوْا وَلاَيُجَبُّوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَكُمْ اَ لاَ تُحْشَرُوْا وَلاَ تُعْشَرُوْا وَلاَ خَيْرَ فِيْ دِيْنٍ لَيْسَ فِيْهِ رُكُوْعٌ ۔

৩০১৬. আহমদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র.)...'আফ্‌ফান ইব্‌ন আবূল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখন ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাদের মাসজিদে অবস্থানের অনুমতি দেন, যাতে তাদের অন্তর নরম হয়। সে সময় তারা তাঁর ﷺ সংগে এরূপ শর্ত করে যে, তাদের জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং তাদের নিকট হতে 'উশর বা দশমাংশও গ্রহণ করা হবে না। আর না তাদের সালাতও আদায় করতে হবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এটা হতে পারে যে, এখন তোমাদের জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য বের করা হবে না, তোমাদের থেকে 'উশর নেওয়া হবে না। কিন্তু সেই দীনে কোন মংগল নেই, যাতে রুকূ নেই।

١٦٥. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حُكْمِ اَرْضِ الْيَمَنِ

১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়ামানের যমীনের হুকুম সম্পর্কে

٣٠١٧ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لِيْ هَمْدَانُ هَلْ اَنْتَ اٰتٍ هٰذَا الرَّجُلَ وَمُرْتَادٌ لَنَا فَاِنْ رَضِيْتَ لَنَا شَيْئًا قَبِلْنَاهُ وَاِنْ كَرِهْتَ شَيْئًا كَرِهْنَاهُ قُلْتُ نَعَمْ فَجِئْتُ حَتّٰى قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَضِيْتُ اَمْرَهُ وَاَسْلَمَ قَوْمِيْ وَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْكِتَابَ عَلٰى عُمَيْرٍ ذِيْ مَرَّانَ قَالَ وَبَعَثَ مَالِكُ بْنُ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيُّ اِلَى الْيَمَنِ جَمِيْعًا فَاَسْلَمَ عَكُّ ذُوْ خَيْوَانَ قَالَ فَقِيْلَ لِعَكٍّ انْطَلِقْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخُذْ مِنْهُ الْاَمَانَ عَلٰى قَرْيَتِكَ وَمَالِكَ فَقَدِمَ فَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعَكِّ ذِيْ خَيْوَانَ اِنْ كَانَ صَادِقًا فِيْ اَرْضِهِ وَمَالِهِ وَرَقِيْقِهِ فَلَهُ الْاَمَانُ وَذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ۔

৩০১৭. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.)....'আমির ইব্‌ন শাহ্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য) বের হন, তখন হামদান গোত্রের লোকেরা আমাকে বলে ঃ তুমি কি এ ব্যক্তির [মুহাম্মদ ﷺ] নিকট গমন করে আমাদের ব্যাপারে কথাবার্তা

বলবে ? যদি তুমি আমাদের সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারে রাযী হও, তবে আমরাও তা কবূল করব, আর যদি তুমি কোন কিছু অপসন্দ কর, তবে আমরাও তা অপসন্দ করব। আমি বলি ঃ হাঁ। অতঃপর আমি রওয়ানা হই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হই। আমি তাঁর কথাবার্তা পসন্দ করি এবং আমার কওমের লোকেরা ইসলাম কবূল করে নেয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ পত্রখানা উমায়র যূ-মাররানের নিকট প্রেরণ করেন।

রাবী বলেন ঃ এরপর তিনি ﷺ মালিক ইব্‌ন মুরারা রাহাবী (রা.)-কে সমস্ত ইয়ামনবাসীর নিকট (ইসলামের পয়গাম পৌঁছানের জন্য) প্রেরণ করেন। তখন 'আক্‌কু যূ-খায়ওয়ান নামক জনৈক ব্যক্তি ইসলাম কবূল করে। রাবী বলেন ঃ তখন 'আক্‌কু-কে বলা হয়, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট যাও এবং তাঁর নিকট হতে তোমার গ্রামবাসী ও তোমার মালের জন্য নিরাপত্তা চাও। তখন সে ব্যক্তি তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জন্য এ ফরমান লিখে দেন ঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এ ফরমান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে 'আক্‌কু যূ-খাওয়ানের জন্য। যদি সে (তার বক্তব্য) সত্যবাদী হয়, তবে তার জন্য নিরাপত্তা—তার যমীনে, মালে ও গোলামে এবং সে আল্লাহ্‌র যিম্মায় ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যিম্মায় থাকবে।" এ ফরমানটি লিখেছিলেন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন 'আস (রা.)।

٣٠١٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْقُرَيْشِيُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا فَرَجُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعِيْدٍ يَعْنِي ابْنَ اَبْيَضَ عَنْ جَدِّهِ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ كَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّدَقَةِ حِيْنَ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا اَخَا سَبَا لاَبُدَّ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ اِنَّمَا زَرْعُنَا الْقُطْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَبَدَّدَتْ سَبَأُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ اِلاَّ قَلِيْلٌ بِمَارِبَ فَصَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى سَبْعِيْنَ حُلَّةً مِنْ قِيْمَةِ وَفَاءِ بَزِّ الْمُعَافِرِ كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ سَبَأَ بِمَارِبَ فَلَمْ يَزَالُوْا يُؤَدُّوْنَهَا حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوْا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا صَالَحَ اَبْيَضُ ابْنَ حَمَّالٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحُلَلِ السَّبْعِيْنَ فَرَدَّ ذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى مَا وَضَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ بَكْرٍ انْتَقَضَ ذٰلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ .

৩০১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ কুরাশী ও হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (র.)...আবয়ায ইব্‌ন হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রতিনিধি দলের সাথে উপস্থিত থাকার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে সাদাকার ব্যাপারে কথাবার্তা বলেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হে সাবার ভ্রাতৃবৃন্দ! সাদাকা

দেওয়া তো একটা জরুরী ব্যাপার। তখন সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের উৎপাদিত শস্য তো কেবল তূলা। আর সাবা শহর তো এখন উজাড় হয়ে গেছে এবং তাদের মাত্র কয়েক ব্যক্তি সাবা শহরে মারিব নামক স্থানে বসবাস করছে। অবশেষে নবী ﷺ তাদের সাথে প্রতি বছর মুআফির নামক স্থানের তাঁতীদের তৈরী কাপড়ের সমদামের সত্তর জোড়া দামী কাপড় রাজস্ব খাতে আদায় করার চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যারা 'সাবা'-ওয়ালাদের থেকে 'মারিব' নামক স্থানে অবশিষ্ট ছিল। যা তারা 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত সব সময় আদায় করতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইনতিকালের পর সাদাকা আদায়কারী প্রতিনিধিগণ ঐ চুক্তি লংঘন করেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবয়ায ইব্‌ন হাম্মালের সাথে সত্তর জোড়া কাপড় গ্রহণের ব্যাপারে করেছিলেন। পরে আবূ বকর (রা.) ঐ নির্দেশ ঐরূপে রাখার হুকুম দেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুকুম করেছিলেন। অবশেষে আবূ বাকর (রা.) ইনতিকাল করার পর ঐ চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং নিয়মিত সাদাকা আদায় প্রথা চালু হয়।

١٦٦. بَابُ فِىْ اِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদীদের আরবভূমি হতে বহিষ্কার প্রসংগে

٣٠١٩ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرِنَا سُفْيٰنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَالِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْـرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَوْصٰى بِثَلٰثَـةٍ فَقَالَ اَخْـرِجُوْا الْـمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْـوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْ قَالَ فَاُنْسِيْتُهَا .

৩০১৯. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ (ইনতিকালের সময়) তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন। তিনি বলেন ঃ মুশরিকদের আরবভূমি হতে বের করে দেবে, তোমরা রাষ্ট্রদূতদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, যেমন আমি তাদের সাথে করে থাকি।
রাবী বলেন ঃ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে চুপ থাকেন, অথবা তিনি বলেন ঃ আমি তা ভুলে গিয়েছি।

٣٠٢٠ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْـدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَلَا اَتْرُكُ فِيْهَا اِلاَّ مُسْلِمًا .

৩০২০. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.)...'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছেন ঃ আমি ইয়াহূদ ও নাসারাদের অবশ্যই আরবভূমি হতে বের করে দেব এবং এখানে মুসলমান ছাড়া আর কেউ থাকবে না।

٣٠٢١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ ٠

৩০২১. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপই বলেছেন। তবে প্রথমে বর্ণিত হাদীছটি পরিপূর্ণ।

٣٠٢٢ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا جَرِيْرٌ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكُوْنُ قِبْلَتَانِ فِيْ بَلَدٍ وَاحِدٍ ٠

৩০২২. সুলায়মান ইব্ন দাঊদ 'আতকী (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একই শহরে দুটি কিব্লা হতে পারবে না।[১]

٣٠٢٣ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ يَعْنِيْ عَبْدَ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ سَعِيْدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جَزِيْرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِيْ اِلٰى اَقْصٰى الْيَمَنِ اِلٰى تُخُوْمِ الْعِرَاقِ اِلَى الْبَحْرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكَ اَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ عُمَرُ اَجْلاَ اَهْلَ نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْلُوْا مِنْ تَيْمَاءَ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ بِلاَدِ الْعَرَبِ فَاَمَّا الْوَادِيْ فَاِنِّيْ اَرٰى اِنَّمَا لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيْهَا مِنَ الْيَهُوْدِ اِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهَا مِنْ اَرْضِ الْعَرَبِ ٠

৩০২৩. মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র.)...সা'ঈদ অর্থাৎ ইব্ন আবদিল আযীয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আরবভূমি 'ওয়াদী-কুররা' হতে ইয়ামনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইরাক হতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ হারিছ ইব্ন মিসকীনের নিকট এরূপ পড়া হয়েছিল, যখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম যে, মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। 'উমার (রা.) নাজরানবাসীদের বহিষ্কার করেছিলেন, তবে তিনি তাদেরকে তায়মা থেকে বহিষ্কার করে নি। কেননা, তা আরবভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর 'ওয়াদী-কুররা'র ইয়াহূদীদের এ জন্য বহিষ্কার করা হয়নি, আমার ধারণায়, তাঁরা 'ওয়াদী-কুর্রাকে' আরবভূমি হিসাবে মনে করেননি।

٣٠٢٤ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَ قَدْ اَجْلَا عُمَرُ يَهُوْدَ نَجْرَانَ وَفِدَكَ ٠

---

১. একটি মুসলমানদের কিব্লা এবং অপরটি ইয়াহূদ বা নাসারাদের কিবলা।

৩০২৪. ইব্‌ন সারাহ (র.)...মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। 'উমার (রা.) নাজরান এবং ফিদাকের ইয়াহূদীদের বের করে দিয়েছিলেন।

١٦٧. بَابُ فِيْ اِيْقَافِ اَرْضِ السَّوَادِ وَاَرْضِ الْعَنْوَةِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরের দেশে যুদ্ধে প্রাপ্ত যমীন মুসলমানদের অধিকারে আসা সম্পর্কে

٣٠٢٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيْزَهَا وَدِرْهَمَهَا وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِيْنَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ اَرْدَبَهَا وَدِيْنَارَهَا ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلٰى ذٰلِكَ لَحْمُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ ٠

৩০২৫. আহমদ ইব্‌ন ইয়ূনুস (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (এমন এক সময় আসবে) যখন ইরাকবাসীরা তাদের যমীন ও তার উৎপাদিত ফসল—কাফীয ও দিরহাম হতে বঞ্চিত হবে (অর্থাৎ এ সব সেখানকার অধিবাসীরা পাবে না, বরং তোমরা এ সবের মালিক হবে)। আর শামবাসীরা তাদের যমীন ও উৎপাদিত ফসল ও অর্থ—মুদ এবং স্বর্ণমুদ্রা হতে বঞ্চিত হবে এবং মিসরবাসীরা তাদের যমীন ও উৎপাদিত দ্রব্য ও অর্থ—আরদাব ও দীনার হতে বঞ্চিত হবে (অর্থাৎ তোমরাই এ সবের মালিক ও অধিকারী হবে)। এরপর তোমরা সেখানে ফিরে যাবে, যেখানে তোমরা প্রথমে ছিলে (অর্থাৎ ধন-দওলত তোমাদের হাতছাড়া হয়ে পুনরায় কাফিরদের হাতে চলে যাবে)।
রাবী যুহায়র তিনবার এরূপ উক্তি করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.)-এর গোশত এবং রক্ত এর সাক্ষী আছে।

٣٠٢٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَاحَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا وَاَقَمْتُمْ فِيْهَا فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا وَاَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ٠

৩০২৬. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে গ্রামে গিয়ে তোমরা বসবাস করবে এবং যেখানেই তোমরা যাবে, তার অংশ তোমাদের হয়ে যাবে। আর যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয়ই তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। উক্ত অংশ বের করার পর বাকী অংশ তোমাদের হবে।

١٦٨. بَابُ فِىْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ

১৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ জিযিয়া কর নেওয়া সম্পর্কে

٣٠٢٧ . حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُثْمَانَ ابْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلٰى اُكَيْدِ رِدَوْمَةَ فَاَخَذُوْهُ فَاَتَوهُ بِهٖ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ ٠

৩০২৭. 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল 'আযীম (র.)....'উছমান ইব্ন আবী সুলায়মান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)-কে দুমার[১] শাসক উকায়দারের নিকট প্রেরণ করেন। তখন খালিদ ও তাঁর সংগীরা তাঁকে গেরেফতার করে তাঁর ﷺ নিকট নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মৃত্যুদণ্ড মওকূফ করেন এবং জিযিয়া কর দেওয়ার শর্তে তাঁর সাথে সন্ধি করেন।[২]

٣٠٢٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِىْ مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِىِّ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ ٠

৩০২৮. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)....মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মু'আয (রা.)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট হতে এক দীনার অথবা এক দীনার মূল্যের মু'আফিরী নামক কাপড়, যা ইয়ামনে উৎপন্ন হয় (তা জিযিয়া হিসাবে গ্রহণ করবে)।

٣٠٢٩ . حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ٠

৩০২৯. নুফায়লী (র.)... মা'আয (রা.) থেকে নবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

১। খৃস্টান বাদশাহ উকায়দার দুমা শহরের অধিপতি ছিলেন। নবী (সা.) খালিদ (রা.)-কে তাঁকে জীবিত বন্দী করে আনার নির্দেশ দেন। তাকে গেরেফতার করে আনা হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিযিয়া কর ধার্য করেন। পরে তিনি ইসলাম কবূল করেন।

২। অমুসলিম নাগরিকদের নিকট হতে গৃহীত বার্ষিক খাযনা বা করকে জিযিয়া বলা হয়। এই কর আদায়ের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য প্রমাণিত হয় এবং তারা মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করে।

٣٠٣٠ . حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هَانٍ اَبُوْ نَعِيْمِ النَّخْعِىُّ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَدِيْرٍ قَالَ عَلِىٌّ لَئِنْ بَقِيْتُ لِنَصَارٰى بَنِىْ تَغْلِبَ لَاَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَاَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ فَاِنِّى كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ لاَّ يُنَصِّرُوْا اَبْنَاءَ هُمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَّبَلَغَنِىْ عَنْ اَحْمَدَ اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِنْكَارًا شَدِيْدًا وَّهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ شِبْهُ الْمَتْرُوْكِ وَاَنْكَرُوْا هٰذَا الْحَدِيْثَ عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هَانِىْ قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ وَلَمْ يَقْرَأْهُ اَبُوْ دَاؤُدَ فِى الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ .

৩০৩০. 'আব্বাস ইব্‌ন আবদিল আযীম (র.)...যিয়াদ ইব্‌ন জাদীর (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আলী (রা.) বলেনঃ যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে বনূ তাগ্‌লীবের যুদ্ধক্ষম নাসারাদের হত্যা করব এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দী করব। কেননা, তাদের ও নবী ﷺ-এর মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তা আমি লিখেছিলাম। যাতে এরূপ শর্ত ছিল যে, তারা তাদের সন্তান-সন্ততিদের সাহায্য করবে না।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি 'মুনকার' বা অগ্রহনীয়। (তিনি আরো বলেন ঃ) আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-ও এ হাদীছটি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতেন। অন্যদের মতে এ হাদীছটি মাতরূক বা পরিত্যক্ত। লোকেরা এ হাদীছকে মুনকার জেনেছে-আব্দুর রহমান ইব্‌ন হানী-এর উপর। রাবী আবূ 'আলী বলেন ঃ আবূ দাউদ (র.) যখন এ কিতাব শোনান, তখন তাতে এ হাদীছ পড়েননি।

٣٠٣١ . حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍ وَالْيَامِىُّ نَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ نَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى الْفَىِ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِىْ صَفَرَ وَالنِّصْفُ فِىْ رَجَبَ يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَعَارِيَةً ثَلٰثِيْنَ دِرْعًا وَثَلٰثِيْنَ فَرَسًا وَثَلٰثِيْنَ بَعِيْرًا وَّثَلٰثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِّنْ اَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُوْنَ بِهَا وَالْمُسْلِمُوْنَ ضَامِنُوْنَ لَهَا حَتّٰى يَرُدُّوْهَا عَلَيْهِمْ اِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدٌ ذَاتُ غَدْرٍ عَلٰى اَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَةٌ وَّلاَ يُخْرَجَ لَهُمْ قَسٌّ وَّلاَ يُفْتَنُوْا عَنْ دِيْنِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوْا حَدَثًا اَوْ يَاْكُلُوْا الرِّبَا قَالَ اِسْمٰعِيْلُ فَقَدْ اَكَلُوْا الرِّبَا .

৩০৩১. মুসাররিফ ইব্‌ন 'আমর ইয়ামী (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজরানের খৃস্টানদের সাথে দু'হাজার জোড়া কাপড়ের বিনিময়ে এ শর্তে সন্ধি করেন যে, তারা এর অর্ধেক কাপড় সফর মাসে মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করবে এবং বাকী

অর্ধেক রজব মাসে দেবে। তাছাড়া ত্রিশটি লৌহবর্ম, ত্রিশটি অশ্ব, ত্রিশটি উট এবং সব ধরনের ত্রিশটি যুদ্ধোপকরণ ধারস্বরূপ (মুসলমানদের) প্রদান করবে, যা দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হয়। আর মুসলমানরা এ মর্মে যিম্মাদারী গ্রহণ করবে যে, এ সব অস্ত্রশস্ত্র আবার তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে, যদি ইয়ামনে কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাছাড়া এ শর্তও ছিল যে, তাদের কোন গীর্জা ধ্বংস করা হবে না এবং কোন পাদ্রীকেও বহিষ্কার করা হবে না। আর যতক্ষণ না তারা নতুন কথা বলবে এবং সূদ না খাবে, ততক্ষণ তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

রাবী ইসমাঈল বলেন ঃ পরে তারা সূদ খাওয়া শুরু করে, (ফলে চুক্তি ভংগের কারণে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়)।

١٦٩. بَابُ فِىْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوْسِ

১৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ সম্পর্কে

٣٠٣٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ كَتَبَ لَهُمْ اِبْلِيْسُ الْمَجُوْسِيَّةَ .

৩০৩২. আহমদ ইব্‌ন সানান ওয়াসিতী (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, যখন পারসিকদের নবী ইনতিকাল করেন, তখন ইবলিস তাদের অগ্নিপূজায় লাগিয়ে দেয় (অর্থাৎ গুমরাহ্ করে ফেলে)।

٣٠٣٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ بُجَالَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ اَوْسٍ وَاَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ اِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهٖ بِسَنَةٍ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِىْ مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَجُوْسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِىْ يَوْمٍ ثَلٰثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَحَرِيْمِهٖ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيْرًا فَدَعَا هُمْ فَعَرَضَ السَّيْفَ عَلٰى فَخِذِهٖ فَاَكَلُوْا وَلَمْ يُزَمْزِمُوْا وَاَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ اَوْ بَغْلَتَيْنِ مِنَ الْوَرِقِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ .

৩০৩৩. মুসাদ্দাদ (র.)...আবূ শা'ছা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাযা' ইব্‌ন মু'আবীয়ার লেখক ছিলাম, যিনি আহনাফ ইব্‌ন কায়েসের চাচা ছিলেন। একবার 'উমার (রা.)-এর মৃত্যুর এক বছর আগে আমাদের নিকট (তাঁর লিখিত) এ মর্মের পত্র আসে ; (যাতে এরূপ নির্দেশ ছিল যে), 'প্রত্যেক জাদুগরকে হত্যা করবে, অগ্নি-উপাসকদের প্রত্যেক মুহরিম ব্যক্তির সাথে

বিবাহিত (তার বোন, খালা ইত্যাদি)-কে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, আর তাদের গুনগুন শব্দ করা হ্তে বিরত থাকতে বলবে। তখন একদিনে আমরা তিনজন জাদুগরকে হ্ত্যা করি এবং যে সব অগ্নি-উপাসকের সাথে কোন মুহ্‌রিম স্ত্রীলোকের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল, আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তাদের মাঝের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেই।

রাবী বলেন ঃ একদা তিনি (আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স) অনেক খাদ্য পাক করে অগ্নি-উপাসকদের ডাকেন এবং তরবারি নিজের রানের উপর রাখেন। তখন তারা খাওয়ার পর কোন রূপ গুনগুন শব্দ করিনি। এরপর তারা এক বা দু'খচ্চরের বোঝা পরিমাণ রৌপ্য প্রদান করেন। আর 'উমার (রা.) অক্ষম অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না 'আব্দুর রহ্‌মান ইব্‌ন 'আওফ (রা.) এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ 'হাজার' নামক স্থানের অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেছিলেন।

٣٠٣٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ الْيَمَامِيُّ نَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانَ نَا هُشَيْمٌ اَنَا دَاوُدَ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَسْبَذِيِّيْنَ مِنْ اَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَهُمْ مَجُوْسُ اَهْلِ هَجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَكَثَ عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَسَاَلْتُهُ مَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فِيْكُمْ قَالَ شَرٌّ قُلْتُ مَهْ قَالَ الْاِسْلَامَ اَوِ الْقَتْلَ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَبِلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَتَرَكُوْا مَا سَمِعْتُ مِنَ الْاَسْبَذِىِّ .

৩০৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন ইয়ামামী (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হাজার নামক স্থানে বসবাসকারী অগ্নি-উপাসকদের থেকে বাহ্‌রায়নের আস্‌বাযিয়্যীন-এর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। এরপর সে যখন বেরিয়ে আসে, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি ঃ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা দিয়েছেন ? তখন সে বলে ঃ খারাপ ফয়সালা দিয়েছেন। তখন আমি ধমক দিয়ে বলি ঃ চুপ থাক। তখন সে বলে ঃ (তিনি ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন যে), মুসলমান হয়ে যাও, নয়ত কতল করা হবে।

রাবী বলেন ঃ 'আব্দুর রহ্‌মান ইব্‌ন 'আওফ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ তাদের নিকট হ্তে জিযিয়া কবূল করেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) আরো বলেন ঃ লোকেরা আব্দুর রহ্‌মান ইব্‌ন 'আওফ (রা.)-এর কথার উপর আমল করতে শুরু করে, আর আমি যা আস্‌বাযীর নিকট হ্তে শুনেছিলাম, তা পরিত্যাগ করে ।[১]

১. আস্‌বাযী—ইনি আম্মানের জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইবন 'আব্বাস (রা) আসবাযী—সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি মুসলমান ছিলেনা। এজন তার বর্ণনা বাদ দিয়ে—আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর বর্ণনার উপর আমল করা হয়েছে, যিনি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেন যে, নবী (সা) হিজরের অগ্নি-উপাসকদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করেন।

١٧٠. بَابُ فِى التَّشْدِيْدِ فِيْ جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ

১৭০. অনুচ্ছেদ ঃ জিযিয়া কর আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ সম্পর্কে

٣٠٣٤ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ هِشَامَ ابْنَ حَكِيْمٍ وَّجَدَ رَجُلاً وَهُوَ عَلٰى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِّنَ الْقِبْطِ فِيْ اَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا .

৩০৩৪. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ মাহ্‌রী (র.)...'উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা হিশাম ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন হাযাম, জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পান, যিনি হিমসের গভর্নর ছিলেন যে, তিনি কয়েকজন কিবতীকে জিযিয়া আদায়ের জন্য রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তখন তিনি (হিশাম) জিজ্ঞাসা করেন ঃ ব্যাপার কি ?[1] আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ (আখিরাতে) তাদের শাস্তি দিবেন, যারা দুনিয়াতে লোকদের (অকারণে) শাস্তি দেয়।

١٧١. بَابُ فِيْ تَعْشِيْرِ اَهْلِ الذِّمَّةِ اِذَا اخْتَلَفُوْا بِالتِّجَارَةِ

১৭১. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী কাফিরের তেজারতী মাল হতে 'উশর বা দশ ভাগের এক ভাগ নেওয়া সম্পর্কে

٣٠٣٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهٖ اَبِى اُمِّهٖ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ .

৩০৩৫. মুসাদ্দাদ (র.)... হারব ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ্ (রা.) তাঁর নানা হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'উশর ইয়াহূদ ও নাসারাদের নিকট হতে নিতে হবে এবং মুসলমানদের উপর 'উশর নেই।

٣٠٣٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُوْرِ .

১। কেন এদের রোদের মাঝে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?

৩০৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দ মুহারিবী (র.)... হারব ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি 'উশর' শব্দের পরিবর্তে 'খারাজ' শব্দের উল্লেখ করেছেন।

٣٠٣٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِبْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهٖ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْشِرُ قَوْمِيْ قَالَ اِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى ٠

৩০৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)...'আতা (রা.) বাকর ইব্ন ওয়াইল সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছেন, যিনি তার মামার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি কি আমার কওমের নিকট হতে 'উশর আদায় করব ? জবাবে তিনি বলেন ঃ 'উশর তো কেবল ইয়াহূদ ও নাসারাদের (তিজারতী মালের) উপর ধার্য হয়ে থাকে।

٣٠٣٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ نَا اَبُوْ نُعَيْمٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَيْرِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهٖ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ تَغْلِبَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَسْلَمتُ وَعَلَّمَنِيَ الْاِسْلَامَ وَعَلَّمَنِيْ كَيْفَ اٰخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ قَوْمِيْ مِمَّنْ اَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلَّمَا عَلَّمْتَنِيْ فَقَدْ حَفِظْتُ اِلاَّ الصَّدَقَةَ اَفَاَعْشِرُهُمْ قَالَ لاَ اِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارٰى وَالْيَهُوْدِ ٠

৩০৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম বায্যার (র.)...হারব ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ্ ইব্ন 'উমায়র ছাকাফী তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বনূ তাগলীবের লোক ছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে ইসলাম কবূল করি এবং তিনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। আর তিনি আমাকে এ-ও শিক্ষা দেন যে, আমার কওম থেকে যারা ইসলাম কবূল করবে, আমি তাদের নিকট হতে কিরূপে সাদাকা আদায় করব। এরপর আমি তাঁর ﷺ নিকট ফিরে আসি এবং বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাকে যা শিখিয়েছিলেন, তা সবই আমার মনে আছে, তবে সাদাকার ব্যাপারটি আমি ভুলে গেছি। আমি কি তাদের নিকট হতে 'উশর (এক-দশমাংশ) গ্রহণ করব ? তিনি বলেন ঃ না, বরং 'উশর তো ইয়াহূদ ও নাসারাদের (তিজারতী মালের জন্য) ধার্যকৃত।

٣٠٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ نَا اَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ عُمَيْرٍ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ مِنْ اَصْحَابِهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْبَرَ رَجُلاً مَارِدًا مُنْكَرًا
فَاَقْبَلَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَلَكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا وَتَاْكُلُوا ثَمَرَنَا وَتَضْرِبُوا
نِسَاءَنَا فَغَضِبَ يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِرْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ اَلاَ اِنَّ
الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ اِلاَّ لِمُؤْمِنٍ وَاَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلٰوةِ قَالَ فَاجْتَمَعُوا ثُمَّ صَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ
ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اَيَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا اِلاَّ مَا
فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اَلاَ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْ وَعَظْتُ وَاَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ اِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْاٰنِ اَوْ
اَكْثَرُ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوْتَ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ بِاِذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ
نِسَاءِهِمْ وَلاَ اَكْلَ ثِمَارِهِمْ اِذَا اَعْطُوكُمُ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ .

৩০৩৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র.)...'ইরবায্ ইব্‌ন সারিয়া সুলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন নবী ﷺ-এর সংগে খায়বরে অবতরণ করি, তখন তাঁর ﷺ সংগে তাঁর অন্যান্য সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। সে সময় খায়বরের নেতা ছিল একজন দুষ্টপ্রকৃতির বিদ্রোহী ব্যক্তি। সে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ হে মুহাম্মদ ! এটা কি তোমার উচিত যে, তুমি আমাদের গাধাগুলো যবাহ্ করবে, ফলগুলো খেয়ে ফেলবে এবং আমাদের স্ত্রীদের মারধর করবে ?

একথা শুনে তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ হে ইব্‌ন 'আওফ ! তুমি তোমার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ কর এবং এরূপ ঘোষণা করে দাও যে, মুসলিম ছাড়া আর কারো জন্য জান্নাত হালাল নয়। আর তোমরা সালাতের জন্য সমবেত হও।

রাবী বলেন ঃ তখন সবাই সালাতের জন্য একত্রিত হয় এবং নবী ﷺ তাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি দাঁড়ান এবং বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি তার খাটের উপর হেলান দিয়ে বসে এরূপ ধারণা করছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত জিনিস ব্যতীত, যার উল্লেখ কুরআনে আছে, আর কিছুই হারাম করেননি ? জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমিও হুকুম দিয়েছি—যাতে কিছু করার জন্য নসীহত করেছি এবং কিছু না করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছি। এগুলিও কুরআনের আদেশ ও নিষেধের অনুরূপ এমনকি তা থেকেও অতিরিক্ত। (জেনে রাখ,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এ বৈধ করেননি যে, তোমরা আহলে কিতাবদের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করবে, তাদের স্ত্রীদের মারধর করবে এবং তাদের ফলমূল ভক্ষণ করবে। (বস্তুত এ নির্দেশ ততক্ষণ কার্যকর থাকবে), যতক্ষণ তারা তোমাদের (ঐ জিযিয়া প্রদান করবে), যা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব।

٣٠٤٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ
رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا

فَتَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُوْنَكُمْ بِاَمْوَالِهِمْ دُوْنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ قَالَ سَعِيْدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَيُصَالِحُوْنَكُمْ عَلٰى صُلْحٍ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَا تُصِيْبُوْا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذٰلِكَ فَاِنَّهُ لَايَصْلُحُ لَكُمْ .

৩০৪০. মুসাদ্দাদ ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...জুহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সম্ভবত তোমরা এমন এক কওমের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের উপর তোমরা বিজয়ী হওয়ার পর তারা তোমাদের কিছু মাল দিয়ে নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের রক্ষা করবে।

রাবী সাঈদ (র.) তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, তারা (কিছু মালের বিনিময়ে) তোমাদের সংগে সন্ধি করবে। এরপর উভয় রাবী ঐকমত্যে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ তোমরা তাদের নিকট হতে এর অধিক মাল গ্রহণ করবে না। কেননা, তা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।

٣٠٤١ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْا صَخْرٍ الْمَدِيْنِيُّ اَنَّ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اٰبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩০৪১. সুলায়মান ইব্ন দাউদ মাহ্‌রী (র.)....রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের কিছু ছেলে তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের যে কেউ কোন যিম্মীর উপর অত্যাচার করবে, বা তার হক নষ্ট করবে, কিংবা তার সামর্থের বাইরে তাকে কষ্ট দিবে, অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জোরপূর্বক) তার কোন জিনিস নিবে, আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

١٧٢ . بَابٌ فِي الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ فِيْ بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ

১৭২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন যিম্মী বছরের মাঝখানে ইসলাম কবূল করে, তবে তাকে কি অবশিষ্ট সময়কালের জন্য জিযিয়া কর দিতে হবে ?

٣٠٤٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ قَابُوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلٰى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ .

৩০৪২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাররাহ্ (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের উপর কোন জিযিয়া কর নেই।

٣٠٤٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيْرِ هٰذَا فَقَالَ اِذَا اَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ ٠

৩০৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কেউ সুফ্‌য়ানের নিকট এ হাদীছের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, যখন কোন যিম্মী মুসলমান হয়ে যায়, তখন তার উপর আর কোন জিযিয়া কর নেই।

١٧٣. بَابٌ فِى الْاِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

১৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জন্য মুশ্‌রিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা সম্পর্কে

٣٠٤٤ . حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ الْهَوْزَنِىُّ قَالَ لَقِيْتُ بِلاَلاً مُؤَذِّنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحَلَبٍ فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِىْ كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ لَهُ شَئٌ كُنْتُ اَنَا الَّذِىْ اَلِىْ ذٰلِكَ مِنْهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى تُوُفِّىَ ﷺ وَكَانَ اِذَا اَتَاهُ مُسْلِمًا فَرَاٰهُ عَارِيًا يَامُرُنِىْ فَاَنْطَلِقُ فَاَسْتَقْرِضُ فَاَشْتَرِىْ لَهُ الْبُرْدَةَ فَاَكْسُوْهُ وَاُطْعِمُهُ حَتّٰى اعْتَرَضَنِىْ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ يَا بِلاَلُ اِنَّ عِنْدِى سَعَةً فَلاَ تَسْتَقْرِضُ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ مِنِّىْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ ذَاتُ يَوْمٍ تَوَضَّاْتُ ثُمَّ قُمْتُ لاُؤَذِّنَ بِالصَّلٰوةِ فَاِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ اَقْبَلَ فِىْ عِصَابَةٍ مِّنْ التُّجَارِ فَلَمَّا اَنْ رَّاٰنِىْ قَالَ يَا حَبْشِىُّ قُلْتُ يَالَبَّاهُ فَتَجَهَّمَنِىْ وَقَالَ لِىْ قَوْلاً غَلِيْظًا وَقَالَ لِىْ اَتَدْرِىْ كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ قَالَ قُلْتُ قَرِيْبٌ قَالَ اِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَرْبَعٌ فَاٰخُذُكَ بِالَّذِىْ عَلَيْكَ فَاَرُدُّكَ لِرَعْىِ الْغَنَمِ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاَخَذَ فِىْ نَفْسِىْ مَا يَاْخُذُ فِىْ اَنْفُسِ النَّاسِ حَتّٰى اِذَا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَهْلِهِ فَاسْتَاْذَنْتُ عَلَيْهِ فَاَذِنَ لِىْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّى اِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِىْ كُنْتُ اَتَدَيَّنُ مِنْهُ قَالَ لِىْ كَذَا وَكَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْتَضِىْ عَنِّىْ وَلاَ عِنْدِىْ وَهُوَ فَاضِحِىَّ فَاْذَنْ لِىْ اَنْ اٰبِقَ اِلٰى بَعْضِ هٰؤُلاَءِ الْاَحْيَاءِ الَّذِيْنَ قَدْ اَسْلَمُوْا حَتّٰى يَرْزُقَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَسُوْلَهُ ﷺ مَا يَقْضِىْ عَنِّىْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا اَتَيْتُ مَنْزِلِىْ فَجَعَلْتُ سَيْفِىْ وَجِرَابِىْ وَنَعْلِىْ وَمِجَنِّىْ عِنْدَ رَاْسِىْ

حَتّٰى اِذَا انْشَقَّ عَمُوْدُ الصُّبْحِ الْاَوَّلِ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْطَلِقَ فَاِذَا اِنْسَانٌ يَسْعٰى يَدْعُو يَا بِلَالُ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَاِذَا اَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٍ عَلَيْهِنَّ اَحْمَالُهُنَّ فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِقَضَائِكَ ثُمَّ قَالَ اَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاخَاتِ الْاَرْبَعَ فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ اِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَاِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا اَهْدَاهُنَّ اِلَيَّ عَظِيْمُ فِدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ فَفَعَلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ قُلْتُ قَدْ قَضَى اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ قَالَ اَفَضَلَ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ انْظُرْ اَنْ تُرِيْحَنِيْ مِنْهُ فَاِنِّيْ لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَهْلِيْ حَتّٰى تُرِيْحَنِيْ مِنْهُ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَتَمَةَ دَعَانِيْ فَقَالَ مَا فَعَلَ الَّذِيْ قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ مَعِيَ لَمْ يَاتِنَا اَحَدٌ فَبَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيْثَ حَتّٰى اِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ يَعْنِيْ مِنَ الْغَدِ دَعَانِيْ قَالَ مَا فَعَلَ الَّذِيْ قِبَلَكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ اَرَاحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ شَفَقًا مِّنْ اَنْ يُّدْرِكَهُ الْمَوْتُ وَعِنْدَهُ ذٰلِكَ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلٰى امْرَاَةٍ امْرَاَةٍ حَتّٰى اَتٰى مَبِيْتَهُ فَهٰذَا الَّذِيْ سَاَلْتَنِيْ عَنْهُ .

৩০৪৪. আবূ তাওবা রবী' ইব্‌ন নাফি' (র.)... 'আবদুল্লাহ্‌ হাওযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার সংগে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর মুআয্‌যিন বিলাল (রা.)-এর হালব শহরে দেখা হয়। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ হে বিলাল ! আপনি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তা বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন ঃ যখন থেকে আল্লাহ্‌ তাঁকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন, তখন থেকে তাঁর ﷺ ইনতিকালের সময় পর্যন্ত তাঁর কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিল। যখনই তাঁর ﷺ নিকট মুসলমান আসতেন এবং তিনি তাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতেন, তখন তিনি আমাকে তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতেন। তখন আমি করয নিয়ে তার জন্য চাদর খরিদ করে তাকে পরাতাম এবং তাকে খানাও খাওয়াতাম। এমতাবস্থায় একদা জনৈক মুশ্‌রিক আমার সংগে সাক্ষাত করে বলে যে, "হে বিলাল ! আমার কাছে অনেক ধন-দওলত আছে। কাজেই তুমি আমি ব্যতীত আর কারো থেকে ধার নিও না। তখন আমি এরূপ করতে থাকি। এ অবস্থায় একদা আমি উযূ করে যখন আযান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আমি দেখতে পাই যে, সে মুশ্‌রিক লোকটি

একদল ব্যবসায়ী সমভিব্যাহারে আমার দিকে আসছে। সে আমাকে দেখেই বলে উঠল ঃ হে হাব্‌শী! আমি বললাম ঃ বলুন, আমি তো হাযির। সে সময় সে উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালমন্দ করতে লাগল এবং বলল ঃ তোমার কি জানা আছে, মাসের আর কতদিন বাকী আছে? তখন আমি বললাম ঃ মাস তো প্রায় শেষ। তখন সে বলল ঃ তোমার মাস পূর্ণ হতে আর মাত্র চারদিন বাকী আছে। আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা টাকা আদায় করে ছাড়ব, আর আমি তোমাকে তোমার পূর্বাবস্থায় নিয়ে ছাড়ব, যেরূপ তুমি আগে বকরীর পাল চরাতে। [বিলাল (রা.) বলেন] ঃ তার এরূপ কথাবার্তায় আমি মর্মাহত হই, এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের যেমন হয়ে থাকে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈশার সালাত আদায় শেষে যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি ﷺ আমাকে তাঁর খিদমতে হাযির হওয়ার জন্য অনুমতি দেন। আমি তাঁর নিকট আরয করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি যে মুশরিক ব্যক্তির নিকট হতে ধার নিতাম, সে আমাকে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। এখন তো আপনার নিকট এমন কোন ধন-সম্পদ নেই। যা দিয়ে আপনি আমার করয পরিশোধ করতে পারেন। আর আমার কাছেও কিছু নেই; ওদিকে সে তো আমাকে বেইযযত করতে চায়। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি পালিয়ে গিয়ে ঐ গোত্রের কোন লোকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি, যারা মুসলমান হয়েছে। আর আমি ততদিন এ অবস্থায় থাকব, যতদিন না আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য এ পরিমাণ মালের সংস্থান করে দেন, যা দিয়ে আমি আমার করয পরিশোধ করতে পারি। একথা বলে আমি আমার ঘরে ফিরে আসি এবং আমার তরবারি, মোজা, জুতা এবং ঢাল আমার শিয়রে রাখি (যাতে অতি ভোরে আমি চলে যেতে পারি)।

এমতাবস্থায় যখন আমি অতি প্রত্যুষে পলায়ন করার জন্য তৈরী হলাম, তখন হঠাৎ দেখতে পাই যে, এক ব্যক্তি দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল ঃ "হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে ডাকছেন। তখন আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, পিঠে মাল বোঝাই চারটি উট বসে আছে। এরপর আমি তাঁর ﷺ সংগে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ (হে বিলাল!) তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার করয পরিশোধের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ মাল পাঠিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি আরো বলেন ঃ তুমি কি দেখছ না যে, চারটি মাল-বোঝাই উট বসে আছে? তখন আমি বলি ঃ হাঁ, দেখছি। এরপর তিনি বলেন ঃ এ পশুগুলো এবং এদের পিঠে যে মালামাল আছে, তা সবই তোমার। এতে কাপড় এবং খাদ্যশস্য আছে, যা ফিদাকের বিশিষ্ট ধনী নেতা হাদিয়া স্বরূপ আমার জন্য পাঠিয়েছে। সুতরাং তুমি এসব বুঝে নাও এবং তোমার যাবতীয় দেনা পরিশোধ কর। [বিলাল (রা.)] বলেনঃ তখন আমি এরূপ করি।

অতঃপর পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বিলাল (রা.) বলেন ঃ পরে আমি মসজিদে গিয়ে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে বসে আছেন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি যে সম্পদ পেয়েছ তা কি করেছ? তখন আমি বলি ঃ মহান আল্লাহ্ ঐ সমস্ত দেনাই পরিশোধ করে দিয়েছেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর ছিল। বস্তুত ঐ দেনার আর কিছুই অবশিষ্ট

নেই। তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ ঐ মাল হতে কিছু কি অবশিষ্ট আছে? তখন আমি বলি ঃ হাঁ, কিছু মাল অবশিষ্ট আছে। তখন তিনি ﷺ বলেনঃ আমি এও চাই যে, তুমি অবশিষ্ট মাল হতেও আমাকে চিন্তামুক্ত করবে (অর্থাৎ তা অতি সত্তর বিতরণ করে দেবে)। কেননা, যতক্ষণ না তুমি আমাকে তা হতে চিন্তামুক্ত করবে, ততক্ষণ আমি আমার স্বজনদের কারো কাছে ফিরে যাব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় শেষে আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ অবশিষ্ট মাল কি করেছ ? তখন আমি বলি ঃ তা আমার কাছেই আছে, তা গ্রহণের জন্য কেউ-ই আমার নিকট আসেনি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে রাত মসজিদেই কাটালেন।
এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বিলাল (রা.) আরো বলেন ঃ এরপর দ্বিতীয় দিন ইশার সালাত আদায় শেষে তিনি ﷺ আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যে মাল অবশিষ্ট ছিল, তুমি তা কি করেছ? তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মাল হতে আপনাকে চিন্তামুক্ত করেছেন। একথা শুনে তিনি ﷺ তাকবীর (আল্লাহু আকবর) পাঠ করলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন। এ ভয়ে যেন এরূপ না হয় যে, ঐ মাল তাঁর নিকট থাকে এবং তিনি ইনতিকাল করেন। [এরপর তিনি (স) তাঁর গৃহে ফিরে যান] এবং আমিও তাঁর পশ্চাতে গমন করি। পরে তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীকে আলাদাভাবে সালাম করেন এবং পরিশেষে নিজের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করেন। এ-ই ছিল তাঁর ﷺ ব্যয় নির্বাহের ঘটনা, যে সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ ।[১]

٣٠٤٥ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا مُعَاوِيَةُ بِمَعْنَى اِسْنَادِ اَبِىْ تَوْبَةَ وَحَدِيْثِهٖ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهٖ مَا يَقْضِىْ عَنِّىْ فَسَكَتَ عَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاغْتَمَزْتُهَا ‏.

৩০৪৫. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র.)...মু'আবিয়া (রা.) আবূ তাওবার সনদে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতেও এ ঘটনা বিধৃত হয়েছে। তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ ব্যক্ত করেছেন ঃ যখন আমি তাঁকে ﷺ বলি, আমার নিকট এবং আপনার নিকট এত পরিমাণ মাল নেই, যা দিয়ে দেনা পরিশোধ করা যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ করে থাকেন। ব্যাপারটি আমার নিকট খুবই অসহনীয় ছিল (কেননা, আমার মনে হচ্ছিল, তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেননি)।

٣٠٤٦ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ اَهْدَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ نَاقَةً فَقَالَ اَسْلَمْتَ قُلْتُ لاَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ نُهِيْتُ عَنْ زَبْرِ الْمُشْرِكِيْنَ ‏.

৩০৪৬. হারূন ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র.).. 'ইয়ায ইব্‌ন হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাদিয়া হিসাবে একটি উট পেশ করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

১। উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, বিশেষ ক্ষেত্রে মুশরিকদের নিকট হতে ও হাদীয়া গ্রহণ করা বৈধ। কেননা, নবী (সা) মাকূকাশ ও একীদার দুনার হাদীয়া কবুল করেছিলেন। ভিন্নমতে, কেবলমাত্র আহলে কিতাব বা ঐশী-গ্রন্থেরে অধিকারীদের হাদীয়া কবূল করা বৈধ।

তুমি কি ইসলাম কবূল করেছ? তখন আমি বলি ঃ না। এ সময় নবী ﷺ বলেন ঃ মুশরিকদের নিকট হতে হাদিয়া গ্রহণ করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

١٧٤. بَابٌ فِيْ اِقْطَاعِ الْاَرْضِيْنَ

১৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ যমীন খন্ড করে বন্দোবস্ত দেওয়া

٣٠٤٧ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَهُ اَرْضًا بِحَضْرَ مَوْتَ .

৩০৪৭. আমর ইব্ন মারযূক (র.)...'আল্‌কামা ইব্ন ওয়াইল (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে হায্‌রামাওতে একখণ্ড যমীন বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

٣٠٤٨ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا جَامِعُ بْنُ مُطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৩০৪৮. হাফ্‌স ইব্ন 'আমর (র.)...'আলকামা ইব্ন ওয়াইল (রা.)-এর সনদে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٤٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ خَطَّ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْسٍ وَّقَالَ اَزِيْدُكَ اَزِيْدُكَ .

৩০৪৯. মুসাদ্দাদ (র.)...'আমর ইব্ন হুরায়ছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মদীনাতে ধনুকের সাহায্যে রেখা টেনে একখণ্ড যমীন প্রদান করেন এবং তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে আরো দেব, আমি তোমাকে আরো দেব।

٣٠٥٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اِلَّا الزَّكٰوةُ اِلَى الْيَوْمِ .

৩০৫০।'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা (র.)... রবী'আ ইব্ন আবী আবদির রহমান (রা.) কয়েক ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফার'আর[১] পার্শ্ববর্তী স্থানে অবস্থিত কিব্‌লিয়া[২] খনিটি বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানীকে বন্দোবস্ত প্রদান করেন। ঐ খনি হতে আজও পর্যন্ত যাকাত ছাড়া আর কিছুই নেওয়া হয় না।

---

১. মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ফারা'আ নামক একটি স্থান আছে।

২. ফারা'আর নিকট 'কিবলীয়' নামক একটি জায়গা আছে যার নামানুসারে ঐ স্থান বা সেখানকার অধিবাসীদের কিবলীয়া বলা হয়।

٣٠٥١ . حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الْعَبَّاسُ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا اَبُوْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِىَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُ الْعَبَّاسِ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا مَا اَعْطَى مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَالَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنِىَّ اَعْطَاهُ مَعَادِنَ قَبَلِيَّةٍ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ جَلْسَهَا وَغَوْرَهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِىْ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى بَنِى الدِّيْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ۔

৩০৫১. 'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.)...কাছীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আওফ মুযানী (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানীকে কিব্লিয়ার উঁচু এবং নীচু খনিটি এবং তার পার্শ্ববর্তী চাষাবাদযোগ্য যমীন বন্দোবস্ত দেন। উপরন্তু নবী ﷺ তাঁকে এরূপ ফরমান লিখে দেন ঃ বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি ঐ ফরমান, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানীকে প্রদান করছেন যে, কিব্লিয়ার উঁচু এবং নীচু খনি, এর পার্শ্ববর্তী চাষাবাদযোগ্য যমীন তাঁকে বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এতে আর কোন মুসলমানের হক থাকলো না।

রাবী আবূ উওয়ায়স বলেন ঃ আমার নিকট বনূ দায়লের আযাদকৃত গোলামছাওর ইব্ন যায়দ—ইক্রামা এবং তিনি ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٥٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْحُنَيْنِىَّ قَالَ قَرَأْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَعْنِىْ كِتَابَ قَطِيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنِىْ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ حَارِثٍ الْمُزَنِىَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا قَالَ ابْنُ النَّضْرِ وَجَرْسَهَا وَذَاتَ النُّصُبِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ حَقَّ مُسْلِمٍ وَكَتَبَ لَهُ

১. দুটি স্থানের নাম।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا مَا اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ اَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ وَحَدَّثَنِيْ ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ زَادَ ابْنُ النَّضْرِ وَكَتَبَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ۔

৩০৫২. মুহাম্মদ ইব্ন নযর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি হুনায়নীকে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ -এর বন্দোবস্তু সম্পর্কিত ফরমানটি কয়েকবার পাঠ করেছি।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ আমার নিকট কয়েক ব্যক্তি হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ (রা.)-এর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আবূ ওয়ায়স আমাকে বলেছেন যে, আমার নিকট কাছীর ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বিলাল ইব্ন্ হারিছ মুযানীকে কিব্লিয়ার উঁচু এবং নীচু খনিটি বন্দোবস্ত দেন।

ইব্ন নযর বলেন ঃ জুরস এবং যাত-ই-নুসুবের[১] যমীন এবং পবিত্র পাহাড়ের চাষাবাদযোগ্য যমীনও তাঁকে প্রদান করেন। বিলাল ইব্ন হারিছ কোন মুসলমানকে (এর থেকে) কোন হক প্রদান করতেন না। আর নবী ﷺ তাঁকে এরূপ ফরমানও লিখে দেন ঃ এটি ঐ ফরমান, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানীকে প্রদান করছেন যে, কিব্লিয়ার উঁচু এবং নীচু খনি, তার পার্শ্ববর্তী চাষাবাদযোগ্য যমীন তাঁকে বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এতে আর কোন মুসলমানের হক রইলো না।

আবূ উওয়ায়স বলেন ঃ আমার নিকট ছাওর ইব্ন যায়দ–ইক্রামা হতে, তিনি ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে, তিনি নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন নযর এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত ফরমানটি উবায়্যা ইব্ন কা'ব (রা.) লিখেছিলেন।

٣٠٥٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَارِبِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ قَالَ اَبُو الْمُتَوَكِّلِ ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِيْ بِمَارِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا اَنْ وَلّٰى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ اَتَدْرِيْ مَا قَطَعْتَ لَهُ اِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ قَالَ وَسَاَلَهُ عَمَّا يُحْمٰى مِنَ الْاَرَاكِ قَالَ مَالَمْ تَنَلْهُ خِفَافٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ اَخْفَافُ الْاِبِلِ ۔ ۔

৩০৫৩. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ সাকাফী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্‌কিল 'আস্‌কালানী (র.)...আব্‌য়ায ইব্‌ন হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হন এবং লবণ খনির কিছু জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন।

ইব্‌ন মুতাওয়াক্‌কিল বলেন ঃ সেটি মা'আরিব নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। তখন তিনি ﷺ তা তাঁকে প্রদান করেন। যখন তিনি (ইব্‌ন হাম্মাল) ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন মজলিসের জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ আপনি কি অবগত আছেন, কোন্ যমীন তাকে বন্দোবস্ত দিলেন? আপনি তো তাঁকে এমন যমীন দিলেন, যাতে সব সময় পানি থাকে। রাবী বলেন ঃ তখন তিনি ﷺ তাঁর নিকট হতে সে যমীন ফিরিয়ে নেন।

রাবী বলেন ঃ আর তিনি তাঁকে ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, পীলু ক্ষেতে বেড়া দিতে হবে কি না? তিনি ﷺ বলেন ঃ বেড়া দিতে হবে, যাতে সেখানে পদচারণা না হতে পারে।
ইব্‌ন মুতাওয়াক্‌কিল বলেন ঃ উটের পদচারণা (না হয়)।

٣٠٥٤ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الْاِبِلَ يَعْنِي اَنَّ الْاِبِلِ تَاكُلُ مُنْتَهٰى رُءُوْسِهَا وَيُحْمٰى مَا فَوْقَهُ .

৩০৫৪. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)...মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান মাখযূমী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন)ঃ উটের পদচারণা হবে না, এর অর্থ হলো, উট তো গাছের উপরিভাগ খায়, কাজেই তা রক্ষার জন্য তার উপরে বেড়া দিতে হবে।

٣٠٥٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ نَا فَرَجُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ ثَابِتُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ حِمَى الْاَرَاكِ فَقَالَ رَسُوْلُ لله ﷺ لَاحِمٰى فِي الْاَرَاكِ فَقَالَ اَرَاكَةٌ فِيْ خَطَارِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حِمٰى فِي الْاَرَاكِ قَالَ فَرَجٌ يَعْنِيْ بَخَطَارِيِّ الْاَرْضَ الَّتِيْ فِيْهَا الزَّرْعُ الْمُحَاطُ عَلَيْهَا .

৩০৫৫। মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ কুরাশী (র.)...আব্‌য়ায্ ইব্‌ন হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট চারণ ভূমির জন্য পীলু বৃক্ষ সংরক্ষণের আবেদন জানান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ পীলু বৃক্ষে বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তখন তিনি (ইব্‌ন হাম্মাল) বলেন ঃ আমার ক্ষেতের পীলু গাছ। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ পীলু বৃক্ষ বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করা যায় না। রাবী ফারাজ বলেন ঃ এ পীলু বৃক্ষ দ্বারা ঐ যমীনের গাছের কথা বলা হয়েছে, যা তার ফসলের ক্ষেত্রের চারদিকের সীমানায় লাগান ছিল।

٣٠٥٦ . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَبُوْ حَفْصٍ قَالَ نَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ نَا اَبَانُ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ صَخْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا ثَقِيْفًا فَلَمَّا اَنْ سَمِعَ صَخْرٌ رَكِبَ فِىْ خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِىَّ ﷺ فَوَجَدَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ قَدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يُفْتَحْ فَجَعَلَ صَخْرٌ حِيْنَئِذٍ عَهْدَ اللّٰهِ وَذِمَّتَهُ اَنْ لاَّ يُفَارِقَ هٰذَا الْقَصْرَ حَتّٰى يَنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَتَبَ اِلَيْهِ صَخْرٌ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ ثَقِيْفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلٰى حُكْمِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنَا مُقْبِلٌ اِلَيْهِمْ وَهُمْ فِىْ خَيْلٍ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّلٰوةِ جَامِعَةً فَدَعَا لاَحْمَسَ عَشْرَ دَعْوَاتٍ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لاَحْمَسَ فِىْ خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا وَاَتَاهُ الْقَوْمُ فَتَكَلَّمَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ صَخْرًا اَخَذَ عَمَّتِىْ وَدَخَلَتْ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ اِنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ اِلَى الْمُغِيْرَةِ عَمَّتَهُ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ وَسَاَلَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ مَاءً لِبَنِىْ سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوْا عَنِ الْاِسْلاَمِ وَتَرَكُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَنْزِلْنِيْهِ اَنَا وَقَوْمِىْ قَالَ نَعَمْ فَاَنْزَلَهُ وَاَسْلَمَ يَعْنِى السُّلَمِيِّيْنَ فَاَتَوْا صَخْرًا فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَدْفَعَ اِلَيْهِمُ الْمَاءَ فَاَتَوْا نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَسْلَمْنَا وَاَتَيْنَا صَخْرًا لِيَدْفَعَ اِلَيْنَا مَاءَنَا فَاَبٰى عَلَيْنَا فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا صَخْرُ اَنَّ الْقَوْمَ اِذَا اَسْلَمُوْا اَحْرَزُوْا اَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فَادْفَعْ اِلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ قَالَ نَعَمْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَرَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَغَيَّرَ عِنْدَ ذٰلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ اَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَاَخْذِهِ الْمَاءَ .

৩০৫৬। 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব আবূ হাফস (রা.)... সাখার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাকীফের উপর জিহাদ পরিচালনা করেন। সাখার (রা.) এ খবর শুনে কিছু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নবী ﷺ-এর সাহায্যার্থে সেখানে পৌছান। তিনি সেখানে পৌছে দেখতে পান যে, নবী ﷺ ছাকীফ গোত্রের অবস্থান দুর্গ জয় না করে ফিরে আসছেন। এ সময় সাখার (রা.) মহান আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ ওয়াদা করেন এবং তার যিম্মাদারী নেন যে, যতক্ষণ না এ দুর্গের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আনুগত্য স্বীকার করে, ততক্ষণ আমি এ দুর্গ পরিত্যাগ করব না (অর্থাৎ অবরোধ করে রাখব)। বস্তুত যতক্ষণ না ঐ দুর্গের লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আনুগত্য স্বীকার করলো, ততক্ষণ সাখার (রা.) সেখান হতে সরলেন না। অবশেষে সে দুর্গ বিজয়ের পর

তিনি তাঁর ﷺ নিকট এরূপ পত্র লিখেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! ছাকীফ গোত্রের লোকেরা আপনার নির্দেশ মত দুর্গ হতে অবতরণ করেছে। এখন আমি তাদের নিকট যাচ্ছি, তাদের কাছে অনেক ঘোড়া আছে। (এ খবর পাওয়ার পর) নবী ﷺ সকলকে জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দেন এবং (সালাত শেষে) দশ বার আহমাস গোত্রের জন্য এরূপ দু'আ করেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি আহমাসের ঘোড়ায় এবং লোকে বরকত দান করুন।

এরপর সাখার (রা.) এবং তাঁর সাথীরা তাঁর ﷺ নিকট আসেন। তখন মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা.) বলেন ঃ ইয়া নাবীয়াল্লাহ! সাখার আমার ফুফীকে বন্দী করেছেন অথচ সে মুসলমান হয়েছে। তখন তিনি ﷺ তাঁকে ডেকে বলেন ঃ হে সাখার। যখন কোন কওম মুসলমান হয়, তখন তাদের জান-মালের হিফাযত করবে। তুমি মুগীরার ফুফীকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দাও। তখন তিনি তাকে (ফুফীকে) তাঁর (মুগীরার) হাতে প্রত্যর্পণ করেন। এরপর তিনি (সাখার) নবী ﷺ -এর নিকট এরূপ আবেদন করেন যে, বনূ সালীমের একটি পুকুর আছে। তারা ইসলাম পরিত্যাগ করায় তা ছেড়ে চলে গেছে। অতএব, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমাকে এবং আমার কওমকে ঐ পুকুরের নিকট বসবাসের অনুমতি দিন। তখন তিনি ﷺ বলেনঃ হাঁ, ঠিক আছে। অতঃপর তিনি সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

অবশেষে বনূ-সালীম ইসলাম গ্রহণ করার পর সাখার (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর কাছে তাদের পুকুরটি ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন করল। কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। এরপর তারা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমরা ইসলাম কবূলের পর সাখারের কাছে গিয়েছিলাম, যাতে তিনি আমাদের পুকুরটি আমাদের ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করছেন। তখন তিনি ﷺ তাঁকে (সাখার) ডাকান এবং বলেন ঃ হে সাখার! যখন কোন কওম ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাদের জান-মাল নিরাপদ হয়ে যায়। সুতরাং ঐ কওমের পুকুরটি তাদের ফিরিয়ে দাও। তখন তিনি বলেন ঃ হাঁ দেব। হে আল্লাহ্র নবী! সাখার বলেন ঃ তখন আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারার রং লাজ-বিনম্রতার কারণে–সাখার (রা.) হতে দাসী এবং পুকুর ফিরিয়ে দেওয়ায়—পরিবর্তিত হয়ে লালবর্ণ ধারণ করেছে।

٣٠٥٧ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْجُهَنِيُّ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ فِيْ مَوْضِعِ الْمَسْـجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَاَقَامَ ثَلٰثًا ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى تَبُوْكَ وَاِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوْهُ بِالرَّحْـبَةِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ فَقَالَ بَنُوْ رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ اَقْطَعْـتُهَا لِبَنِيْ رِفَاعَةَ فَاقْـتَسَمُوْهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَمْـسَكَ فَعَمِلَ ثُمَّ سَاَلْتُ اَبَاهُ عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ بِبَعْضِهٖ وَلَمْ يُحَدِّثْنِيْ بِهٖ كُلِّهٖ .

৩০৫৭. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ মাহ্‌রী (র.)...সাবুরা ইব্‌ন আবদিল 'আযীয ইব্‌ন রবী' জুহানী (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ (জুহানিয়াদের এলাকায়) মসজিদের স্থানে একটি গাছের ঝাড়ের নীচে তিন দিন অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে তিনি তাবুক অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় জুহায়নারা তাঁর (স) সংগে রাহবা নামক স্থানে সাক্ষাত করে। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ এখানে কারা বসবাস করে? তারা জওয়াবে বলে ঃ জুহায়না সম্প্রদাযের বনূ রিফা'আ গোত্রের লোকেরা। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি এ যমীন বনু বিফাআ গোত্রের লোকদের প্রদান করছি। তারা ঐ যমীন হতে স্ব স্ব অংশ বন্টন করে নেয়, যার কিছু অংশ তারা পরবর্তীকালে বিক্রি করে দেয় এবং কিছু লোক তা চাষাবাদ করতে থাকে।

রাবী ইব্‌ন ওয়াহব বলেন ঃ আমি পরে আবদুল 'আযীযকে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি এর কিছু অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেন। তিনি পূর্ণ হাদীছটি আমার কাছে বর্ণনা করেন নি।

٣٠٥٨ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ اٰدَمَ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلاً .

৩০৫৮. হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা.).... আসমা বিন্‌ত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ যুবায়র (রা.)-কে একটি খেজুর বাগান বন্দোবস্ত দেন।

٣٠٥٩ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتَاىَ صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ وَكَانَتَا رَبِيْبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ وَكَانَتْ جَدَّةَ اَبِيْهِمَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُمَا قَالَتْ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ تَقَدَّمَ صَاحِبِيْ يَعْنِيْ حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلٰى قَوْمِهٖ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ تَمِيْمٍ بِالدَّهْنَاءِ اَنْ لاَّ يُجَاوِزَهَا اِلَيْنَا مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلاَّ مُسَافِرٌ اَوْ مُجَاوِزٌ فَقَالَ اكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّهْنَاءِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ اَمَرَلَهُ بِهَا شُخِصَ بِيْ وَهِيَ وَطَنِيْ وَدَارِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّهِيَّةَ مِنَ الْاَرْضِ اِذْ سَأَلَكَ اِنَّمَا هٰذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَاَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمْسِكْ يَا غُلَامُ صَدَقَتِ الْمِسْكِيْنَةُ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمُ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنُوْنَ عَلَى الْفُتَّانِ .

৩০৫৯. হাফ্‌স ইব্‌ন ‘উমর ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (রা.)...‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসসান আন্‌বারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার নিকট আমার দাদী এবং নানী, যাঁদের যথাক্রমে নাম হলো ঃ সাফিয়া এবং দুহায়বা, যারা ‘উলায়বার কন্যা ছিলেন, তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হই। তিনি বলেন ঃ আমাদের সাথী হারিছ ইব্‌ন হাসসান-যিনি বাকর ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের তরফ হতে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আসেন-রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসেন। এরপর তিনি তাঁর ﷺ নিকট নিজে এবং তার কওমের পক্ষ হতে বায়‘আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি আমাদের এবং বনূ তামীম গোত্রের মধ্যকার সীমান্ত ‘দুহনা’ নামক স্থানকে চিহ্নিত করে দিন, যা অতিক্রম করে মুসাফির এবং সামনে অগ্রগামী ব্যক্তি ব্যতীত, ওদের কেউ-ই যেন আমাদের নিকটে না আসতে পারে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হে বৎস! তার জন্য ‘দুহনাকে’ লিখে দাও।
রাবী বলেন ঃ যখন আমি দেখতে পাই যে, তিনি ﷺ ‘দুহনা’ নামক স্থানটি তাকে দিয়ে দিলেন, তখন আমার খুব দুঃখ হয়। কেননা দুহনা ছিল আমার জন্মভূমি। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! ঐ ব্যক্তি ইনসাফের ভিত্তিতে আপনার নিকট সীমানা চিহ্নিত করার জন্য আবেদন করেনি। কেননা দুহনা হলো উট বাঁধার স্থান ও বকরী চরাবার স্থান এবং এর পেছনেই বনূ তামীমের স্ত্রীলোক ও বাচ্চারা বসবাস করে।
এতদ্‌শ্রবণে তিনি ﷺ বলেন ঃ হে বৎস! একটু অপেক্ষা কর। এ দুর্বল বৃদ্ধা ঠিকই বলেছে। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তারা একে অপরের পানি ও গাছপালা হতে উপকার নিতে পারে। তাদের উচিত, বিপদের সময় একে অন্যের সাহায্য করা।

٣٠٦٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَتْنِىْ أُمُّ جُنُوْبٍ بِنْتِ نُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيْلَةَ بِنْتِ اَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ اَبِيْهَا اَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ اِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ اِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّوْنَ .

৩০৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)...আসমার ইব্‌ন মুযাররিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বায়‘আত গ্রহণ করি। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন পানির (কূপ বা ঝরনা) নিকট পৌছায়, যেখানে তার আগে আর কোন মুসলমান পৌছেনি, সে ব্যক্তি তার মালিক হবে।
রাবী বলেন ঃ (এ কথা শুনে) তখন লোকেরা একে অপরকে অতিক্রম করে, দ্রুতগতিতে পানির সন্ধানে বেরিয়ে যায়।

٣٠٦١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهٖ فَاَجْرٰى فَرَسَهٗ حَتّٰى قَامَ ثُمَّ رَمٰى بِسَوْطِهٖ فَقَالَ اعْطُوْهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ .

৩০৬১. আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.)..ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যুবায়র (রা.)-কে এত পরিমাণ জায়গীর দেন, যতদূর তাঁর ঘোড়া দৌড়ে যেতে পারে। এরপর তিনি তাঁর ঘোড়া দৌড়ান এবং দৌড়ের পর থেমে তাঁর হাতের চাবুক ফেলে দেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যতদূর তাঁর চাবুক গিয়েছে, ততদূর তাঁকে দিয়ে দাও।

١٧٥. بَابُ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ অনাবাদী যমীন আবাদ করা

٣٠٦٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا اَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْيَ اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ .

৩০৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)...সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করবে, সে তার মালিক হবে। আর যদি কোন যালিম অন্যের জমিতে গাছ লাগায়, তবে সে তার মালিক হবে না।

٣٠٦٣ . حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا فَهِيَ لَهُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَرَسَ اَحَدُهُمَا نَخْلاً فِيْ اَرْضِ الْاٰخَرِ فَقَضٰى لِصَاحِبِ الْاَرْضِ بِاَرْضِهٖ وَاَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ اَنْ يُّخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا فَلَقَدْ رَاَيْتُهَا وَاِنَّهَا لَتُضْرَبُ اُصُوْلُهَا بِالْفُؤُسِ وَاِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتّٰى اُخْرِجَتْ مِنْهَا .

৩০৬৩. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.)...উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করবে, সে তার মালিক হবে। এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করে বলেন ঃ আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি আমার কাছে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যে, দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি মামলা পেশ করে। (যা ছিল) এদের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির যমীনে একটি খেজুর গাছ লাগায়। তখন তিনি এরূপ ফয়সালা দেন ঃ জমির মালিক তার যমীন পাবে এবং গাছের মালিক তার গাছ সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

রাবী বলেন ঃ এরপর আমি দেখি যে, কুড়াল দিয়ে সে গাছটি কাটা হচ্ছে। কেননা তা বেশ বড় ছিল। পরে তা সেখান হতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

٣٠٦٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ نَا وَهْبٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَكْثَرُ ظَنِّيْ اَنَّهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ فَاَنَا رَاَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِيْ اُصُوْلِ النَّخْلِ .

৩০৬৪. আহমদ ইব্ন সাঈদ দারিমী (র.)...ইব্ন ইসহাক (রা.) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য তিনি বলেন যে, নবী ﷺ -এর সাহাবীদের থেকে জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

রাবী বলেন ঃ আমার ধারণা, তিনি হলেন আবূ সাঈদ খুদরী। তিনি বলেন ঃ আমি তাকে কুড়াল দিয়ে গাছের গোড়ায় আঘাত করতে দেখেছি।

٣٠٦٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْاٰمِلِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَنَا نَافِعُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى اَنَّ الْاَرْضَ اَرْضُ اللّٰهِ وَالْعِبَادَ عِبَادُ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْيٰى مَوَاتًا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا جَاۤءَ نَا بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْنَ جَاۤؤُا بِالصَّلَوَاتِ عَنْهُ .

৩০৬৫. আহমদ ইব্ন 'আব্দা আমিলী (র.)...'উরওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা দিয়েছেন ঃ সমস্ত যমীনই আল্লাহ্র এবং বান্দারা সবাই আল্লাহ্র বান্দা। কাজেই, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী যমীন আবাদ করবে, সে ব্যক্তি তার মালিক হবে।

রাবী বলেন ঃ নবী ﷺ -এর এ হাদীছটি আমার নিকট তারা বর্ণনা করেছেন, যারা তাঁর ﷺ নিকট হতে সালাতের হাদীছ বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ সাহাবাগণ)।

٣٠٦٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدَ ابْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيْرٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَاطَ حَائِطًا عَلٰى اَرْضٍ فَهِيَ لَهُ .

৩০৬৬. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...সামুরা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমির সীমানা চিহ্নিত করবে বা দেওয়াল দিবে, সে তার মালিক হবে।

٣٠٦٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ قَالَ هِشَامٌ الْعِرْقُ الظَّالِمُ اَنْ يَّغْرِسَ الرَّجُلُ فِيْ اَرْضِ غَيْرِهِ فَيَسْتَحِقَّهَا بِذٰلِكَ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا اَخَذَ وَاحْتَفَرَ وَغَرَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ

৩০৬৭. আহমদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন সারহ্‌ (র.)....মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হিশাম বলেছেন ঃ 'ইরকুয্-যালিম বা যবরদখলকারী যালিম ঐ ব্যক্তি, যে অন্যের যমীনে গাছ লাগিয়ে তার মালিক হতে চায়।

রাবী বলেন ঃ 'ইরকুয্-যালিম হলো ঃ অন্যের যমীন হতে কিছু যবরদখল করা, তাতে গর্ত করা এবং না-হক বৃক্ষ রোপণ করা।

٣٠٦٨ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنِ الْعَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ يَعْنِي ابْنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبُوْكًا فَلَمَّا اَتٰى وَادِيَ الْقُرٰى اِذَا امْرَاَةٌ فِيْ حَدِيْقَةٍ لَّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اخْرُصُوْا فَخَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ لِلْمَرْاَةِ اَحْصِيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاَتَيْنَا تَبُوْكَ فَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدَةً وَكَتَبَ لَهُ يَعْنِيْ بِبَحْرِهِ قَالَ فَلَمَّا اَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرٰى قَالَ لِلْمَرْاَةِ كَمْ كَانَ فِيْ حَدِيْقَتِكِ قَالَتْ عَشَرَةُ اَوْسُقٍ خَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ .

৩০৬৮. সাহ্‌ল ইব্‌ন বাক্‌কার (র.)...আবূ হুমায়দ সা'ঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে তাবুকের যুদ্ধে গমন করেছিলাম। যখন তিনি ﷺ 'ওয়াদিয়ে কুরা' নামক স্থানে পৌছান, তখন তিনি একজন মহিলাকে দেখতে পান, যে তার বাগানে বসা ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ এ বাগানে কত ফল আছে, তা তোমরা অনুমান কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে 'দশ-ওয়াসাক' পরিমাণ ফল আছে বলে অনুমান করেন। পরে তিনি ﷺ সে মহিলাকে বলেন ঃ এ বাগানে কত ফল উৎপন্ন হয়, তুমি তার হিসাব রাখবে। অবশেষে আমরা তাবূক পৌছাই। তখন 'ঈলা' নামক স্থানের নেতা একটা সাদা বর্ণের খচ্চর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হাদিয়া হিসাবে প্রদান করেন। আর তিনি ﷺ তাঁকে একটি চাদর দেন এবং তাকে বাহর এলাকার যমীনের লিখিত বন্দোবস্ত প্রদান করেন।

রাবী বলেন ঃ ফেরার পথে আমরা 'ওয়াদিয়ে কুরা'তে যখন পৌছাই, তখন তিনি ﷺ তাকে (সে মহিলাকে) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়েছে? সে (মহিলা) বলে ঃ

'দশ ওয়াসাক' পরিমাণ, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগে অনুমাণ করেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমি দ্রুত মদীনায় ফিরে যেতে চাই। কাজেই তোমাদের যে আমার সংগে দ্রুত চলতে চায়, সে যেন দ্রুত করে।

٣٠٦٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومٍ عَنْ زَيْنَبَ اَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِيْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنِسَاءٌ مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِيْنَ مَنَازِلَهُنَّ اَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُوَرَّثَ دُوْرَ الْمُهَاجِرِيْنَ النِّسَاءُ فَمَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ .

৩০৬৯. আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন গায়াছ (র.)...যয়নব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুলে উকুন তালাশ করছিলেন। এ সময় তাঁর নিকট উছমান (রা.)-এর স্ত্রী ও কয়েকজন মুহাজির মহিলা বসা ছিলেন, যারা তাদের ঘর-বাড়ীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল যে, সেখান বসবাস করতে আমাদের কষ্ট হয় এবং (স্বামীর মৃত্যুর পর) তাদের সেখান হতে বের করে দেওয়া হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ নির্দেশ দেন ঃ মুহাজিরদের স্ত্রীরা তাদের ঘরের উত্তরাধিকারী হবে। ফলে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী তাঁর ঐ বাড়ীর উত্তরাধিকারী হন, যা মদীনাতে ছিল।

١٧٦ . بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّخُوْلِ فِىْ اَرْضِ الْخَرَاجِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ খারাজী যমীন ক্রয় করা সম্পর্কে

٣٠٧٠ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ سَمِيْعٍ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِىْ عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩০৭০. হারূন ইব্ন মুহাম্মদ (র.)...মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের উপর জিযিয়া কর ধার্য করল, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরীকা হতে মুক্ত হয়ে দূরে সরে গেল।

٣٠٧١ . حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِىُّ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ بْنُ اَبِى الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنِىْ سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِىْ شَبِيْبُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ

الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَخَذَ اَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِّنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَقَدْ وَلّٰى الْاِسْلَامَ ظَهْرَهُ قَالَ فَسَمِعَ مِنِّيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِيْ اُشْبَيْبٌ حَدَّثَكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ اِلَيَّ بِالْحَدِيْثِ قَالَ فَكَتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِيْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ فَاَعْطَيْتُهُ فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِيْ يَدَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ حِيْنَ سَمِعَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صَاحِبُ شُعْبَةَ ۔

৩০৭১. হায়ওয়া ইব্ন শুরায়হ হায্‌রামী (র.)...আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিযিয়া কর দেওয়ার শর্তে কোন যমীন ক্রয় করলো, সে যেন নিজের হিজরতের শর্ত ভংগ করলো।[১] আর যে ব্যক্তি কাফিরের অমর্যাদা তার গরদান হতে টেনে নিজের গরদানে পরাল, সে যেন ইসলাম হতে তার পিঠ ফিরিয়ে নিল।

রাবী বলেন ঃ খালিদ ইব্ন মা'দান (রা.) আমার নিকট হতে এ হাদীছ শ্রবণ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ শুবায়ব কি তোমার নিকট উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন ? তখন আমি বলি ঃ হাঁ। এরপর তিনি বলেন ঃ তুমি যখন তাঁর কাছে যাবে, তখন তাঁকে বলবে, তিনি যেন উক্ত হাদীছ লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রাবী বলেন ঃ অতঃপর শুবায়ব উক্ত হাদীছ খালিদের জন্য লিখে দেন। পরে আমি ফিরে আসলে খালিদ ইব্ন মা'দান (রা.) ঐ কাগজটি আমার নিকট চান। তখন সেটি আমি তাকে প্রদান করি। যখন তিনি তা পাঠ করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে যত খারাযী যমীন ছিল, তার সবই ছেড়ে দেন।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ ইনি ছিলেন ইয়াযীদ ইব্ন খুমায়র ইয়াযান্নী, তিনি নন-যিনি শোবার ছাত্র ছিলেন।

١٧٧. بَابُ فِي الْاَرْضِ يُحْمِيْهَا الْاِمَامُ اَوِ الرَّجُلُ

১৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন যমীনের ঘাস বা পানি ইমাম বা কোন ব্যক্তির সংরক্ষণ করা সম্পর্কে

٣٠٧٢ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاحِمٰى اِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ قَالَ بْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ ۔

---

১. কোন যুদ্ধে মুসলমানরা যে যমীন জয় করে এবং কাফিররা সেখানে জিযিয়াকর দেওয়ার শর্তে বসবাস করে। এ যমীন যদি কোন মুসলমান ঐ কাফির হতে এ শর্তে খরিদ করে যে, সে উহা ভোগ করবে এবং উহার জিযিয়া-কর আদায় করবে। এরূপ করা আদৌ বৈধ নয়।

৩০৭২. ইব্‌ন সারহ (র.)...সা'ব ইব্‌ন জাছছামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পতিত চারণভূমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের।
রাবী ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাকী' নামক স্থানে চারণভূমি তৈরী করেছিলেন।

٣٠٧٣ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرِنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ وَقَالَ لاَحِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ .

৩০৭৩. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)...সা'ব ইব্‌ন জাছছামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নাকী' নামক স্থানে চারণভূমি তৈরী করে বলেছিলেন ঃ চারণভূমি কেবল মহান আল্লাহ্‌র-ই (এতে আর কারো মালিকানা নেই)।

١٧٨. بَابُ مَا جَاۤءَ فِى الرِّكَازِ وَمَا فِيْهِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে

٣٠٧٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِى الرِّكَاذِ الْخُمُسُ .

৩০৭৪. মুসাদ্দাদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খনিজ দ্রব্য হতে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) নেওয়া হবে।

٣٠٧٥ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ نَا الزَّمْعِىُّ عَنْ عَمَّتِهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اُمِّهَا كَرِيْمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهَا قَالَتْ ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِبَقِيْعِ الْخَبْخَبَةِ فَاِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِيْنَارًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِيْنَارًا دِيْنَارًا حَتّٰى اَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا ثُمَّ اَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ يَعْنِىْ فِيْهَا دِيْنَارٌ فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَهَبَ بِهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَدَقَتَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ هَوَيْتَ اِلَى الْجُحْرِ قَالَ لاَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا .

৩০৭৫. জা'ফর ইব্‌ন মুসাফির (র.)....যায়াআ' বিনত যুবায়র ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মিকদাদ (রা.) প্রকৃতির ডাকে "নাকীয়ে খাব্‌খাবা"[১] নামক স্থানে গমন করেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে, একটা ইঁদুর একটা গর্ত হতে একটা দীনার বের করে আনলো। এরপর সে একটার পর একটা দীনার বের করে আনতে লাগলো, এমনকি সে সতেরটি দীনার বের করে আনে। অবশেষে সে (ইঁদুরটি) একটা লালবর্ণের থলি বের করে আনে, তাতেও একটি দীনার ছিল। সব মিলিয়ে দীনারের সংখ্যা হয় আঠারটি। তখন তিনি (মিকদাদ) তা নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হন এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি নবী ﷺ -কে বলেন ঃ আপনি এর যাকাত গ্রহণ করুন। তখন নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি নিজে কি এ সব গর্ত থেকে বের করেছ ? তিনি বলেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেন ঃ আল্লাহ্ এতে তোমাকে বরকত দিন।[২]

١٧٩. بَابُ نَبْشِ الْقُبُوْرِ الْعَادِيَةِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরদের পুরাতন কবর খোঁড়া সম্পর্কে

٣٠٧٦ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ بُجَيْرِ بْنِ اَبِيْ بُجَيْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ خَرَجْنَا مَعَهُ اِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا قَبْرُ اَبِيْ رِغَالٍ وَكَانَ بِهٰذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ اَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِيْ اَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهٰذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيْهِ وَاٰيَةُ ذٰلِكَ اَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ اِنْ اَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ اَصَبْتُمُوْهُ مَعَهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ اٰخِرُ كِتَابُ الْخَرَاجِ وَالْفَيْءِ وَالْاِمَارَةِ .

৩০৭৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র.)...'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে তায়েফ গমনকালে একটা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ কবরটি 'আবূ রিগাল' নামক জনৈক ব্যক্তির। যে আযাব থেকে

১. মদীনার প্রান্ত-ভাগে জংগলকীর্ণ একটা স্থান। সম্ভবত ঃ হযরত মিকদাদ (রা) প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

২. বস্তুত হযরত মিকদাদ (রা) নিজে গর্ত হতে স্বর্ণমুদ্রা বের করেননি। সে জন্য নবী (সা) এ মালের উপর রিকায বা প্রোথিত মালের হুকুম আরোপ করেননি, যাতে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হয়। বরং তিনি ঐ মালকে লুকতা (পড়ে পাওয়া) হিসাবে গণ্য করেন এবং তিনি তা মিকদাদ (রা) কে প্রদান করে বরকতের জন্য দু'আ করেন।

নাজাতের আশায় এ হরমে বসবাস করত। এরপর সে যখন হরম থেকে বের হয়, তখন তাকে আযাবে গেরেফতার করে, যা তার কওমের উপর এ স্থানে আপতিত হয়েছিল।[১] তাকে এ স্থানে দাফন করা হয়েছে। আর এর নিদর্শন হলো ঃ তার সাথে সোনার পাতও এখানে দাফন করা আছে। যদি তোমরা তার কবর খুঁড়ে ফেল, তবে তোমরা তা পেয়ে যাবে। এ খবর শুনে লোকেরা দৌড়িয়ে কবরের কাছে গেল এবং সোনার পাত বের করে নিল।[২]

১. তারা ভূমি কম্পে ধ্বংম হয়েছিল।

২. উপরোক্ত ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের অন্যতম মু'জিযা। হাযার বছরের পুরাতন খবর তিনি আল্লাহর নির্দেশে সঠিকভাবে বলে দেন। যার বাস্তবতা কবর খুঁড়ার পর প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন কাফিরের কবরের মাঝে ধন-সম্পদ পোতা আছে বলে জানা যায়, তবে তা কবর খুঁড়ে বের করে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য ধারণার বশবর্তী হয়ে এরূপ করা যুক্তি-যুক্ত নয়। কেননা, আমরা জানিনা, কোন কবরের অবস্থা কিরূপ। এজন্য কবরের মালে মৃতের অবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকতে দেওয়াই উচিত। বিশেষ করে কাফিরদের কবর, যাতে আযাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে কাফিরদের কবর খুঁড়ে ফেলা বৈধ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

কিতাবুল জানাযা

١٨٠. بَابُ الْأَمْرَاضِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوْبِ

১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ্ মার্জনাকারী রোগের বর্ণনা

٣٠٧٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْ مَنْظُوْرٍ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَنْ عَامِرٍ الرَّامِ اَخِي الْخُضْرِ قَالَ النُّفَيْلِيُّ هُوَ الْخُضْرُ وَلٰكِنْ كَذَا قَالَ اِنِّيْ لَبِبِلَادِ نَا اِذْرُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَّ اَلْوِيَةٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا لِوَاءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهٗ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهٗ كِسَاءٌ وَّهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهٗ فَجَلَسْتُ اِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ اَعْفَاهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهٖ وَمَوْعِظَةً لَّهٗ فِيْ مَا يَسْتَقْبِلُ وَ اِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَا مَرِضَ ثُمَّ اُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ عَقَلَهُ اَهْلُهٗ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوْهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ اَرْسَلُوْهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّمَّنْ حَوْلَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْاَسْقَامُ وَاللّٰهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهٗ اِذَا اَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَّفِيْ يَدِهٖ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَمَّا رَأَيْتُكَ اَقْبَلْتُ اِلَيْكَ فَمَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيْهَا اَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَاَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِيْ كِسَائِيْ فَجَاءَتْ اُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلٰى رَأْسِيْ فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِيْ فَهُنَّ اُوْلَاءِ مَعِيْ قَالَ

ضَعَهُنَّ عَنْكَ فَوَضَعْتُهُنَّ وَاَبَتْ اُمُّهُنَّ اِلاَّ لَزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اَتَعْجَبُوْنَ لِرَحْمِ اُمِّ الْاَفْرَاخِ فَرَاخَهَا قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَ الَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اُمِّ الْاَفْرَاخِ بِفَرَاخِهَا اِرْجِعْ بِهِنَّ حَتّٰى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَذْتَهُنَّ وَاُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ ·

৩০৭৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...'আমের রাম (যিনি খুযর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমাদের শহরে ছিলাম। হঠাৎ আমরা কিছু নিশান ও পতাকা দেখতে পাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ এ সব কি ? লোকেরা বলে ঃ এ সব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিশান। তখন আমি তাঁর কাছে আসি। এ সময় তিনি একটি গাছের নীচে কম্বলের উপর বসা ছিলেন এবং তাঁর সাহাবীরাও চারদিকে উপবিষ্ট ছিলেন। আমিও তাঁদের সংগে সেখানে বসে পড়ি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন ধরনের অসুখ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেন ঃ যখন কোন মুমিন রোগগ্রস্ত হয়, এরপর আল্লাহ্ তাকে রোগমুক্ত করেন, ঐ অসুখ তার বিগত জীবনের গুনাহের জন্য কাফ্‌ফারা হয়ে যায় এবং তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য তা নসীহতস্বরূপ হয়। অপরপক্ষে, যখন কোন মুনাফিক অসুস্থ হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠে, তার উদাহরণ ঐ উটের ন্যায়, যাকে তার মালিক বেঁধে রাখার পর পুনরায় বন্ধনমুক্ত করে দেয়। অথচ সে জানে না, তাকে কি জন্য বাঁধা হয়েছিল এবং কেন বন্ধনমুক্ত করা হলো। তখন তাঁর ﷺ পাশের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! অসুখ কি জিনিস ? আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তো কখনো অসুস্থ হইনি! তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি এখান থেকে উঠে যাও, তুমি আমাদের দলভুক্ত নও।
এমতাবস্থায় আমরা যখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে কম্বল পরিহিত জনৈক ব্যক্তি হাযির হয়, যার হাতে কিছু জিনিস ছিল। তখন সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি আপনাকে দেখার পর যখন আপনার নিকট আসছিলাম, তখন পথিমধ্যে একটা ঝোপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন সেখানে আমি চড়ুই পাখির বাচ্চার কিচিরমিচির শব্দ শুনতে পাই, যাদের ধরে আমি আমার কম্বলের মাঝে রাখি। এ সময় এদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘুরতে থাকে। তখন আমি বাচ্চাদের উপর হতে কম্বল সরিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ চড়ুই পাখিটি তার বাচ্চাদের উপর আছড়ে পড়ে। ফলে আমি এদের সকলকে আমার কম্বলের মাঝে জড়িয়ে ফেলি। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি ওদের এখানে রেখে দাও। তখন আমি ওদের সেখানে রেখে দেই, কিন্তু সে সময়ও ওদের মা বাচ্চার কাছেই ছিল।
তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কি চড়ুই পাখিটির তার শাবকের প্রতি ভালবাসা দেখে বিস্মিত হয়েছ ? তখন তারা বলেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! তিনি বলেন ঃ ঐ যাতের শপথ ! যিনি আমাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর এর চাইতেও বেশী স্নেহশীল, যতটুকু এ পাখি তার বাচ্চাদের প্রতি স্নেহপ্রবণ। তুমি এদের সেখানে রেখে এস, যেখান থেকে তাদের নিয়ে এসেছ এবং ওদের মাতাকেও রেখে এসো। এরপর তিনি তাদের (বাসায়) ফেরত দিয়ে আসেন।

١٨١. بَابُ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلاً صٰلِحًا فَيُشْغِلُهُ عَنْهُ مَرَضٌ اَوْ سَفَرٌ

১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন লোক কোন নেক-কাজে অভ্যস্ত হয়, পরে অসুখের বা সফরের কারণে তা আদায় করতে ব্যর্থ হয়-সে সম্পর্কে

٣٠٧٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى وَمُسَدَّدٌ اَلْمَعْنٰى قَالاَ نَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّكْسَكِيِّ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ اَوْ سَفَرٌ كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَاكَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ مُقِيْمٌ .

৩০৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ও মুসাদ্দাদ (র.)...আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে বহুবার এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে, কিন্তু অসুখ বা সফরের কারণে তা আদায়ে অক্ষম হয়, তখন তার জন্য ঐ পরিমাণ নেকী লেখা হয়, যে পরিমাণ নেকী তার সুস্থতার সময় বা বাড়ীতে থাকার সময় নেক কাজ করার পরিবর্তে লেখা হতো।

١٨٢. بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ

১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা রোগীদের সেবা প্রসংগে

٣٠٧٩ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّ الْعَلاَءِ قَالَتْ عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضَةٌ فَقَالَ اَبْشِرِيْ يَا اُمَّ الْعَلاَءِ فَاِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللّٰهُ بِهٖ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

৩০৭৯. সাহ্ল ইব্ন বাক্কার (র.)...উম্মু 'আলা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে এসে বলেন ঃ হে উম্মু 'আলা ! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, মুসলমানদের অসুখের দ্বারা আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ তেমনি দূর করে দেন, যেমনি অগ্নি সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয়।

٣٠٨٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ الْخَزَّارِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَشَدَّ اٰيَةٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ اٰيَةُ اٰيَةٍ يَا عَائِشَةُ قَالَتْ قَوْلُ اللّٰهِ

تَعَالٰى مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهِ قَالَ اَمَا عَلِمْتِ يَا عَائِشَةُ اَنَّ الْمُسْلِمَ تُصِيْبُهُ النَّكْبَةُ اَوِ الشَّوْكَةُ فَيُكَافٰى بِاَسْوَءِ عَمَلِهِ وَمَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ قُلْتُ اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا قَالَ ذَا كُمُ الْعَرْضُ يَا عَائِشَةُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ بَشَّارٍ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ .

৩০৮০. মুসাদ্দাদ (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি কুরআনের সব চাইতে কঠিন আয়াত সম্পর্কে অবহিত আছি। তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে 'আইশা ! তা কোন্ আয়াত ? তিনি বলেন ঃ তা আল্লাহ্র এ বাণী ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে, তাকে এর বিনিময় দেওয়া হবে।" তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হে 'আইশা ! তুমি কি এ অবগত নও যে, যখন কোন মুসলমানের উপর কোন বিপদ আসে, বা সে কাঁটাবিদ্ধ হয়, তখন তা তার বদ-আমলের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়? অবশ্য যার হিসাব (কিয়ামতের দিন) নেওয়া হবে, তাকে আযাব দেওয়া হবে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ আল্লাহ্ কি এরূপ বলেন নি ঃ

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا

'অচিরেই সহজভাবে হিসাব নেওয়া হবে।' তখন নবী ﷺ বলেন ঃ হে 'আইশা ! এর অর্থ হলো ঃ আমল পেশ করে দেওয়া । অবশ্য যার হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, তাকে অবশ্যই আযাব দেওয়া হবে।

١٨٣. بَابُ فِى الْعِيَادَةِ

১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে

٣٠٨١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيْهِ الْمَوْتَ قَالَ قَدْ كُنْتُ اَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ الْيَهُوْدِ قَالَ فَقَدْ اَبْغَضَهُمْ اَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهْ فَلَمَّا مَاتَ اَتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ قَدْمَاتَ فَاَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ فَنَزَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَهُ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

৩০৮১. আবদুল 'আযীয ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)... উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (মুনাফিক)-কে মৃত্যু শয্যায় তাকে দেখার জন্য গমন করেন। তিনি ﷺ যখন তার নিকট প্রবেশ করেন, তখন তিনি তার মাঝে মৃত্যুর আলামত দেখে বলেন ঃ আমি তোমাকে ইয়াহূদীদের সাথে মহব্বত রাখতে নিষেধ করতাম ! তখন সে বলে ঃ আস'আদ ইব্ন যুরারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে কি পেয়েছে ?[১] সেও তো মারা গেছে। আর সে মারা গেলে, তার ছেলে (যিনি খাঁটি মু'মিন ছিলেন) তাঁর ﷺ নিকট এসে বলে ঃ হে আল্লাহ্র নবী ﷺ ! 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মারা গেছে। সুতরাং আপনি আপনার জামাটা আমাকে দিন, যা দিয়ে আমি তার কাফন দিতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জামা মুবারক খুলে তাঁকে প্রদান করেন।

١٨٤. بَابُ فِيْ عِيَادَةِ الذِّمِّي

১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী কাফিরের পরিচর্যা সম্পর্কে

٣٠٨٢ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ غُلاَمًا مِّنَ الْيَهُوْدِ كَانَ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْهُ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ بِيْ مِنَ النَّارِ .

৩০৮২. সুলায়মান ইব্ন হারব (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক ইয়াহূদীর ছেলে রোগাক্রান্ত হলে নবী ﷺ তাকে দেখতে যান। তিনি ﷺ তার শিয়রে বসে বলেন ঃ তুমি ইসলাম কবূল কর। তখন ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকায়, যে তার শিয়রে বসা ছিল। তখন তার পিতা তাকে বলে ঃ তুমি আবুল কাসিমের আনুগত্য স্বীকার করে নাও। তখন ছেলেটি ইসলাম কবূল করে। তখন নবী ﷺ এরূপ বলতে বলতে দাঁড়ান ঃ সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমার কারণে তাকে দোযখের আগুন হতে মুক্তি দিয়েছেন।

١٨٥. بَابُ الْمَشْيِ فِي الْعِيَادَةِ

১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে রোগী দেখতে যাওয়া সম্পর্কে

٣٠٨٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُ نِيْ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلاً وَّلاَ بِرْذَوْنًا .

৩০৮৩. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ আমার রোগাক্রান্ত হওয়ার সময় আমাকে দেখতে আসতেন। এ সময় তিনি খচ্চর বা তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসতেন না, বরং পায়ে হেঁটে আসতেন।[১]

١٨٦. بَابُ فِيْ فَضْلِ الْعِيَادَةِ عَلٰى وُضُوْءٍ

১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর সাথে রোগী দেখার ফযীলত সম্পর্কে

٣٠٨٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا الرَّبِيْعُ بْنُ رَوْحِ بْنِ خُلَيْدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا قُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ وَمَا الْخَرِيْفُ قَالَ الْعَامُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالَّذِيْ تَفَرَّدَ بِهِ الْبَصْرِيُّوْنَ مِنْهُ الْعِيَادَةُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ .

৩০৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ তাঈ (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভালভাবে উযূ করে সওয়াবের নিয়্যতে তার রোগগ্রস্ত মুসলমান ভাইকে দেখতে যাবে, তাকে জাহান্নাম হতে ৭০ খারীফ দূরে রাখা হবে।
রাবী বলেন ঃ আমি আবূ হামযাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ খারীফ কি ? তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হলো এক বছর।[২] আবূ দাউদ বলেন, বসরাবাসীরা ব্যতীত উযূ অবস্থায় রোগী দেখতে যাওয়ার প্রবক্তা কেউ নয়।

٣٠٨٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّعُوْدُ مَرِيْضًا مُّمْسِيًا اِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَّسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ اَتَاهُ مُصْبِحًا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ .

৩০৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলা কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তবে তার সংগে সত্তর হাযার ফেরেশ্‌তা নির্গত হয়, যারা তার জন্য সকাল পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকে এবং বেহেশতে তার জন্য একটি

---

১. কেননা, পায়ে হেঁটে যাওয়াতে সওয়াব বেশী হয়ে থাকে।
২. অর্থাৎ যদি কেউ তার রোগগ্রস্ত মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তবে এর বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে রাখা হবে।

বাগান নির্ধারিত করা হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যায়, তার সংগেও সত্তর হাযার ফেরেশতা বের হয়, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে এবং বেহেশতে তার জন্য একটি বাগান নির্ধারিত করা হয়।

٣٠٨٦ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَرِيْفَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ مَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَكَمِ اَبِىْ حَفْصٍ كَمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ·

৩০৮৬. ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...‘আলী (রা.) থেকে নবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতে ‘খারীফের’ কথা উল্লেখ নেই।
আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ মানসূর হাকাম থেকে এ রিওয়ায়াত এভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন শু‘বা বর্ণনা করেছেন।

١٨٧. بَابُ فِى الْعِيَادَةِ مِرَارًا

১৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ বারবার রোগী পরিদর্শন করা সম্পর্কে

٣٠٨٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُصِيْبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ ·

৩০৮৭. ‘উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন সা‘দ ইব্ন মু‘আয (রা.) খন্দকের যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, যা তাঁর হাতের শিরায় বিদ্ধ হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্য মসজিদে (নববীতে) একটা তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি নিকটে থেকে বারবার তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন।

١٨٨. بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرَّمَدِ

১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ চোখের রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে

٣٠٨٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ بْنَ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ وَّجَعٍ كَانَ بِعَيْنَىَّ ·

৩০৮৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দু' চোখ উঠে বেদনা হলে দেখার জন্য এসেছিলেন।

١٨٩. بَابُ الْخُرُوْجِ مِنَ الطَّاعُوْنِ

১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহামারীর স্থান হতে অন্যত্র গমন সম্পর্কে

٣٠٨٩ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهٖ بِاَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ يَعْنِى الطَّاعُوْنَ .

৩০৮৯. আল-কা'নাবী (র.)...আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমরা কোন স্থানে মহামারীর খবর পাও, তখন সেখানে যাবে না। আর যখন তোমাদের বসতি এলাকায় মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়, তখন তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যত্র গমন করবে না।

١٩٠. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيْضِ بِالشِّفَاءِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ রোগী দেখার সময় তার রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করা সম্পর্কে

٣٠٩٠ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَوَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى جَبْهَتِىْ ثُمَّ مَسَحَ صَدْرِىْ وَبَطْنِىْ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاَتْمِمْ لَهٗ هِجْرَتَهٗ .

৩০৯০. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)...'আইশা বিন্‌ত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বর্ণনা করেছেন ঃ মক্কাতে অবস্থানকালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন এবং তাঁর পবিত্র হাত আমার কপালের উপর রাখেন। এরপর তিনি ﷺ দু'আ করেন ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি সা'দকে রোগমুক্ত করুন এবং তাঁর হিজরত পূর্ণ করুন।

٣٠٩١ . حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوْا الْعَانِىَ قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِى الْاَسِيْرُ .

৩০৯১. ইব্‌ন কাছীর (র.)... আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার করাবে, রোগীর খোঁজ-খবর নেবে এবং কয়েদীকে মুক্ত করবে।

١٩١. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيْضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ

১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ রোগী দেখার সময় তার জন্য দু'আ করা সম্পর্কে

٣٠٩٢ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ يَحْيَ نَا شُعْبَةُ نَا يَزِيْدُ اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ اَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارًا أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ اِلاَّ عَافَاهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ

৩০৯২. রাবী' ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়নি, সে যেন তার নিকট বসে এ দু'আটি সাতবার পাঠ করে ঃ

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

"অর্থাৎ 'আমি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করছি, যিনি মহান 'আরশের অধিপতি, যেন তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করেন।' এ দু'আর ফলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে রোগমুক্ত করবেন।

٣٠٩٣ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ نِ الرَّمْلِيُّ نَا اِبْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا اَوْ يَمْشِيْ لَكَ اِلٰى جِنَازَةٍ .

৩০৯৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন রাম্‌লী (র.)...ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায়, তখন সে যেন এ দু'আ পাঠ করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا اَوْ يَمْشِيْ لَكَ اِلٰى جِنَازَةٍ

অর্থাৎ 'ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি আপনার বান্দাকে রোগমুক্ত করুন, যে আপনার দুশমনকে যখম করবে এবং আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন (মৃতের) জানাযার সাথে চলবে।

١٩٢. بَابُ كِرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ

১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু কামনা করা অনুচিত হওয়া সম্পর্কে

٣٠٩٤ . حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَدْعُوَنَّ اَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهٖ وَلٰكِنْ لِيَقُلِ اللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ ·

৩০৯৪. বিশ্র ইব্ন হিলাল (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোন কষ্টের কারণে মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে; বরং সে যেন এরূপ দু'আ করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ

অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ্ ! আমাকে ততদিন জীবিত রাখুন, যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় এবং আমাকে তখন মৃত্যু দান করুন, যখন তা আমার জন্য মংগলময় হবে।"

٣٠٩٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْدَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ·

৩০৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাংখা না করে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٩٣. بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ হঠাৎ মৃত্যু সম্পর্কে

٣٠٩٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ اَوْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحٰبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرَّةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ مَوْتُ الْفُجَاةِ اَخْذَةُ اَسَفٍ ·

৩০৯৬. মুসাদ্দাদ (র.)...'উবায়দ ইব্ন খালিদ সালামী (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হঠাৎ মারা যাওয়া আল্লাহ্র গযবের পাকড়াও স্বরূপ, (যাতে সে তওবার সুযোগ না পায়)।[১]

---

১. এ অবশ্য কাফিরদের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে, মু'মিনদের জন্য এ রহমতস্বরূপ। কেননা, মু'মিন সব সময় মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ.) দাউদ ও সুলায়মান (আ.) হঠাৎ মারা যান।

١٩٤. بَابُ فِيْ فَضْلِ مَنْ مَاتَ بِالطَّاعُوْنِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীর ফযীলত

٣٠٩٧ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ عَتِيْكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيْكٍ وَّهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ اُمِّهٖ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمَّهُ جَابِرَ بْنَ عَتِيْكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا الرَّبِيْعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسَكِّتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ فَاِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوْا وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمَوْتُ قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ شَهِيْدًا فَاِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اَوْقَعَ اَجْرَهُ عَلٰى قَدْرِ نِيَّتِهٖ وَمَا تَعُدُّوْنَ الشَّهَادَةَ قَالَ الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَّالْغَرِقُ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَّالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَّصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَّالَّذِيْنَ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَّالْمَرْاَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ .

৩০৯৭. আল-কা'নাবী (র.)...জাবির ইব্ন 'আতীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য আসেন। এ সময় তিনি তাঁকে বেহুশ অবস্থায় পান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জোরে ডাকেন, কিন্তু তিনি কোন জওয়াব দেননি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পাঠ করেন এবং বলেন ঃ হে আবূ রাবী' ! আমি তোমার ব্যাপারে পরাস্ত হয়েছি।[১] এ কথা শুনে মহিলারা চীৎকার দিয়ে কাঁদা শুরু করে। তখন ইব্ন 'আতীক (রা.) তাদের শান্ত হতে বলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তাদের ছেড়ে দাও, (অর্থাৎ কাঁদতে দাও)। অবশ্য যখন ওয়াজিব হবে, তখন যেন কোন ক্রন্দনকারী আর না কাঁদে। তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ মৃত্যু।

(রাবী বলেনঃ) তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা.)-এর কন্যা বললোঃ আল্লাহ্র শপথ! আমার তো এরূপ ধারণা ছিল যে, তুমি শহীদ হবে। কেননা, তুমি যুদ্ধের জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ

১. অর্থাৎ তোমার মৃত্যু আল্লাহর হুকুমে নির্ধারিত সময়ে হবে। এখানে আমার করার কিছু নেই।

করেছিলে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে তার নিয়্যতের ছাওয়াব প্রদান করবেন। তোমরা শাহাদত বলতে কি মনে কর? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় কতল হয়ে যাওয়াকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও আরো সাত ধরনের শহীদ আছে যথাঃ (১) মহামরীতে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (২) পানিতে ডুবে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; ৩() পক্ষাঘাতে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (৪) পেটের রোগের কারণে (কলেরা, ডায়রিয়া ইত্যাদিতে) মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ; (৬) কোন কিছুর নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারীও শহীদ এবং (৭) যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যাবে, সেও শহীদ।

١٩٠. بَابُ الْمَرِيْضِ يُؤْخَذُ مِنْ اَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ

১৯৫. অনুচ্ছেদঃ রোগীর নখ কাটা ও লজ্জাস্থানের লোম মুণ্ডন সম্পর্কে

٣٠٩٨ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنَ سَعْدٍ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ ابْتَاعَ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنُ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَّكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَلَسَ خُبَيْبٌ عِنْدَ هُمْ اَسِيْرًا حَتّٰى اَجْمَعُوْا الْقَتْلَةَ فَاسْتَعَارَ مِنِ ابْنَةِ الْحَارِثِ مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَّهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَتْهُ فَوَجَدَتْهُ مُخْلِيًا وَّهُوَ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا فِيْهَا فَقَالَ اَتَخْشِيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتَ لاَفْعَلَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذِهِ الْقِصَّةَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوْا يَعْنِيْ لِقَتْلِهِ اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ ·

৩০৯৮. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বনূ-হারিছ ইব্‌ন ‘আমির ইব্‌ন নওফল খুবায়ব (রা.)-কে ক্রয় করেন। আর খুবায়ব (রা.) হারিছ ইব্‌ন ‘আমিরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। এরপর (ঘটনাক্রমে) যুবায়ব (রা.) তাদের হাতে বন্দী হন, তখন তারা তাকে হত্যা করার জন্য একত্রিত হয়। তখন খুবায়ব (রা.) হারিছের কন্যার কাছে তার লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করার জন্য একখানা ক্ষুর চান। তখন সে (মহিলা) তাঁকে একখানা ক্ষুর প্রদান করে। সে সময় সে মহিলার এক বাচ্চা খুবায়ব (রা.)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছায়, যার সম্পর্কে তার মাতা গাফিল ছিল। যখন সে মহিলা এসে দেখল যে, সে বাচ্চাটি যুবায়ব (রা.)-এর জানুর উপর বসে আছে এবং যুবায়ব (রা.)-এর হাতে ক্ষুর ও আছে, তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। যা

খুবায়ব (রা.) অনুধাবন করতে পারেন। তখন তিনি বলেনঃ তুমি কি এরূপ ধারণা করছ যে, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? আমি কখনই এরূপ করব না।[১]

আবূ দাঊদ (রা.) বলেনঃ এ ঘটনাটি শুআয়ব ইব্‌ন আবী হামযা (র.) যুহরী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমার কাছে "আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়ায (র.) বর্ণনা করেছেন যে, হারিছের কন্যা তার কাছে এরূপ বলেছেনঃ যখন তারা তাঁকে (খুবায়ব (রা.)-কে) হত্যার জন্য একত্রিত হয়, তখন তিনি তার কাছে স্বীয় লজ্জাস্থানের পশম পরিষ্কার করার জন্য একখানা ক্ষুর চান। যা সে (মহিলা) তাঁকে দিয়েছিল।

١٩٥. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللّٰهِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৯৬. অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা।

٣٠٩٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ مَوْتِهٖ بِثَلَاثٍ قَالَ لَا يَمُوْتُ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ ٠

৩০৯৯. মুসাদ্দাদ (র.)..জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে এরূপ বলতে শুনেছি—তিনি বলেনঃ তোমাদের সকলের উচিত আল্লাহ্ সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা (অর্থাৎ তাঁর রহমত ও মাগফিরাত কামনা করা)।

١٩٧. بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ تَطْهِيْرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৯৭. অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুর সময় মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তিকে কাফনের পবিত্র কাপড় পরানো সম্পর্কে

٣١٠٠ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهٗ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا

---

১. বস্তুত বনু-হারিছ খুবায়র (রা.)-কে হত্যা করার জন্য সমবেত হয়েছিল। এজন্য হারিছ কণ্যা এরূপ সন্দেহ করে যে, হয়ত খুবায়র (রা.) তার বাচ্চাকে হত্যা করতে পারে। তখন খুবায়র (রা.) বলেন ঃ আমি তাকে কখনই হত্যা করব না। এরপর কাফিররা যখন তাঁকে তাস'য়ীম নামক স্থানে গুলিবিদ্ধ করে মারার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাকে এতটুকু সময় দাও, যাতে আমি দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নিতে পারি। কাফিররা তাঁকে এ সময় দিলে, সালাত শেষে তিনি একথা পাঠ করেন, যার অর্থ হলোঃ যখন আমি মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করছি, তখন আমার কোন পরোয়া নেই যে কোনভাবে আল্লাহর জন্য আমার মৃত্যু হবে। এ কতল তো আল্লাহরই জন্য। যদি তিনি চান, তবে সব অংগের জন্য তিনি বরকত দেবেন।

بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا ۔

৩১০০. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.)..আবূ সাঈদ খুদরী (র.) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তিনি নতুন বস্ত্র চেয়ে নিয়ে তা পরিধান করেন এবং বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে ঐ কাপড়ে (কবর হতে) উঠানো হবে, যে কাপড়ে সে মারা যায়।

١٩٨. بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْكَلَامِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু পথযাত্রীর কাছে কি ধরনের কথা বলা উচিত

٣١٠١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَقُوْلُ قَالَ قُوْلِي اللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَاَعْقِبْنَا عُقْبٰى صَالِحَةً قَالَتْ فَاَعْقَبَنِى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ مُحَمَّدًا ﷺ ۔

৩১০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমরা কোন মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভাল কথাবার্তা বলবে। কেননা, তোমাদের কথার সমর্থনে ফেরেশতারা আমীন বলেন। এরপর আবূ সালামা (রা.) যখন ইনতিকাল করেন, তখন আমি বলিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি (এখন) কি বলব? তখন তিনি ﷺ বলেনঃ তুমি বলঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَاَعْقِبْنَا عُقْبٰى صَالِحَةً

অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। উম্মু সালাম (রা.) বলেনঃ আল্লাহ্ আমাকে এর বিনিময়ে মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রদান করেন।[১]

١٩٩. بَابُ فِى التَّلْقِيْنِ

১৯৯. অনুচ্ছেদঃ তাল্‌কীন[২] সম্পর্কে

٣١٠٢ . حَدَّثَنَا مَلِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَسْمَعِيُّ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ بْنُ اَبِيْ عُرَيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۔

---

১. কেননা, আবূ সালামা (রা.)-এর মৃত্যুর পর নবী (সা.) উম্মু সালামাকে বিবাহ করে তাঁকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দেন, যা উম্মু-সালামা (রা.)-এর জন্য দুর্লভ ও অতুলনীয় মর্যাদার কারণ হয়েছিল।

২. মৃত্যুপথযাত্রীর নিকট "কালিমায়ে তাওহীদ" পাঠ করাকে 'তালকীন' বলে।

৩১০২. মালিক ইব্‌ন আবদিল ওয়াহিদ মাসমাঈ (র.)...মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তির সর্বশেষ কালিমা (কথা) হবে—'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু," সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٣١٠٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْــرٌ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ نَا يَحْىَ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৩১০৩. মুসাদ্দাদ (র.)...আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালিমার তালকীন দিবেন (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করতে থাকবে)।

٢٠٠. بَابُ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

২০০. অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করা সম্পর্কে

٣١٠٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ اَبُوْ مَرْوَانَ اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْـمَضَهُ فَصَيَّحَ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ بِخَيْـرٍ فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْـفِرْلاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْـفِرْلَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِى قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ .

৩১০৪. আব্দুল মালিক ইব্‌ন হাবীব আবূ মারওয়ান (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবূ সালামা (রা.)-এর মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট হাযির হন। এ সময় তাঁর চোখ খোলা ছিল। তিনি ﷺ তাঁর চোখ বন্ধ করে দেন। এ দেখে তাঁর পরিবার-পরিজন চীৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে। যখন তিনি ﷺ বলেনঃ তোমর তোমাদের ক্রন্দনের মাঝে তার জন্য (মৃতের) কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই চাবে না। কেননা, ফেরেশ্‌তারা তোমাদের কথার সমর্থনে 'আমীন' বলে থাকেন। এরপর তিনি ﷺ বলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلاَبِىْ سَلَمَةَ

অর্থাৎ" ইয়া আল্লাহ! আপনি আবূ সালামাকে মাফ করে দিন এবং তাঁর মর্যাদা, যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের ন্যায় সমুন্নত করুন। তাঁর পরিবর-পরিজন, যারা তাঁর পশ্চাতে আছে, আপনি তাদের যিম্মাদারী গ্রহণ করুন। হে সারা জাহানের রব!

আপনি আমাদের এবং একে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাঁর জন্য তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিন এবং তা তাঁর জন্য আলোকিত করুন।

٢٠١. بَابُ فِى الْاِسْتِرْجَاعِ

২০১. অনুচ্ছেদঃ "ইন্না লিল্লাহ" পড়া সম্পর্কে

٣١٠٥ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَتْ اَحَدَكُمْ مُصِيْبَةٌ فَلْيَقُلْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاْجِرْنِىْ فِيْهَا وَاَبْدِلْ لِّىْ بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا .

৩১০৫. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারো উপর কোন বিপদ আসে, তখন এরূপ বলবে ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থাৎ "আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং আমরা অবশ্যই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার মুসীবত তোমারই কাছে পেশ করছি। তুমি আমাকে এর ছাওয়াব দান কর এবং এর বিনিময়ে আমাকে উত্তম প্রতিফল প্রদান কর।

٢٠٢. بَابُ فِى الْمَيِّتِ يُسَجّٰى

২০২. অনুচ্ছেদঃ মৃতের দেহ বস্ত্রাবৃত করা সম্পর্কে

٣١٠٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُجِّىَ فِىْ ثَوْبِ حِبَرَةٍ .

৩১০৬. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).."আইশা (র.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -এর ইনতিকালের পর তাঁর দেহ মুবারক ইয়ামনের তৈরী চাদর দিয়ে আবৃত করা হয়েছিল।

٢٠٣. بَابُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَيِّتِ

২০৩. অনুচ্ছেদঃ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে

٣١٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَكِّىِّ الْمَرْوَزِىُّ الْمَعْنٰى قَالَا نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَؤُا يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ .

৩১০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মাক্কী (র.)... মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তির নিকট 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করবে।

٢٠٤. بَابُ الْجُلُوْسِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ !

২০৪, অনুচ্ছেদঃ বিপদের সময় বসে পড়া সম্পর্কে

٣١٠٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٌ وَّعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْحُزْنُ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ .

৩১০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)..'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন যায়দ ইব্‌ন হারীছ (রা.) জা'ফর এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা[১] (রা.) শহীদ হন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ খবর জানার পর মসজিদে গিয়ে বসেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারকে বিষাদের চিহ্ন দেখা দেয়। এরপর অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

٢٠٥. بَابُ التَّعْزِيَةِ

২০৫. অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করা

٣١٠٩ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ نَا الْمُفَضَّلُ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ سَيْفٍ الْمُعَافِرِىِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَبَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ مَيِّتًا فَلَمَّا فَرَغْنَا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَلَمَّا حَاذٰى بَابَهُ وَقَفَ فَاذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ مُقْبِلَةٍ قَالَ اَظُنُّهُ عَرَفَهَا فَلَمَّا ذَهَبَتْ اِذَا هِىَ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ قَالَتْ اَتَيْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ فَرَحَّمْتُ اِلَيْهِمْ مَيِّتَهُمْ اَوْ عَزَّيْتُهُمْ بِهٖ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدٰى قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِيْهَا مَا تَذْكُرُ

---

১. এঁরা সবাই মৃতার যুদ্ধে শহীদ হন। স্মর্তব্য যে, মৃতার যুদ্ধের সেনাদল বিদায়লগ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.) এঁদের একের পর এক প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করেন এবং পারিশেষে বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) শহীদ হলে, আল্লাহর ইশারায় জনৈক মুসলিম যোদ্ধা প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে। ইনি ছিলেন হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.)।

قَالَ لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدٰى فَذَكَرَ تَشْدِيْدًا فِيْ ذٰلِكَ فَسَأَلْتُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْكُدٰى فَقَالَ الْقُبُوْرُ فِيْمَا اَحْسِبُ .

৩১০৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন খলিদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহাব হামদানী (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে থেকে জনৈক মৃত ব্যক্তিকে দাফন করি। আমরা দাফনের কাজ সম্পন্ন করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে আসেন এবং আমরাও তাঁর সংগে ফিরে আসি। এরপর তিনি মৃত ব্যক্তির বাড়ীর দরওয়াযার নিকট পৌছে দাঁড়িয়ে যান। হঠাৎ আমরা সামনের দিক থেকে জনৈক মহিলাকে আসতে দেখি। রাবী বলেনঃ আমার ধারণা, তিনি ﷺ তাকে চিনতে পারলেন। সে মহিলা চলে যাওয়ার পর জানা গেল যে, তিনি ছিলেন ফাতিমা (রা.)। তখন রাসূলাল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ কিসে তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করে এনেছে? তিনি বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! আমি এ মৃত ব্যক্তির পরিবারদের কাছে এ জন্য গিয়েছিলাম যে, 'আমি তাদের সান্ত্বনা দেব এবং তাদের সাথে শোকে অংশ গ্রহণ করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ সম্ভবত তুমি তাদের সংগে কবরস্তানেও গিয়েছিলে? এর জওয়াবে ফাতিমা (রা.) বলেনঃ আল্লাহ্ পানাহ! আমি তো আপনার কাছ থেকে মহিলাদের কবরস্তানে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করেছি। তখন তিনি ﷺ বলেনঃ যদি তুমি তাদের সংগে যেতে, (তবে এর পরিণতি খারাপ হতো)। এরপর তিনি ﷺ এ সম্পর্কে আরো কঠোর বক্তব্য পেশ করেন।

٢٠٦. بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

২০৬. অনুচ্ছেদঃ মুসীবতের সময় সবর করা

٣١١٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عُثْمَانَ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِيْ عَلٰى صَبِيٍّ لَّهَا فَقَالَ لَهَا اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِيْ اَنْتَ بِمُصِيْبَتِيْ فَقِيْلَ لَهَا هٰذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلٰى بَابِهٖ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى اَوْ عِنْدَ اَوَّلِ صَدْمَةٍ .

৩১১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ এমন একজন মহিলার কাছে গেলেন, যে তার বাচ্চার শোকে ক্রন্দন করছিল। তখন তিনি ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সবর কর। সে মহিলা বলেঃ আপনি তো আমার মত মুসীবতে পতিত হননি। তখন তাকে বলা হলোঃ ইনি তো নবী ﷺ! তখন সে মহিলা তাঁর ﷺ নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর দরওয়াযায় কোন দারোয়ান পেল না। এরপর সে বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি, (কাজেই আমার বেয়াদবী নেবেন না)। তখন নবী ﷺ বলেনঃ দুঃখ-বেদনা শুরু হলে অথবা শোকের প্রথম হতে সবর করা প্রয়োজন।

٢٠٧. بَابُ فِى الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

২০৭. অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা

٣١١١ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ ابْنَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَاَنَا مَعَهُ وَسَعْدُ وَّاَحْسِبُ اُبَيًّا اَنَّ ابْنِيْ اَوِ ابْنَتِيْ قَدْ حَضَرَ فَاشْهَدْنَا فَاَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ فَقَالَ قُلْ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَمَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ اِلٰى اَجَلٍ فَاَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَاَتَاهَا فَوُضِعَ الصَّبِيُّ فِيْ حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هٰذَا قَالَ اِنَّهَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ يَّشَاءُ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

৩১১১. আবূ ওলীদ তিয়ালিসী (র.)... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা (যয়নব (রা.)) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। এ সময় আমি, সা'দ এবং আমার ধারণা আমার পিতাও তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। যয়নব (রা.) বলে পাঠান যে, আমার ছেলে বা মেয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। আমরা সবাই তাঁর কাছে হাযির হই। অতঃপর তিনি ﷺ তাঁকে সালাম পৌছান এবং দূতকে এরূপ বলতে বলেনঃ যা কিছু আল্লাহ্ নিয়ে নেন, তা তাঁর এবং তিনি যা কিছু প্রদান করেন তাও তাঁর। তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিকট প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটা সময়কাল নির্ধারিত আছে। অতঃপর যয়নব (রা.) শপথ পূর্বক নবী ﷺ কে আহবান করেন। তখন তিনি ﷺ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে যয়নব (রা.) বাচ্চাকে তাঁর কোলে সমর্পণ করেন। এ সময় বাচ্চার মৃত্যু-কষ্ট হচ্ছিল, যা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চোখ থেকে পানি বেরিযে আসে। তখন সা'দ (রা.) জিজ্ঞাসা করেনঃ এটা কি? তিনি ﷺ বললেনঃ এতো রহমত, আল্লাহ্ যার অন্তরে চেয়েছেন এ রহমত রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মাঝে যারা দয়ালু, তিনি তাদের প্রতি রহম করেন।

٣١١٢ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَكِيْدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا اِنَّا بِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ .

৩১১২. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আজ রাতে আমার ঘরে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি আমার দাদার নামানুসারে তার নাম রেখেছি ইব্রাহীম। অতঃপর উক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে আনাস (রা.) বলেনঃ আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে সে বাচ্চার জান বের হচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চোখ হতে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। এ সময় তিনি ﷺ বলছিলেনঃ চোখ থেকে পানি বের হচ্ছে এবং অন্তর বেদনাতুর, তবু আমরা তা-ই বলব, যাতে আমাদের রব রাযী এবং খুশী থাকেন (অর্থাৎ ইন্নালিল্লাহ...)। হে ইব্রাহীম! আমরা সত্যিই তোমার জন্য ব্যথিত।

٢٠٨. بَابُ فِى النَّوْحِ

২০৮. অনুচ্ছেদঃ বিলাপ করা সম্পর্কে

٣١١٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ ٠

৩১১৩. মুসাদ্দাদ (র.)... উম্মু 'আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।

٣١١٤ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ ٠

৩১১৪. ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.)...আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাপকারী এবং বিলাপ শ্রবণকারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন।

٣١١٥ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ وَاَبِى مُعَاوِيَةَ الْمَعْنٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ وَهِلَ تَعْنِىْ ابْنَ عُمَرَ اِنَّمَا مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ اِنَّ صَاحِبَ هٰذَا لَيُعَذَّبُ وَاَهْلُهُ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَت وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَلٰى قَبْرِ يَهُوْدِىٍّ ٠

৩১১৫. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.).... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার-পরিজনদের ক্রন্দন হেতু আযাব দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে

'আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা.) ভুলে গেছেন। বরং নবী ﷺ একদা একটা কবরের পথ দিয়ে গমনকালে বলেন ঃ এ কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে এবং এর পরিজনরা এর জন্য ক্রন্দন করছে। এরপর 'আইশা (রা.) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى

অর্থাৎ "কোন বোঝা বহনকারী, অন্য কারও বোঝা বহন করবে না।"
রাবী আবূ মু'আবিয়া (রা.)-এর বর্ণনায় এরূপ আছে যে, ঐটি ছিল একটি ইয়াহূদীর কবর।

٣١١٦ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِىْ مُوْسٰى وَهُوَ ثَقِيْلٌ فَذَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِتَبْكِىَ اَوْ تَهُمَّ بِهٖ فَقَالَ لَهَا اَبُوْ مُوْسٰى اَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلٰى قَالَ فَسَكَتَتْ قَالَ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ يَزِيْدُ لَقِيْتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ لَهَا قَوْلُ اَبِىْ مُوْسٰى لَكِ اَمَا سَمِعْتِ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَكَتِّ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَقَ وَمَنْ خَرَقَ .

৩১১৬. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...ইয়াযীদ ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ মূসা (রা.)-এর কাছে গিয়েছিলাম, যিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী কাঁদছিল অথবা কাঁদার উপক্রম করছিল। তখন আবূ মূসা (রা.) তাকে বলেন ঃ তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ শ্রবণ করনি ? সে বলে ঃ হাঁ। এরপর সে চুপ হয়ে যায়।
রাবী বলেন ঃ আবূ মূসা যখন মারা যান, তখন আমি (ইয়াযীদ) সে মহিলার সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করি যে, আবূ মূসা তোমাকে কি বলেছিল ? (যখন তিনি বলেছিলেন ঃ) তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ শোননি—এরপর তুমি চুপ হয়ে গিয়েছিলে ? তখন সে মহিলা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, (যে মৃতের জন্য শোকাতুর হয়ে) তার মাথা মুড়ায় এবং চীৎকার দিয়ে কাঁদে, নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং স্বীয় মুখের উপর আঘাত করে।

٣١١٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ نَا الْحَجَّاجُ عَامِلُ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَلَى الرَّبْذَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُسَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيْمَا اَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيْهِ اَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَّلاَ نَنْشُرَ شَعْرًا .

৩১১৭. মুসাদ্দাদ (র.)....জনৈক বায়'আত গ্রহণকারী মহিলা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছ থেকে যে সব ব্যাপারে অংগীকার গ্রহণ করেন, তার মাঝে উত্তম ব্যাপার এ ছিল যে, আমরা তাঁর নাফরমানী করব না, আমাদের চেহারা নখ দিয়ে আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করব না, ধ্বংসের আহ্বান করব না, জামার বক্ষদেশ ফেঁড়ে ফেলব না এবং মাথার চুল অবিন্যস্ত করব না।

٢٠٩. بَابُ صَنَعَةِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ

২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পরিজনদের খাদ্য দান করা সম্পর্কে

٣١١٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اصْنَعُوْا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَانَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَّشْغَلُهُمْ .

৩১১৮. মুসাদ্দাদ (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা বলেন, তোমরা জা'ফরের পরিবার-পরিজনদের জন্য খাবার জিনিস তৈরী কর। কেননা, তাদের উপর এমন মুসীবত নাযিল হয়েছে, যা তাদের ব্যস্ত রেখেছে।

٢١٠. بَابُ فِى الشَّهِيْدِ يُغْسَلُ

২১০. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের গোসল দিতে হবে কিনা ?

٣١١٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى ح وَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَهْدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِىَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِىْ صَدْرِهِ اَوْفِىْ حَلْقِهِ فَمَاتَ فَاُدْرِجَ فِىْ ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ قَالَ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

৩১১৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তির গলায় অথবা বুকে তীর বিঁধেছিল, ফলে সে মারা যায়। অতঃপর তাকে ঐভাবে কাপড় পেঁচিয়ে দাফন করা হয়, যেভাবে সে ছিল। জাবির (রা.) বলেন ঃ এ সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে ছিলাম।

٣١٢٠ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلٰى اُحُدٍ اَنْ يُّنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيْدُ وَالْجُلُوْدُ وَاَنْ يُّدْفَنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ .

৩১২০. যিয়াদ ইব্‌ন আয়্যূব (র.)... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দেন যে, তাদের দেহ হতে অস্ত্রশস্ত্র ও লৌহবর্ম খুলে তাদের রক্তমাখা বস্ত্রসহ দাফন করা হোক।

٣١٢١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ نِ اللَّيْثِيُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ شُهَدَاءَ اُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا وَدُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

৩১২১. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং রক্তমাখা কাপড়সহ দাফন করা হয়, আর তাদের উপর জানাযার নামাযও পড়া হয়নি।

٣١٢٢ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا زَيْدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحُبَابِ ح وَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ صَفْوَانَ يَعْنِي الْمَرْدَانِيَّ عَنْ اُسَامَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَعْنٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهٖ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِيْ نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتّٰى تَاْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتّٰى يُحْشَرَ مِنْ بُطُوْنِهَا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ وَكَثُرَتِ الْقَتْلٰى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلٰثَةُ يُكَفَّنُوْنَ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ زَادَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ فِيْ قَبْرٍ وَّاحِدٍ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْئَلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ قُرْاٰنًا فَيُقَدِّمُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ .

৩১২২. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের যুদ্ধ শেষে হামযা (রা.)-এর পাশ দিয়ে গমন করেন, যাঁর নাক ও কান (হিন্দা) কেটে নিয়েছিল। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি যদি সুফিয়া (রা.)-এর কষ্টের কথা চিন্তা না করতাম, [যিনি হামযা (রা.)-এর বোন ছিলেন], তাহলে আমি তাঁর লাশকে পড়ে থাকতে দিতাম, যাতে পশু-পাখিরা তা ভক্ষণ করতে পারত এবং হাশরের দিন তিনি তাদের পেট হতে বের হতেন। এ সময় কাপড় কম থাকায় এক-এক, দুই-দুই এবং তিন-তিন ব্যক্তিকে একই কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়।

রাবী কুতায়বা (রা.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তাঁদের একই কবরে দাফন করা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, এদের মাঝে কোন্ ব্যক্তি কুরআন বেশী জানতো ? এরপর তাকে আগে কিবলার দিকে রাখা হতো।

٣١٢٣ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا اُسَامَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهٖ وَلَمْ يُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهٖ .

৩১২৩. 'আব্বাস 'আন্‌বারী (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ হামযা (রা.)-এর পাশ দিয়ে যান, যাঁর নাক-কান কেটে ফেলা হয়। আর তিনি ﷺ হামযা (রা.) ব্যতীত অন্য কারো জানাযার নামায পড়াননি।

٣١٢٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ وَيَقُوْلُ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ فَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ .

৩১২৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মাওহিব (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু-জনকে একই কবরে দাফনের নির্দেশ দেন এবং এ সময় তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ এদের মাঝে কে অধিক কুরআনের হাফিয ? অতঃপর যখন তাদের একজনের প্রতি ইশারা করা হতো, তখন তিনি তাঁকে আগে কবরে রাখতে বলতেন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী দেব। তিনি ﷺ তাঁদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফনের নির্দেশ দেন এবং তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি।

٣١٢٥ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩১২৫. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ মাহরী (র.)...লায়ছ উপরোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণনা করে বলেন ঃ তিনি উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু-দু ব্যক্তিদের একই কাপড়ে দাফন করেন।

٢١١ . بَابُ فِىْ سَتْرِ الْمَيِّتِ عِنْدَ غُسْلِهٖ .

২১১. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় মৃত ব্যক্তির লজ্জাস্থান আবৃত রাখা সম্পর্কে

٣١٢٦ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِىُّ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَاتُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَىٍّ وَّ لَا مَيِّتٍ .

৩১২৬. 'আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল রামলী (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তুমি তোমার নিজের রান খুলবে না এবং জীবিত বা মৃত ব্যক্তির রানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না।

٣١٢٧ . حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ لَمَّا اَرَادُوْا غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا نَدْرِيْ اَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا اَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا اَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتّٰى مَامِنْهُمْ رَجُلٌ اِلاَّ وَذَقْنُهُ فِيْ صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِّنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ اَنْ غَسِّلُوْا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَقَامُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَغَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيَدْلُكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ دُوْنَ اَيْدِيْهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ لَوِاسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ اِلاَّ نِسَاؤُهُ .

৩১২৭. নুফায়লী (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আইশা (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যখন সাহাবীরা নবী ﷺ -কে গোসল দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁরা বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমরা কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় খুলে ফেলব, যেমন আমরা আমাদের অন্যান্য মৃত ব্যক্তির কাপড় খুলে ফেলি অথবা আমরা তাঁকে কাপড় পরা অবস্থায় গোসল দেব ? যখন তারা মতভেদ করলো, তখন আল্লাহ্ তাদের সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলেন, এমন কি তাদের একজনও এমন ছিল না (নিদ্রার কারণে) যার থুতনী তার বক্ষের উপর আপতিত হয়নি। এ সময় জনৈক ব্যক্তি ঘরের এক কোণা হতে বলল, তাঁরা জানত না—তিনি কে ? তোমরা নবী ﷺ -কে তাঁর পরিধেয় কাপড়সহ গোসল দাও। তখন সাহাবীগণ উঠে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কাপড়সহ গোসল দিতে শুরু করেন। এ সময় তাঁর দেহ মুবারকে তাঁর পবিত্র জামা ছিল। তাঁরা জামার উপর পানি ঢেলে, ঐ জামা দিয়ে তাঁর দেহ মুবারক ঘর্ষণ করেন এবং তাঁরা তাঁর ﷺ দেহে হাত লাগান নি।

'আইশা (রা.) বলেন ঃ আমি যদি আগে এ বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝতে পারি, তবে তাঁকে ﷺ তাঁর বিবিগণ ছাড়া আর কেউ-ই গোসল দিতে পারত না।

٢١٢. بَابُ كَيْفَ غُسْلُ الْمَيِّتِ

২১২. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির গোসল দানের পদ্ধতি

٣١٢٨ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنٰى عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَّاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِيْ

الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِّنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ قَالَ عَنْ مَّالِكٍ تَعْنِيْ اِزَارَهُ وَلَمْ يَقُلْ مُسَدَّدٌ دَخَلَ عَلَيْنَا .

৩১২৮. আল-কা'নাবী (র.)...উম্মু 'আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমাদের নিকট উপস্থিত হন, যখন তাঁর কন্যা ইনতিকাল করেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাঁকে তিন বা পাঁচবার, আর যদি প্রয়োজন মনে কর, তবে এর থেকেও অধিক বার কুলপাতা মিশান সিদ্ধ পানি দিয়ে গোসল দেবে এবং শেষবার গোসল দেওয়ার সময় পানিতে কর্পূর মিশিয়ে নেবে অথবা কর্পূরের মত অন্য কোন সুগন্ধ বস্তু মিশিয়ে নেবে। তোমরা তাঁর গোসল দেওয়ার কাজ শেষ করে আমাকে খবর দেবে। অতঃপর তাঁর গোসল দেওয়ার কাজ শেষ করে আমরা তাঁকে ﷺ এ খবর দিলে, তিনি তাঁর ব্যবহৃত তহবন্দ আমাদের দিয়ে বলেন ঃ এটি তাঁর শরীরে জড়িয়ে দাও।[১]

٣١٢٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَاَبُوْ كَامِلٍ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حَفْصَةَ اُخْتِهِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلٰثَةَ قُرُوْنٍ .

৩১২৯. আহমদ ইব্ন 'আবদা ও আবূ কামিল (র.)... উম্মু 'আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা তাঁর [যয়নব (রা.)-এর] চুল আঁচড়িয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করে বেণী বেঁধে দেই।

٣١٣٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَضَفَرْنَا رَأْسَهَا ثَلٰثَةَ قُرُوْنٍ ثُمَّ اَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا .

৩১৩০. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)...উম্মু 'আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা তাঁর [যয়নব (রা.)-এর] চুল তিন ভাগে বিভক্ত করে তাঁর পিছনের দিকে রেখে দেই। যার একটি অংশ ছিল মধ্য মাথার এবং বাকী দু'অংশ ছিল মাথার দু'পাশের।

٣١٣٠ . حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِيْ غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا .

৩১৩১. আবূ কামিল (র.)...'আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কন্যার গোসলদানকারী মহিলাদের বলেন ঃ তোমরা তাঁর ডান পাশের উযূর অংগ-প্রত্যংগ হতে গোসল দেওয়া শুরু করবে।

---

১. নবী (সা.) তাবারক হিসাবে তাঁর একখণ্ড বস্ত, তাঁর কন্যা যয়নব (রা.) কে প্রদান করেন। যা তাঁর কাফনের সাথে তাঁর শরীরে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

٣١٣١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيْثِ حَفْصَةَ عَن اُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِ هٰذَا وَزَادَتْ فِيْهِ اَوْ سَبْعًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ ·

৩১৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ (র.)...উম্মু 'আতিয়্যা (রা.) এভাবে বর্ণনা প্রসংগে এটুকু অতিরিক্ত বলেছেন যে, [নবী ﷺ বলেছেন ঃ] তোমরা তাকে সাত বার গোসল দেবে এবং প্রয়োজনে এর চাইতে অধিক বারও গোসল দিতে পার।

٣١٣٢ . حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّهُ كَانَ يَاخُذُ الْغُسْلَ مِنْ اُمِّ عَطِيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُوْرِ ·

৩১৩৩. হুদ্‌বা ইব্‌ন খালিদ (র.)...মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু 'আতিয়্যা (রা.) হতে মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা করেন। তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ প্রথম দুবার কুলপাতা মিশান পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে এবং তৃতীয় বার কর্পূর মিশান পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে।

٢١٣. بَابُ فِى الْكَفَنِ

২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাফন সম্পর্কে

٣١٣٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحٰبِهٖ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِيْ كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهِ اِلاَّ اَنْ يُّضْطَرَّ اِنْسَانٌ اِلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ·

৩১৩৪. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী ﷺ খুতবা দেওয়ার সময় তাঁর জনৈক সাহাবী সম্পর্কে উল্লেখ করেন, যিনি ইনতিকাল করেন। লোকেরা রাতের বেলায় ত্রুটিপূর্ণ কাফনে তাঁকে দাফন করেছিল।

বস্তুত নবী ﷺ জানাযার নামায আদায়ের আগে রাতের বেলায় কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। অবশ্য বিশেষ কারণে তিনি ﷺ রাতের বেলায় দাফনের অনুমতিও প্রদান করেন।

নবী ﷺ আরো বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তার ভাইকে কাফন প্রদান করবে, তখন তার উচিত হবে তাকে উত্তম কাফন দেওয়া।

٣١٣٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِيُّ نَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُدْرِجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَوْبٍ حِبْرَةٍ ثُمَّ اُخِّرَ عَنْهُ .

৩১৩৫. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)..'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রথমে ডোরাদার ইয়ামানী চাদরে কাফন দেওয়া হয়েছিল। পরে তা পাল্টিয়ে সাদা চাদর দেওয়া হয়েছিল।

٣١٣٦ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقَيْلِ بْنِ مَعْقَلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَّهْبٍ يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تُوُفِّيَ اَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِيْ ثَوْبٍ حِبْرَةٍ .

৩১৩৬. হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ বায্‌যার (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমাদের থেকে কেউ ইনতিকাল করে এবং তার সামর্থও আছে, তখন উচিত হবে ইয়ামানী চাদর দিয়ে সে মৃত ব্যক্তিকে দাফন দেওয়া (অর্থাৎ মূল্যবান কাপড় দিয়ে তাকে দাফন করতে হবে)।

٣١٣٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنبَلٍ نَا يَحْيٰ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ يَّمَانِيَةٍ بِيْضٍ لَّيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَّلاَ عِمَامَةٌ .

৩১৩৭. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)..'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ইয়ামানে তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে দাফন দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কোন কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

٣١٣٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْسُفٍ قَالَ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ اُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلٰكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيْهِ .

৩১৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তবে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, ঐ কাপড় ছিল তুলার—সুতার তৈরী। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি "আইশা

(রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ নবী ﷺ-এর কাফনে কি দুটি সাদা কাপড় এবং একটা ডোরাদার ইয়ামানী চাদর ছিল? তিনি বলেনঃ ইয়ামানী চাদর দেওয়া হয়েছিল, তবে সাহাবীরা তা ফিরিয়ে দেন এবং ঐ কাপড় কাফনের মাঝে শামিল করা হয়নি (বরং কাফনের তিনটি কাপড়ই ছিল সাদা)।

٣١٣٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ نَّجْرَانِيَّةٍ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيْصُهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ عُثْمَانُ فِىْ ثَلٰثَةِ اَثْوَابٍ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ وَقَمِيْصُهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ .

৩১৩৯. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)..ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে নাজরানে তৈরী তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। ঐ কাপড়ের মাঝে একটা ছিল চাদর, একটা তহবন্দ এবং অন্যটি ছিল ঐ জামা, যা গায়ে থাকা অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।
আবূ দাউদ (র.) বলেনঃ 'উছমান (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনটি কাপড়ের মাঝে দুটি ছিল লাল এবং ঐ জামা, যা গায়ে থাকা অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেন।

٢١٤. بَابُ كِرَاهِيَةِ الْمُغَالاَةِ فِى الْكَفَنِ

২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ দামী কাফন ব্যবহার না করা সম্পর্কে

٣١٤٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ اَبُوْ مَالِكٍ الْجَنْبِىُّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ لاَ تُغَالِىْ فِىْ كَفَنٍ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُغَالُوْا فِى الْكَفَنِ فَاِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيْعًا .

৩১৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ মুহারিবী (র.)... 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা বেশী দামী কাফন ব্যবহার করবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ বেশী দামী কাফন ব্যবহার করবে না। কেননা, তা অতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

٣١٤١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ اِلاَّ نَمِرَةٌ كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ

رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَطُّوْبِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوْا عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخَرِ ·

৩১৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)...খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (রা.) উহুদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন। এ সময় তাঁর কাছে (কাফনের জন্য) একটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (আর তা এত ছোট ছিল যে,) যখন তা দিয়ে আমরা তাঁর মাথা ঢাকছিলাম, তখন তার দু'টি পা বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা যখন তার পা দুটি ঢাকছিলাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা ঐ কম্বল দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দুটির উপর ইয্‌খার (এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) দিয়ে দাও।

٣١٤٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ اَبِىْ نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْاُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ ·

৩১৪২. আহ্‌মদ ইব্‌ন সালিহ (র.)... 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উত্তম কাফন হলো 'হুল্লা' অর্থাৎ চাদর এবং তহবন্দ এবং উত্তম কুরবানীর পশু হলো শিংওয়ালা দুম্বা।

٢١٥. بَابُ فِىْ كَفْنِ الْمَرْأَةِ

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের কাফন সম্পর্কে

٣١٤٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ نُوْحُ بْنُ حَكِيْمٍ الثَّقَفِىُّ وَكَانَ قَارِيًا لِلْقُرْاٰنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِىْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُقَالُ لَهُ دَاؤُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ حَبِيْبَةُ بِنْتُ اَبِىْ سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ لَيْلٰى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَلَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا فَكَانَ اَوَّلَ مَا اَعْطَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحِقَاءُ ثُمَّ الدِّرْعُ ثُمَّ الْخِمَارُ ثُمَّ الْمِلْحَفَةُ ثُمَّ اُدْرِجَتْ بَعْدُ فِى الثَّوْبِ الْاٰخَرِ قَالَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفْنُهَا يُنَاوِلُنَا هَا ثَوْبًا ثَوْبًا ·

৩১৪৩. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)..লায়লা বিনতে কায়েফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যে মহিলারা উম্মু কুলছুম বিনতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর ইনতিকালের পর গোসল দিয়েছিল, আমিও তাদের একজন ছিলাম। (তাঁর গোসল সম্পন্ন হওয়ার পর) রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাফনের জন্য সর্বপ্রথম আমাদের তহবন্দ প্রদান করেন, এরপর জামা, সিরবন্দ, চাদর এবং শেষে এমন একটা কাপড় প্রদান করেন, যা উপরে জড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দরওয়াযার উপর বসা ছিলেন এবং কাফনের কাপড় তাঁর কাছেই ছিল। তিনি সেখান হতে এক-একটা কাপড় প্রদান করছিলেন।

٢١٦. بَابُ فِى الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ

২১৬. অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির জন্য মিশ্‌কের খুশবু ব্যবহার প্রসংগে

٣١٤٤ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ طِيْبِكُمُ الْمِسْكُ .

৩১৪৪. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)..আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের জন্য সব চাইতে উত্তম খোশবু হলো মিশ্‌ক।

٢١٧. بَابُ تَعْجِيْلِ الْجَنَازَةِ

২১৭. অনুচ্ছেদঃ দাফন-কাফনের জন্য জলদি করা

٣١٤٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّوَاسِىُّ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالاَ نَا عِيْسٰى قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُثْمَانَ الْبَلَوِىِّ عَنْ عَزْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوَجٍ اَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اِنِّىْ لَاَرٰى طَلْحَةَ اِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتُ فَاٰذِنُوْنِىْ بِهٖ وَعَجِّلُوْا فَاِنَّهٗ لاَيَنْبَغِىْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ اَهْلِهٖ .

৩১৪৫. আবদুর রহীম ইব্‌ন মুতাররিফ রুয়াসী আবূ সুফয়ান ও আহমদ ইব্‌ন জানাব (র.)..হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াহূজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তাল্‌হা ইব্‌ন বারাআ অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাঁকে দেখার জন্য আসেন। তখন তিনি বলেনঃ আমার ধারণা, শীঘ্রই তালহা প্রাণত্যাগ করবে। কাজেই তোমরা আমাকে এ খবর দেবে এবং তার দাফন-কাফনের ব্যাপারে জলদি করবে। কেননা, মুসলমানদের লাশ তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে বেশীক্ষণ রাখা উচিত নয়।

٢١٨. بَابُ فِى الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির গোসলদাতার গোসল সম্পর্কে

٣١٤٦ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍنَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ .

৩১৪৬. উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)..'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ চারটি ব্যাপারে গোসল করতেনঃ (১) স্ত্রী-সহবাসের পর, (২) জুম'আর দিন, (৩) শিংগা লাগানোর পর এবং (৪) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর।

٣١٤٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৩১৪৭. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করায়, সে যেন নিজে গোসল করে। আর যে তা বহন করে, সে যেন উযূ করে।

٣١٤٨ . حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِسْحٰقَ مَوْلٰى زَائِدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ يُجْزِئُهُ الْوُضُوْءُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ دَخَلَ اَبُوْ صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَعْنِى اِسْحٰقَ مَوْلٰى زَائِدَةَ قَالَ وَحَدِيْثُ مُصْعَبٍ فِيْهِ خِصَالٌ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ .

৩১৪৮. হামিদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে এরূপেই বর্ণিত হয়েছে।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি মান্‌সুখ বা বাতিল। আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-এর কাছে শুনেছি, যখন তাঁকে মৃত ব্যক্তির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন ঃ তার জন্য কেবল উযূ করাই যথেষ্ট।

٢١٩. بَابُ فِيْ تَقْبِيْلِ الْمَيِّتِ

২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা

٣١٤٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتّٰى رَأَيْتُ الدُّمُوْعَ تَسِيْلُ .

৩১৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে 'উছমান ইব্ন মায্‌'উন (রা.)-কে[১] তাঁর মৃত্যুর পর চুম্বন করতে দেখেছি। এমনকি আমি তাঁর চোখ থেকে পানিও বের হতে দেখেছি।

٢٢٠. بَابُ فِى الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

২২০. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিতে দাফন করা

٣١٥٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بُزَيْعٍ نَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَوْسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَاٰى نَاسٌ نَارًا فِى الْمَقْبُرَةِ فَاَتَوْهَا فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقَبْرِ وَاِذَا هُوَ يَقُوْلُ نَاوِلُوْنِيْ صَاحِبَكُمْ فَاِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِيْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ .

৩১৫০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন বুযায়' (র.)...জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা লোকেরা কবরস্থানে আলো দেখতে পেয়ে সেখানে গমন করে। তখন তারা দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে কবরের মাঝে দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীকে (মৃত ব্যক্তিকে) আমার কাছে দাও। আর তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি উচ্চস্বরে আল্লাহ্র যিকির করতেন।[২]

٢٢١. بَابُ فِى الْمَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ اَرْضٍ اِلٰى اَرْضٍ

২২১. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির লাশ এক স্থান হতে অন্যস্থানে নেওয়া

٣١٥١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلٰى يَوْمَ اُحُدٍ لِنَدْفُنَهُمْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَدْفُنُوا الْقَتْلٰى فِيْ مَضَاجِعِهِمْ فَرَدَدْنَا هُمْ .

---

১. হযরত 'উছমান ইব্ন মায্‌উন (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুধ-ভাই ছিলেন। তিনি প্রথমে হাব্‌শা ও পরে মদীনাতে হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

২. তাঁর নাম ছিল 'আব্দুল্লাহ।

৩১৫১. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা উহুদ যুদ্ধের শহীদদের লাশ অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলাম দাফনের জন্য। এ সময় নবী ﷺ -এর ঘোষক এসে বলেন ঃ তিনি ﷺ তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শহীদদের লাশ তাদের শাহাদতের স্থানে দাফন করবে। তখন আমরা তাদের লাশ সেখানে দাফন করি।

٢٢٢. بَابُ فِي الصُّفُوْفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

২২২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে কাতারবন্দী হওয়া

٣١٥٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَّيِّتٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَلٰثَةُ صُفُوْفٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ اَوْجَبَ قَالَ فَكَانَ مَالِكٌ اِذَا اسْتَقَلَّ اَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلٰثَةَ صُفُوْفٍ لِّلْحَدِيْثِ ·

৩১৫২. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)...মালিক ইব্ন হুবায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য জীবিত মুসলমানরা তিন কাতার করে (তার জানাযার) নামায পড়লে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন।
রাবী বলেন ঃ এ জন্য মালিক (র.) যখন কোন ব্যক্তির জানাযায় লোক কম দেখতেন, তখন তাদের তিন কাতারে বিভক্ত করে দিতেন।

٢٢٣. بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَازَةِ

২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির লাশের পেছনে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ

٣١٥٣ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِيْنَا اَنْ نَّتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ·

৩১৫৩. সুলায়মান ইব্ন হারব (র.)...উম্মু 'আতীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়নি।

٢٢٤. بَابُ فَضْلِ الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَتَشْيِيْعِهَا

২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল জানাযা আদায় করা ও লাশের অনুগমন করার ফযীলত

٣١٥٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْوِيْهِ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلّٰى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ اَصْغَرُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ اَوَاَحَدُهُمَا مِثْلُ اُحُدٍ ·

৩১৫৪. মুসাদ্দাদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জানাযার অনুগমন করে, তার সালাতুল জানাযা আদায় করে, সে এক কীরাত ছওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে গমন করে তার দাফনেও শরীক হয়, সে ব্যক্তি দু'কীরাত ছওয়াব পায়। ঐ দু'কীরাতের ছোট কীরাতের পরিমাণ হলো উহুদ পাহাড়ের সমান, অথবা দু'কীরাতের মাঝে এক কীরাত হলো উহুদ পাহাড় সমতুল্য।[১]

٣١٥٥ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حُسَيْنٍ الْهَرَوِىُّ قَالاَ نَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ حَدَّثَهُ اَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُوْرَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِّنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ فَاَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ٠

৩১৫৫. হারূন ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ও আবদুর রহমান ইব্ন হুসায়ন হারবী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন, যিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জানাযার সাথে তার ঘর থেকে বের হবে, তার সালাতুল জানাযা আদায় করবে, সে ব্যক্তি এক কীরাত ছাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফনেও শরীক থাকবে, সে দু'কীরাতের সমান ছাওয়াব পাবে।

যখন ইব্ন 'উমার (রা.) এ হাদীছ শ্রবণ করেন, তখন এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য জনৈক ব্যক্তিকে 'আইশা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তখন 'আইশা (রা.) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) সত্য বলেছেন।

٣١٥٦ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُوْنِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ صَخْرٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يَّمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ ٠

৩১৫৬. ওয়ালীদ ইব্ন সূজা' সাকূনী (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন মুসলমান লাশের উপর এমন চল্লিশজন লোক

১. মৃত ব্যক্তির লাশের সাথে গমন করা, তার জানাযার সালাতে শরীক হওয়া এবং দাফনে ও সহযোগিতা করা মুসলমানদের পরস্পরের হক বা অধিকারের বিষয়ও বটে।

তার জানাযার নামায পড়ে, যারা আল্লাহ্‌র সংগে কাউকে শরীক করে না, তাদের সুপারিশ ঐ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কবূল করা হয়।

٢٢٥. بَابُ فِىْ اِتِّبَاعِ الْمَيِّتِ بِالنَّارِ

২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সাথে আগুন নেওয়া নিষেধ

٣١٥٧ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ نَا حَرْبٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ نَا يَحْىٰ حَدَّثَنِىْ بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَنَارٍ زَادَ هٰرُوْنُ وَلاَ يُمْشٰى بَيْنَ يَدَيْهَا ٠

৩১৫৭. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ জানাযার পেছনে চীৎকার করতে করতে এবং আগুন নিয়ে যাবে না।[১]
রাবী হারূন অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ জানাযার আগে আগেও গমন করবে না।

٢٢٦. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা আসতে দেখে দাঁড়ান সম্পর্কে

٣١٥٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا لَهَا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ ٠

৩১৫৮. মুসাদ্দাদ (র.)...'আমির ইব্‌ন রাবী'আ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমরা কোন জানাযা (মৃত ব্যক্তির লাশ) দেখবে, তখন তোমরা তার সম্মানে দাঁড়াবে, যতক্ষণ না তা তোমাদের অতিক্রম করে অথবা দাফনের জন্য রাখা হয়।

٣١٥٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتَّبَعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلاَ تَجْلِسُوْا حَتّٰى تُوْضَعَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى الثَّوْرِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

---

১. আহলে-কিতাব বা ইয়াহূদ ও নাসারারা জানাযার সাথে আগুন নিয়ে যায়, (মৃতের মুখে আগুন দেওয়ার জন্য)। এ আচরণের সাথে যেন উম্মতে মুহাম্মদীর আচরণের কোন মিল না ঘটে, সেজন্য আগুন নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

فِيْــــهِ حَتّٰى تُوْضَعَ بِالْاَرْضِ وَرَوَاهُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَتّٰى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ وَسُفْيَانُ اَحْفَظُ مِنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ ٠

৩১৫৯. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন জানাযার অনুগমন করবে, তখন তোমরা ততক্ষণ বসবে না, যতক্ষণ না তাকে (যমীনে) রাখা হয়।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ ছাওরী উক্ত হাদীছ সুহায়ল হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। যাতে এরূপ বর্ণিত আছে ঃ যতক্ষণ না সে জানাযাকে যমীনে রাখা হয়।

রাবী আবূ মু'আবিয়া (র.) সুহায়ল হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ যতক্ষণ না সে জানাযাকে (লাশকে) কবরে রাখা হয়।

٣١٦٠ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيْدُ نَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنَ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ اِذْ هِيَ جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ لِلْمَوْتِ فَزَعٌ فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا ٠

৩১৬০. মুআম্মাল ইব্‌ন ফযল হাররানী (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। এ সময় একটা জানাযা আমাদের পাশ দিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি ﷺ দাঁড়িয়ে যান। আমরা সে জানাযা বহনের উদ্দেশ্যে সেখানে পৌছে জানতে পারি যে, তা একজন ইয়াহূদীর জানাযা (লাশ)। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় মৃত্যু তো ভয়ের জিনিস। কাজেই তোমরা যখন কোন জানাযা দেখবে, তখন তোমরা দাঁড়িয়ে যাবে।

٣١٦١ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ ٠

৩১৬১. আল-কা'নাবী (র.)... 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ প্রথম দিকে কোন জানাযা দেখার পর দাঁড়াতেন কিন্তু পরে তিনি বসে থাকতেন।

٣١٦٢ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ اَنَا اَبُو الْاَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ

الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ فِى الْجَنَازَةِ حَتّٰى تُوْضَعَ فِى اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهٖ حِبْرٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ هٰكَذَا نَفْعَلُ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اجْلِسُوْا خَالِفُوْهُمْ ٠

৩১৬২. হিশাম ইব্‌ন বাহ্‌রাম মাদাইনী (র.)... 'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তিনি ততক্ষণ বসতেন না, যতক্ষণ না সে লাশকে কবরে রাখা হতো। অতঃপর জনৈক ইয়াহূদী আলিম তাঁর ﷺ নিকট দিয়ে গমনকালে বলে ঃ আমরাও এরূপ করে থাকি। তখন নবী ﷺ বসে পড়েন এবং বলেন ঃ তোমরাও বস এবং তাদের (ইয়াহূদীদের) বিপরীত কাজ কর।

٢٢٧. بَابُ الرُّكُوْبِ فِى الْجَنَازَةِ

২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সাথে বাহনে সওয়ার হয়ে যাওয়া নিষেধ

٣١٦٣ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ فَاَبٰى اَنْ يَّرْكَبَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اُتِىَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ فَقِيْلَ لَهٗ فَقَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِىْ فَلَمْ اَكُنْ لِاَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ ٠

৩১৬৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা বালখী (র.).... ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তির জানাযার অনুগমন করাকালে তাঁর জন্য একটা বাহন আনা হয়। তখন তিনি তার পিঠে চড়তে অস্বীকার করেন। অতঃপর তিনি ﷺ যখন সেখান হতে ফিরে আসতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর জন্য বাহন আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করেন। তখন তাঁকে ﷺ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ উক্ত জানাযার সংগে ফেরেশতারা পায়ে হেঁটে চলছিল, তাই আমি বাহনে সওয়ার হওয়া ভাল মনে করিনি। এখন তাঁরা চলে গেছেন, তাই আমি বাহনে আরোহণ করেছি।

٣١٦٤ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَنَحْنُ شُهُوْدٌ ثُمَّ اُتِىَ بِفَرَسٍ فَعَقَلَ حَتّٰى رَكِبَهٗ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهٖ وَنَحْنُ نَسْعٰى حَوْلَهٗ ﷺ ٠

৩১৬৪. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র.)...জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ 'আলী ইব্‌ন দাহ্‌দাহ্ নামক জনৈক সাহাবীর জানাযার নামায আদায় করেন। আর এ সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তাঁর ﷺ আরোহণের জন্য একটা ঘোড়া আনা

হলে তিনি সেটিকে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি ﷺ তার পিঠে সওয়ার হলে সেটি লাফালাফি করে চলতে থাকে। এ সময় আমরা নবী ﷺ -এর পাশাপাশি দৌড়ে চলছিলাম।

٢٢٨. بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার আগে আগে যাওয়া সম্পর্কে

٣١٦٥ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُوْنَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ ٠

৩১৬৫. আল-কা'নাবী (র.)... সালিম (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ , আবূ বকর এবং 'উমার (রা.)-কে জানাযার আগে আগে যেতে দেখেছি।

٣١٦٦ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَاَحْسِبُ اَنَّ اَهْلَ زِيَادٍ اَخْبَرُوْنِيْ اَنَّهُ رَافِعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ يَمْشِيْ خَلْفَهَا وَاَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ٠

৩১৬৬. ওয়াহব ইব্ন বাকিয়্যা (র.)....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইউনুস বলেছেন ঃ আমার ধারণা, যিয়াদের অধিবাসীরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আরোহীর উচিত জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করা। আর পদব্রজে গমনকারী জানাযার আগে, পিছে, ডানে ও বামে যেতে পারে এবং সাথে সাথেও চলতে পারে।
গর্ভপাত হওয়ার ফলে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তার জানাযার নামায পড়তে হবে এবং তার মাতাপিতার জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দু'আ করতে হবে।

٢٢٩. بَابُ الْاِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা দ্রুত বহন করা

٣١٦٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ٠

৩১৬৭. মুসাদ্দাদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ জানাযাকে দ্রুত নিয়ে যাবে। কেননা যদি সে নেক্কার হয়, তবে তোমরা তাকে তার কল্যাণের দিকে দ্রুত পৌঁছে দেবে। আর যদি সে বদ্কার হয়, তবে তোমরা একটা অকল্যাণ তোমাদের গরদান হতে দ্রুত নামিয়ে দিলে।

٣١٦٨ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِيْ جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ وَكُنَّا يَمْشِيْ مَشْيًا خَفِيْفًا فَلَحِقَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَهُ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَرْمُلُ رَمْلاً .

৩১৬৮. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)...'আবদুর রহমান (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ তিনি 'উছমান ইব্ন আবিল 'আসের জানাযায় শরীক ছিলেন। আমরা তার জানাযা নিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম। এ সময় আবূ বকরা (রা.) আমাদের সাথে যোগ দেন। তিনি আমাদের আস্তে আস্তে চলতে দেখে লাঠি উঁচিয়ে বলেন ঃ তোমরা তো দেখেছ, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে জানাযা (লাশ) নিয়ে দ্রুত গমন করেছি।

٣١٦٩ . حَدَّثَنَا حُمَيْدَةُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا عِيْسٰى يَعْنِى بْنَ يُوْنُسَ عَنْ عُيَيْنَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالاَ فِيْ جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَاَهْوٰى بِالسَّوْطِ .

৩১৬৯. হুমায়দা ইব্ন মাস'আদা (র.)...'উয়ায়না উপরিউক্ত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন, উক্ত জানাযা ছিল আবদুর রহমান ইব্ন সামুরার। রাবী' বলেন ঃ আবূ বাকরা (রা.) দ্রুত তাঁর খচ্চর হাঁকিয়ে আসেন এবং লাঠির ইশারায় লাশ দ্রুত বহন করতে বলেন।

٣١٧٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَّحْيَ الْمُجَبَّرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ مَاجِدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا ﷺ عَنِ الْمَشْىِ مَعَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ مَادُوْنَ الْخَبَبِ اِنْ يَّكُنْ خَيْرٌ تَعَجَّلُ اِلَيْهِ وَاِنْ يَّكُنْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَبُعْدًا لاَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوْعَةٌ وَّلاَتَتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا .

৩১৭০. মুসাদ্দাদ (র.)... ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আমাদের নবী ﷺ -কে জানাযার সাথে চলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি ﷺ বলেন ঃ দৌড়ের চাইতে কিছু কম গতিতে চলবে। যদি সে নেককার হয়, তবে তাকে পৌঁছানোর জন্য জলদি করবে। আর যদি সে নেককার না হয়, তবে জাহান্নামীদের থেকে দূরে থাকাই ভাল এবং জানাযার পেছনে

যাওয়াই শ্রেয়। আর তার লাশের আগে যাবে না। যে ব্যক্তি জানাযার আগে যায়, সে ঐ জানাযার সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

٢٣٠. بَابُ الْاِمَامِ يُصَلِّي عَلٰى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামাযে ইমামের শরীক না হওয়া

٣١٧١ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ نَا زُهَيْرٍ نَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْمَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ فَقَالَ اَنَا رَأَيْتُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيْحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبِرْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللّٰهُمَّ الْعَنْهُ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ فَرَاٰهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ مَعَهُ فَنْطَلَقَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدْمَاتَ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ مَعَهُ قَالَ اَنْتَ رَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذًا لاَّ اُصَلِّيْ عَلَيْهِ .

৩১৭১. ইব্‌ন নুফায়ল (র.)...জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পরে তার মৃত্যু খবর ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার প্রতিবেশী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলে ঃ সে ব্যক্তি মারা গেছে। তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কিরূপে এ খবর জানলে ? সে বলে ঃ আমি তাকে দেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সে মারা যায়নি। রাবী বলেন ঃ তখন সে ব্যক্তি ফিরে যায়। ইত্যবসরে তাঁর জন্য কান্নার রোল শোনা গেলে, সে ব্যক্তি (প্রতিবেশী) আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ না, সে মারা যায়নি। রাবী বলেন ঃ তখন সে ব্যক্তি ফিরে যায়। তখন তার জন্য আবার কান্নার রোল শোনা গেল এবং সে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাকে (প্রতিবেশী) বলল ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে এ খবর দিন। তখন সে ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি এর উপর লা'নত করুন ! রাবী বলেন ঃ তখন সে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কাছে হাযির হয়ে দেখতে পেল যে, সে তীরের ফলা দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তখন সে নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে খবর দিল যে ঃ সে ব্যক্তি মারা গেছে। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কিরূপে এ খবর জানলে ? সে বলে ঃ আমি দেখে এসেছি যে, সে ব্যক্তি তার নিজের তীরের ফলা দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি কি তাকে এরূপই দেখে এসেছ ? তখন সে বলে ঃ হাঁ। তিনি ﷺ বলেন ঃ তাহলে আমি তার জানাযার নামায পড়ব না।

٢٣١ : بَابُ الصَّلٰوةِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ الْحُدُوْدُ

২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ শরীআতের বিধান অনুসারে বিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া সম্পর্কে

٣١٧٢ . حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَفَرٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ عَلٰى مَا عِزِ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ .

৩১৭২. আবূ কামিল (র.)...আবূ বারযা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাইয ইব্ন মালিক (রা.)-এর জানাযার নামায পড়েননি। তবে তিনি অন্যদের তার জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেননি।[১]

٢٣٢ . بَابُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الطِّفْلِ

২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর সালাতুল জানাযা পড়া সম্পর্কে

٣١٧٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৩১৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ফারিস (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর পুত্র ইব্রাহীম (রা.) আঠার মাস বয়সের সময় মারা যান। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাতুল জানাযা পড়েননি।[২]

٣١٧٤ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَهِىَّ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ النَّبِىِّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَقَاعِدِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ قَرَأْتُ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِىِّ حَدَّثَكُمْ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى عَلَى ابْنِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ لَيْلَةً .

---

১. মাইয ইবন মালিক (রা.) কে যিনার অভিযোগের কারণে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। এজন্য নবী (সা.) তাঁর জানাযার নামায নিজে পড়েননি। তবে তিনি অন্যদের তাঁর জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেননি।

২. কেননা, তিনি মা'সূম বা নিষ্পাপ ছিলেন। অথবা অন্যান্যদের সাথে নিয়ে তিনি (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়েননি; বরং তিনি একাকী পড়েছিলেন। যেমন পরবর্তী হাদীছে উল্লেখ আছে।

৩১৭৪. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.)....ওয়াল ইব্‌ন দাঊদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বাহী থেকে শ্রবণ করেছি, যখন নবী ﷺ -এর পুত্র ইব্‌রাহীম মারা যান, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বসার স্থানে তাঁর (ইব্‌রাহীমের) জানাযার নামায পড়েন।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্‌ন ইয়া'কূব তালেকানীর নিকট হাদীছটি পড়ে শোনানোর পর জানতে পারি যে, ইব্‌ন মুবারক ইয়াকূব ইব্‌ন কা'কা' হতে, তিনি আতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর পুত্র ইব্‌রাহীমের জানাযার নামায পড়েছিলেন এবং এ সময় তাঁর বয়স ছিল সত্তর রাত (অর্থাৎ দু'মাস দশ দিন) মাত্র।

٢٣٣. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِى الْمَسْجِدِ

২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জানাযার নামায আদায় সম্পর্কে

٣١٧٥ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلاَنَ وَمُحَمَّدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ .

৩১৭৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা' (রা.)-এর জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছিলেন।

٣١٧٦ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ اَبِى النَّظْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ابْنَى بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَّاَخِيْهِ .

৩১৭৬. হারূন ইব্‌ন আবদিল্লাহ (র.)...'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়যা (রা.)-এর দুই ছেলে সুহায়ল এবং তাঁর ভাইয়ের জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছিলেন।

٣١٧٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِىْ صَالِحٌ مَّوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ .

৩১৭৭. মুসাদ্দাদ (র.)..আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে কোন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে, তার কোন গুনাহ হবে না।

٢٣٤. بَابُ الدَّفْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَغُرُوْبِهَا

২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দাফন না করা

٣١٧٨ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا مُوْسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَنْهَا نَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ اَوْكَمَا قَالَ ‧

৩১৭৮. ‘উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...‘উক্‌বা ইব্‌ন ‘আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তিনটি সময়ে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেন ঃ (১) সূর্যোদয়ের সময় হতে সূর্য উপরে উঠার আগ পর্যন্ত, (২) ঠিক দুপুর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে না হেলা পর্যন্ত এবং (৩) সূর্যাস্তের সময় হতে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

٢٣٥. بَابُ اِذَا حَضَرَ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَّ نِسَاءٍ مَنْ يُقَدَّمُ

২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ এবং মহিলার জানাযা এক সাথে হাযির হলে কার জানাযা (লাশ) আগে থাকবে

٣١٧٩ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِد بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِيْ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمَّارٌ مَّوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ اَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ اُمِّ كُلْثُوْمٍ وَّاُبْنِهَا فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْاِمَامَ فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَاَبُوْ قَتَادَةَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالُوْا هٰذِهِ السُّنَّةُ ‧

৩১৭৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন মাওহাব রামলী (র.)...হারিছ ইব্‌ন নওফলের আযাদকৃত গোলাম ‘আম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি উম্মু কুলছূম (রা.) এবং তাঁর পুত্রের জানাযায় শরীক ছিলেন।[১] তখন পুত্রের জানাযা (লাশ) ইমামের নিকটবর্তী রাখা হয় (এবং মহিলার লাশ দূরে)।

রাবী বলেন ঃ ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয় মনে হয়নি। এ সময় লোকদের মাঝে ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.), আবূ সাঈদ খুদরী (রা.), আবূ কাতাদা (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন ঃ এটাই সুন্নাত তরীকা।

---

১. ঘটনাক্রমে মাতা এবং সন্তান একই দিনে ইনতিকাল করেন।

٢٣٦. بَابُ اَيْنَ يَقُوْمُ الْاِمَامُ مِنَ الْمَيِّتِ اِذَا صَلَّى عَلَيْهِ

২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা নামায পড়ার সময় ইমাম মৃত ব্যক্তির কোন্ স্থান বরাবর দাঁড়াবে

٣١٨٠ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُعَاذ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ نَّافِعٍ اَبِيْ غَالِبٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ سِكَّةِ الْمِرْبَدِ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ مَّعَهَا نَاسٌ كَثِيْرٌ قَالُوْا جَنَازَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَتَبِعْتُهَا فَاِذَا اَنَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءٌ رَّقِيْقٌ عَلٰى بُرَيْذِيْنَتِهِ عَلٰى رَأْسِهِ خِرْقَةٌ تَقِيْهِ مِنَ الشَّمْسِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا الدِّهْقَانُ قَالُوْا هٰذَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ قَامَ اَنَسٌ فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَاَنَا خَلْفَهُ لاَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ لَمْ يُطِلْ وَلَمْ يُسْرِعْ ثُمَّ ذَهَبَ يَقْعُدُ فَقَالُوْا يَا اَبَا حَمْزَةَ الْمَرْأَةُ الْاَنْصَارِيَّةُ فَقَرَّبُوْهَا وَعَلَيْهَا نَعْشٌ اَخْضَرُ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا فَصَلّٰى عَلَيْهَا نَحْوَ صَلاَتِهِ عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلاَتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا اَرْبَعًا وَّيَقُوْمُ عِنْدَ رَاسِ الرَّجُلِ وَعَجِيْزَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ غَزَوْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ غَزَوْتُ مَعَهُ حُنَيْنًا فَخَرَجَ الْمُشْرِكُوْنَ فَحَمَلُوْا عَلَيْنَا حَتّٰى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُوْرِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَّحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمُ اللّٰهُ وَجَعَلَ يُجَاءُ بِهِمْ فَيُبَايِعُوْنَهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا اِنْ جَاءَ اللّٰهُ بِالرَّجُلِ الَّذِيْ كَانَ مُنْذُ الْيَوْمَ يَحْطِمُنَا لَاَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجِيْءَ بِالرَّجُلِ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُبْتُ اِلَى اللّٰهِ فَاَمْسَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُبَايِعُهُ لِيَفِيَ الْاٰخَرُ بِنَذْرِهِ وَجَعَلَ يَهَابُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقْتُلَهُ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ لاَيَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَذْرِيْ قَالَ اِنِّيْ لَمْ اُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ اِلاَّ لِتُوْفِيَ بِنَذْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَّ اَوْمَضْتَ اِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ اَنْ يُّوْمِضَ قَالَ اَبُوْ غَالِبٍ فَسَاَلْتُ عَنْ صَنِيْعِ اَنَسٍ فِيْ قِيَامِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا فَحَدَّثُوْنِيْ اَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ لِاَنَّهُ لَمْ تَكُنِ النُّعُوْشُ فَكَانَ الْاِمَامُ يَقُوْمُ حِيَالَ عَجِيْزَتِهَا يَسْتُرُهَا مِنَ الْقَوْمِ ٠

৩১৮০. দাউদ ইব্‌ন মু'আয (র.)...নাফি' আবূ গালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি 'সিক্কাতুল মিওবাদ' নামক স্থানে ছিলাম। এ সময় সেখান দিয়ে একটি জানাযা (লাশ) অতিক্রম করছিল, যার সাথে অনেক লোক ছিল। লোকেরা বলাবলি করছিল ঃ এটা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.)-এর জানাযা। তখন আমিও তাদের অনুসরণ করি। এ সময় আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যিনি পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে একটি ছোট মুখ বিশিষ্ট অশ্বে সওয়ার ছিলেন। আর রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর মাথার উপর একখণ্ড কাপড়ও ছিল। তাঁকে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইনি কোন্ জমিদার ? লোকেরা বলে ঃ ইনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)। অতঃপর যখন জানাযা (লাশ) রাখা হয়, তখন আনাস (রা.) দাঁড়ান এবং জানাযার নামায পড়ান। এ সময় আমি তাঁর পেছনে ছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে আর কোন অন্তরায় ছিল না। তিনি তাঁর (মৃত ব্যক্তির) মাথা বরাবর দাঁড়ান এবং চার তাকবীরে নামায শেষ করেন, যা অধিক দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত ছিল না। অতঃপর তিনি বসার জন্য গমন করেন। তখন লোকেরা তাঁকে বলে ঃ হে আবূ হামযা ! এটি একটি আনসার মহিলার জানাযা। তখন তারা সেটি নিকটে নিয়ে আসে এবং সেটি সবুজ গিলাফে ঢাকা ছিল। তখন তিনি [আনাস (রা.)] তাঁর কোমর বরাবর খাড়া হয়ে ঐরূপে জানাযা নামায আদায় করেন, যেরূপ তিনি পুরুষ লোকটির নামায পড়িয়েছিলেন। অতঃপর তিনি উপবেশন করেন। তখন 'আলা ইব্‌ন যিয়াদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবূ হাম্‌যা ! আপনি যেভাবে জানাযার নামায আদায় করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আপনার মত করে সালাতুল-জানাযা আদায় করতেন ? তিনি ﷺ কি চার তাকবীর বলতেন এবং পুরুষের জানাযার মাথা বরাবর ও স্ত্রীলোকদের জানাযার কোমর বরাবর দণ্ডায়মান হতেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

অতঃপর তিনি ('আলা) বলেন ঃ হে আবূ হাম্‌যা ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে জিহাদে শরীক হয়েছিলেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আমি তাঁর ﷺ সংগে হুনায়নের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। এ সময় মুশরিকরা (তাদের দুর্গ হতে) বেরিয়ে এসে আমাদের উপর (প্রচণ্ড) হামলা করে। ফলে আমরা আমাদের ঘোড়াকে আমাদের পেছনে দেখতে পাই।[১] আর মুশরিকদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে আমাদের উপর (তীব্র) হামলা করেছিল এবং তরবারির আঘাতে আমাদের ক্ষত-বিক্ষত করছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তাদের পরাজিত করেন। তিনি তাদের নিয়ে আসেন এবং তারা এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করতে থাকে। এ সময় নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী এরূপ মানত করেন যে, সে দিন যে ব্যক্তি আমাদের তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল, আল্লাহ্ যদি তাকে এনে দেন, তবে আমি তার শিরশ্ছেদ করব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চুপ থাকেন। অতঃপর সে ব্যক্তিকে আনা হয়। সে ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখে, তখন বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বায়'আত করা হতে বিরত থাকেন, যাতে অপর ব্যক্তি (সাহাবী) তাঁর মানত পুরা করার সুযোগ পায়। অপরপক্ষে সে সাহাবী এ অপেক্ষায় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন যে, সে (সাহাবী) কিছুই করছে না, তখন তাকে বায়'আত করেন। তখন সে ব্যক্তি (সাহাবী) বলল ঃ ইয়া

১. অর্থাৎ প্রচণ্ড আক্রমনের মুখে আমাদের ঘোড়াগুলি পেছনের দিকে সরে আসে।

রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার মানত কিরূপে পূর্ণ হবে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি তাকে আজকের পূর্ব পর্যন্ত বায়'আত করাতে এ জন্য বিরত ছিলাম, যাতে তুমি তোমার মানত পুরা করতে পার। তখন সে (সাহাবী) বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাকে কেন ইশারা করলেন না ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ ইশারা করা নবীর শান নয়।

রাবী আবূ গালিব বলেন ঃ অতঃপর আমি লোকদের কাছে আনাস (রা.) মহিলার জানাযার নামায পড়বার সময় কেন তার কোমর বরাবর দাঁড়ালেন, এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন তারা আমাকে বলেন ঃ প্রথম যুগে খাটিয়ার প্রচলন ছিল না, (যাতে মহিলাদের লাশ ঢেকে রাখা যেত)। এ জন্য ইমাম মহিলা জানাযার (লাশের) কোমর বরাবর দাঁড়াতেন, যাতে তা মুকতাদীদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

٣١٨١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَتٍ مَّاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلٰوةِ وَسَطَهَا .

৩১৮১. মুসাদ্দাদ (র.)...সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর পেছনে এমন একজন মহিলার জানাযার নামায পড়েছিলাম, যিনি নিফাসের অবস্থায় ইন্‌তিকাল করেন। তিনি ﷺ তাঁর জানাযার নামায পড়বার সময় তার (লাশের) মাঝখান বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

٢٣٧ . بَابُ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের তাকবীর প্রসংগে

٣١٨٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ رَطْبٍ فَصَفُّوْا عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ الثِّقَةُ مَنْ شَهِدَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ .

৩১৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.)...শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাহাবীগণ কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে তিনি ﷺ চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করেন।

রাবী আবূ ইসহাক বলেন ঃ আমি শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নিকট এ হাদীছ কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বলেন ঃ একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, যিনি সেখানে নবীজীর সংগে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)।

٣١٨٣ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْـدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْـبَةُ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ اَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلٰى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَاَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةٍ خَمْـسًا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَنَا لِحَدِيْثِ ابْنِ الْمُثَنّٰى اَتقَنُ .

৩১৮৩. আবূ ওয়ালীদ তায়ালিসী (র.)...ইব্‌ন আবী লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যায়দ ইব্‌ন আরকাম আমাদের জানাযার নামায পড়াবার সময় চার তাকবীর বলতেন। একবার তিনি এক জানাযার নামাযে পাঁচ তাকবীর বলেন। তখন আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন সময় পাঁচ তাকবীর বলতেন।

٢٣٨. بَابُ مَا يَقْرَاُ عَلَى الْجَنَازَةِ

২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযে যা পড়তে হবে

٣١٨٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْـنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْـتُ مَعَ ابْـنِ عَبَّاسٍ عَلٰـى جَنَازَةٍ فَقَرَاَ بِفَاتِحَةِ الْـكِتَابِ فَقَالَ اِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ .

৩১৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর সংগে জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করি। সে সময় তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেন এবং বলেন ঃ এটি সুন্নাত।

٢٣٩. بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ

২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা

٣١٨٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْىَ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ .

৩১৮৫। আবদুল 'আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া হুররানী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করবে, তখন তার জন্য ইখ্‌লাস বা আন্তরিকতার সাথে দু'আ করবে।

٣١٨٦ ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍونَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا اَبُو الْجَلاَّسِ عُقْبَةُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ شَمَّاخٍ قَالَ شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ اَبَاهُرَيْرَةَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اَمَعَ الَّذِيْ قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كَلاَمٌ كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلاَمِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا ۔

৩১৮৬. আবূ মা'মার 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (র.)....'আলী ইব্ন শাম্মাখ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মৃত ব্যক্তির জন্য কিরূপে দু'আ করতে শুনেছেন ? তিনি বলেন ঃ আপনি কি আমাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন, যা আপনি বলেছেন ? মারওয়ান বলেন ঃ হাঁ।
রাবী বলেন ঃ ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে উভয়ের মাঝে কিছুটা বাদানুবাদ হয়। আবূ হুরায়রা বলেন ঃ তিনি ﷺ এরূপ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلاَمِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا ۔

অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি এর রব। আপনি একে পয়দা করেছিলেন। আপনিই তাকে ইসলামের উপর হিদায়াত দিয়েছিলেন। এখন আপনি তার রূহ কবয করে নিয়েছেন এবং আপনি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যাপারে অধিক অবহিত। আমরা তার জন্য সুপারিশকারী হিসাবে এসেছি। আপনি তাকে ক্ষমা করুন।"

٣١٨٧ . حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ نَا شُعَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ۔

৩১৮৭. মূসা ইব্ন মারওয়ান রুক্কী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায আদায়ের পর এরূপ দু'আ করেন ঃ

"ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন। আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখেন, তাকে ঈমানের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দেন, তাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদের বিনিময় হতে মাহরূম করবেন না এবং এরপর আর আমাদের গুম্‌রাহ করবেন না।

٣١٨٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ نَا الْوَلِيْدُ ح وَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا الْوَلِيْدُ وَحَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَمُّ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَّرْوَانَ بْنِ جَنَاحٍ .

৩১৮৮. আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দিমাশ্‌কী (র.)...ওয়াছিলা ইব্‌ন আসকা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করি। তখন আমি তাঁকে এরূপ দু'আ করতে শুনি ঃ

"ইয়া আল্লাহ্! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মায়। আপনি তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন।"

রাবী আবদুর রহমান এরূপ দু'আর কথা বলেছেন ঃ "এ ব্যক্তি আপনার যিম্মায় এবং আপনার প্রতিবেশী। আপনি একে কবরের আযাবের ফিত্‌না ও জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা পূর্ণকারী এবং সত্যের প্রতীক। ইয়া আল্লাহ্! আপনি একে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন। আপনি মহাক্ষমাশীল, মেহেরবান।"

٢٤٠. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْقَبْرِ

২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর সালাতুল জানাযা আদায় করা

٣١٨٩ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ اَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقِيْلَ مَاتَ فَقَالَ اَلَا اٰذَنْتُمُوْنِيْ بِهٖ قَالَ دُلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهٖ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

৩১৮৯. সুলায়মান ইব্‌ন হারব ও মুসাদ্দাদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক কাল বর্ণের মহিলা বা পুরুষ মসজিদে নববী ঝাঁড়ু দিত। নবী ﷺ তাকে দেখতে না পেয়ে লোকদের নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাঁকে ﷺ বলা হয় ঃ সে মারা গেছে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা আমাকে এ সম্পর্কে কেন অবহিত করলে না ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তখন লোকেরা কবর দেখিয়ে দিলে তিনি তার কবরের উপর জানাযার নামায আদায় করেন।

٢٤١. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوْتُ فِي بِلاَدِ الشِّرْكِ

২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের দেশে মৃত্যুপ্রাপ্ত মুসলমানের সালাতুল জানাযা আদায় সম্পর্কে

٣١٩٠ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

৩১৯০. আল-কানা'বী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনে তার ইনতিকালের খবর জানিয়ে দেন। তিনি ﷺ তাঁদের সংগে নিয়ে ঈদগাহে সমবেত হন এবং তাঁদের কাতারবন্দী করে চার তাকবীরের সাথে (নাজ্জাশীর) সালাতুল জানাযা আদায় করেন।[১]

٣١٩١ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَنْطَلِقَ اِلٰى اَرْضِ النَّجَاشِيِّ فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ قَالَ النَّجَاشِيُّ اَشْهَدُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلاَ مَا اَنَا فِيْهِ مِنَ الْمُلْكِ لاَتَيْتُهُ حَتّٰى اَحْمِلَ نَعْلَيْهِ .

৩১৯১. 'আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র.)... আবূ বুরদা তাঁর পিতা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন নাজ্জাশীর দেশে গমন করি। অতঃপর তাঁর কথা বর্ণনা করেন। নাজ্জাশী বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ। আর তিনি সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে ঈসা ইব্‌ন মারয়াম সুসংবাদ দিয়েছেন। আমি

১. অর্থাৎ গায়েবানা জানাযা আদায় করেন। হাব্‌শ বা আবিসিনিয়ার অধিপতিকে নাজাশী বলা হয়। উক্ত নাজাশীর নাম ছিল-আসহাম। তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের প্রভূত উপকার করেছিলেন।

যদি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যস্ত না থাকতাম, তবে অবশ্যই তাঁর ﷺ নিকট হাযির হতাম, এমনকি তাঁর জুতা মুবারক বহন করতাম।

٢٤٢. بَابٌ فِيْ جَمْعِ الْمَوْتٰى فِيْ قَبْرٍ وَالْقَبْرُ يُعْلَمُ

২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েকজন মৃত ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা এবং কবর চিহ্নিত করা সম্পর্কে

٣١٩٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ ح وَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ نَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ اُخْرِجَ بِجَنَازَتِهٖ فَدُفِنَ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً اَنْ يَّاتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهٗ فَقَامَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ كَثِيْرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِيْ يُخْبِرُنِيْ فِيْ ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهٖ وَقَالَ اَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ اَخِيْ وَاَدْفُنُ اِلَيْهِ مَنْ مَّاتَ مِنْ اَهْلِيْ .

৩১৯২. আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজ্দা (র.)....মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন 'উছমান ইব্ন মায'উন (রা.) ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর জানাযা (লাশ) বের করা হয়, অতঃপর দাফন করা হয়। তখন নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে একখণ্ড পাথর আনার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু সে তা বহন করতে অক্ষম হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেটি নিজে আনার জন্য অগ্রসর হন এবং তাঁর দু'হাতের জামার আস্তিন গুটিয়ে ফেলেন।

রাবী কাছীর বলেন ঃ মুত্তালিব (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উভয় বগলের সাদা অংশ দেখতে পাই, যখন তিনি তাঁর দু'হাতের জামার আস্তিন গুটান এবং সে পাথর বয়ে নিয়ে এসে তাঁর ('উছমান ইব্ন মাযঊনের) শিয়রে রাখেন। আর তিনি ﷺ বলেন ঃ এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিহ্নিত করছি। আমি এঁর পাশে তাদের দাফন করব, যারা আমার পরিবার থেকে মারা যাবে।

٢٤٣. بَابُ فِى الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذٰلِكَ الْمَكَانَ :

২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কবর খননকারী যদি মৃত ব্যক্তির হাঁড় পায়, তবে সেখানে কবর খুঁড়বে না

٣١٩٣ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهٖ حَيًّا .

৩১৯৩. আল-কা'নাবী (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির হাঁড় চূর্ণ করা, জীবিত ব্যক্তির হাঁড় চূর্ণ করার মত।

٢٤٤. بَابُ فِى اللَّحْدِ

২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ লাহাদ বা বগলী কবর সম্পর্কে

٣١٩٤ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا .

৩১৯৪. ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ 'লাহাদ' (বুগলী বা পাশ কবর) আমাদের জন্য এবং 'শাক' (খোলা বা সিন্দুক কবর) আমাদের ব্যতীত অন্যদের।[১]

٢٤٥. بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুর্দা রাখার জন্য কতজন কবরে প্রবেশ করবে

٣١٩٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ غَسَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلِىٌّ وَّالْفَضْلُ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهُمْ اَدْخَلُوْهُ قَبْرَهٗ وَقَالَ وَحَدَّثَنِىْ مَرْحَبٌ

---

১. উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, বুগ্‌লী বা পাশ কবরই উত্তম। কিন্তু যেখানকার মাটি শক্ত নয়, সেখানে সিন্দুকের ন্যায় কবর দেওয়াও বৈধ।

اَوِ ابْنُ اَبِىْ مَرْحَبٍ اَنَّهُمْ اَدْخَلُوْا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ عَلِىٌّ قَالَ اِنَّمَا يَلِى الرَّجُلَ اَهْلُهُ .

৩১৯৫। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)...'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আলী (রা.), ফযল (রা.) এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা.) গোসল দিয়েছিলেন এবং এঁরাই তাঁকে ﷺ কবরে নামিয়েছিলেন। রাবী বলেন ঃ আমার নিকট মারহাব অথবা ইব্‌ন আবী মারহাব বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা.)-কেও তাঁদের সংগে নিয়েছিলেন। তাঁরা দাফনক্রিয়া শেষ করলে 'আলী (রা.) বলেন ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তির (দাফনের) কাজ তার স্বজনদের করা উচিত।

٣١٩٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِىْ مَرْحَبٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ نَزَلَ فِىْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِمْ اَرْبَعَةً .

৩১৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র.)...আবূ মারহাব (রা.) থেকে বর্ণিত।'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা.) নবী ﷺ -এর কবরে অবতরণ করেছিলেন।

রাবী মারহাব বলেন ঃ আমি এখনও তাঁদের চারজনকে দেখছি, (অর্থাৎ 'আলী (রা.), ফযল ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.), উসামা (রা.) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা.)-কে।

٢٤٦. بَابُ كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ

২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ মরদেহ কিরূপে প্রবেশ করাবে

٣١٩٧ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ اَوْصَى الْحَارِثُ اَنْ يُّصَلِّىْ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَجْلَىِ الْقَبْرِ وَ قَالَ هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ .

৩১৯৭. 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয (র.)...আবূ ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হারিছ (রা.) এরূপ ওসীয়ত করেন যে, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ যেন তাঁর জানাযার নামায পড়ান। সে মতে তিনি [আবদুল্লাহ্ (রা.)] তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর পায়ের দিক হতে তাঁকে কবরে নামান, আর বলেন ঃ এটাই সুন্নাত তরীকা।

٢٤٧. بَابُ كَيْفَ يَجْلِسُ عِنْدَ الْقَبْرِ

২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে কিভাবে বসবে

٣١٩٨ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ .

৩১৯৮. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)...বারা' ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে জনৈক আনসার সাহাবীর জানাযার নামায পড়ার জন্য গমন করি। আমরা কবরের নিকট পৌছে দেখতে পাই যে, তখনও কবর খোঁড়া শেষ হয়নি। তখন নবী ﷺ সেখানে কিব্‌লার দিকে মুখ করে বসে পড়েন এবং আমরাও তাঁর সংগে বসে পড়ি।

٢٤٨. بَابُ فِى الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ

২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ লাশ কবরে রাখার সময় দু'আ পড়া

٣١٩٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِى الْقَبْرِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .

৩১৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখতেন, তিনি বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নামের সাথে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত তরীকায় (এ ব্যক্তিকে কবরে রাখছি)। এটি মুসলিম (র.)-এর ভাষ্য।

٢٤٩. بَابُ الرَّجُلِ يَمُوْتُ لَهُ قَرَابَةٌ مُشْرِكٌ

২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের কোন মুশরিক স্বজন মারা গেলে

٣٢٠٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْمَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ اَبَاكَ ثُمَّ لَاتُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَاتِيَنِىْ فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَاَمَرَنِىْ فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَالِىْ .

৩২০০। মুসাদ্দাদ (র.).... 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে এ মর্মে অবহিত করি যে, আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা (আবূ তালিব) মারা গেছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যাও এবং তোমার পিতাকে মাটির মধ্যে দাফন করে এস। আমার কাছে ফিরে আসার আগে আর কিছু করবে না। এরপর আমি যাই এবং তার লাশকে দাফন করি এবং তাঁর ﷺ কাছে ফিরে আসি। তখন তিনি ﷺ আমাকে গোসলের নির্দেশ দেন। আমি গোসল শেষ করলে তিনি আমার জন্য দু'আ করেন।

٢٥٠. بَابُ فِى تَعْمِيْقِ الْقَبْرِ

২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ কবর অধিক গভীর করা

٣٢٠١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُمْ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتِ الْاَنْصَارُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالُوْا اَصَابَنَا قَرْحٌ وَجُهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ احْفِرُوْا وَاَوْسِعُوْا وَاجْعَلُوْا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ قِيْلَ فَاَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ اَكْثَرُهُمْ قُرْاٰنًا قَالَ اُصِيْبَ اَبِىْ يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ اَوْقَالَ وَاحِدٍ .

৩২০১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা কা'নাবী (র.)..হিশাম ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। উহুদের যুদ্ধ শেষে আনসার সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলেন ঃ আমরা আহত হয়েছি এবং খুবই ক্লান্ত; এখন আপনি আমাদের কি করতে বলেন ? তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা প্রশস্ত করে কবর খোঁড় এবং প্রত্যেক কবরে দুই-দুই এবং তিন-তিন ব্যক্তিকে দাফন কর। তখন তাঁকে (স) জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ আগে কাকে রাখব? তিনি ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তাকে আগে রাখবে।
রাবী বলেন ঃ আমার পিতা 'আমির (রা.)-ও সেদিন শাহাদতপ্রাপ্ত হন, যাঁকে দুই অথবা এক ব্যক্তির সংগে (একই কবরে) দাফন করা হয়।

٣٢٠٢ . حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ يَعْنِى الْاَنْطَاكِىَّ اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ ثَوْرِىٍّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيْهِ وَاَعْمِقُوْا .

৩২০২. আবূ সালিহ (র.)...হুমায়দ ইব্ন হিলাল (রা.) উপরিউক্ত সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যাতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তোমরা গভীর গর্ত করে কবর খুঁড়বে।

٣٢٠٣ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا جَرِيْرٌنَا حُمَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ بِهٰذَا .

৩২০৩. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)...সাঈদ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন 'আমির (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥١. بَابٌ فِيْ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ কবর সমতল করা

٣٢٠٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ نَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ هَيَّاجٍ الْاَسْدِيِّ قَالَ بَعَثَنِيْ عَلِيٌّ قَالَ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ اَدَعَ قَبْرًا مُّشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ وَلاَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ .

৩২০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)..আবূ হায়্যাজ আসদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আলী (রা.) আমাকে পাঠান এবং বলেনঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের জন্য প্রেরণ করবো যে কাজের জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠান ? (তা হলোঃ) আমি যেন কোন উঁচু কবর সমান করা ছাড়া এবং কোন মূর্তি ভেঙ্গে যমীনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া, নিবৃত্ত না হই।

٣٢٠٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُوْدِسَ بِاَرْضِ الرُّوْمِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَّنَا فَاَمَرَ فُضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رُوْدِسُ جَزِيْرَةٌ فِي الْبَحْرِ .

৩২০৫. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র.)...আবূ 'আলী হামদানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা ফুযালার সংগে রোম দেশের রাওযেস নামক স্থানে ছিলাম। সেখানে আমাদের একজন সাথী ইনতিকাল করেন। তখন ফুযালার নির্দেশে সে ব্যক্তির কবর মাটির সমান করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কবর সমান করে দেওয়ার হুকুম দিতে শুনেছি।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ রাওযেস হলো সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত একটি দ্বীপের নাম।

٣٢٠٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِيٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا اُمَّهْ اكْشِفِيْ لِيْ عَنْ قَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَكَشَفَتْ لِيْ عَنْ ثَلٰثَةِ قُبُوْرٍ لاَّ مُشْرِفَةٍ وَّلاَ لاَطِئَةٍ مَّبْطُوْحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ يُقَالُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُقَدَّمٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَاْسِهِ وَعُمَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ رَاْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩২০৬. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্‌ (র.)...কাসিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি 'আইশা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি যে, হে আমার প্রিয় মাতা! আপনি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ এবং তাঁর দু'জন সংগী [আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও উমার (রা.)]-এর কবর উন্মোচন করুন। তখন তিনি আমার জন্য তিনটি কবরের (আবরণ) উন্মোচন করেন, যা বেশী উঁচু ছিল না এবং বেশী নীচুও ছিল না; (বরং মাটি হতে এক বিঘত উঁচু ছিল)। আর এগুলোর উপর ময়দানের লাল কাঁকর ছড়ানো ছিল।

রাবী আবূ 'আলী বলেন ঃ এরূপ বলা হতো যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর (রওযা মুবারক) সম্মুখ ভাগে; আবূ বাকর (রা.) তাঁর ﷺ পবিত্র মাথার নিকট এবং উমার (রা.) তাঁর ﷺ কদম মুবারক বরাবর অবস্থিত। অর্থাৎ 'উমার (রা.)-এর মাথা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর দু' পা বরাবর অবস্থিত।

٢٥٢. بَابُ الْاَسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِيْ وَقْتِ الْاَنْصِرَافِ

২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ লাশ দাফন করে ফিরে আসার সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মুর্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

٣٢٠٧ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْرٍ عَنْ هَانِئٍ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِاَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْئَلُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بُحَيْرُ بْنُ رَيْسَانَ ٠

৩২০৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা রাযী (র.)... উছমান ইব্‌ন 'আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফনক্রিয়া সম্পন্ন করতেন, তখন তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগ্‌ফিরাত কামনা কর এবং সে যেন সুদৃঢ় থাকতে পারে, তার জন্য দু'আ কর। কেননা, এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১]

٢٥٣. بَابُ كِرَاهِيَةُ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে যবাহ না করা

٣٢٠٨ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاعَقْرَفِى الْاِسْلَامِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ يَعْنِىْ بِبَقَرَةٍ اَوْ بِشَىْءٍ ٠

১. মৃত ব্যক্তিকে কবরে, দাফন করে জীবিত ব্যক্তির ফিরে আসার সাথে-সাথেই 'মুনকির ও নাকীর' নামক দু'জন ফেরেশতা কবরে, উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আখিরাতের মঞ্জিলের এটি প্রথম ধাপ এবং খুবই মারাত্মক স্থান। কাজেই, মৃত ব্যক্তি যাতে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের জওয়াব ঠিকমত দিতে পারে, সে জন্য দু'আ করা উচিত।

৩২০৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা বালখী (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ ইসলামে কোন 'আকর নেই।

রাবী 'আবদুর রায্যাক (র.) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা (মৃত ব্যক্তির) কবরের পাশে গিয়ে গরু বা ছাগল যবাহ্ করতো [এ ধরনের কাজকে 'আকর বলা হয়। নবী ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন]।

٢٥٤. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ حِيْنَ

২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির কবরের উপর জানাযার নামায পড়া।

٣٢٠٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩২০৯. কুতায়বা ইব্ন 'সাঈদ (র.)... 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনা হতে বের হন এবং উহুদ-যুদ্ধের শহীদদের (কবরের উপর) জানাযার নামায আদায় করে ফিরে আসেন।

٣٢١٠ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ .

৩২১০. হাসান ইব্ন 'আলী (রা.)...ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ উহুদ যুদ্ধের শহীদদের (কবরের উপর) আট বছর পরে গিয়ে এভাবে জানাযার নামায পড়েন, যেন তিনি ﷺ জীবিত এবং মৃত ব্যক্তিদের নিকট হতে বিদায় নিচ্ছিলেন।

٢٥٥. بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ

২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর সৌধ নির্মাণ না করা

٣٢١١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ وَاَنْ يُقَصَّصَ وَ يُبْنٰى عَلَيْهِ .

৩২১১. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এরূপ শুনেছি যে, নবী ﷺ কবরের উপর উপবেশন করতে, কবর পাকা করতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢١٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى وَعَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عُثْمَانُ اَوْيُزَادُ عَلَيْهِ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَوْ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ اَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَفِىَ عَلَىَّ مِنْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ وَاَنْ ‏.‏

৩২১২. মুসাদ্দাদ ও উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...জাবির (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। আবূ দাউদ (র.) বলেন, 'উছমান (র.) বলেছেনঃ এর থেকে কিছু অধিক বর্ণনা আছে। সুলায়মান ইব্‌ন মূসা (র.) এ অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন যে, "তার (কবরের) উপর বসে কিছু লিখতে মানা করেছেন।"

রাবী মুসাদ্দাদ (র.) তাঁর হাদীছে এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। রাবী আবূ দাউদ (র.) বলেনঃ মুসাদ্দাদ (র.)-এর বর্ণনায় এ শব্দটির অর্থ আমার নিকট অজ্ঞাত।

٣٢١٣ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ‏.‏

৩২১৩. আল-কা'নাবী (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। কেননা, তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।

٢٥٦. بَابُ فِيْ كِرَاهِيَةِ الْقُعُوْدِ عَلَى الْقَبْرِ

২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর না বসা

٣٢١٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ نَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَّجْلِسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى جَمْرَةٍ فَتَحْرَقَ ثِيَابُهُ حَتّٰى تَخْلُصَ اِلٰى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّجْلِسَ عَلٰى قَبْرٍ ‏.‏

৩২১৪. মুসাদ্দাদ (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি কোন আগুনের ফুলকির উপর উপবেশন করে, ফলে তার কাপড় পুড়ে আগুন চামড়া পর্যন্ত পৌছে যায়—এটি তার জন্য কবরের উপর বসার চাইতে উত্তম।

٣٢١٥ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيْسَى نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا اِلَيْهَا .

৩২১৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা রাযী (র.)...বুস্‌র ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (র.) বলেন, আমি ওয়াসেলা ইব্‌ন আসকা' (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি আবূ মারছাদ গানাবী (র.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করবে না।

٢٥٧. بَابُ الْمَشْيِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ فِي النَّعْلِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পায়ে দিয়ে কবরস্তানে চলাফেরা করা

٣٢١٦ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ نَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ السَّدُوْسِيِّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ بَشِيْرٍ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَحْمَ بْنَ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ بَشِيْرٌ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اُمَاشِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَقَدْ اَدْرَكَ هٰؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا ثُمَّ حَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَظْرَةٌ فَاِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ اَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا .

৩২১৬. সাহ্‌ল ইব্‌ন বাক্কার (র.)...রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। জাহিলিয়াতের যুগে তার নাম ছিল যাহম ইব্‌ন মা'বাদ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে হিজরত করেন। এ সময় তিনি ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার নাম কি ? তখন তিনি বলেন ঃ যাহম এতদশ্রবণে তিনি ﷺ বলেন ঃ বরং তুমি হলে বাশীর। তিনি বলেন ঃ যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে হাঁটছিলাম এবং তিনি মুশরিকদের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ এরা অধিক কল্যাণপ্রাপ্তির আগে চলে গেছে। তিনি ﷺ এরূপ তিন বার বলেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন ঃ এরা অধিক কল্যাণ হাসিল করেছে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (স) দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি দুপায়ে জুতা দিয়ে

কবরস্তানের মাঝে হাঁটছে। তখন তিনি ﷺ তাকে বলেন ঃ হে দু'পায়ে জুতা পরিহিত ব্যক্তি! তোমার জন্য আফসোস! তুমি তোমার দু'পায়ের জুতা খুলে ফেল!
সে ব্যক্তি লক্ষ্য করে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে চিনতে পারলো, তখন সে তার দু'পায়ের জুতা খুলে দূরে নিক্ষেপ করলো।

٣٢١٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ .

৩২১৭. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আনবারী (র.)...আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কোন বান্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা তার থেকে ফিরে আসে, তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

٢٥٨ . بَابُ فِيْ تَحْوِيْلِ الْمَيِّتِ مِنْ مَّوْضِعِهِ لِلْاَمْرِ يَحْدُثُ

২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিশেষ কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বের করা

٣٢١٨ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِيْ رَجُلٌ فَكَانَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ ذٰلِكَ حَاجَةٌ فَاَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مَّا اَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ شَعَرَاتٌ كُنَّ فِيْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِى الْاَرْضَ .

৩২১৮. সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতার সংগে অপর এক ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করা হয়। এজন্য আমার ধারণা ছিল যে, আমি তাঁর লাশ অন্যত্র সরিয়ে নেব। সে মতে ছ'মাস পর আমি তাঁর (পিতার) লাশ সরিয়ে নেই। এ সময় তাঁর শরীরের আকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। অবশ্য তাঁর কয়েকটি দাঁড়ি, যা মাটির সাথে মিশে ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

٢٥٩ . بَابُ فِى الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা

٣٢١٩ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ شَهِيْدٌ .

৩২১৯. হাফস ইব্‌ন 'উমার (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে একটা জানাযার (লাশের) পাশ দিয়ে গমনকালে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ 'ওয়াজিব হয়ে গেছে (অর্থাৎ তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব)। অতঃপর তাঁরা অন্য একটি জানাযার পাশ দিয়ে গমনকালে সে ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ উক্তি করলে তিনি ﷺ বলেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে (অর্থাৎ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব)। এরপর তিনি বলেন ঃ তোমরা একজন অপর জনের জন্য সাক্ষী স্বরূপ।

٢٦٠. بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে

٣٢٢٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْرَ اُمِّهٖ فَبَكٰى وَاَبْكٰى مَنْ حَوْلَهٗ فَقَالَ اسْتَاْذَنْتُ رَبِّىْ تَعَالٰى عَلٰى اَنْ اَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَاْذَنْ لِىْ فَاسْتَاْذَنْتُ اَنْ اَزُوْرَ قَبْرَهَا فَاَذِنَ لِىْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ .

৩২২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান আনবারী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আম্মাজানের কবর যিয়ারত করার জন্য গমন করেন। এ সময় তিনি ﷺ কাঁদেন এবং তাঁর সাথীরাও কাঁদেন। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি আমার রব্বের কাছে, আমার মায়ের জন্য ইস্তিগফার করতে চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর আমি তাঁর কবর যিয়ারত করতে চাইলে তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। কাজেই তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কেননা, এ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

٣٢٢١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّ فِىْ زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً .

৩২২১. আহমদ ইব্‌ন য়ূনুস (র.)...ইব্‌ন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইতিপূর্বে আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কেননা, কবর যিয়ারতের ফলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়।[১]

---

১. আর মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয়। যারফলে, মানুষ অপরাধও গুণাহের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। বস্তুত, ইসলামের প্রথম দিকে লোকেরা মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছিল। নবী (সা) তাদের কবর যিয়ারত করতে এজন্য নিষেধ করেন, যাতে তাদের অন্তরে শিরক করার প্রবণতা স্থান না পায়। কিন্তু যখন তাদের আকীদা ও বিশ্বাস মজবুত হয়ে যায় এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে যায়, তখন তিনি (সা) তাদের কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রদান করেন।

٢٦١. بَابُ فِيْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُوْرِ

২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের কবর যিয়ারত করা সম্পর্কে

٣٢٢٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ٠

৩২২২. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। আর যারা কবরের উপর মসজিদ বানায় এবং বাতি জ্বালায়, তাদের উপরও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

٢٦٢. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا مَرَّ بِالْقُبُوْرِ

২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কি বলবে?

٣٢٢٣ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ٠

৩২২৩. আল-কা'নাবী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরস্তানে গমন করেন। তখন তিনি বলেন ঃ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

অর্থাৎ "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মু'মিনদের গৃহে বসবাসকারীরা। আর অবশ্যই আমরা ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হব।

٢٦٣. بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ اِذَا مَاتَ

২৬৩। অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ইহ্রাম অবস্থায় মারা গেলে কি করতে হবে ?

٣٢٢٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ

كَفِّنُوهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَاْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّىْ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَبْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ خَمْسُ سُنَنٍ كَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ اَىْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ اَىْ اَنَّ فِىْ الْغُسُلاَتِ كُلِّهَا سِدْرًا وَلاَ تُخَمِّرُوْ رَاْسَهُ وَلاَتُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ ٠

৩২২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.).... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন.ঃ একদা নবী ﷺ -এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হয়, যার উট তার ঘাড় ভেঙ্গে দিয়েছিল। ফলে সে মারা যায়, আর সে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় ছিল। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তাঁকে দু'টি কাপড়ে কাফন দেবে এবং কুলের পাতা মিশান পানি দিয়ে তাঁর গোসল দেবে এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কিয়ামতের দিন তাল্‌বিয়া (লাব্বায়েক, আল্লাহুমা লাব্বায়েক) পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, উক্ত হাদীছে পাঁচটি সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। যথা ঃ (১) মৃত ব্যক্তিকে দুটি কাপড়ে কাফন দেওয়া, (২) কুলের পাতা মিশান পানি দিয়ে গোসল দেওয়া, (৩) ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু বরনকারীর মাথা না ঢাকা, (৪) তার দেহে খোশবু না লাগান এবং (৫) (ইহ্‌রাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাছে যে টাকা থাকে) সে টাকা হতে প্রথমে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে।

٣٢٢٥ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَعْنٰى قَالاَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَّاَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ قَالَ كَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ اَيُّوْبُ ثَوْبَيْهِ وَقَالَ عَمْرٌو ثَوْبَيْنِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ اَيُّوْبَ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَقَالَ عَمْرٌو فِىْ ثَوْبَيْهِ زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ ٠

৩২২৫. সুলায়মান ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উবায়দ (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ তাঁকে (ইহ্‌রাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তি) দুটি কাপড়ে কাফন দেবে।

আবূ দাউদ (র.) বলেন, সুলায়মান বলেছেন যে, আবূ আয়্যূব বর্ণনা করেছেন ঃ তাঁকে (মৃত মুহ্‌রিম ব্যক্তি) দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। রাবী 'আমর (র.) বলেছেন ঃ দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। ইব্‌ন উবায়দ বলেন, রাবী আয়্যূব বলেছেনঃ দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। 'আমর (রা.) বলেছেন ঃ দুটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে। রাবী সুলায়মান একা এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তার দেহে খোশ্‌বু লাগাবে না (কারণ ইহ্‌রাম অবস্থায় খোশ্‌বু ব্যবহার নিষেধ)।

٣٢٢٦ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُّحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ اُخِرُ كِتَابِ الْجَنَائِزِ .

৩২২৬. ‘উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তিকে তার উট ঘাড় ভেঙ্গে মেরে ফেলে। তখন সে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আনা হলে তিনি বলেন ঃ তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরাও এবং তার মাথা ঢাকবে না। আর তার দেহে খোশ্‌বু লাগাবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তাল্‌বিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।

اخر كتاب الجنائز

জানাযার অধ্যায় শেষ হলো

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ !

অধ্যায় ঃ শপথ ও মানতের বিবরণ

٢٦٤. بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা কসম খাওয়া কঠোর অপরাধ

٣٢٢٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ الْبَزَّارُ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ مَصْبُوْرَةٍ كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهٖ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ٠

৩২২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ বায্‌যার (র.)...ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন হাকিমের আদালতে বন্দী থাকা অবস্থায় মিথ্যা কসম খায়, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

٢٦٥. بَابُ فِىْ مَنْ حَلَفَ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً

২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যের মাল আত্মসাতের জন্য মিথ্যা কসম খাবে

٣٢٢٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ الْمَعْنٰى قَالاَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِّيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَقَالَ الْاَشْعَثُ فِىَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَّحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ٠

৩২২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ও হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.)...'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম খাবে, সে আল্লাহর সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন।

তখন রাবী আশ'আছ (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এ হাদীছ তো তিনি ﷺ আমার সম্পর্কে বলেছেন। কেননা, আমার এবং একজন ইয়াহূদীর যৌথ মালিকানায় একটি জমি ছিল, যা সে আমাকে দিতে ধোঁকাবাজি করে। তখন আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হই। নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বলি ঃ না। তখন তিনি ﷺ ইয়াহূদীকে বলেন ঃ তুমি কসম খাও। আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! সে তো কসম খেয়ে আমার অংশ নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

অর্থাৎ "যারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা শপথ করে সামান্য সম্পদ খরিদ করে, তারা আখিরাতে কিছুই পাবে না। আল্লাহ আখিরাতে তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃকপাতও করবেন না বরং তারা কঠিন আযাবে গেরেফতার হবে।"

٣٢٢٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا الْفَرْيَابِىُّ قَالَ نَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ كُرْدُوْسٌ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِّنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اَرْضٍ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضِى اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْ هٰذَا وَهِىَ فِىْ يَدِهِ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اُحَلِّفُهُ وَاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ اَنَّهَا اَرْضِىْ اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْهُ فَتَهَيَّا الْكِنْدِىُّ لِلْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْتَطِعُ اَحَدٌ مَّا لاً بِيَمِيْنٍ اِلاَّ يَقِى اللّٰهَ وَهُوَ اَجْزَمُ فَقَالَ الْكِنْدِىُّ هِىَ اَرْضُهُ .

৩২২৯. মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ (র.)....আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। কিন্‌দা গোত্রের একজন এবং হায্‌রামূতের একজন–এ দু'ব্যক্তি ইয়েমেনের একটি যমীনের ব্যাপারে নবী ﷺ -এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। হাযরামী বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! এ ব্যক্তির পিতা আমার যমীন যবরদখল করেছে, যা এখনও তার দখলে রয়েছে। তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার কি কোন সাক্ষী আছে? তখন সে বলে ঃ না। তবে আপনি তাকে এভাবে কসম করতে বলুন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! সে জানে না যে, এ জমি আমার ছিল, যা তার পিতা জোর করে আমার নিকট হতে নিয়ে নিয়েছে। তখন কিন্‌দা গোত্রের লোকটি কসম করার জন্য তৈরী হয়। সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে অন্যের জমি আত্মসাৎ করে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সংগে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার হাত ও পা কাটা হবে। তখন কিন্দা গোত্রের লোকটি বলে ঃ এ জমিটি তার।

٣٢٣٠ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى اَرْضٍ لِاَبِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ اَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ اَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِيْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ ﷺ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ ذَاكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالٍ لِيَاكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ .

৩২৩০. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.)...ওয়াইল ইব্ন হুজ্র হায্রামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হায্রামূত ও কিন্দা গোত্রের দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়। তখন হায্রামী বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ ব্যক্তি আমার পিতার জমি জোর করে দখল করেছে। এ সময় কিন্দা গোত্রের লোকটি বলে ঃ ঐ জমি তো আমার, আমি নিজেই সেখানে ফসল উৎপন্ন করি। সেখানে তার কোন অধিকার নেই। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ হায্রামীকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার পক্ষে কি কোন সাক্ষী আছে? তখন সে বলেঃ না। এ সময় তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে, তবে তোমার হক নির্ধারণের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির কসমই গ্রহণীয় হবে। তখন হাযরামী বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সে ব্যক্তি তো দুষ্কৃতকারী। সে কসম খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করবে না। কেননা, সে কোন ব্যাপারে বাছ-বিচার করে না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমার জন্য এছাড়া বিকল্প আর কোন পথ নেই। এরপর কিন্দা গোত্রের লোকটি এব্যাপারে কসম খাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। যখন সে পিঠ ফিরিয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ জেনে রাখ, যদি সে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খায়, তবে সে যখন আল্লাহর সংগে মিলিত হবে, তখন আল্লাহ্ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

٢٦٦. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْظِيْمِ الْيَمِيْنِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ

২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মিম্বরের কাছে মিথ্যা কসম করা খুবই বড় গুনাহ্

٣٢٣١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نِسْطَاسٍ مِّنْ اٰلِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحْلِفُ اَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلٰى يَمِيْنٍ اٰثِمَةٍ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ اَخْضَرَ اِلاَّ تَبَوَّاَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

৩২৩১. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ যে কেউ আমার মিম্বরের কাছে মিথ্যা শপথ করবে, যদি তা একটা তাজা মিসওয়াকের জন্যও হয়, সে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেবে। অথবা তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হবে।

٢٦٧. بَابُ الْيَمِيْنِ بِغَيْرِ اللّٰهِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খাওয়া

٣٢٣٢ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِيْ حَلْفِهٖ وَاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ ‎.

৩২৩২. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কসম করে এবং সে তার কসমে বলেঃ আমি লাত (মূর্তির) নামে কসম খাচ্ছি, তবে সে যেন অবশ্যই বলে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।' আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে ঃ এসো আমরা জুয়া খেলি, তবে সে যেন কিছু সাদাকা করে।

٣٢٣٣ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ نَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ وَلَا بِاُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْاَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوْا اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ ‎.

৩২৩৩. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে, তোমাদের মায়ের নামে এবং মূর্তির নামে শপথ করবে না। আর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খাবে না। আর যখন তোমরা আল্লাহর নামে কসম করবে, তখন সত্য কসম করবে, (অর্থাৎ সে কসম পূর্ণ করবে)।

٢٦٨. بَابُ فِيْ كِرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْاٰبَاءِ

২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বাপ-দাদার নামে কসম না করা

٣٢٣٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَدْرَكَهٗ وَهُوَ فِيْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْلِيَسْكُتْ ‎.

৩২৩৪. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.).... 'উমার ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ['উমার (রা.)-কে] একটি কাফিলার সাথে পান, যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম খাচ্ছিলেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই যে কেউ শপথ করতে চায়, সে যেন কেবল আল্লাহ্র নামে শপথ করে, নতুবা সে যেন চুপ থাকে।

٣٢٣٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ مَعنَاهُ اِلَى بِاٰبَائِكُمْ زَادَ قَالَ عُمَرُ فَوَ اللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهٰذَا ذَاكِرًا وَّلاَ اٰثِرًا .

৩২৩৫. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)... 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ শ্রবণ করেছি। 'উমার (রা.) বলেন, যা তাঁর অতিরিক্ত বর্ণনা যে, আল্লাহর কসম! এরপর আমি এরূপ কসম (বাপ-দাদার নামে) ইচ্ছাকৃতভাবে বা বর্ণনা প্রসংগে কখনো করিনি।

٣٢٣٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اِدْرِيْسُ قَالَ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ لاَ وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ .

৩২৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)...সা'ঈদ ইব্ন আবী 'উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইব্ন 'উমার (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে কা'বার নামে কসম করতে শুনে তাকে বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম খেল, সে যেন (আল্লাহ্র সংগে) শরীক করলো।

٣٢٣٧ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ فِىْ حَدِيْثِ قِصَّةِ الْاَعْرَابِىِّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ .

৩২৩৭. সুলায়মান ইব্ন দাউদ 'আতাকী (র.)...তাল্হা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বর্ণিত হাদীছে জনৈক আরবীর ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ সে কামিয়াব হয়েছে, তার বাপের কসম, যদি সে সত্য বলে থাকে, জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার পিতার শপথ! যদি সে সত্য বলে থাকে।[১]

১. সম্ভবত ঃ হাদীছটি ইসলামের প্রথম যুগের। যখন বাপ-দাদার নামে শপথ করা নিষেধ ছিল না। তৎকালীন প্রথানুসারে এরূপ কসম খাওয়া হয়েছিল।

٢٦٩. بَابُ كِرَاهِيَةُ الْحَلْفِ بِالْأَمَانَةِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ আমানতের উপর কসম খাওয়া

٣٢٣٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِىُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا .

৩২৩৮. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)...বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমানতের উপর কসম খাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

٢٧٠. بَابُ الْمَعَارِيْضِ فِى الْاَيْمَانِ

২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ অস্পষ্ট স্বরে ছলনামূলক কসম করা

٣٢٣٩ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا ح وَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ هُمَا وَاحِدٌ عَبَّادُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ .

৩২৩৯. 'আমর ইব্‌ন 'আওন (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমার কসম তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তোমার সাথী তা সত্য বলে মনে করে।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন ঃ আমাকে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী সালিহ্ খবর দিয়েছেন। আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ 'আব্বাদ ইব্‌ন আবী সালিহ এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী সালিহ একই ব্যক্তি।

٣٢٤٠ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ نَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ جَدَّتِهٖ عَنْ اَبِيْهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ خَرَجْنَا نُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَاَخَذَهُ عَدُوٌّ لَّهٗ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ اَنْ يَّحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَّهٗ اَخِىْ فَخَلّٰى سَبِيْلَهٗ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْتُهٗ اَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَّحْلِفُوْا وَحَلَفْتُ اَنَّهٗ اَخِىْ قَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ .

৩২৪০. 'আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাকিদ (র.)...সুওয়ায়দ ইব্‌ন হানযালা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উদ্দেশ্যে বের হই। এ সময় আমাদের সংগে ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র ছিল। তখন তাঁকে তাঁর একজন শত্রু বন্দী করে ফেলে। কওমের লোকেরা তাঁর ব্যাপারে

কসম করতে ইতস্তত করে কিন্তু আমি এরূপ কসম করি যে, "সে আমার ভাই।" ফলে, দুশমন তাঁকে ছেড়ে দেয়। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হই এবং আমি তাঁকে এ ব্যাপারে খবর দেই যে, কওমের লোকেরা ওয়াইল সম্পর্কে কসম করাকে ভাল মনে করেনি; অথচ তাঁর ব্যাপারে আমি এরূপ কসম করি যে, "সে আমার ভাই।' তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি সত্য বলেছ। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।

٢٧١. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ

২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মাযহাব গ্রহণ করার জন্য কসম খাওয়া

٣٢٤١ . حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ قِلَابَةَ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِمِلَّةِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلٰى رَجُلٍ نَذْرٌ فِىْ مَا لَا يَمْلِكُهُ .

৩২৪১. আবূ তাওবা রাবী' ইব্ন নাফি' (র.)...ছাবিত ইব্ন যাহ্হাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (রিদ্ওয়ান) বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন ঃ যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবে (ধর্মে) দাখিল হওয়ার জন্য মিথ্যা কসম করবে, তবে সে ঐরূপ হবে, যেরূপ সে বলবে।[১] আর যে ব্যক্তি নিজেকে কোন কিছুর দ্বারা হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তুর দ্বারা আযাব দেওয়া হবে। আর কোন ব্যক্তির জন্য এরূপ মানত করা উচিত নয়, যার সে মালিক নয়।[২]

٣٢٤٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ نَا حُسَيْنٌ يَعْنِى بْنَ وَاقِدٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنَ الْاِسْلَامِ فَاِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الْاِسْلَامِ سَالِمًا .

৩২৪২. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শপথ করে এবং এরূপ বলে যে, (যদি এটা না হয়, তবে) আমি ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাব। যদি সে মিথ্যা ভাবেও এরূপ বলে, তবু ঐরূপ হবে, যেরূপ সে বলেছে। আর যদি সে তার কসমে সত্যবাদী হয়, তবে সে নিরাপদে ইসলামের মাঝে ফিরে আসতে পারবে না।[৩]

---

১. যদি কেউ মিথ্যাভাবে অন্য ধর্মে দাখিল হওয়ার জন্য কসম করে, তবে তা সঠিক বলে ধরতে হবে। যেমন, যদি কেউ বলেঃ আমি যদি একাজ করি, তবে ইয়াহূদী হয়ে যাব।

২. যেমন কেউ এরূপ মানত করে যে, আমার এ মাকসূদ পূরা হলে আমি অমুক ব্যক্তির গোলামটি আযাদ করে দেব। এরূপ মানত করা আদৌ উচিত নয়।

৩. কাজেই এ ধরনের কসম করা কখনো উচিত নয়! করলে তাওবা করা দরকার।

٢٧٢. بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ اَنْ لاَ يَتَادَّمَ

২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ তরকারি না খাওয়ার জন্য কসম খাওয়া

٣٢٤٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا يَحْيٰى بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ يُّوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَضَعَ تَمْرَةً عَلٰى كِسْرَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ ٠

৩২৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী ﷺ-কে রুটির টুকরার উপর খেজুর রাখতে দেখি। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ এটি (খেজুর) ঐটির (রুটির) তরকারি।[১]

٣٢٤٤ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نَا اَبِىْ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ يَّزِيْدَ الْاَعْوَرِ عَنْ يُّوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ مِثْلَهُ ٠

৩২৪৪. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)...য়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٣. بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْيَمِيْنِ

২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ কসমের পরে ইনশা আল্লাহ্ বলা

٣٢٤٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَدِ اسْتَثْنٰى ٠

৩২৪৫. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাজের উপর কসম খাওয়ার পর বলল, ইনশা আল্লাহ্। তবে সে যেন তা পরিহার করলো।[২]

٣٢٤٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنٰى فَاِنْ شَاءَ رَجَعَ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرُ حِنْثٍ ٠

---

১. এমতাবস্থায় যদি কেউ তরকারী না খাওয়ার কসম করার পর, খেজুর ভক্ষণ করে, তবে সে কসম ভংগকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

২. এ অবস্থায় যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, সে তার করমকে আল্লাহর ইচ্ছার সংগে সম্পৃক্ত করেছে।

৩২৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ও মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ কসম করার পর ইনশা আল্লাহ্ বলে, সে ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ করতে পারে, আর চাইলে পরিত্যাগও করতে পারে। এমতাবস্থায় সে কসম ভংগকারী বলে বিবেচিত হবে না।

٢٧٤. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَتْ

২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কসম কিরূপ ছিল

٣٢٤٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْلِفُ بِهٰذَا الْيَمِيْنِ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ ٠

৩২৪৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.)...ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় এরূপ কসম করতেন ঃ না, কসম অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর।

٣٢٤٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ نَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ شَيْخٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اجْتَهَدَ فِى الْيَمِيْنِ قَالَ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهٖ ٠

৩২৪৮. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)...আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কসম করার ইরাদা করতেন, তখন বলতেন ঃ না, কসম সে যাত-পাকের, যাঁর হাতে আবুল কাসিমের জীবন।

٣٢٤٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رِزْمَةَ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَبِىْ حُبَابٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَلَفَ يَقُوْلُ لاَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ٠

৩২৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল 'আযীয ইব্ন আবী রিয্মা (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কসম এরূপ ছিল যে, যখন তিনি ﷺ কসম করতেন, তখন বলতেন ঃ না। কসম, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

٣٢٥٠ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اِبْرَهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ الْجُذَامِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَيَّاشٍ السَّمْعِيُّ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ دُلْهَمِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ عَمِّهِ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دُلْهَمٌ وَحَدَّثَنِيْـهِ اَيْضًا الْاَسْـوَدُ بْنُ عَبْـدِ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطٍ اَنَّ لَقِيْطَ بْنَ عَاصِمٍ خَرَجَ وَافِدًا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقِيْطٌ فَقَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيْثًا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَمْرُ اِلٰهِكَ ۔

৩২৫০. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.)...'আসিম ইব্‌ন লাকীত (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা লাকীত ইব্‌ন 'আসিম (রা.) একটা দলের প্রতিনিধি হিসাবে নবী ﷺ-এর নিকট গমন করেন। লাকীত বলেন ঃ অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হই। তখন তিনি একটি হাদীছ বর্ণনা করেন, যাতে এ উক্তিটি ছিল যে, নবী বলেছেন ঃ কসম তোমার মাবুদের।

٢٧٥. بَابُ الْحِنْثِ اِذَا كَانَ خَيْرًا

২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ অন্য কাজ মংগলজনক হলে কসম ভংগ করা

٣٢٥١ . حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ نَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْـرَهَا خَيْـرًا مِّنْهَا اِلَّا كَفَّرْتُ يَمِيْنِيْ وَاَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ قَالَ اَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ يَمِيْنِيْ ۔

৩২৫১. সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.)... আবূ বুরদা, তাঁর পিতা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ কসম আল্লাহর, নিশ্চয় আমি আল্লাহ চাহেন তো যে কোন কসম খাই না কেন, এর বিপরীত কাজ যদি ভাল বলে মনে করি, তবে তা ভংগ করে আমার কসমের কাফ্‌ফারা প্রদান পূর্বক ভাল কাজটি করে ফেলি।

অথবা নবী ﷺ বলেন ঃ আমি ভাল কাজটি করি এবং কসম ভংগের কাফ্‌ফারা প্রদান করি।

٣٢٥٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْـبَرَ نَا يُوْنُسُ وَمَنْصُوْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ اِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَاْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ يَمِيْنَكَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيْهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ ۔

৩২৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ বায্‌যার (র.)....আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ আমাকে বলেন, হে 'আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা! যদি তুমি কোন ব্যাপারে কসম খাও, আর এর বিপরীত কাজটি ভাল বলে মনে কর, তখন ভাল কাজটি করে ফেলবে এবং তোমার কসম ভংগের কাফ্‌ফারা দেবে।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ আমি শুনেছি যে, ইমাম আহমদ (র.) কসম ভংগের আগেই কাফ্ফারা আদায় করা জাইয মনে করতেন।

٣٢٥٣ . حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ خَلَفٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَحْوَ قَالَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ثُمَّ اَئْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَادِيْثُ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رُوِىَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِىْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ .

৩২৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র.)....'আবদুর রহমান (রা.) থেকে উক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ কসম ভাঙ্গার পর আগে কসমের কাফ্ফারা দাও, এরপর সে কাজের বিপরীতে উত্তম কাজটি সম্পন্ন কর।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ উক্ত হাদীছটি আবূ মূসা আশ'আরী, আদী ইব্ন হাতিম ও আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের বর্ণনায় কসম ভংগের পূর্বে কাফ্ফারা দেওয়ার এবং কোন কোনটিতে কাফ্ফারা দেওয়ার আগে কসম ভাঙ্গার কথা বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٦. بَابُ فِى الْقَسَمِ هَلْ يَكُوْنُ يَمِيْنًا

২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে কোন কসম খেলে কি তা সত্যিকার কসম হবে ?

٣٢٥٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَقْسَمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُقْسِمْ .

৩২৫৪. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা আবূ বকর (রা.) নবী ﷺ -এর উপর (কোন ব্যাপারে) কসম খান। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ এরূপ কসম খাবে না।

٣٢٥٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ يَحْيٰى كَتَبْتُهُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَرَى اللَّيْلَةَ فَذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبَّرَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَاْتَ بَعْضًا فَقَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ لَتُحَدِّثَنِىْ مَا الَّذِىْ اَخْطَاْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُقْسِمْ .

৩২৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিস (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলে, "আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি।" তখন সে ব্যক্তি তার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। আবূ বাকর (রা.)-তার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি কিছু ঠিক বলেছ এবং কিছু ভুলও হয়েছে। আবূ বকর (রা.) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আমি আপনার কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমার ভুলটা জানিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বলেন ঃ তুমি এরূপ কসম খাবে না।

٣٢٥٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ زَادَ فِيْهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ ٠

৩২৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যাতে কসমের উল্লেখ নাই; বরং এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, তিনি ﷺ তাঁকে [আবূ বকর (রা.)-কে] তাঁর ভুল সম্পর্কে কিছু অবহিত করেননি।

٢٧٧. بَابٌ فِى الْحَلْفِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করলে

٣٢٥٧ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَ النَّبِىُّ ﷺ الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوْبَ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلٰى قَدْ فَعَلْتَ وَلٰكِنْ غُفِرَلَكَ بِاِخْلاَصِ قَوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَيُرَادُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهُ لَمْ يَاْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ ٠

৩২৫৭. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা দু'ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট একটা মামলা নিয়ে যায়। তখন নবী ﷺ বাদী পক্ষের নিকট সাক্ষ্য-প্রমাণ চান। কিন্তু তার পক্ষে কোন সাক্ষী ছিল না। তখন তিনি ﷺ বিবাদীকে কসম খেতে বলেন। তখন সে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে বলে ঃ "লা-ইলাহা ইল্লা-হুয়া"–অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" সে সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি তো (অন্যায়) করেছ, তবে ইখলাসের সাথে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলাতে তোমার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছের দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ﷺ তাকে কাফ্‌ফারা দিতে বলেননি।

٢٧٨. بَابُ كَمِ الصَّاعُ فِى الْكَفَّارَةِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ কসমের কাফ্ফারায় কোন্ সা'আ গ্রহণীয় সে সম্পর্কে

٣٢٥٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى اَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبٍ بِنْتِ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ الْمُزَنِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِّنْ اَسْلَمَ ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَخٍ لِّصَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَوَهَبَتْ لَنَا اُمُّ حَبِيْبٍ صَاعًا حَدَّثَتْنَا عَنِ ابْنِ اَخِىْ صَفِيَّةَ اَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَسٌ فَجَرَّبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنِصْفًا بِمُدِّ هِشَامٍ .

৩২৫৮. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)....উম্মু হাবীব বিন্‌তে যুওয়ায়ব ইব্‌ন কায়স মুযানিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি প্রথমে আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, পরে তিনি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা.)-এর ভাতিজার সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।
রাবী ইব্‌ন হারমালা বলেন ঃ একদা উম্মু হাবীব আমাকে একটি সা'আ[১] প্রদান করেন। সাফিয়্যা (রা.)-এর ভাতিজা (তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হতে) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাফিয়্যা (রা.) হতে শুনেছেন ঃ ঐ সা'আটি ছিল নবী ﷺ-এর।
রাবী আনাস (রা.) বলেন ঃ আমি ঐ সা'আটি পরীক্ষা করি, (তখন দেখতে পাই যে,) এটি ছিল হিশাম ইব্‌ন আবদিল মালিকের 'মুদ্দ'-এর তুলনায় আড়াই গুণ বেশী।

٢٧٩. بَابُ فِى الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ

২৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাফ্ফারাতে আযাদযোগ্য মুসলিম দাসী

٣٢٥٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعٰوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَارِيَةٌ لِّىْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَفَلَا اُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِىْ بِهَا قَالَ فَجِئْتُ بِهَا قَالَ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ .

৩২৫৯. মুসাদ্দাদ (র.)...মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম সুলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমার একটি দাসী আছে, যাকে আমি অনেক মারধর করেছি।

১. তৎকালীন সময়ের বিশেষ মাপযন্ত্র।

এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক মনে হয়। তখন আমি বলি ঃ আমি কি তাকে আযাদ করে দেব না ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাবী বলেন ঃ তখন আমি তাকে নিয়ে আসি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আল্লাহ্ কোথায় ? সে বলে ঃ আসমানে। এরপর তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি কে ? সে বলে ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে আযাদ করে দাও। সে মুমিন।

٣٢٦٠ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيْدِ اَنَّ اُمَّهٗ اَوْصَتْهُ اَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ اَوْصَتْ اَنْ اُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَعِنْدِىْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوْبِيَّةٌ فَذَكَرَ نَحْوَهٗ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَهٗ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيْدَ .

৩২৬০. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)...শারীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর মাতা তাঁকে তাঁর (মায়ের) পক্ষ হতে একটি মু'মিন দাসী আযাদ করার জন্য ওসীয়ত করে যান। তিনি নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার মাতা (তাঁর মৃত্যুর সময়) তাঁর পক্ষে একটি মু'মিন দাসী আযাদ করার জন্য ওসীয়ত করে গেছেন। এখন আমার কাছে হাবশের 'নূবিয়্যা' এলাকার একটি দাসী আছে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ খালিদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ রাবী শারীদকে বাদ দিয়ে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٨٠. بَابُ كِرَاهِيَةِ النَّذْرِ

২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মানত না করা সম্পর্কে

٣٢٦١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ النَّذْرِ وَيَقُوْلُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ .

৩২৬১. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)... 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানত করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ মানত করাতে তাকদীরের কোন কিছু পরিবর্তন হয় না। তবে মানতের কারণে মানুষ কৃপণতার গণ্ডি হতে বেরিয়ে আসে।[১]

১. কেননা, মানতের কারণে কিছু মাল বখীলের কাছ থেকে বেরিয়ে আসে, যা ফকীর-মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

٢٨١. بَابُ النَّذْرِ فِى الْمَعْصِيَةِ

২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহের কাজে মানত করা

٣٢٦٢ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَيْلِىِّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِىَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ ۔

৩২৬২. আল-কা'নাবী (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুসরণের জন্য মানত করে, সে যেন তাঁর অনুসরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (সংগে) নাফরমানীর মানত করে, সে যেন আল্লাহ্‌র নাফরমানী না করে।

٣٢٦٣ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِى الشَّمْسِ فَيَسْاَلُ عَنْهُ فَقَالُوْا هٰذَا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَّقُوْمَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ قَالَ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ۔

৩২৬৩. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন ঃ ইনি আবূ ইস্‌রাঈল। যিনি এরূপ মানত করেছেন যে, দাঁড়িয়ে থাকবেন, বসবেন না, ছায়ায় আসবেন না, কথা বলবেন না এবং রোযা রাখবেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে বল, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় আসে, বসে এবং তার রোযা পূর্ণ করে।

٢٨٢. بَابُ مَنْ رَاٰى عَلَيْهِ كَفَّارَةً اِذَا كَانَ فِىْ مَعْصِيَةٍ

২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন গুনাহের মানত ভংগ করবে,তখন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে

٣٢٦٤ . حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوْا مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ شَبْوِيَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِىْ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ حَدِيْثِ اَبِىْ سَلَمَةَ فَدَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّ الزُّهْرِىَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ

سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ اَفْسَدُوْا عَلَيْنَا هٰذَا الْحَدِيْثَ قِيْلَ لَهُ وَحَّ اِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ اُوَيْسٍ قَالَ اَيُّوْبُ كَانَ اَمْثَلَ مِنْهُ يَعْنِىْ اَيُوْبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَقَدْ رَوَاهُ اَيُّوْبُ ۔

৩২৬৪. ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আবূ মা'মার (র.)....আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন গুনাহের ব্যাপারে মানত করা উচিত নয়। (যদি কেউ এরূপ করে, তার কাফ্‌ফারা হলো কসমের কাফ্‌ফারার অনুরূপ।[১]

আবূ দাউদ (র.) বলেন, আহমদ ইব্‌ন শিববিয়া বলেন যে, ইব্‌ন মুবারক আবূ সালামার হাদীছে বর্ণনা করেছেন, এর থেকে জানা যায় যে, যুহ্‌রী আবূ সালামা থেকে শ্রবণ করেননি।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেছেন যে, তারা এ হাদীছ আমাদের কাছে খারাপ ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ এ হাদীছের খারাপ হওয়া আপনার কাছে কি সঠিক ? আর ইব্‌ন উওয়ায়স ছাড়া আর কেউ কি এটা বর্ণনা করেছেন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, 'আয়্যূব ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র.) বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ نَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ عَتِيْقٍ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ يَحْىَ بْنَ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَانَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ اِنَّمَا الْحَدِيْثُ حَدِيْثُ عَلِىِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَرَادَ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ اَرْقَمَ وَهِمَ فِيْهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِىُّ وَاَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ۔

৩২৬৫. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র.)...... আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন গুনাহের কাজের জন্য মানত করা উচিত নয়। (যদি কেউ এরূপ করে) তবে তার কাফ্‌ফারা তবে কসমের কাফ্‌ফারার অনুরূপ।

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) বলেন ঃ আসলে হাদীছের সনদ এরূপ যে, 'আলী ইব্‌ন মুবারক, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবী কাছীর, মুহাম্মদ ইব্‌ন যুবায়র, তাঁর পিতা 'ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন নবী ﷺ থেকে। আহমদ মনে করেন যে, সুলায়মান ইব্‌ন আরকাম হতে এ হাদীছে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। যুহরী (র.) তাঁর থেকে এ হাদীছ সংগ্রহ করে 'মুরসাল' হিসাবে আবূ সালামা 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

১. যদি কেউ কোন গুনাহের কাজ করার জন্য মানত করে, তাবে তার জন্য ঐ মানত আদায় করা জরুরী নয়। তবে মানত পূরণ না করার জন্য তাকে ঐরূপ কাফ্‌ফারা দিতে হবে, যেরূপ কাফ্‌ফারা কসম ভাঙ্গার জন্য দিতে হয়।

٣٢٦٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زَحْرٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوْهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ٠

৩২৬৬. মুসাদ্দাদ (র.)...'উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে তাঁর বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যিনি খালি পায়ে এবং খোলা মাথায় পদব্রজে হজ্জ আদায় করার জন্য মানত করেন। নবী ﷺ বলেন ঃ তাঁকে বল, সে যেন মস্তক আবৃত করে, কোন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জে যায় এবং (মানত ভংগের কারণে) সে যেন তিন দিন রোযা রাখে।[১]

٣٢٦٧ . حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِىْ اَنْ تَمْشِىَ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ فَاَمَرَتْنِى اَنْ اَسْتَفْتِىَ لَهَا النَّبِىَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ ٠

৩২৬৭. মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র.).... 'উকবা ইব্‌ন 'আমির জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বোন পদব্রজে হজ্জে যাওয়ার জন্য মানত করে। অতঃপর তিনি আমাকে এ সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। তখন আমি নবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ সে যেন পদব্রজে গমন করে এবং প্রয়োজনে সওয়ারীতেও যেন আরোহণ করে।

٣٢٦٨ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ نَذْرِهَا مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ٠

৩২৬৮. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন এ মর্মে খবর পান যে, 'উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা.)-এর বোন পদব্রজে হজ্জে যাওয়ার জন্য মানত

১. যেহেতু স্ত্রীলোকদের মস্তক ও সতরের মাঝে গণ্য, যা খোলা রাখা দুরুস্ত নয়। এজন্য নবী (সা.) তাঁর মাথা ঢাকার জন্য নির্দেশ দেন। আর মহিলাদের জন্য পদব্রজে গমন করে হজ্জ আদায় করা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার, যা তাদের জন্য অসম্ভব। একারণে তাঁকে বাহন যোগে হজ্জে গমনের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় মানত ভংগের কারণে, কাফ্‌ফারা স্বরূপ, তাঁকে তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

করেছে, তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ ধরনের মানতের মুখাপেক্ষী নন। তাঁকে বল, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যায়।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ সা'ঈদ ইব্ন আবী 'আরূবা এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং খালিদ ইকরামা সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ نَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِيَ اِلَى الْبَيْتِ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيْ هَدْيًا .

৩২৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.)-এর বোন পদব্রজে হজ্জে যাওয়ার জন্য মানত করেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, সে যেন সওয়ারীতে আরোহণ করে এবং মানত ভংগের জন্য যেন হাদী[১] কুরবানী করে।

٣٢٧٠ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ قَالَ تَا اَبُو النَّضْرِ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اُخْتِيْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَصْنَعُ بِشِقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَّلْتُكَفِّرْ يَمِيْنَهَا .

৩২৭০. হাজ্জাজ ইব্ন আবী ইয়া'কূব (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার বোন এরূপ মানত করেছে যে, সে পদব্রজে হজ্জে গমন করবে। তখন নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য তোমার বোনের এ কষ্টের কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, সে যেন বাহনযোগে হজ্জ আদায় করে এবং তার মানত ভংগের জন্য যেন কাফ্ফারা প্রদান করে।

٣٢٧١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يُهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِيَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ .

৩২৭১. মুসাদ্দাদ (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি তার দু'ছেলের উপর ভর করে পদব্রজে যাচ্ছে। তখন তিনি ﷺ সে লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন লোকেরা (সাহাবীরা) বলেন ঃ লোকটি পদব্রজে চলার জন্য

১. হাদী অর্থাৎ পশু। মানত ভাঙ্গার কারণে পশু কুরবানী নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে।

মানত করেছে। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তির এরূপ কষ্টের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাকে সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দেন।

٢٨٣. بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল মাক্দিসে গিয়ে সালাত আদায়ের জন্য মানত করে

٣٢٧٢ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رِبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلّٰهِ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ اَنْ اُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هٰهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هٰهُنَا ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَانَكَ اِذًا .

৩২৭২. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের বছর দাঁড়িয়ে এরূপ বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এরূপ মানত করি যে, যদি আল্লাহ্ আপনাকে মক্কা বিজয় করিয়ে দেন, তবে আমি বায়তুল মাক্দিসে গিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করব। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি এখানেই দু'রাকআত সালাত আদায় করে নাও। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তুমি এখানেই সালাত আদায় কর। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তোমার যা ইচ্ছা, তা কর।[১]

٣٢٧٣ . حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ ح وَثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنٰى قَالَ نَا رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُمَرَ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ حَنَّةَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْصَلَّيْتَ هٰهُنَا لَاَجْزَاَ عَنْكَ صَلٰوةً فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْاَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ وَقَالَ اَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩২৭৩. মাখ্‌লাদ ইব্‌ন খালিদ (র.)....'উমার ইব্‌ন 'আবদির রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা.) নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী হতে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এতে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে,

---

১. অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে এখানেও দু'রাকাআত সালাত আদায় করে নিতে পার, অথবা বায়তুল মুকাদ্দিসে গিয়েও তা আদায় করতে পার।

নবী ﷺ বলেন ঃ সে যাতের কসম ! যিনি মুহাম্মদ (স)-কে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, যদি তুমি এখানে সালাত আদায় করে নাও, তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, বায়তুল মাক্দিসে গিয়ে সালাত আদায় করার চাইতে।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ আনসারী ইব্ন জুরায়জ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইব্ন 'উমার বলেন, 'আমর ইব্ন হায়্যা বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন 'আওফ নবী ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٢٨٤. بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির মানত পুরা করা

٣٢٧٤ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا .

৩২৭৪. আল-কা'নাবী (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা সা'দ ইব্ন 'উবাদা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ মর্মে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন কিন্তু তাঁর যিম্মায় একটি মানত আছে, যা তিনি আদায় করতে পারেননি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি তা তাঁর পক্ষ হতে আদায় করে দাও।

٣٢٧٥ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ اِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللّٰهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتّٰى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا اَوْ اُخْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهَا اَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا .

৩২৭৫. 'আমর ইব্ন আওন (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মহিলা সমুদ্রে সফর করে এবং সে সময় সে এরূপ মানত করে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে (সফরের বিপদ হতে) নাজাত দেন, তবে আমি এক মাস রোযা রাখব। তখন আল্লাহ্ তাকে নাজাত দেন। কিন্তু সে মহিলা রোযা রাখার আগেই ইনতিকাল করে। তখন তার কন্যা অথবা বোন এ সম্পর্কে (ফতওয়া) জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসে। তখন তিনি তাকে তার পক্ষ হতে রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

٣٢٧٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّىْ بِوَلِيْدَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ

وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ قَدْ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِى الْمِيْرَاثِ قَالَتْ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَمْرٍو ٠

৩২৭৬. আহমদ ইব্ন য়ূনুস (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মহিলা নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, আমি আমার মাতাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। এখন তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং সে দাসীটি রেখে গিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার সাওয়াব নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং ঐ দাসী মীরাছ সূত্রে তোমার কাছে ফিরে এসেছে। তখন সে মহিলা বলে ঃ আমার মাতা ইনতিকাল করেছেন, কিন্তু তার যিম্মায় এক মাসের (মানত) রোযা আছে। এরপর 'আমর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٥. بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ وَفَاءِ النَّذْرِ

২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মানত আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান প্রসংগে

٣٢٧٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ اَبُوْ قُدَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ اَوْفِى بِنَذْرِكِ قَالَتْ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيْهِ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لِصَنَمٍ قَالَتْ لاَ قَالَ بِوَثَنٍ قَالَتْ لاَ قَالَ اَوْفِىْ بِنَذْرِكِ ٠

৩২৭৭. মুসাদ্দাদ (র.)....'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) নিজের পিতা ও দাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি আপনার সামনে দফ[১] বাজাবার জন্য মানত করেছি। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার মানত পুরা কর। এরপর সে বলে ঃ আমি অমুক অমুক স্থানে কুরবানী করার মানত করেছি। সে স্থানগুলোতে জাহিলিয়াতের যুগে কুরবানী করা হত। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার এ কুরবানী কি কোন মূর্তির জন্য ? সে বলে ঃ না। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তবে কি তা কোন দেব-দেবীর জন্য ? সে বলে ঃ না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তবে তুমি তোমার মানত পুরা কর।

٣٢٧٨ . حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَنْحَرَ اِبِلاً بِبُوَانَةَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ اِبِلاً

---

১. এক প্রকারের বাদ্য-যন্ত্র। আমাদের দেশে প্রচলিত তবলার ন্যায়।

بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوْا لاَ قَالَ هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِن اَعْيَادِ هِمْ قَالُوْا لاَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لاَوَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْ مَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ ٠

৩২৭৮. দাউদ ইব্‌ন রশীদ (র.).... ছাবিত ইব্‌ন যাহ্‌হাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর যামানায় জনৈক ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে 'বাওয়ানা' নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করবে। তখন সে নবী ﷺ -এর কাছে আসে এবং বলে ঃ আমি বাওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মানত করেছি। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ সেখানে কি দেব-দেবী আছে, যাদের জাহিলিয়াতের যুগে পূজা করা হতো ? তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন ঃ না। তখন তিনি ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কি তাদের (কাফিরদের) আনন্দ-মেলার স্থান-সমূহের কোন স্থান ? তারা বলেন ঃ না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তবে তুমি তোমার মানত পুরা কর। তবে জেনে রাখ ! ঐ মানত পূরণের দরকার নেই, যাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয় এবং বনী আদম যার মালিক নয়।

٢٨٦. بَابُ النَّذْرِ فِيْ مَا لاَ يَمْلِكُ

২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ যার মালিক নয়, এরূপ কিছু মানত করলে

٣٢٧٩ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَقِيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ فَاُسِرَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِى وَثَاقٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلاَمَ تَأْخُذُنِىْ وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ قَالَ نَا خُذُكَ بِجَرِيْرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيْفٍ قَالَ وَكَانَ ثَقِيفٌ قَد اَسَرُوْا رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيْمَا قَالَ وَاَنَا مُسْلِمٌ اَوقَالَ وَقَد اَسْلَمْتُ فَلَمَّا مَضٰى قَالَ اَبُوْدَاؤُد فَهِمْتُ هٰذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسٰى نَا دَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيْمًا رَّفِيْقًا فَرَجَعَ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا شَانُكَ قَالَ اِنِّىْ مُسْلِمٌ قَالَ لَوْقُلْتَهَا وَاَنْتَ تَمْلِكُ اَمْرَكَ اَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ جَائِعٌ فَاَطْعِمْنِىْ اِنِّىْ ظَمَانٌ فَاسْقِنِىْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذِهِ حَاجَتُكَ اَوقَالَ هٰذِهِ حَاجَتُهُ فَقَالَ فَفُوْدِىَ الرَّجُلُ بَعدُ بِالرَّجُلَيْنِ قَالَ وَحَبَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ قَالَ فَاَغَارَ الْمُشْرِكُوْنَ

عَلٰى سَرْحِ الْمَدِيْنَةِ فَذَهَبُوْا بِالْعَضْبَاءِ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهَا وَاَسَرُوْا امْرَاَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ
فَكَانُوْا اِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيْحُوْنَ اِبِلَهُمْ فِىْ اَفْنِيَتِهِمْ قَالَ فَنُوِّمُوْا لَيْلَةً وَقَامَتِ الْمَرْاَةُ فَجَعَلَتْ
لَاتَضَعُ يَدَهَا عَلٰى بَعِيْرٍ اِلَّا رَغَا حَتّٰى اَتَتِ الْعَضْبَاءَ قَالَ فَاَتَتْ عَلٰى نَاقَةٍ ذَلُوْلٍ مُجَرَّسَةٍ
قَالَ فَرَكِبَتْهَا ثُمَّ جَعَلَتْ لِلّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ عُرِفَتِ
النَّاقَةُ نَاقَةُ النَّبِىِّ ﷺ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَجِيْئَ بِهَا وَاُخْبِرَ بِنَذْرِهَا
فَقَالَ بِئْسَ مَا جُزْتِهَا اَوْ جَزَيْتِهَا اِنِ اللّٰهُ اَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَهَا لَاوَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ
اللّٰهِ وَلَا فِىْ مَالَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالْمَرْاَةُ هٰذِهِ امْرَاَةُ اَبِىْ ذَرٍّ .

৩২৭৯. সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র.)....'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আয্‌বা উটনীটি ছিল বনূ 'আকীলের জনৈক ব্যক্তির, যেটি হাজীদের কাফিলার আগে আগে চলতো।

রাবী বলেন ঃ একবার সে ব্যক্তিকে বন্দী করে নবী ﷺ -এর নিকট আনা হয় এবং নবী ﷺ এ সময় তাঁর গাধার পিঠে চাদর জড়িয়ে বসে ছিলেন। তখন সে বলে ঃ হে মুহাম্মদ ! তুমি আমাকে এবং হাজীদের কাফিলার আগে গমনকারী এ উটকে কেন পাকড়াও করলে ? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাকে তোমাদের বন্ধু গোত্র ছাকীফের অপরাধের কারণে গেরেফতার করেছি।

রাবী বলেন ঃ ছাকীফ গোত্রের অপরাধ ছিল যে, তারা নবী ﷺ -এর দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে রেখেছিল। রাবী বলেন ঃ সে তার কথাবার্তার মাঝে এরূপ বলছিল যে, আমি তো মুসলমান, অথবা আমি মুসলমান হয়ে গেছি। অতঃপর তিনি ﷺ যখন একটু দূরে সরে যান, তখন সে উচ্চস্বরে বলে ঃ হে মুহাম্মদ, হে মুহাম্মদ !

রাবী বলেন ঃ যেহেতু নবী ﷺ অনুগ্রহকারী ও মেহেরবান ছিলেন, সে জন্য তিনি ফিরে এসে বলেন ঃ তোমার ব্যাপার কি ? সে বলে ঃ আমি মুসলিম। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি সে সময় একথা বলতে, যখন তুমি স্বাধীন বা মুক্ত ছিলে, তবে তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেতে।

আবূ দাউদ বলেন ঃ অতঃপর আমি রাবী সুলায়মান হতে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করব। (তা হলো,) তখন সে বলে ঃ হে মুহাম্মদ ! আমি ক্ষুধার্ত, তুমি আমাকে খাবার দাও। আমি পিপাসার্ত, তুমি আমাকে পানি পান করাও। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ তাকে বলেন যে, এটাই হলো তোমার আসল মাকসূদ। অথবা তিনি বলেন ঃ এটাই তার আসল ইচ্ছা।

রাবী বলেন ঃ এরপর সে ব্যক্তিকে দু'জন সাহাবীর মুক্তিপণ হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাবী 'ইমরান বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে 'আয্‌বা উটনীকে নিজের বাহন স্বরূপ রেখে দেন।

রাবী বলেন ঃ এ সময় একবার মুশ্‌রিকরা মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে আয্‌বা উটনীকে (চুরি করে) নিয়ে যায়। তারা ফিরে যাওয়ার সময় একজন মুসলিম নারীকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

রাবী বলেন ঃ তারা তাদের উটগুলিকে রাতের বেলায় একটি ময়দানে ছেড়ে রাখত। রাবী বলেন ঃ তারা এক রাতে ঘুমিয়ে থাকলে সে মহিলা দাঁড়ায় (যাতে পালিয়ে যেতে পারে)। কিন্তু যখনই সে কোন উটের নিকট গেল, সে শোরগোল বাধিয়ে দিল। অবশেষে সে মহিলা 'আয্‌বা উটনীর কাছে আসে। রাবী বলেন ঃ সে মহিলা একটি দ্রুতগামী শক্তিশালী উটের নিকট আসে। তখন সে তার উপর সওয়ার হয়ে এরূপ মানত করে যে, যদি আল্লাহ্ তাকে নাজাত দেন, তবে সে 'আযবা উটনীকে কুরবানী করবে।
রাবী বলেন ঃ অতঃপর সে মহিলা যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন সে উটনীকে চিনতে পারা যায় যে, সেটি ছিল নবী ﷺ -এর উষ্ট্রী। তখন নবী ﷺ-কে এ খবর দেওয়া হয়। তখন নবী ﷺ সে মহিলাকে ডেকে পাঠান। তখন সে মহিলা সে উটনী নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হয় এবং তার মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি উটনীটিকে খারাপ প্রতিদান দিতে চেয়েছ। আল্লাহ্ তা'আলা এর কারণে তোমাকে নাজাত দিয়েছেন, অথচ তুমি তাকে কুরবানী করার মানত করেছ! এমন মানত পূরণ করার প্রয়োজন নেই, যা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর জন্য করা হয় এবং বনূ আদম যার মালিক নয়।
আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ মহিলা ছিলেন আবূ যারর (রা.)-এর স্ত্রী।

٢٨٧. بَابُ مَنْ نَذَرَ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمَالِهٖ

২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সব মাল কেউ সাদাকা করতে চাইলে সে সম্পর্কে

٣٢٨٠ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَّكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَّالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ قَالَ فَقُلْتُ اِنِّيْ اُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ .

৩২৮০. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও ইব্‌ন সারহ্ (র.)....কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার ইচ্ছা এই যে, আমি আমার সমস্ত মাল হতে মুখ ফিরিয়ে নেই এবং তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার জন্য কিছু মাল রেখে দাও, এটাই তোমার জন্য উত্তম। তিনি বলেন, তখন আমি এরূপ বলি ঃ আমি আমার জন্য খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত অংশটি রাখছি।

٣٢٨١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ نَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ

فِيْ قِصَّتِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اِلَى اللّٰهِ اَنْ اَخْرُجَ مِنْ مَالِيْ كُلِّهِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ صَدَقَةً قَالَ لاَقُلْتُ فَنِصْفُهُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَثُلُثُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاِنِّيْ سَاُمْسِكُ سَهْمِيْ مِنْ خَيْبَرَ ·

৩২৮১. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....'আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন কা'ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর দাদা হতে উপরিউক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে রাবী কা'ব (রা.) বলেন ঃ একদা আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমার ইচ্ছা এই যে, আমার সমস্ত মাল হতে মুখ ফিরিয়ে নেব এবং তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের রাস্তায় খরচ করব। তিনি ﷺ বলেন ঃ না, (তুমি এরূপ করবে না)। তখন আমি বললাম ঃ তাহলে অর্ধেক দান করি ? তিনি বললেন ঃ না। তখন আমি বললাম ঃ তবে তিন ভাগের এক ভাগ দান করি ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, (তা করতে পার)। আমি বললাম ঃ তাহলে আমি আমার খায়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত অংশটি রাখলাম।

٢٨٨. بَابُ نَذْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْاِسْلاَمَ

২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলিয়াত যুগের মানতের পর ইসলাম কবূল করলে

٣٢٨٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ ·

৩২৮২. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমি জাহিলিয়াতের যুগে এরূপ মানত করেছিলাম যে, আমি এক রাতে মাসজিদুল হারামে ইতিকাফ করব। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার মানত পুরা কর।

٢٨٩. بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ নির্ধারিত না করে যদি কেউ মানত করে

٣٢٨٣ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِيْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ ·

৩২৮৩. হারূন ইব্ন 'আব্বাদ আযদী (র.)... 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানতের কাফ্ফারা, কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারার অনুরূপ।

٣٢٨٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْىٰ يَعْنِى ابْنَ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شَمَاسَةَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩২৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন 'আওফ (র.)....'উকবা ইব্ন 'আমির (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠. بَابُ لَغْوِ الْيَمِيْنِ

২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ বেহুদা কসম খাওয়া

٣٢٨٥ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نَا حَسَّانُ يَعْنِى بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ يَعْنِى الصَّائِغَ عَنْ عَطَاءٍ فِى اللَّغْوِ فِى الْيَمِيْنَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُوَ كَلاَمُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهِ كَلاَ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبْرَاهِيْمُ الصَّائِغُ قَتَلَهُ اَبُوْ مُسْلِمٍ بِفَرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ الْمِطْرَقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَيَّبَهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ دَاوُدُ بْنُ اَبِى الْفُرَاتِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ مَوْقُوْفًا عَلٰى عَائِشَةَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوْفًا .

৩২৮৫. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র.)...'আতা (রা.) বেহুদা কসম সম্পর্কে বলেন যে, 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বেহুদা কসম এরূপ যে, কোন ব্যক্তি তার ঘরে কথাবার্তা বলার সময় বলে যে, আল্লাহ্র শপথ! এ কথাটি এরূপ নয়। অথবা বলে, আল্লাহ্র শপথ ! ব্যাপারটি এরূপ।[১]

১. কসম তিন প্রকারের যথাঃ (১) বেহুদা কসমঃ যা কোন ঘটনাকে সত্য মনে করে, খাওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা সত্য নয়। এর জন্য কোন কাফ্ফারা নেই। (২) ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না-করার জন্য কসম খাওয়া। এমতাবস্থায় কাফ্ফারার খেলাফ কিছু করলে, অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে। কাফ্ফারা এরূপঃ একটা গোলাম আযাদ করা, দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো, অথবা পর-পর তিন দিন রোযা রাখা। (৩) জেনে-শুনে কোন ব্যাপারে ভুল বা মিথ্যা শপথ করা। এধরনের কসম করা ভয়ানক গুনাহের কাজ, যার শাস্তি হলো—জাহান্নাম। এমতাবস্থায় তাওবা করা খুবই প্রয়োজন।

٢٩١. بَابُ فِيْ مَنْ حَلَفَ عَلٰى طَعَامٍ لاَ يَأْكُلُهُ

২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কিছু না খাওয়ার জন্য কসম করে

٣٢٨٦ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَوْ عَنْ اَبِي السَّلِيْلِ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ بِنَا اَضْيَافٌ لَنَا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لاَ اَرْجِعَنَّ اِلَيْكَ حَتّٰى تَفْرُغَ مِنْ ضِيَافَةِ هٰؤُلاَءِ وَمِنْ قِرَاهُمْ فَاَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ فَقَالُوْا لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى يَاتِيَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ فَقَالَ مَافَعَلَ اَضْيَافُكُمْ اَفَرَغْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ قَالُوْا لاَ قُلْتُ قَدْ اَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَاَبَوْا قَالُوْا وَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى يَجِيْئَ فَقَالُوْا صَدَقَ قَدْ اَتَانَا فَاَبَيْنَا حَتّٰى تَجِيْئَ قَالَ فَمَا مَنَعَكُمْ قَالُوْا مَكَانُكَ قَالَ فَوَ اللّٰهِ لاَ اَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوْا وَنَحْنُ وَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَطْعَمَهُ قَالَ مَارَاَيْتُ فِي الشَّرِّ كَا للَّيْلَةِ قَطُّ قَالَ قَرِّبُوْا طَعَامَكُمْ قَالَ فَقُرِّبَ طَعَامُهُمْ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَطَعِمَ وَطَعِمُوْا فَاُخْبِرْتُ اَنَّهُ اَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ صَنَعَ وَصَنَعُوْا قَالَ بَلْ اَنْتَ اَبَرُّهُمْ وَاَصْدَقُهُمْ ·

৩২৮৬. মু'আম্মাল ইব্ন হিশাম (র.)...'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমাদের নিকট (ঘরে) কয়েকজন মেহমান আসে। এ সময় আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে রাত্রিতে কথাবার্তা বলছিলেন। তখন তিনি [আবূ বকর (রা.)] বলেন ঃ আমি ততক্ষণ তোমাদের কাছে ফিরে যাব না, যতক্ষণ না তোমরা মেহমানদের খানাপিনা করানো হতে নিষ্ক্রান্ত না হও। তখন আবদুর রহমান মেহমানদের নিকট ফিরে আসেন এবং তাদের সামনে খাদ্য-বস্তু উপস্থিত করেন। তখন মেহমানরা বলেন ঃ আবূ বাকর ফিরে না আসা পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করব না। ইত্যবসরে আবূ বকর (রা.) ফিরে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মেহমানরা কি করছেন, তোমরা কি তাদের আহার করিয়েছ ? তাঁরা বলেন ঃ না। আমি বললাম ঃ আমি তাদের সামনে খাদ্য-বস্তু উপস্থিত করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে এবং এরূপ কসম করেছে যে, আল্লাহ্র শপথ ! যতক্ষণ না আবূ বাকর (রা.) ফিরে আসেন, ততক্ষণ আমরা খাদ্য গ্রহণ করব না। তখন তারা বলেন ঃ আবদুর রহমান ঠিক কথা বলেছে। সে আমাদের সামনে খাদ্য দিয়েছিল, কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি। আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কিসে আপনাদের মানা করেছে ? তাঁরা বলেন ঃ আপনি গৃহে না থাকায় আমরা আপনার গৃহে খাদ্য গ্রহণ করিনি। তখন আবূ বকর (রা.) বলেন ঃ আমি আজ রাতে খাদ্য

গ্রহণ করব না। রাবী বলেন, তখন তাঁরা (সাহাবীরা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! যতক্ষণ না আপনি খাদ্য খাবেন, ততক্ষণ আমরা তা খাব না। রাবী বলেন ঃ এরূপ খারাপ রাত আমি আর কখনও দেখিনি। এরপর তিনি [আবূ বকর (রা.)] বলেন ঃ খানা হাযির কর। তখন তাদের জন্য খাদ্য-বস্তু আনা হলে তিনি "বিসমিল্লাহ্" বলে খাওয়া শুরু করেন এবং মেহমানরাও খাদ্য-বস্তু ভক্ষণ করেন। রাবী বলেন ঃ আমাকে এরূপ খবর দেওয়া হয় যে, আবূ বকর (রা.) সকাল বেলা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে (রাতের) ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি তাদের সকলের চাইতে অধিক নেককার এবং সত্যবাদী।

٣٢٨٧ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ نَحْوَهُ زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ وَلَمْ يَبْلُغْنِىْ كَفَّارَةٌ .

৩২৮৭. ইব্‌ন মুছান্না (র.)...'আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা.) উপরিউক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সালিম হতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি এটা জানতে পারিনি যে, আবূ বকর (রা.) এ ঘটনার জন্য কাফ্‌ফারা দিয়েছেন।

٢٩٢ . بَابُ الْيَمِيْنِ فِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য শপথ করলে

٣٢٨٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ نَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَخَوَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيْرَاثٌ فَسَاَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ اِنْ عُدْتَّ تَسْاَلُنِىْ عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالِىْ فِىْ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَّالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِكَ وَكَلِّمْ اَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَمِيْنَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِىْ مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلاَ فِىْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَلاَ فِىْ مَا لاَ تَمْلِكُ .

৩২৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল (র.)....সাঈদ ইব্‌ন মুসায়য়্যাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনসারদের দু'ভাইয়ের মাঝে একটি (যৌথ) মীরাছ ছিল। তখন তাদের একজন অপরজনকে তা বন্টন করে দেওয়ার জন্য বলে। তখন সে বলে ঃ যদি তুমি দ্বিতীয় বার তা বন্টনের জন্য অনুরোধ কর, তবে আমার সমস্ত মাল কা'বার জন্য ওয়াক্‌ফ হবে। তখন 'উমার (রা.) তাকে বলেন ঃ কা'বা তো তোমার মালের অমুখাপেক্ষী। কাজেই তুমি তোমর কসমের কাফ্‌ফারা আদায় কর এবং তোমার

ভাইয়ের সংগে কথাবার্তা বল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ তোমার জন্য এরূপ কসম খাওয়া ও মানত করা উচিত নয়, যাতে রব্বের নাফরমানী হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং যার মালিক তুমি নও।

٢٩٣. بَابُ الْحَالِفِ يَسْتَثْنِيْ بَعْدَ مَا يَتَكَلَّمُ

২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ শপথ করার পর ইনশা আল্লাহ্ বলা

٣٢٨٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاَ غْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَّاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَقَدْ اَسْنَدَ هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

৩২৮৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)... ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। অবশেষে তিনি ﷺ বলেন ঃ ইনশা আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি চান।

٣٢٩٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ اَخْبَرَ نَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَ غْزُوَنَّ قُرَيْشًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ زَادَ فِيْهِ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ شَرِيْكٍ ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ .

৩২৯০. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)...'ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ কসম খান যে, আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। এরপর তিনি বলেন ঃ ইনশা আল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান। অতঃপর তিনি ﷺ এরূপ শপথ করেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! আমি ইনশা আল্লাহ্ কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। তিনি পুনরায় বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ ! আমি কুরায়শদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। এরপর তিনি ﷺ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন ঃ ইনশা আল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান।

আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ ওলীদ ইব্ন মুসলিম শারীক হতে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি ﷺ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেননি।

٣٢٩١ . حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيْدُ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نَذْرَ

وَلاَ يَمِيْنَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ وَلاَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ وَمَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَاْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ فَاِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا ٠

৩২৯১. মুনযির ইব্ন ওয়ালীদ (র.)...'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) তার পিতা ও দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে জিনিস মানুষের ইখ্তিয়ারে নয়, অথবা আল্লাহ্র নাফরমানী হয়, অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য হয় এ সব বিষয়ে মানত করা এবং কসম খাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ এরূপ কসম করে এবং এর বিপরীত ভাল বলে মনে হয়, তবে সে কসম পরিত্যাগ করে ভাল জিনিস গ্রহণ করবে। কেননা, এরূপ কাজ পরিত্যাগ করাই এর কাফ্ফারা স্বরূপ।

٢٩٤. بَابُ مَنْ نَّذَرَ نَذْرًا لاَّ يُطِيْقُهُ

২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ এরূপ মানত করে, যা পূরণ করার ক্ষমতা তার নেই

٣٢٩٢ . حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَي الْاَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَّذَرَ نَذْرًا لَّمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ وَمَنْ نَّذَرَ نَذْرًا فِيْ مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَّذَرَ نَذْرًا لاَّيُطِيْقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَمَنْ نَّذَرَ نَذْرًا اَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ وَكِيْعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْهِنْدِ اَوْ قَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اُخِرُ كِتَابِ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ ٠

৩২৯২. জাফর ইব্ন মুসাফির তিন্নীসী (র.)...ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট না করে কিছু মানত করে, তবে এর কাফ্ফারা হবে কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ। আর যদি কেউ কোনরূপ গুনাহের কাজের জন্য মানত করে, তবে এরও কাফ্ফারা হবে কসমের কাফ্ফারার মত। আর যদি কেউ এরূপ মানত করে, যা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এর কাফ্ফারাও কসমের কাফ্ফারার অনুরূপ হবে। আর যদি কেউ এরূপ মানত করে, যা পূরণ করা সম্ভব, তবে তার উচিত হবে সে মানত পুরা করা।

আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ ওয়াকী' ও অন্যরা এ হাদীছটি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ হতে ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর উপর মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য

٢٩٥. بَابُ فِي التِّجَارَةِ يَخَالِطُهَا الْحَلْفُ وَاللَّغْوُ!

২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসার মধ্যে কসম ও মিথ্যা মিশ্রিত হওয়া সম্পর্কে

٣٢٩٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ غَرْزَةَ قَالَ كُنَّا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشَوِّبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ .

৩২৯৩. মুসাদ্দাদ (র.)... কায়স ইব্ন আবূ গারযা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় আমাদের (ব্যবসায়ীদের) 'সামাসিরা' বা দালাল বলা হতো। এরপর একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে গমন করেন এবং তিনি আমাদের পূর্বের নামের চাইতে উত্তম নামে আখ্যায়িত করে বলেন ঃ হে ব্যবসায়ীদের দল। বেচা-কেনার মধ্যে (অনেক সময়) বেহুদা কথাবার্তা এবং কসম জড়িত হয়ে থাকে। তোমরা কিছু দান-খয়রাত করে তাকে দোষমুক্ত করে নেবে।[১]

٣٢٩٤ . حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبُسْطَامِيُّ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ اَبِيْ رَاشِدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَعْيَنَ وَعَاصِمٌ عَنْ

১. বেচাকেনার মধ্যে অনেক সময় বেহুদা কথাবার্তাও অনর্থক কসম দেওয়া হয়, যা উচিত নয়। সে জন্য তোমরা তার কাফ্ফারা স্বরূপ কিছু দান-সাদাকা করবে। (অনুবাদক)

اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرْزَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلْفُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الزُّهْرِىُّ اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ ٠

৩২৯৪. হুসায়ন ইবনে ঈসা (র.)..... কায়স ইব্ন আবূ গার্‌যা (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ বেচা-কেনার মধ্যে কখনো কসম ও মিথ্যা জড়িত হয়ে থাকে।
রাবী আবদুল্লাহ্ যুহ্‌রী বলেন ঃ বেচা-কেনার মধ্যে কখনও কখনও বেহুদা কথাবার্তা ও মিথ্যা জড়িত হয়ে থাকে।

٢٩٦. بَابٌ فِى اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ !

২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা সম্পর্কে

٣٢٩٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيْمًا لَّهُ بِعَشْرَةِ دَنَانِيْرَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اُفَارِقُكَ حَتّٰى تَقْضِيَنِىْ اَوْ تَاتِيَنِىْ بِحَمِيْلٍ قَالَ فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ اَصَبْتَ هٰذَا الذَّهَبَ قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لاَحَاجَةَ لَنَا فِيْهَا لَيْسَ فِيْهَا خَيْرٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ٠

৩২৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্‌লামা (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি তার এমন একজন খাতক বা দেনাদারকে আটক করে, যার কাছে তার দশ দীনার পাওনা ছিল এবং সে বলে ঃ আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না তুমি আমার পাওনা পরিশোধ করবে বা কোন যামিনদার আমার কাছে আনবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। একথা শুনে নবী করীম ﷺ দেনাদার ব্যক্তির যামিন হন। এরপর সে ব্যক্তি তার ও'য়াদা মত স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসে। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি এই সোনা কোথায় পেলে ? সে ব্যক্তি বলে ঃ খনিতে। তখন নবী (স) বলেন ঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই এবং এতে কোন কল্যাণও নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে সেই ব্যক্তির পক্ষ হতে উক্ত দেনা পরিশোধ করে দেন।

٢٩٧. بَابٌ فِى اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ !

২৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক বস্তু পরিহার কর।

٣٢٩٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ وَلاَاَسْمَعُ اَحَدًا بَعْدَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْحَلاَلَ

بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا اُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ اَحْيَانًا يَقُوْلُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَاَضْرِبُ فِيْ ذٰلِكَ مَثَلاً اِنَّ اللّٰهَ حَمٰى حِمًى وَاِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ وَاِنَّهُ مَنْ يَّرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّخَالِطَهُ وَاِنَّهُ مَنْ يُّخَالِطُ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ اَنْ يَجْسِرَ ٠

৩২৯৬. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। এ দুয়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক জিনিস আছে। আমি তোমাদের কাছে এর উদাহরণ পেশ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করেছেন, আর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা হলো– তিনি যা হারাম করেছেন, সেই সব বস্তু। বস্তুত যে ব্যক্তি এই নির্ধারিত সীমানার কাছে পশু চরাবে, তার পশু তাতে ঢুকার সম্ভাবনা আছে। একই রূপে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হবে, অচিরাৎ সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১]

٣٢٩٧ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَّقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَاَ دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ وَمَنْ وَّقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ ٠

৩২৯৭. ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র.).....নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ হালাল এবং হারামের মধ্যে এমন কিছু সন্দেহজনক বিষয়ও আছে, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক কিছুই জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক ব্যাপার পরিহার করলো, সে যেন তার দীন ও 'ইয্যতের সংরক্ষণ করলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হলো, সে যেন হারামে লিপ্ত হলো।

٣٢٩٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا هُشَيْمٌ نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ خَيْرَةَ يَقُوْلُ نَا الْحَسَنُ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ هِنْدٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقٰى اَحَدٌ اِلاَّ اَكَلَ الرِّبَا فَاِنْ لَّمْ يَاكُلْهُ اَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى اَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ٠

৩২৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন কেউ-ই সূদ খাওয়া ছাড়া থাকবে না। আর যদিও কেউ সূদ না খায়, তবে সে এর প্রভাব থেকে বাঁচতে পারবে না।
ইব্‌ন 'ঈসা বলেন ঃ (যদি কেউ সূদ নাও খায়) তবু সে সূদের ধুলা-ময়লা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।[১]

٣٢٩٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ نَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوْصِى الْحَافِرَ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ اَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهٖ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهٗ دَاعِيْ امْرَأَةٍ فَجَاءَ فَجِيْئَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهٗ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَاَكَلُوْا فَنَظَرَ اٰبَاؤُنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْكُ لُقْمَةً ثُمَّ قَالَ اَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ اُخِذَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ اَهْلِهَا فَاَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَرْسَلْتُ اِلَى النَّقِيْعِ يَشْتَرِيْ لِيْ شَاةً لَفَمْ اَجِدْ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى جَارٍ لِّيْ قَدْ اَشْتَرٰى شَاةً اَنْ اَرْسِلْ اِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوْجَدْ فَاَرْسَلْتُ اِلَى امْرَأَتِهٖ فَاَرْسَلَتْ اِلَيَّ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمِيْهِ الْاُسَارٰى .

৩২৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.)....জনৈক আনসার সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক ছিলাম। এ সময় আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরের কাছে দাঁড়িয়ে যারা কবর খুঁড়ছিল তাদের বলেন ঃ পায়ের দিকে প্রশস্ত কর, মাথার দিকে চওড়া কর। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরতে উদ্যত হলে জনৈক মহিলার আহবানকারী নবী ﷺ -কে ডাকার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়। তিনি সেখানে গেলে তাঁর জন্য খাদ্য উপস্থিত করা হয়। নবী ﷺ খেতে শুরু করলে অন্যরাও খাওয়া শুরু করে। তখন আমাদের মুরব্বীরা লক্ষ্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক লোক্‌মা মুখে দিয়ে কেবল তা চিবাচ্ছেন, কিন্তু তা গিলছেন না। এ সময় তিনি বলেন ঃ আমার মনে হচ্ছে, এ গোশত এমন এক বকরীর, যা তার মালিকের বিনা অনুমতিতে নেওয়া হয়েছে। তখন সে মহিলা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি জনৈক ব্যক্তিকে বকরী খরিদ করার জন্য 'বাকী' নামক বাজারে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে বকরী পাওয়া যায় নি। এরপর আমি আমার প্রতিবেশী, যিনি একটি বকরী খরিদ করেন, তাকে বলি যে, তিনি যেন তার বকরীটি ক্রয়মূল্যে আমাকে প্রদান করেন। কিন্তু তাকেও বাড়ীতে পাওয়া যায় নি। তখন আমি তার স্ত্রীর নিকট লোক পাঠাই, যিনি আমাকে বকরীটি দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ গোশ্‌ত বন্দীদের খাইয়ে দাও।

১. বর্তমান যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, কাজ-কারবার এমনকি দেশের অর্থনৈতিক উন্নত ও অগ্রগতির জন্য যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়, তা সূদভিত্তিক। এই ঋণের সাহায্যে দেশে যে শিল্প, কল-কারখানা গড়ে তোলা হয় এবং সেখানে যা কিছু উৎপন্ন হয়, সবই সুদের সাথে সম্পৃক্ত। এ দৃষ্টিতে বর্তমানে কেউ-ই সুদের প্রভাব মুক্ত নয়। (অনুবাদক)

٢٩٨. بَابٌ فِيْ اُكلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ !

২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূদখোর এবং তার মক্কেল সম্পর্কে

٣٣٠٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ ٠

৩৩০০. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, এর সাক্ষী এবং সূদের দলীল লেখক– সকলের উপর লা'নত করেছেন।

٢٩٩. بَابٌ فِيْ وَضْعِ الرِّبَا

২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূদ প্রত্যাহার করা

٣٣٠١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْا الْاَحْوَصِ نَا شَبِيْبُ بْنُ غَرْ قَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ كُلَّهُ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ لَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ اَلاَ وَاِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِيْ بَنِيْ لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ٠

৩৩০১. মুসাদ্দাদ (র.)..... সুলায়মান ইব্‌ন 'আমর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনি যে, জাহিলী যুগের সমস্ত সূদ বাতিল করা হলো। তোমরা তোমাদের মূলধন সংগ্রহ করবে। তোমরা কারো উপর যুলুম করবে না এবং অন্য কেউ যেন তোমাদের উপর যুলুম না করে।

জেনে রাখ ঃ জাহিলী যুগের হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রত্যাহার করা হলো। আর প্রথম খুনের দাবী যা আমি প্রত্যাহার করছি, তা হলো হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব গোত্রের প্রাপ্য খুনের দাবী। উক্ত গোত্রের একটি পুত্র সন্তানকে লায়ছ গোত্রে দুধ পান অবস্থায় হুযায়ল গোত্রীয় লোকেরা হত্যা করেছিল।

٣٠٠. بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْيَمِيْنِ فِى الْبَيْعِ

৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মিথ্যা কসম খাওয়া ঘৃণিত কাজ

٣٣٠٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ لِلْكَسْبِ وَقَالَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ٠

৩৩০২. আহমদ ইব্ন 'আমর (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, কসম খাওয়ায় মালের কাটতি অধিক হয়, কিন্তু তা বরকত দূর করে দেয়।

٣٠١. بَابٌ فِى الرُّجْحَانِ فِى الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالْاَجْرِ

৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ মাপে কিছু বেশী দেওয়া এবং কয়ালী নিয়ে মাপ সম্পর্কে

٣٣٠٣ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ نَا سُوَيْدُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِىُّ بَزًّا مِّنْ هَجَرَ فَاَتَيْنَا بِهٖ مَكَّةَ فَجَاءَ نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ فَسَاَ وَمَا بِسَرَاوِيْلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَّزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زِنْ وَارْجِحْ ٠

৩৩০৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র.) ... সুওয়াদ ইব্ন সুওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি এবং মাখরাফা 'আবদী হাজ্‌র নামক স্থান হতে কাপড় কিনে তা বিক্রির জন্য মক্কাতে আসি। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেঁটে আমাদের কাছে আসেন এবং একটি পায়জামার কাপড় কিনতে চান। তখন আমরা তা তাঁর নিকট বিক্রি করি। এ সময় সেখানে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, যে কয়ালীর বদলে জিনিসপত্র মেপে দিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি মাপবে এবং তা সঠিকভাবে।

٣٣٠٤ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالَا نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّهَاجِرَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِالْاَجْرِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ ٠

৩৩০৪. হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.) ... আবূ সাফওয়ান ইব্ন 'উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে তাঁর মদীনায় হিজরতের আগে হাযির হয়েছিলাম। এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন, যাতে বিনিময় গ্রহণের বদলে মাপের কথা উল্লেখ নেই।

٣٣٠٥ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ خَالَفَكَ سُفْيَانُ فَقَالَ دَمَغْتَنِىْ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ قَالَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ ٠

৩৩০৫. ইব্‌ন আবূ রিযমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শনেছি যে, জনৈক ব্যক্তি শু'বা (রা.)-কে বলেছিলঃ সুফয়ান তোমার বিরোধিতা করেছে। তখন তিনি বলেনঃ তুমি আমার মাথা খেয়েছ!

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ আমি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাঈনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যে কেউ-ই সুফয়ানের বিরোধিতা করবে, এমতাবস্থায় সূফয়ানের বক্তব্যই গ্রহণীয় হবে।

٣٣٠٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ اَحْفَظَ مِنِّىْ ٠

৩৩০৬. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) ... শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুফ্‌য়ান আমার চাইতে অধিক স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন।

٣٠٢. بَابٌ فِىْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِيْنَةِ

৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ মদীনাবাসীদের মাপই গ্রহণযোগ্য

٣٣٠٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ دُكَيْنٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَزْنُ وَزْنُ اَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَاَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَافَقَهُمَا فِى الْمَتْنِ وَقَالَ اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ فَقَالَ وَزْنُ الْمَدِيْنَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ اخْتُلِفَ فِى الْمَتْنِ فِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا ٠

৩৩০৭. 'উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.) ... ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, ওযনে মক্কাবাসীদের ওযনই গ্রহণীয় এবং মাপে মদীনাবাসীদের মাপই গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি আবূ আহমদ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম হান্‌যালা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে মদীনার ওযন এবং মক্কার মাপ উত্তম বলে উপরোক্ত হাদীছের বিপরীতও উল্লেখ আছে।

٣٠٣. بَابٌ فِى التَّشْدِيْدِ فِى الدَّيْنِ !

৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ দেনা আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা

٣٣٠٨ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ فُلاَنٍ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ فُلاَنٍ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَ هٰهُنَا اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ فُلاَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِىْ فِى الْمَرَّتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ اِنِّىْ لَمْ اُنَوِّهِ بِكُمْ اِلاَّ خَيْرًا اِنَّ صَاحِبَكُمْ مَا سُوْرٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ اَدّٰى عَنْهُ حَتّٰى مَا بَقِىَ اَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْئٍ ٠

৩৩০৮. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.)..... সামূরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেন ঃ অমুক গোত্রের কোন লোক এখানে আছে কি ? এতে কেউ সাড়া দিল না। তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ এখানে অমুক গোত্রের কোন লোক আছে কি? কিন্তু এবারও কেউ সাড়া দিল না। পুনরায় নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ অমুক গোত্রের কোন লোক এখানে আছে কি ? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি উপস্থিত আছি। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ প্রথম দু' দফায় তুমি আমার ডাকে কেন সাড়া দেওনি। জেনে রাখ ! আমি তো তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। তোমাদের অমুক ব্যক্তি দেনার দায়ে আটক আছে, অর্থাৎ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারছে না। সামুরা (রা.) বলেন ঃ তখন আমি তাকে মৃত ব্যক্তির পক্ষে দেনা পরিশোধ করতে দেখি। যার পর আর কেউ তার কাছে আর কোন পাওনা চাইতে আসেনি।

٣٣٠٩ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ الْمَهْرِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ بْنَ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ يَقُوْلُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدَعُ لَهُ قَضَاءً ٠

৩৩০৯. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.) ... আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় কবীরা গুনাহের পর আল্লাহ্ তাআলার নিকট সব চাইতে বড় গুনাহ্ হলো, যে সমস্ত গুনাহ হতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করা যে, তার উপর কিছু দেনা থাকবে, আর সে ব্যক্তি তা পরিশোধের জন্য কিছু রেখে যাবে না।

٣٣١٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَجُلٍ مَّاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاُوْتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ اَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا نَعَمْ دِيْنَارَانِ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهٗ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ .

৩৩১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাওয়াক্কিল (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তেন না, যার উপর কোন দেনা থাকতো। একদা একটি জানাযা তাঁর নিকট আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তার উপর কোন দেনা আছে কি ? সাহাবারা বলেন ঃ হাঁ, তার উপর দুই দিনার দেনা আছে। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায আদায় কর। এ সময় আবূ কাতাদা আনসারী (রা.) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! ঐ দুই দীনার আমার যিম্মায় রইলো। (অর্থাৎ আমি তা আদায় করে দেব) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য যখন বিজয়ের দরজা খুলে দেন, তখন তিনি বলেন ঃ আমি প্রত্যেক মুসলমানের নিকট তার নিজের চাইতে অধিক প্রিয়, তাই যে ব্যক্তি কোন দেনা রেখে যাবে, তা আদায়ের দায়িত্ব আমার উপর। আর যে ব্যক্তি কোন ধন-সম্পদ রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।

٣٣١١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ رَفَعَهُ قَالَ عُثْمَانُ وَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ اشْتَرٰى مِنْ عِيْرٍ بَيْعًا وَّ لَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَاَرْبَحَ فِيْهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلٰى اَرَامِلِ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لاَ اشْتَرِيْ بَعْدَهَا شَيْئًا اِلاَّ وَعِنْدِيْ ثَمَنُهُ .

৩৩১১. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করে বলেছেন যে, একদা নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তির নিকট হতে কিছু জিনিস খরিদ করেন, কিন্তু এ সময় তাঁর নিকট এর মূল্য পরিশোধের মত কিছুই ছিল না। তখন তিনি উক্ত জিনিস কিছু লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং প্রাপ্ত লভ্যাংশ বনূ আবদিল মুত্তালিবের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য খরচ করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ এখন থেকে আমি আর এমন কিছুই খরিদ করব না, যার মূল্য পরিশোধের অর্থ আমার নিকট থাকবে না।

٣٠٤. بَابُ فِى الْمَطْلِ

৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ দেনা পরিশোধে গড়িমসি করা

٣٣١٢ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْـــرَاجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَّ اِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ ٠

৩৩১২. আল-কা'নাবী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মালদার ব্যক্তির জন্য দেনা আদায়ে গড়িমসি করা যুলুমস্বরূপ। তোমাদের কাউকে যদি অন্যের করয আদায়ের যিম্মাদারী দেওয়া হয়, তবে তা কবুল করা উচিত।[১]

٣٠٥. بَابَ فِىْ حُسْنِ الْقَضَاءِ

৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করা

٣٣١٣ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ اسْـــتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَقْـــضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ اَجِدْ فِى الْاِبِلِ اِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رُّبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ٠

৩৩১৩. আল-কা'নাবী (র.)... আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ছোট উট ধার স্বরূপ নেন। এরপর তাঁর নিকট যখন সাদাকার উট আসে, তখন তিনি আমাকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, আমি যেন প্রাপককে ঐরূপ একটি উট প্রদান করি। তখন আমি বলিঃ সাদাকার উটগুলো সবই উত্তম এবং ছ'বছর বয়সের। তখন নবী ﷺ বলেনঃ প্রাপককে তা থেকে একটা দিয়ে দাও। কেননা, লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে ভালভাবে দেনা পরিশোধ করে।

٣٣١٤ . حَدَّثَنَا اَحْـمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْىٰ عَنْ مِسْـعَرٍ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ ٠

৩৩১৪. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)......জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ -এর নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তা আদায়ের সময় আমাকে কিছু অধিক প্রদান করেন।

---

১. অর্থাৎ বেচা-কেনার বস্তু যদি দুই বা ভিন্ন জাতীয় হয়, তবে এতে কম-বেশী লেন-দেন করা বৈধ। তবে এতে শর্ত এই যে, লেন-দেন নগদ হতে হবে, বাকীতে নয়। (অনুবাদক)

٣٠٦. بَابُ فِى الصَّرْفِ

৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

٣٣١٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ٠

৩৩১৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা......'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করা সূদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু যদি তা হাতে-হাতে লেনদেন হয় ; গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করাও সূদ, তবে যদি তা হাতে-হাতে হয় ; খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করাও সুদ, কিন্তু যখন তা হাতে-হাতে হবে এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করাও সূদ, তবে যখন তা হাতে-হাতে হবে, তখন সূদ হবে না।[১]

٣٣١٦ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدًى بِمُدًى وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مُدًى بِمُدًى وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدًى بِمُدًى وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدًى بِمُدًى فَمَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبٰى وَلاَ بَاسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ اَكْثَرُهَا يَدًا بِيَدٍ وَّاَمَّا نَسِيْئَةً فَلاَ وَلاَ بَاسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَّاَمَّا نَسِيْئَةً فَلاَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِاِسْنَادِهٖ ٠

৩৩১৬. হাসান ইব্‌ন আলী (র.)......'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সোনা সোনার বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করবে, চাই তা সোনার পাত হোক বা স্বর্ণ মুদ্রাই হোক এবং রূপা রূপার বিনিময়ে সমান সমান বিক্রি করবে, চাই তা রূপার

১. একই ধরনের জিনিস হলে এর একটির বিনিময়ে অন্যটি ধার নেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় 'রেবা' বা সূদের অন্তর্ভুক্ত। জিনিস একই ধরনের হলে তা নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত, অর্থাৎ একটি জিনিস নিয়ে, ঐ ধরনের অন্য জিনিস তৎক্ষণাৎ আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি কেউ সেই জিনিসের মূল্য দিতে চায়, তবে তা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে (অনুবাদক)

পাত হোক বা রৌপ্য মুদ্রাই হোক। আর গম গমের বিনিময়ে এক মুদ এক মুদের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে এবং যবের বিনিময়ে যবও এক মুদের বিনিময়ে এক মুদ বিক্রি করতে হবে। আর খেজুর খেজুরের বদলে এক মুদের বিনিময়ে এক মুদ বিক্রি করতে হবে। একই ভাবে লবণ লবণের বিনিময়ে এক মুদের বদলে এক মুদ বিক্রি করতে হবে। এই প্রকারের একই ধরনের জিনিসের মধ্যে যে ব্যক্তি বেশী নিবে বা দিবে, তা-ই সূদ হবে।
তবে সোনাকে রূপার বিনিময়ে এ অবস্থায় বিক্রি করা, যখন রূপা উভয় অংশের মধ্যে অধিক হবে, তবে তা দূষণীয় নয়। তবে এতে শর্ত হলো– লেন-দেন হাতে হাতে হতে হবে, বাকীতে বিক্রি জায়িয হবে না। একই রূপে গম যবের বিনিময়ে বিক্রি করা দূষণীয় নয়, যখন যবের অংশ উভয়ের মধ্যে অধিক হবে। তবে তা এ শর্তে যে, লেন-দেন হাতে হাতে হতে হবে এবং এতেও বাকী বিক্রি বৈধ নয়।[১]

٣٣١٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِيْ الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْخَبَرِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ زَادَ قَالَ وَاِذَا اخْتَلَفَ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْهُ كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

৩৩১৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)......'উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছটি নবী ﷺ থেকে কিছু কম-বেশী করে বর্ণনা করেছেন। যাতে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন এ সব জিনিসের প্রকারের মধ্যে পার্থক্য হবে, তখন তা যেমন ইচ্ছা বিক্রি করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, লেন-দেন হাতে হাতে সম্পন্ন হতে হবে।[১]

٣٠٧. بَابُ فِىْ حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ তরবারির বাঁট দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা

٣٣١٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالُوْا نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيْعٍ فِيْهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيْرَ اَوْ

১. একই ধরনের জিনিস হলে এর একটির বিনিময়ে অন্যটি ধার নেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় 'রেবা' বা সূদের অন্তর্ভুক্ত। জিনিস একই ধরনের হলে তা নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত, অর্থাৎ একটি জিনিস নিয়ে, ঐ ধরনের অন্য জিনিস তৎক্ষণাৎ আদায় করতে হবে। অবশ্য যদি কেউ সেই জিনিসের মূল্য দিতে চায়, তবে তা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে (অনুবাদক)

بِسَبْعَةٍ دَنَا نِيْرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَحَتّٰى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَحَتّٰى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا قَالَ فَرَدَّهُ حَتّٰى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى اَرَدْتُ التِّجَارَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ فِىْ كِتَابِهِ الْحِجَارَةَ فَغَيَّرَهُ فَقَالَ التِّجَارَةَ ۔

৩৩১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা (র.).....ফুযালা ইব্‌ন 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বর বিজয়কালে নবী ﷺ -এর নিকট একটি হার পেশ করা হয়, যাতে সোনা এবং নামাঙ্কিত মোহরও ছিল। আবূ বকর এবং ইব্‌ন মানী' বলেন ঃ তাতে নাম-অঙ্কিত মোহর ছিল, যার উপর সোনাও বিজড়িত ছিল। উক্ত হারটি জনৈক ব্যক্তি সাত বা নয় দীনারে খরিদ করতে চাইলে নবী ﷺ বলেন ঃ যতক্ষণ না সোনা এবং মোহরের মধ্যে পার্থক্য করা হবে, ততক্ষণ তা বিক্রি করা যাবে না। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ আমি তো কেবল মোহর খরিদ করতে চাই। এতে নবী ﷺ বলেন ঃ যতক্ষণ না সোনা এবং মোহরের মধ্যে পার্থক্য করা হবে, ততক্ষণ তা বিক্রি করা জায়িয হবে না।

রাবী বলেন ঃ এ কথা শুনে সে ব্যক্তি ঐ হারটি ফেরত দেয় এবং তার সোনা ও মোহর পার্থক্য করা হয়।

٣٣١٩ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِىْ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِىْ عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِىِّ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنِ اثْنَىْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَ تُبَاعُ حَتّٰى تُفْصَلَ ۔

৩৩১৯. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.).... ফুযালা ইব্‌ন 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি খায়বরের যুদ্ধের দিন বার দীনারের বিনিময়ে একটি হার খরিদ করেছিলাম, যা সোনা ও মোহর বিমণ্ডিত ছিল। এরপর আমি এ সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এর সোনা ও মোহর পার্থক্য না করা পর্যন্ত বিক্রি জায়িয হবে না।

٣٣٢٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنِ الْجَلاَّحِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ حَنَشٌ الصَّنْعَانِىُّ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُوْدَ اَوْقِيَةً مِّنَ الذَّهَبِ بِالدِّيْنَارِ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّيْنَارَيْنِ وَالثَّلٰثَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ ۔

৩৩২০. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র.).... ফুযালা ইব্ন 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের যুদ্ধের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে ছিলাম, যেখানে এক ইয়াহূদী এক উকিয়া সোনা এক দীনারের বিনিময়ে খরিদ করছিল।

রাবী কুতায়বা ছাড়া অন্য সকলের অভিমত হলো–দুই বা তিন দীনারের বিনিময়ে। এরপর উভয়ে একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা খরিদ করবে না, যতক্ষণ না এর ওযন সমান সমান হয়।

٣٠٨. بَابُ فِيْ اِقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ রূপার বিনিময়ে সোনা নেওয়া

٣٣٢١ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبِ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالنَّقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ وَاٰخُذُ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ وَاُعْطِيْ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رُوَيْدَكَ اَسْئَلُكَ اَنِّيْ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالنَّقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ وَاٰخُذُ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ وَاُعْطِيْ هٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ بَاسَ اَنْ تَاْخُذَ هَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ .

৩৩২১. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)..... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম। তখন আমি দীনারের হিসাবে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দিরহাম নিতাম এবং একইরূপে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দীনার গ্রহণ করতাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই, আর এ সময় তিনি হাফ্সা (রা.)-এর গৃহে ছিলেন। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! মেহেরবানী করে একটু বাইরে আসুন, আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আমি নাকী' নামক স্থানে উট বেচা-কেনার ব্যবসা করি এবং আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দিরহাম নেই, আর কোন সময় দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণের সময় দীনার নেই ; অর্থাৎ আমি দীনারের পরিবর্তে বিক্রি করে দিরহাম নেই এবং দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দীনার গ্রহণ করি– এরূপ লেন-দেন কি বৈধ ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এতে কোন দোষ নেই, তবে শর্ত হলো–

সেদিনের বাজার দর অনুসারে লেন-দেন করবে এবং তোমরা দু'জন (ক্রেতা-বিক্রেতা) বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই ব্যাপারটি সম্পন্ন করবে।

٣٣٢٢ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْاَسْوَدِ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ لَمْ يَذْكُرْ بِسِعْرِ يَوْمِهَا .

৩৩২২. হুসায়ন ইব্‌ন আসওয়াদ (র.).....সিমাক (রা.) হতে হাদীছটি উপরোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্বোক্ত হাদীছটি সম্পূর্ণ। কেননা, এ হাদীছে "সে দিনের বাজার দর অনুসারে" এ কথাটি উল্লেখ নেই।

٣٠٩. بَابُ فِى الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً

৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর বদলে পশু বাকীতে বিক্রি করা

٣٣٢٣ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْئَةً .

৩৩২৩. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.).... সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ পশুর পরিবর্তে পশু বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣١٠. بَابُ فِى الرُّخْصَةِ

৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ বাকীতে পশু ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

٣٣٢٤ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُّجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّاخُذَ فِىْ قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَاخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اِبِلِ الصَّدَقَةِ .

৩৩২৪. হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমার (র.)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে যোদ্ধা-বাহিনী তৈরীর জন্য নির্দেশ দেন। এ সময় উট শেষ হয়ে গেলে তিনি তাকে সাদাকার উট আসার শর্তে উট গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। তখন তিনি দু'টি উট প্রদানের শর্তে সৈন্যদের জন্য একটি উট গ্রহণ করতে থাকেন।

٣١١. بَابُ فِيْ ذٰلِكَ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ নগদে বদলী ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

٣٣٢٥ . حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمَدَانِيُّ وَقُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيْدِ نِ الثَّقْفِيُّ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَشْتَرٰى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ .

৩৩২৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম ﷺ দু'টি গোলামের পরিবর্তে একটি গোলাম খরিদ করেন।

٣١٢. بَابُ فِى التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি সম্পর্কে

٣٣٢٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سلمَةَ عَنْ مَّالِك عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ زَيْدًا اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ اَيُّهُمَا اَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَالُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ نَحْوَ مَالِكٍ .

৩৩২৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.).....যায়দ আবূ 'আয়্যাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা.)-এর নিকট গমকে 'সাল্‌তের'[১] বিনিময়ে বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তখন সা'দ (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ বলতো এদের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ? তিনি বলেন ঃ গম। তখন তিনি তাকে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনি, যখন তাঁকে ভিজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ ভিজা খেজুর শুকানোর পর কি কমে যায় ? তাঁরা বলেন ঃ হাঁ। তখন তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেন।

٣٣٢٧ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَامُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَّحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا عَيَّاشٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ نَهٰى

---

১. যব জাতীয় এক ধরনের শষ্য, যা দেখতে গমের মত, কিন্তু আসলে গম নয়—এরূপ শস্যকে 'সুলুদ' বলে। (অনুবাদক)

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمَرِ نَسِيْئَةً قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ مَوْلَى لِبَنِىْ مَخْزُوْمٍ عَنْ سَعْدٍ نَحْوَهُ ·

৩৩২৭. রাবী' ইব্ন নাফি' (র.)......সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভিজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣١٣. بَابُ فِى الْمُزَابَنَةِ

৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুযাবানা[১] সম্পর্কে

٣٣٢٨ . حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَّ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً وَّ عَنِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً ·

৩৩২৮. আবূ বাকর ইব্ন আবী শায়বা (র.)......ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে আন্দাজ করে, আংগুরকে কিশমিশের বিনিময়ে আন্দাজ করে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর ক্ষেতের ফসল আন্দাজ করে, গৃহে রক্ষিত ফসলের বিনিময়ে বিক্রি করতেও নিষেধ করেছেন।[২]

٣١٤. بَابُ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا

৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ 'আরায়া বা গাছের ফল পেড়ে বিক্রি করা

٣٣٢٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ ·

৩৩২৯. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)...... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ আরায়ার ক্রয়-বিক্রয় শুকনো অথবা তাজা খেজুরের বিনিময়ে জায়িয বলেছেন। (কেননা, এতে গরীব-মিসকীনদের উপকার নিহিত আছে।)

---

১. বৃক্ষে রক্ষিত ফল আন্দাজ করে, ঐ পরিমান গাছ থেকে পাড়া ফলের বিনিময়ে বিক্তি করাকে 'সুযাবানা' বলে। (অনুবাদক)।

২. কেননা, এতে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই অনুমানের উপর নির্ভর করে ক্রয়-বিক্রয় করা ঠিক নয়। (অনুবাদক)

٣٣٣٠ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا ·

৩৩৩০. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.).....সাহল ইব্ন আবী হাছমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুরকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং আরায়ার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে অনুমান করে বিক্রি করা যায় এবং মালিক তাজা ফল খেতে পারে।

٣١٥. بَابُ فِىْ مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ

৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ 'আরায়ার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

٣٣٣١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ لَنَا الْقَعْنَبِىُّ فِيْمَا قَرَأَ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قَزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ اَبِىْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ·

৩৩৩১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ 'ওয়াসাক' বা পাঁচ 'ওয়াসাক'-এর কম পরিমাণে 'আরায়ার ক্রয়-বিক্রয়ে অনুমতি প্রদান করেছেন। (ষাট সা'তে এক 'ওয়াসাক')

٣١٦. بَابُ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا

৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আরায়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে

٣٣٣٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ قَالَ الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِىْ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ اَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِىْ مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ اَوِ الْاِثْنَتَيْنِ يَاكُلُهَا فَيَبِيْعُهَا بِتَمْرٍ ·

৩৩৩২. আহমদ ইব্ন সা'ঈদ (র.)......'আবদ্ রাব্বিহী ইব্ন সা'ঈদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আরায়ার অর্থ হলো– কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বৃক্ষ প্রদান করে, অথবা কোন ব্যক্তি

তার বাগানের এক বা দুটি গাছের ফল খাওয়ার জন্য আলাদাভাবে রেখে দেয়। এরপর তা শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে।

٣٣٣٣ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ قَالَ الْعَرَايَا اَنْ يَّهَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخَلاَتِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ اَنْ يَّقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيْعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .

৩৩৩৩. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.).....ইব্‌ন ইসহাক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আরায়ার অর্থ হলো– কোন ব্যক্তি কাউকে কয়েকটি গাছ দান করে দেয়, এরপর দাতার নিকট এটা অপ্রিয় মনে হয় যে, সে ব্যক্তি (যাকে দান করেছে) সেই দানকৃত গাছের কাছে আসুক। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি উক্ত গাছের ফল পাড়িয়ে আসল মালিকের নিকট শুকনো খেজুর বিক্রি করে এর সমপরিমাণ তাজা খেজুর গ্রহণ করে।

٣١٧. بَابُ فِى بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَّبْدُوَ صَلاَحُهَا

৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ পাকার আগে ফল বিক্রি করা

٣٣٣٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ .

৩৩৩৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র.)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল পাকার আগে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٣٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَامَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ .

৩৩৩৫. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র.).....ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাকার আগে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। একই রূপে তিনি শস্যের ছড়া পাকার এবং বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٣٦ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ مَّوْلًى لِقُرَيْشٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَاَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ .

৩৩৩৬. হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গনীমতের মাল বন্টনের আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। একই ভাবে তিনি খেজুর সব ধরনের বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ হওয়ার আঘে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কামরবন্দ ব্যতীত সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন।

٣٣٣٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ نَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الثَّمْرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ قِيْلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

৩৩৩৭. আবূ বাকর মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুশাক্কাহ' হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ 'মুশাক্কাহ' শব্দের অর্থ কি ? তিনি বলেন ঃ যখন ফল লাল এবং হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং খাওয়ার উপযোগী হয়।

٣٣٣٨ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ .

৩৩৩৮. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আংগুর কালো রং বিশিষ্ট হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং শস্যের দানা শক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে মানা করেছেন।

٣٣٣٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَاِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ اَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَاَصَابَهُ قُشَامٌ وَاَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُوْمَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَالْمَشُوْرَةِ يُشِيْرُبِهَا فَاَمَّا لاَ فَلاَ تَبْتَاعُوْا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ .

৩৩৩৯. আহমাদ ইব্ন সালিহ্ (র.).......ইউনুস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবূ যিনাদের নিকট ফল পাকার আগে বিক্রি করা যায় কিনা এবং এ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত

আছে কি না, তা জানতে চাই। তিনি বলেন ঃ 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র.) সাহ্ল ইব্ন আবী হাছমা (র.) সূত্রে তিনি যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ লোকেরা ফল পাকার আগে বিক্রি করে দিত। এরপর লোকেরা যখন ফল পাড়া শুরু করতো এবং এ সম্পর্কে তাগিদ দেওয়া শুরু হতো, তখন ক্রেতা বলতো– ফলে দুমান[১], কুশাম[২] এবং রোগ হয়েছে। এরূপ ক্ষতি ফলের মধ্যে দেখা যেত। যখন নবী ﷺ -এর নিকট এ ধরনের মোকদ্দমা অধিক হারে আসতে লাগলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের পরামর্শ দিয়ে বললেন ঃ এখন থেকে ফল পাকার নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা তা বিক্রি করবে না। তিনি লোকদের ঝগড়া ও মতানৈক্যের কারণে এরূপ পরামর্শ দেন।

٣٣٤٠ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الطَّالِقَانِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا يُبَاعَ اِلَّا بِالدَّنَانِيْرِ اَوْ بِالدَّرَاهِمِ اِلَّا الْعَرَايَا .

৩৩৪০. ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফল পাকার নমুনা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন ঃ 'আরায়া ব্যতীত অন্যান্য ফল দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে।

٣١٨. بَابُ فِيْ بَيْعِ السِّنِيْنَ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করা

٣٣٤١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَوَضَعِ الْجَوَائِحِ .

৩৩৪১. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).....জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং এরূপ বিক্রয়ের ফলে ক্রেতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে বিক্রেতাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

٣٣٤٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ اَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِيْنَ .

---

১. এক জাতীয় রোগ, যার কারণে ফলের রং কালো ও বিবণ হয়ে যায় এবং খারাপ দেখায়। (অনুবাদক)

২. কুশামঃ এও এক ধরণের রোগ যার কারণে ফল পরিপুষ্ট হতে পারে না। (অনুবাদক)

৩৩৪২. মুসাদ্দাদ (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কয়েক বছরের জন্য গাছের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣١٩. بَابُ فِى بَيْعِ الْغَرَرِ

৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে

٣٣٤٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُثْمَانُ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ ٠

৩৩৪৩. আবূ বকর ও 'উছমান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ধোঁকাপূর্ণ এবং পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।

٣٣٤٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنِ اللِّبْسَتَيْنِ اَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهٖ اَوْلَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ ٠

৩৩৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)......আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এবং দু'ধরনের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এরূপ যে, (১) ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে কেউ কোন কাপড়ে হাত দিল, (২) অথবা তা একজন অন্যজনের প্রতি নিক্ষেপ করলো– এতে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারিত হয়ে যায়। আর দু'ধরনের কাপড় এরূপ যে, (১) যদি কেউ মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক কাপড়ে আচ্ছাদিত করে, (২) অথবা যদি কেউ এরূপ কোন বস্ত্র পরিধান করে বসে,যাতে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়, অথবা তার লজ্জাস্থানের উপর কোন কাপড় না থাকে।

٣٣٤٥ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ يَّضَعُ طَرَفِى الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَيَبْرُزُ

شِقَّهُ الْاَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَقُوْلَ اِذَا نَبَذْتُ هٰـذَا الـثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْـبَيْـعُ وَالْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَّمَسَّهُ بِيَدِهٖ وَلاَ يَنْشُرَهُ وَلاَ يُقَلِّبَهُ فَاِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ ‏.

৩৩৪৫. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.).....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে এ হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (১) 'ইশ্‌তিমালুস সাম্মা' অর্থাৎ যদি কেউ তার শরীরে একটি কাপড় এমনভাবে জড়ায়, যাতে উক্ত বস্ত্রের দু'মাথা বাম দিকে থাকে এবং ডান দিক খোলা থাকে ; (২) 'মুনাবাযা'– অর্থাৎ যদি বিক্রেতা বলে ঃ যখন আমি এ কাপড় তোমার দিকে নিক্ষেপ করব, তখন বিক্রয় নির্ধারিত হয়ে যাবে ; (৩) 'মুলামাসা'– অর্থাৎ যদি কেউ কোন কাপড় স্পর্শ করে, তখনই বিক্রি নির্ধারিত হয়ে যায়, যদিও সে ব্যক্তি তা খুলে না দেখে।[১]

٣٣٤٦ ‏. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا ‏.

৩৩৪৬. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.)...... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপরোক্ত দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ও দু'ধরনের পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। হাদীছটি সুফয়ান ও 'আবদুর রায্‌যাক একত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٣٤٧ ‏. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَـةِ ‏.

৩৩৪৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র.)......'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'হাব্‌লুল হাব্‌লার'[২] ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٣٣٤٨ ‏. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْـدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِىْ نُتِجَتْ ‏.

৩৩৪৮. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)......ইব্‌ন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন ঃ হাব্‌লুল হাব্‌লা– এরূপ বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যে, ক্রয়কৃত উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করবে এবং তার বাচ্চা সন্তান সম্ভবা হলে পরে সে উষ্ট্রীর মূল্য পরিশোধ করা হবে।

---

১. এতে ক্রেতার বা বিক্রেতার-উভয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। (অনুবাদক)

২. এধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে এরূপ খাত থাকে যে, যখন ক্রয়কৃত উষ্ট্রীর বাচ্চার-বাচ্চা জন্ম নেবে, তখন এর মূল্য পরিশোধ করা হবে এর আগে নয়। শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। (অনুবাদক)

٣٢٠. بَابُ فِى بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঠেকায় পড়ে বিক্রি করা

٣٣٤٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى نَا هُشَيمٌ اَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَا شَيْخٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَوْ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ قَالَ ابْنُ عِيسٰى هٰكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ سَيَاتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِى يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ لاَتَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّوْنَ وَقَدْ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْرِكَ .

৩৩৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা (র.)......'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন একজন অপর জনকে দাঁত দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করবে। এ সময় সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ দান করতে চাইবে না, অথচ তাদের এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি। যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَ لاَتَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে ভুলবে না। অথচ তারা একে অন্যের নিকট ঠেকায় পড়ে বিক্রি করবে। আর নবী ﷺ ঠেকায় পড়ে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। একই রূপে তিনি ধোকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং ফল পাকার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢١. بَابُ فِى الشَّرِكَةِ

৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ শরীকী কারবার সম্পর্কে

٣٣٥٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمْ .

৩৩৫০. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি দুই শরীকের মধ্যে তৃতীয়, যতক্ষণ না তারা একে

অপরের প্রতি খিয়ানত করে। এরপর যখন তাদের কেউ অন্যের প্রতি খিয়ানত করে, তখন আমি তাদের সংস্রব পরিত্যাগ করি। (ফলে সে যৌথ কারবারে বরকত উঠে যায়।)

٣٢٢. بَابُ فِي الْمَضَارِبِ يُخَالِفُ

৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসায়ীর বৈপরীত্য সম্পর্কে

٣٣٥١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَيُّ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ اَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ اَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ دِيْنَارًا يَشْتَرِيْ بِهِ اُضْحِيَةً اَوْشَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ اِحْدٰهُمَا بِدِيْنَارٍ فَاَتَاهُ بِشَاةٍ وَّدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ فَكَانَ لَواشْتَرٰى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ .

৩৩৫১. মুসাদ্দাদ (র.)......'উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী তাকে কুরবানীর পশু অথবা বকরী ক্রয়ের জন্য একটি দীনার দেন। তিনি তা দিয়ে দু'টি বকরী ক্রয় করেন। পরে একটিকে এক দীনারে বিক্রি করেন এবং একটি বকরী ও এক দীনার নবী ﷺ -এর খিদমতে পেশ করেন। তখন তিনি তার কারবারে বরকতের জন্য দু'আ করেন। ফলে তার ব্যবসায় এত উন্নতি হয় যে, তিনি যদি মাটিও খরিদ করতেন, তবু তিনি তাতে লাভবান হতেন।

٣٣٥٢ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا اَبُوْ الْمُنْذِرِ نَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ اَخُوْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ نَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيْتِ عَنْ اَبِيْ لَبِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ بِهٰذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ .

৩৩৫২. হাসান ইব্ন সাব্বাহ (র.)......'উরওয়া বারিকী (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর শব্দের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

٣٣٥٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ اَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ اَبُوْا حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ يَشْتَرِيْ لَهُ اُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِيْنَارٍ وَّبَاعَهَا بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرٰى اُضْحِيَةً بِدِيْنَارٍ وَجَاءَ بِدِيْنَارٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَدَعَا لَهُ اَنْ يُّبَارَكَ لَهُ فِيْ تِجَارَتِهِ .

৩৩৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)......হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে একটি দীনার দিয়ে কুরবানীর পশু খরিদের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এক দীনার দিয়ে কুরবানীর পশু খরিদ করে, পরে তা দুই দীনারে বিক্রি করে দেন। এরপর তিনি নবী ﷺ -এর জন্য এক দীনারে একটি কুরবানীর পশু খরিদ করেন এবং নগদ এক দীনার নিয়ে

তাঁর খিদমতে হাযির হন। তখন নবী ﷺ উক্ত দীনারটি দান করে দেন এবং তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দু'আ করেন।

٣٢٣. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي مَالَ الرَّجُلِ بِغَيْرِ اذْنِهِ

৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার মাল দিয়ে কারো ব্যবসা করা

٣٣٥٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ اُمَامَةَ نَا عَمْرُ بْنُ حَمْزَةَ اَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَيَكُوْنَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرْقِ الْاَرُزِّ فَيَكُنْ مِثْلَهُ قَالُوْا وَمَنْ صَاحِبُ الْاَرُزِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْغَارِ حِيْنَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اذْكُرُوْا اَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ وَقَالَ الثَّالِثُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ تَعْلَمُ اِنِّي اسْتَاجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرْقِ اُرُزٍّ فَلَمَّا اَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَابٰى اَنْ يَّاخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَرْتُهُ لَهُ حَتّٰى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَّرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِي فَقَالَ اَعْطِنِيْ حَقِّي فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَاءِهِ فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا .

৩৩৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র.)......'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 'ফারকিল আরুয্যের' মত হতে সক্ষম, সে যেন তার মত হয়। সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! 'ফারকিল আরুয্যে' কে ? তখন তিনি গুহাবাসী (তিন ব্যক্তির) হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ যখন তাদের গর্তের মুখে বিরাট প্রস্তরখণ্ড এসে পড়ে, তখন তারা বলে, এখন তোমরা তোমাদের জীবনের উত্তম আমলের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ কর। তখন তাদের তৃতীয় ব্যক্তি বলে ঃ ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি জানেন আমি জনৈক ব্যক্তিকে এক ফার্‌ক চাউলের বিনিময়ে মজুর হিসাবে নিয়োগ করি। সন্ধ্যার সময় আমি তাকে তার মজুরী দিতে চাইলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং চলে যায়। এরপর আমি তার মজুরীর চাউল বিক্রি করে তা দিয়ে ক্ষেত-কৃষি করি এবং পরে তা দিয়ে গরু খরিদ করি এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখালও নিয়োগ করি। এরপর সে ব্যক্তি আমার সাথে (বহুদিন পর) সাক্ষাৎ করে এ বলে ঃ আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দিন। তখন আমি বলি ঃ তুমি এই গরুগুলো এবং এর রাখালদের নিয়ে যাও। তখন সে ব্যক্তি তা তাড়িয়ে নিয়ে যায়।[১]

---

১. এরূপ যে ব্যক্তি বলেঃ ইয়া আল্লাহ্। আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার সাথে এরূপ আচরণ করেছি। তাই এর বিনিময়ে তুমি আমাদের এবিপদ থেকে রক্ষা কর। সে ব্যক্তির এ দু'আ কবূল হয় এবং গর্তের মুখ থেকে ভারি পাথর আল্লাহ্‌র কুদরতে সরে যায় এবং তারা বিপদমুক্ত হয়। মানুষের উপকার ও নেক আমল করার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নবী (সা.) এ হাদীছ বর্ণনা করেন। (অনুবাদক)

٣٢٤. بَابٌ فِي الشِّرْكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মূলধন ব্যতীত লভ্যাংশে শরীক হওয়া

٣٣٥٥ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا يَحْيٰى نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَّسَعْدٌ فِيْ مَا نُصِيْبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِاَسِيْرَيْنِ وَلَمْ اَجِئْ اَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ .

৩৩৫৫. 'উবায়দুল্লাহ (র.).....'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি, 'আম্মার এবং সা'দ (রা.) বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদে শরীক হই। তিনি আরো বলেন ঃ এরপর সা'দ দু'জন বন্দী নিয়ে আসেন এবং আমি ও 'আম্মার (রা.) কিছুই আনি নি।

٣٢٥. بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ

৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কৃষি জমি বর্গা দেওয়া

٣٣٥٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَا كُنَّا نَرٰى بِالْمُزَارَعَةِ بَاسًا حَتّٰى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاؤُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلٰكِنْ قَالَ لِيَمْنَحْ اَحَدُكُمْ اَرْضَهُ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خِرَاجًا مَعْلُوْمًا .

৩৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)......ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কৃষি জমি বর্গা দেয়াকে আমি খারাপ মনে করতাম না। এরপর আমি রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাউসের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেন নি। তবে তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ তার জমি কৃষির জন্য বর্গা দেয়, তবে তা ঐ ব্যবস্থার চাইতে উত্তম যে, কাউকে তা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে দেবে।

٣٣٥٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ

بِالْحَدِيْثِ مِنْهُ اِنَّمَا اَتَاهُ رَجُلاَنِ قَالَ مُسَدَّدٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا قَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ هٰذَا شَانُكُمْ فَلاَتُكْرُوا الْمَزَارِعَ زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ .

৩৩৫৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)......‘ উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ রাফি‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা.)-কে ক্ষমা করুন ! আল্লাহর শপথ ! আমি এ হাদীছ সম্পর্কে তার চাইতে অধিক অবহিত। ঘটনাটি এরূপ ঃ একদা দু’জন আনসার সাহাবী পরস্পর মারামারি করে নবী ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের অবস্থা যদি এই হয়, তবে তোমরা জমি বর্গা দেবে না। মুসাদ্দিদ (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাফি‘ ইব্‌ন খাদীজ (রা.) শুধু এতটুকু শোনেন ঃ তোমরা জমি বর্গা দেবে না।

٣٣٥٨ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِى مِنَ الزَّرْعِ وَسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ وَاَمَرَ نَا اَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ .

৩৩৫৮. ‘উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)......সা‘দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নালার নিকটবর্তী কৃষি উপযোগী জমি এবং যেখানে আপনা-আপনি পানি উঠতো, তা বর্গা দিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং আমাদের এরূপ নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন সোনা বা রূপার বিনিময়ে জমি লাগাই।

٣٣٥٩ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسٰى نَا الْاَوْزَاعِىُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا لَيْثٌ كِلاَهُمَا عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لِلاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ سَاَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَبَاْسَ بِهَا اِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَا عَلٰى الْمَاذِيَانَاتِ وَاَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَاَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ اِلاَّ هٰذَا فَلِذٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَاَمَّا شَىْءٌ مَّضْمُوْنٌ مَّعْلُوْمٌ فَلاَبَاْسَ بِهٖ

وَحَدِيْثُ اِبْرَاهِيْمَ اَتَمُّ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَايَةُ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ .

৩৩৫৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)......হান্‌যালা ইব্‌ন কায়স আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.)-কে সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ এতে দোষের কিছু নেই। তিনি আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় লোকেরা নালার পার্শ্ববর্তী ফসলের জমি এবং কোন জমির বিশেষ অংশে উৎপন্ন ফসলের উপর জমি বর্গা দিত। তাই কখনো নালার পার্শ্ববর্তী জমির ফসল নষ্ট হতো এবং অন্য ফসল নিরাপদ থাকতো। সে সময় লোকদের মাঝে কেবল মাত্র এই প্রথা চালু ছিল। তাই নবী ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেন। অবশ্য যা নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকবে, সেখানে এরূপ করলে তাতে দোষের কিছু নেই।

٣٣٦٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ اَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَابَأْسَ بِهِ .

৩৩৬০. কুযায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)......হানযালা ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.)-এর নিকট জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিঃ যদি সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি লাগানো হয় ? তিনি বলেন ঃ যদি সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি লাগানো হয়, তবে তাতে দোষের কিছু নেই।[১]

٣٢٦. بَابُ فِي التَّشْدِيْدِ فِيْ ذٰلِكَ

৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জমি বর্গা না দেওয়া সম্পর্কে

٣٣٦١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُكْرِيْ اَرْضَهُ حَتّٰى بَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيْجٍ مَا ذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كِرَاءِ

১. জমি লাগান দেওয়ার সময়, জমির মালিক ও কৃষক একটি বিশেষ চুক্তিতে একমত হয়; যারফলে পরবর্তীতে গোলমালের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই এতে দোষের কিছু নেই। (অনুবাদক)

الْاَرْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمِّيْ وَكَانَا قَدْ شَهِدَ بَدرًا يُحَدِّثَانِ اَهْلَ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثَ فِى ذٰلِكَ شَيْئًا لَّمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ وَكَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَّمَالِكٌ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ رَّافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عِنَانٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ رَّافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَذٰلِكَ رَوٰى زَيْدُ بْنُ اَبِىْ بُرْدَةَ فَقَالَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَتٰى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَكَذَا رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ اَبِى النَّجَاشِيِّ عَنْ رَّافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ اَبِى النَّجَاشِيِّ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৩৬১. আবদুল মালিক (র.)....সালিম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন উমার (রা.) তাঁর জমি বর্গা দিতেন। এর পর তিনি জানতে পারেন যে, এ সম্পর্কে রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেন। তখন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) তাঁর সংগে সাক্ষাত করে বলেন ঃ হে ইব্‌ন খাদীজ! আপনি জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে কোন্ হাদীছ বর্ণনা করেন ? তখন রাফি (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) কে নিলেন ঃ আমি আমার দু'জন চাচার নিকট শ্রবণ করেছি, যাঁরা বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তাঁরা তাদের পরিবারবর্গের নিকট থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় জমি বর্গা দেওয়া হতো। এর পর আবদুল্লাহ্ (রা.) এই ভয়ে যে, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ জারী করেছেন, যার খবর তিনি রাখেন না, তাই তিনি জমি বর্গা দেওয়া পরিত্যাগ করেন।

٣٣٦٢ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا سَعِيْدُ عَنْ يَّعْلٰى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّ بَعْضَ عُمُوْمَتِهٖ اَتَاهُ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَّ طَوَاعِيَةُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَنْفَعُ لَنَا وَاَنْفَعُ قَا قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا اَوِ الْيُزْرِعْهَا اَخَاهُ وَلَا يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَّلَا بِرُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى ·

৩৩৬২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (র.)....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যামানায় জমি বর্গা দিতাম। এর পর আমার এক চাচা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন , যাতে আমরা উপকৃত হতাম। কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ আমাদের জন্য অধিক উপকারী। রাবী বলেন, তখন আমরা তাকে বললাম ঃ তা কিরূপ? তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যার জমি আছে, তার উচিত নিজে তা চাষাবাদ করা অথবা নিজের ভাইকে দিয়ে চাষাবাদ করানো। কিন্তু তিন ভাগের এক ভাগ, বা চার ভাগের এক ভাগ অথবা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দেওয়ার চুক্তিতে জমি বর্গা দেওয়া ঠিক হবে না।

٣٣٦٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعُ نَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ نَا اَبُوْ رَافِعٍ مِّنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ يَرْفَقُ بِنَاوَطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهِ اَرْفَقُ بِنَّانَهَانَا اَنْ يَزْرَعَ اَحَدُنَا اِلاَّ اَرْضًا يَّمْلِكُ رَقَبَتَهَا اَوْ مَنِيْحَةٍ يَّمْنَحُهَا رَجُلٌ ·

৩৩৬৩. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র.)....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ একদা আবূ রাফি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট হতে আমাদের কাছে এসে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এমন কাজ হতে নিষেধ করেছেন, যাতে আমরা উপকৃত হতাম। বস্তুত আল্লাহ এবং তাঁ রাসূলের আনুসরণই আমাদের জন্য অধিক উপকারী। তিনি আমাদের নিজস্ব জমি ছাড়া আন্য জমিতে চাষাবাদ করতে নিষেধ করেছেন। অথবা তিনি এমন জমি চাষাবাদ করতে বলেছেন, যার জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি।

٣٣٦٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ قَالَ جَاءَ نَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ اَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَّطَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْفَعُ لَكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنِ اسْتَغْنٰى عَنْ اَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا اَخَاهُ اَوْ لِيَدَعْ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مَّنْصُوْرٍ قَالَ شُعْبَةُ اُسَيْدٌ بْنُ اَخِى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ·

৩৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)....মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উসায়দ ইব্ন যুহায়র (র.) হতে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, একদা রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) আমাদের কাছে এসে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের এমন একটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে তোমরা উপকৃত হতে। বস্তুত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণই তোমাদের জন্য অধিক উপকারী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের 'হাকলস্ব'[১] হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার জমির মুখাপেক্ষী নয়, সে যেন তা তার ভাইকে দেয়, অথবা খালি ফেলে রাখে।

٣٣٦٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰ نَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْخَطْمِيُّ قَالَ بَعَثَنِيْ عَمِّيْ اَنَا وَغُلاَمًا لَهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَرٰى بِهَا بَاسًا حَتّٰى بَلَغَهُ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ فَاَتَاهُ فَاَخْبَرَهُ رَافِعٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى بَنِيْ حَارِثَةَ فَرَاٰى زَرْعًا فِيْ اَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا اَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ قَالُوْا لَيْسَ لِظُهَيْرٍ قَالَ لَيْسَ اَرْضُ ظُهَيْرٍ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّهُ زَرْعُ فُلاَنٍ قَالَ فَخُذُوْا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوْا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ رَافِعٌ فَاَخَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا اِلَيْهِ النَّفَقَةَ قَالَ سَعِيْدٌ اَفْقِرْ اَخَاكَ اَوِ اكْرِهْ بِالدَّرَاهِمِ .

৩৩৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.)....আবূ জাফর খাতমী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার চাচা আমাকে এবং তার একটি গোলামকে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা.) নিকট প্রেরণ করেন। তখন আমরা তাকে বলি ঃ আমরা আপনার তরফ থেকে বর্ণিত জমি বর্গা দেওয়া সম্পর্কে একটি হাদীছের খবর জানতে পেরেছি। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.) জমি বর্গা দেওয়াতে দোষণীয় বলে মনে করতেন না। পরে তিনি রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে অবহিত হন। তখন তিনি রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ হারিছায় গমন করে জহীরের জমিতে উৎপন্ন ফসল দেখে বলেন, জহীরের ফসল কি উত্তম! তখন উপস্থিত সাহাবীরা বলেনঃ এ জমি যহীরের নয়। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ জমি কি যহীরের নয়? তারা বলেন ঃ হাঁ, তবে এর ফসল অমুক ব্যক্তির। এ কথা শুনে তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ফসল নিয়ে যাও এবং তাকে তার শ্রমের বিনিময় দিয়ে দাও।

রাবী রাফি (রা.) বলেন ঃ তখন আমরা চাষীকে তার শ্রমের বিনিময় প্রদান করি এবং আমাদের ক্ষেত ফেরত নিয়ে নিই।

রাবী সাঈদ (রা.) বলেন ঃ হয় তুমি তোমার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাও (তোমার জমি চাষাবাদ করতে দিয়ে), নয়তো দিরহামের বিনিময়ে জমি বর্গা দাও।

১। ফসলের কোন নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিণ করে জমি বর্গা দেওয়াকে 'হাক্ল' বলে। এরূপ করা বৈধ নয়। (অনুবাদক)

٣٣٦٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ نَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَّهُ اَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُّنِحَ اَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرٰى اَرْضًا بِذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَقَرَاْتُ عَلٰى سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الطَّالَقَانِيِّ قُلْتُ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ اِنِّيْ لَيَتِيْمٌ فِيْ حَجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَّحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ اَخِيْ عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ اَكْرَيْنَا اَرْضَنَا فُلاَنَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَى الْاَرْضِ .

৩৩৬৬. মুসাদ্দাদ (র.)....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুহাকালা'[1] এবং মুযাবানা[2] হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ চাষাবাদের পদ্ধতি হল তিন ধরনের ঃ (১) যার জমি আছে, সে নিজে তা চাষাবাদ করবে; (২) অন্যের জমি আর নিয়ে তা চাষাবাদ করবে এবং (৩) সোনা বা রূপার বিনিময়ে জমি নিয়ে তা চাষাবাদ করবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্ন ইয়াকূব তালিকানীকে এটি পরে শোনাই। এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনার নিকট ইব্ন মুবারক কি কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন ? আমার নিকট সাঈদ ইব্ন আবূ সুজা' ঃ 'উসমান ইব্ন সাহ্ল ইব্ন রাফি "ইব্ন খাদীজ (রা.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি ইয়াতীম ছিলাম এবং রাফি ইব্ন খাদীজ (রা.) আমাকে লালন পালন করেন। আমি তাঁর সঙ্গে হাজ্জও আদায় করি। এরপর আমার ভাই ইমরান ইব্ন সাহল এস তাঁর কাছে বর্ণনা করেন যে, আমি দু'শত দিরহামের বিনিময়ে আমার জমি অমুক ব্যক্তির নিকট বর্গা দিয়েছি। তখন তিনি বলেনঃ তুমি তোমার জমি ছাড়িয়ে নাও। কেননা, নবী ﷺ জমি বন্ধক দিতে নিষেধ করেছেন।[3]

٣٣٦٧ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا بُكَيْرٌ يَعْنِيْ بْنَ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنَّهُ زَرَعَ اَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِهَا فَسَاَلَهُ لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنْ الْاَرْضُ فَقَالَ زَرْعِيْ بِبَذْرِيْ وَعَمَلِيْ لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِيْ فُلاَنٍ الشَّطْرُ فَقَالَ اَرْبَيْتُمَا فَرُدَّ الْاَرْضَ اِلٰى اَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ .

---

১. 'মুহাকালা' বলা হয়, শুকনো ফসল বা শস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেওয়া।

২. 'মুযাবানা' বলা হয়, শকুনো ফলের বিনিময়ে ফলের বাগান বিক্রি করা। এরূপ করা বৈধ নয়। (অনুবাদক)

৩. সম্ভত ঃ এটি বিশেষ কোন ব্যাপারের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা টাকার বিনিময়ে জমি লাগান নেওয়া বা দেওয়া দুরস্ত।

৩৩৬৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)....রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি জমি চাষাবাদ করেন। একদা নবী ﷺ সে জমির পাশ দিয়ে এমন সময় যাচ্ছিলেন, যখন রাফি' তাঁর ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলেন, তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ ফসল কার এবং এ জমির মালিক কে? তখন রাফি (রা.) বলেনঃ এ ফসল আমার, বীজ আমার এবং শ্রমও আমার। তবে এ শর্তে যে, অর্ধেক ফসল আমার এবং বাকী অর্ধেক জমির মালিকের। তখন তিনি বলেনঃ তুমি তো সূদের মত কারবার করেছ। তুমি জমির মালিককে তার জমি ফিরিয়ে দাও এবং তোমার যা খরচ হয়েছে, তা তার থেকে নিয়ে নাও।[১]

٣٢٧ . بَابُ فِىْ زَرْعِ الْاَرْضِ بِغَيْرِ اِذْنِ صَاحِبِهَا

৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ জমির মালিকের বিনা অনুমতিতে তার জমি চাষ করা

٣٣٦٨ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِى الْاَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَّلَهُ نَفَقَتُهُ .

৩৩৬৮. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)....রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অ্যা কোন ব্যক্তির জমিতে তার অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করে, সে ফসলের কিছুই পাবে না। অবশ্য সে তার পারিশ্রমিক পাবে।

٣٢٨. بَابُ فِى الْمُخَابَرَةِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ জমি ভাগে বর্গা দেওয়া

٣٣٦٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ حَمَّادًا وَّ عَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَاهُمَ كُلُّهُمْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَسَعِيْدِ بْنِ مِيْنَاءَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ اَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الْاٰخَرُ بَيْعِ السِّنِيْنَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِى الْعَرَايَا .

---

১. আলোচ্য হাদীছটি ও বিশেষ কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। অন্যথায় এ ধরনের ভাগ, যাতে উভয় পক্ষের অর্থাৎ চাষীর ও জমির মালিকের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, তা জাইয। সাধারণতঃ উভয় পক্ষের মধ্যে, কোন পক্ষের যদি কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে এরূপ করা উচিত নয়। (অনুবাদক)

৩৩৬৯. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা[১], মুহাকালা[২] মুখাবারা[৩] এবং মু'আওয়ামা[৪] করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ইসতিছনা[৫] করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٧٠ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ السَّيَّارِيُّ اَبُوْ حَفْصٍ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا اِلاَّ اَنْ يُعْلَمَ .

৩৩৭০. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা, মুহাকালা ও ইসতিছনা করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য যদি তার পরিমাণ নির্ধারিত থাকে, তবে তা জাইয।

٣٣٧١ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِى الْمَكِّىَّ قَالَ ابْنُ خُثَيْمٍ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ لَّمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .

৩৩৭১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মুখাবারা পরিত্যাগ করে না, সে যেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখে।[৫]

٣٣٧٢ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ قُلْتُ وَمَا الْمُخَابَرَةُ قَالَ اَنْ تَاْخُذَ الْاَرْضَ بِنِصْفٍ اَوْ ثُلُثٍ اَوْ رُبُعٍ .

৩৩৭২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)...যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুখাবারা করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, মুখাবারা কি ? তখন তিনি বলেন ঃ অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ অথবা চার ভাগের একভাগ দেওয়ার শর্তে জমি বর্গা দেওয়া।

---

১. মুযাবানা হলো শুকনো ফলের বিনিময়ে ফলের বাগান বিক্রি করা।
২. মুহাকালা হলো শুকনো ফসল বা শস্যের বিনিময়ে জমি ভাগে দেওয়া।
৩. মু'আবামা হলো কয়েক বছরের জন্য কোন বাগানের ফল এব সংগে বিক্রি করা।
৪. ইস্‌তিছ্‌না হলো ফসলের কিছু অংশকে মোট অংশ হতে পার্থক্য করা।
৫. কারো কারো মতে খায়বরের হাদীছ দ্বারা এ হাদীছ মানসূখ হয়েছে। কেননা, নবী (সা.) খায়বর বাসীদের সাথে মুখাবারা করেছিলেন। (অনুবাদক)।

٣٢٩. بَابٌ فِى الْمُسَاقَاة

৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ গাছের ফল বন্টন সম্পর্কে

٣٣٧٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ ·

৩৩৭৩. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.).... ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খয়বরের অধিবাসীদের সাথে গাছের ফল অথবা ক্ষেতের ফসলের উপর অর্ধেক ভাগে লেনদেন সম্পন্ন করেন।

٣٣٧٤ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ غَنْجٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَفَعَ اِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلٰى اَنْ يَّعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَاَنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا ·

৩৩৭৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).... ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ খায়বরের ইয়াহূদীদের এ শর্তে বাগান এবং জমি প্রদান করেন যে, তারা তাতে ফসল উৎপন্ন করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রদান করবে।

٣٣٧٥ . حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ نَا عُمَرُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ افْتَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ وَاشْتَرَطَ اَنَّ لَهُ الْاَرْضُ وَكُلُّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَقَالَ اَهْلُ خَيْبَرَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِالْاَرْضِ مِنْكُمْ فَاَعْطَانَا هَا عَلٰى اَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفًا فَزَعَمَ اَنَّهُ اَعْطَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ اِلَيْهِ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ رَوَاحَةَ فَحَزَرَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِى يُسَمِّيْهِ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْخَرْصَ فَقَالَ فِى ذِهِ كَذَا وَكَذَا قَالُوْا اَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ فَاَنَا اِلَى حَزْرِ النَّخْلِ وَاُعْطِيْكُمْ نِصْفَ الَّذِى قُلْتُ قَالُوْا هٰذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ قَدْ رَضِيْنَا اَنْ نَّاخُذَهُ بِالَّذِىْ قُلْتَ ·

৩৩৭৫. আয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বর বিজয়ের পর এরূপ শর্ত লাগান যে , যমীন আমি নিয়ে নেবো এবং এখানে যে সোনা-রূপা পাওয়া যাবে , তাও আমার। তখন খায়বরবাসীগণ বলেন ঃ আমরা আপনাদের চাইতে

চাষাবাদে বিশেষ পটু, তাই আপনি এ শর্তে খায়বরের জমি আমাদের প্রদান করুন যে, এর উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক হবে আপনার এবং বাকী অর্ধেক হবে আমাদের । তখন নবী ﷺ এ শর্তে তাদের জমি প্রদান করেন। এরপর যখন খেজুর কাটার সময় আসতো, তখন নবী (স,) 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) কে তাদের নিকট পাঠাতেন। তিনি সেখানে গিয়ে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে বলতেন ঃ এ বাগানে এত পরিমাণ খেজুর হবে। মদীনাবাসীদের পরিভাষায় একে 'খার্‌স' বলা হতো। তখন তারা বলতো ঃ ওহে ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) ! আপনি তো বেশী আন্দায করলেন। তখন তিনি বলেন ঃ তাহলে আমি খেজুর কাটার ব্যবস্থা করি এবং আমি যা আমান করেছি তার অর্ধেক তোমাদের দেই। তখন তারা বলেঃ না, আপনার অনুমানই সত্য এবং এ সত্যের কারণে আসমান ও যমীন স্থির আছে। আর আমরা আপনার অনুমান অনুযায়ী ফল গ্রহনে রাযি আছি।

٣٣٧٦ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ اَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلُّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ يَعْنِي الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَهُ .

৩৩৭৬. 'আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল (র.)... জা'ফর ইব্‌ন বুরকান (রা.) থেকে উপরোক্ত সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) বলেন ঃ এরপর তারা নিজেরাই খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে থাকে। রাবী আরো বলেনঃ 'সাফরা' ও 'বায়যা' শব্দের অর্থ হলো ঃ সোনা ও রূপা, যার মালিক হবেন নবী করীম।

٣٣٧٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ نَا مَيْمُونٌ عَنْ مِقْسَمٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ قَالَ فَحَزَرَ النَّخْلَ قَالَ فَاَنَا اِلَى جِذَاذَ النَّخْلِ وَاُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِيْ قُلْتُ .

৩৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র.)....মিকসাম (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত, যেরূপ উপরে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ খায়বর যখন জয় করেন। এর পর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেনঃ তিনি খেজুরের আনুমান করেন। পরে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) বলেনঃ আমি খেজুর কাটাব এবং আমি যে আনুমান করেছি, তার অর্ধেক তোমাদের দেব।

٣٣٠. بَابُ فِي الْخَرْصِ

৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আনুমান করা সম্পর্কে

٣٣٧٨ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِيْنَ

يَطِيبُ قَبْلَ اَنْ يُّوكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُوْدَ يَاخُذُونَهُ بِذٰلِكَ الْخَرْصِ اَمْ يَدْفَعُوْنَهُ اِلَيْهِمْ بِذٰلِكَ الْخَرْصِ لِكَىْ تُحْصَى الزَّكٰوةُ قَبْلَ اَنْ تُوكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ ٠

৩৩৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-কে প্রতি বছর খায়বর পাঠাতেন, যাতে তিনি খেজুর পাকার সময়, খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার আগে তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। এরপর তিনি খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে ইয়াহূদীদের ইখতিয়ার দিতেন যে , তারা এ পরিমাণ নিতে পারে অথবা ঐ পরিমাণ গ্রহণ করে, বাকি অংশ তাঁকে প্রদান করে, যাতে ফলগুলো খাওয়া যায় এবং ছড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তার যাকাতও পরিশোধ করা যায়।

٣٣٧٩ . حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ خَيْبَرَ فَاَقَرَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا كَانُوْا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ٠

৩৩৭৯. ইব্ন আবী খালাফ (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিনা যুদ্ধে খয়বরকে তাঁর রাসূলকে প্রদান করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানকার অধিবাসীদের সেরূপ রাখেন, যেরূপ তারা ছিলো। তিনি তাদের উৎপাদিত ফসলের শরীক হন। এর পর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করেন, যিনি সেখানে গিয়ে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং তাদের থেকে অর্ধেক ফল নিয়ে নেন।

٣٣٨٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ خَرَصَهَا ابْنَ رَوَاحَةَ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ وَسَقٍ وَزَعَمَ اَنَّ الْيَهُوْدَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ اَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُوْنَ اَلْفَ وَسَقٍ ٠

৩৩৮০. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) খায়বরে প্রাপ্ত খেজুরের অনুমান করেন–চল্লিশ হাযার ওসক। এর পর তিনি যখন সেখানকার ইয়াহূদীদের ইখতিয়ার দেন, তখন তারা বিশ হাযার ওসক পরিমাণ দিতে সম্মত হয় এবং খেজুর তাদের অধিকারে নিয়ে নেয়।

٣٣١. بَابُ فِى كَسْبِ الْمُعَلِّمِ

৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ শিক্ষকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে

٣٣٨١ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ وَّحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرَّوَاسِىُّ عَنْ مُغِيْرَةَ ابْنِ زِيَادَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

عَلَّمْتُ نَاسًا مِّنَ اَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْاٰنَ وَالْكِتَابَ فَاَهْدٰى اِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَّاَرْمِىْ عَنْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ سَاَلَنَّهٗ فَاَتَيْتُهٗ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ اَهْدٰى اِلَىَّ قَوْسًا مِّمَّنْ كُنْتُ اُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْاٰنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَّاَرْمِىْ عَنْهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِّنْ نَّارٍ فَاقْبَلْهَا ۔

৩৩৮১. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র.).... 'উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আহলে–সুফ্ফার কিছু লোককে লেখা এবং কুরআন পড়া শিখাতাম। তখন তাদের একজন আমার জন্য একটি ধনুক হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করে। তখন আমি ধারণা করি যে, এ তো কোন মাল নয়, আমি এ দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় তীরন্দাযী করবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি যাদের কুরআন পড়া এবং লেখা শেখাই, তাদের একজন আমাকে হাদিয়া হিসাবে একটি ধনুক প্রদান করেছে, যা কোন মালই নয়। আমি এ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাযী করব। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি যদি তোমার গলায় জাহান্নামের কোন বেড়ী পরাতে চাও, তবে তুমি তা গ্রহণ কর।[১]

٣٣٨٢ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَكَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ عَمْرٌو وَّحَدَّثَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ وَّالاَوَّلُ اَتَمُّ فَقُلْتُ مَّا تَرٰى فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا اَوْ تَعَلَّقْتَهَا ۔

৩৩৮২. আমর ইব্ন 'উছমান (র.)....'উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আগের হাদীছটি সম্পূর্ণ। (এ হাদীছে তিনি বলেনঃ) তখন আমি বলিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন তিনি বলেনঃ এতো অংগার, যা তুমি তোমার দুটি কাঁধে ঝুলিয়েছ!

٣٣٢. بَابُ فِى كَسْبِ الْاَطِبَّاءِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ চিকিৎসকদের মজুরী সম্পর্কে

٣٣٨٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ انْطَلَقُوْا فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا فَنَزَلُوْا بِحَيٍّ

১। ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীছের বাহ্যিক অর্থের দিকে খেয়াল করে কুরআন শিখানোর জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে 'মাকরূহ' বলেছেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবের পরবর্তী 'আলিমগণ এবং অধিকাংশ 'আলিমের মত এর পক্ষে দেখা যায়। বিশেষত ঃ এ যুগে, যখন কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করে, তাতে দোষের কিছু নেই। সম্ভবতঃ সতর্কতা অবলম্বন হেতু ইমাম আবূ হানীফা (র) একে 'মাক্রূহ' বলেছেন (অনুবাদক)।

مِّنَ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمْ قَالَ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ فَشَفُوْا لَهٗ بِكُلِّ شَيْئٍ لاَّ يَنْفَعُهٗ شَيْئٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا بِكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْئٌ يَّنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهٗ بِكُلِّ شَيْئٍ لاَ يَنْفَعُهٗ شَيْئٌ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ يَعْنِىْ رُقْيَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِنِّىْ لاَرْقِىْ وَلٰكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَاَبَيْتُمْ اَنْ تُضَيِّفُوْنَا مَا اَنَا بِرَاقٍ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لِىْ جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهٗ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَاَتَاهُ فَقَرَاَ عَلَيْهِ بِاُمِّ الْكِتٰبِ وَيَتْفُلُ حَتّٰى بَرِءَ كَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ قَالَ فَاَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِىْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالُوْا اقْتَسِمُوْا فَقَالَ الَّذِىْ رَقٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاتِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَسْتَامِرَهُ فَغَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتُمْ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ ․

৩৩৮৩. মুসাদ্দাদ (র.)....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের একটি দল কোন এক সফরে থাকাকালে তাঁরা আরবের একটি গোত্রের নিকট অবতরণ করেন এবং তাদের নিকট মেহমান হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা তাদেরকে আতিথ্যে বরণ করতে অস্বীকার করে।

রাবী বলেনঃ এ গোত্রের নেতাকে বিষাক্ত জীবে দংশন করে। তারা তার চিকিৎসার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। তখন তাদের কেউ কেউ বলে, যদি তোমরা এই দলের লোকদের নিকট গমন কর, যারা তোমাদের কাছে অবস্থান করছে, তবে এদের কারো কাছে এরূপ কিছু থাকতে পারে, যাতে তোমাদের নেতার উপকার হতে পারে। তখন সে গোত্রের একজন সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেঃ আমাদের নেতাকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে এবং সব ধরনের চিকিৎসা সত্ত্বেও তার কোন উপকার হচ্ছে না, এখন তোমাদের মাঝে এমন কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছে কি না, যে তাকে রোগমুক্ত করতে পারে? তখন সাহাবীদের একজন বলেনঃ আমি তো ঝাড়-ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা করি। কিন্তু ব্যাপার হলো আমরা তোমাদের মেহমান হতে চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে রাযি হওনি। এখন আমি কোন ঝাড়-ফুঁকই করব না, যতক্ষণ না তোমরা এর পারিশ্রমিক দেবে। তখন তারা তাঁকে এক পাল ছাগল প্রদান করতে চায়। সাহাবী সে ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে দংশিত স্থানে থুথুর প্রলেপ দিতে থাকেন, যাতে সে রোগমুক্ত হয় এমন ভাবে, যেমন কোন ব্যক্তি রশির বন্ধন হতে মুক্তি পায়। তখন সে গোত্রের লোকেরা উক্ত সাহাবীকে যে বিনিময় দিতে চেয়েছিল, তা প্রদান করে। তখন তাঁরা বলেন ঃ আসুন, আমরা এগুলো বন্টন করে নেই। তখন ঝাড়-ফুঁকদাতা সাহাবী বলেনঃ তোমরা ততক্ষণ বন্টন করো না, যতক্ষণ না আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত

হই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। এর পর সাহাবীগণ পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে ঘটনাটি তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা কিরূপে জানলে যে, এটি একটি ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র ? তোমরা খুব ভাল কাজ করেছ । তোমরা তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ কর।

٣٣٨٤ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَخِيْهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

৩৩৮৪. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের আনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٨٥ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِنَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا اِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هٰذَا الرَّجُلَ فَاَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوْهٍ فِى الْقُيُوْدِ فَرَقَاهُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَةً ثُمَّ تَفَلَ فَكَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَعْطَوْهُ شَيْئًا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ فَلَعَمْرِىْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ .

৩৩৮৫. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র.)....খারিজা ইব্ন সুলুত (রা.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি কোন এক কাওমের পাশ দিয়ে গমন কালে সেখানকার কিছু লোক তার কাছে এসে বলে ঃ আপনি তো ঐ ব্যক্তির [নবী ﷺ-এর] নিকট থেকে কিছু মংগল নিয়ে এসেছেন, এখন আপনি আমাদের এ ব্যক্তির উপর ঝাড়-ফুঁক করুন। তখন তারা জনৈক শৃঙ্খলাবদ্ধ পাগলকে তাঁর কাছে নিয়ে আসে। তিনি তার উপর তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পাঠ করে থুথু জমা করে তার শরীরে নিক্ষেপ করতে থাকেন। ফলে সে ব্যক্তির অবস্থা এমন ভাল হয়ে যায় যে, সে যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। তখন সে লোকেরা তাঁকে কিছু প্রদান করে। এর পর তিনি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করেন । তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি যা পেয়েছ তা ভক্ষণ কর। আমার জীবনের শপথ! কিছু লোক তো মিথ্যা তন্ত্র-মন্ত্র পাঠ করে এর বিনিময়ে অর্জিত মালামাল ভক্ষণ করে। আর তুমি তো সত্য মন্ত্র পাঠ করে এর বিনিময়ে প্রাপ্ত মাল ভক্ষণ করছো।

٣٣٣. بَابُ فِيْ كَسْبِ الْحَجَّامِ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জামের১ উপার্জন সম্পর্কে

٣٣٨٦ . حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ عَنْ يَحْىٰ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ ابْنَ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ وَّثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ وَّمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيْثٌ ·

৩৩৮৬. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)....রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হাজ্জামের উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুর বিক্রির মূল্যও নিকৃষ্ট এবং ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের আয়ও নিকৃষ্ট ।

٣٣٨٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اسْتَاذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْاَلُهُ وَيَسْتَاذِنُهُ حَتّٰى اَمَرَهُ اَنْ اَعْلِفْهُ نَا ضِحَكَ وَرَقِيْقَكَ ·

৩৩৮৭. ‘আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)....মুহাইয়াযা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট শিংগা লাগিয়ে এর বিনিময় গ্রহণের ব্যাপারে অনুমতি চান। তখন তিনি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বারবার এ ব্যাপারে নবী ﷺ -এর অনুমতি চাইতে থাকলে পরে তিনি ﷺ বলেন ঃ এর বিনিময় লব্ধ উপার্জন দিয়ে তুমি তোমার উটের খাদ্য ক্রয় করবে এবং তোমার গোলামকে তা প্রদান করবে।

٣٣٨٨ . حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ يَعْنِىْ ابْنَ زُرَيْعٍ نَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيْثًا لَّمْ يُعْطِهِ ·

৩৩৮৮. মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে শিংগা লাগাবার পর, শিংগা লাগানোওয়ালাকে তার বিনিময় প্রদান করেন। যদি তিনি ﷺ তা খারাপ মনে করতেন, তবে তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করতেন না।

٣٣٨٩ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ اَبُوْطِيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَامَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَّاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

৩৩৮৯. আল কা‘নাবী(র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ তীবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দেহে শিংগা লাগান । তখন তিনি তাকে এক সা‘আ খেজুর দেওয়ার জন্য

নির্দেশ দেন এবং তিনি তার মনিবদের প্রতি এরূপ নির্দেশ দেন যে, তারা যেন সহজ কিস্তিতে তার নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করে।

٣٣٤. بَابُ فِىْ كَسْبِ الْاَمَاءِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাসীদের উপার্জন সম্পর্কে

٣٣٩٠ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جِحَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَازِمٍ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ .

৩৩৯০. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাসীদের উপার্জিত মাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।[১]

٣٣٩١ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا عِكْرَمَةُ حَدَّثَنِىْ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِىُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ اِلٰى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَا نَا النَّبِىُّ ﷺ الْيَوْمَ فَذَكَرَ اَشْيَاءَ وَنَهَا نَا عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ اِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هٰكَذَا بِاَصَابِعِهٖ نَحْوَ الْخُبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّقْشِ .

৩৩৯১. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)....তারিক ইব্‌ন আবদির রহমান কারশী বলেন যে, রাফি ইব্‌ন রিফা'আ একবার আনসারদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ আজ নবী ﷺ আমাদের কয়েকটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো ঃ দাসীদের মাল গ্রহণ করা। তবে তা গ্রহণযোগ্য যা তারা নিজেদের হাত দিয়ে উপার্জন করে। এরপর তিনি ইশারা করে দেখান যে, হাতের কাজ হলো ঃ রুটি পাকানো, চরকায় সুতা কাটা এবং তুলা ধুনা ইত্যাদি।

٣٣٩٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ هُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَافِعٍ هُوَ ابْنُ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاَمَةِ حَتّٰى يُعْلَمَ مِنْ اَيْنَ هُوَ .

৩৩৯২. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.)....রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাসীদের উপার্জিত মাল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তা জানা যায় যে, তারা তা কিরূপে আয় করেছে।[২]

১। জাহিলী যুগে মনিবরা তাদের দাসীর উপর কর ধার্য করতো ফলে, তারা তা পরিশোধের জন্য ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য হতো।

২। যদি তারা তা হালালভাবে আয় করে, তবে তা গ্রহণীয়; অন্যথায় তা বর্জনীয় (অনুবাদক)।

٣٣٥. بَابُ فِيْ عَسْبِ الْفَحْلِ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ পশুকে স্ত্রী পশুর সাথে সংগম করিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ

٣٣٩٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

৩৩৯৩. মুসাদ্দাদ (র.)....নাফে' ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষ পশুকে স্ত্রী পশুর সাথে সংগম করিয়ে তার বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٦. بَابُ فِي الصَّائِغِ

৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণকারের পেশা সম্পর্কে

٣٣٩٤ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَّاجِدَةَ قَالَ قَطَعْتُ مِنْ اُذُنِ غُلَامٍ اَوْقُطِعَ مِنْ اُذُنِيْ فَقَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا اِلَيْهِ فَرَفَعْنَا اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ هٰذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ اُدْعُوْالِيْ حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنِّيْ وَهَبْتُ لِخَالَتِيْ غُلَامًا وَّاَنَا اَرْجُوْا اَنْ يُّبَارَكَ لَهَا فِيْهِ فَقُلْتُ لَهَا لَاتُسَلِّمِيْهِ حَجَّامًا وَّلَا صَائِغًا وَلَا قَصَّابًا .

৩৩৯৪. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....মাজিদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কোন ছেলের কান কেটে ফেলেছিলাম, অথবা কেউ আমার কান কেটে নিয়েছিল। এ সময় আবূ বাকর (রা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে আসলে আমরা তাঁর নিকট সমবেত হই। তখন তিনি আমাদের 'উমার (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। এ সময় 'উমার (রা.) বলেন ঃ এতে তো কিসাস গ্রহণ করা যেতে পারে। হাজ্জামকে আমার কাছে ডেকে আন, যাতে সে তার থেকে রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে। এরপর যখন নাপিতকে ডাকা হয়, তখন 'উমার (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আমি আমার খালাকে একটি গোলাম দান করেছিলাম এবং আমার আশা ছিল যে, এতে তাঁর বরকত হবে। তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম ঃ আপনি এ গোলামকে কোন ক্ষৌরকার, স্বর্ণকার ও কসাইয়ের নিকট সমর্পণ করবেন না।

٣٣٩٥ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُرَقِيُّ عَنْ اَبِيْ مَاجِدَةَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ بِمَعْنَاهُ .

৩৩৯৫. ফযল ইব্‌ন ইয়া'কূব (র.)....'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে পুর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

٣٣٩٦ . حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى نَا سَلَمَةُ ابْنُ الْفَضْلِ نَا ابْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَاجِدَةَ السَّهْمِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৩৯৬. ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র.)....আবূ মাজিদ (রা.) 'উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٧. بَابُ فِى الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মালদার গোলাম বিক্রি করা

٣٣٩٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

৩৩৯৭. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....সালিম (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মালদার গোলাম বিক্রি করে, তবে তার সম্পদের মালিক হবে বিক্রেতা। তবে কেনার সময় ক্রেতা যদি শর্তারোপ করে, তবে তা আলাদা ব্যাপার। একই ভাবে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ খেজুর গাছ বিক্রি করে, যার নর ও মাদা খেজুর মিশ্রিত আছে, তবে সে গাছের ফলের মালিক হবে বিক্রেতা। তবে ক্রেতা যদি বিক্রেতার সাথে কোন শর্ত করে, তবে তা আলাদা ব্যাপার।

٣٣٩٨ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِقِصَّةِ النَّخْلِ .

৩৩৯৮. আল-কা'নাবী (র.)....'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কেবল গোলামের কথা এবং নাফি' (র.) ইব্‌ন 'উমার (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে কেবল খেজুর গাছের কথা বর্ণনা করেছেন।

٣٣٩٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

৩৩৯৯. মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন মালদার গোলাম বিক্রি করে, তবে সে গোলামের মালের মালিক হবে বিক্রেতা। তবে ক্রেতা যদি ক্রয়ের সময় গোলামের মালসহ খরিদ করার শর্তারোপ করে, তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

٣٣٨. بَابُ فِى التَّلَقِّىْ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসায়ীদের বাজারে আসার আগে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে মালামাল খরিদ করা

٣٤٠٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَّلاَ تَلَقُّوا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا الْاَسْوَاقَ .

৩৪০০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন একজন বিক্রেতার জিনিসের উপর নিজের জিনিস বিক্রি না করে এবং ব্যবসায়ী যতক্ষণ না তার মাল বাজারে আনে, ততক্ষণ তার সাথে সাক্ষাৎ করবে না।

٣٤٠١ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّىَّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ فَاِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُّشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ اِذَا وَرَدَتِ السُّوْقَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ سُفْيَانُ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَّ عِنْدِىْ خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ .

৩৪০১. রাবী ইব্‌ন নাফি' (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বাজারে আসার আগে ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিত হয়ে মাল খরিদ করতে নিষেধ করেছেন। যদি কেউ এভাবে কোন মাল ক্রয় করে, তবে বাজারে উপস্থিত হওয়ার পর ব্যবসায়ীর ইখতিয়ার থাকবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, সুফয়ান (র.) বলেছেন ঃ তোমরা একজন অ্যা জনের বিক্রীত জিনিসের উপর জিনিস বিক্রি করবে না। যেমন এরূপ বলা যে, তার কাছে (এগার টাকায়) যা বিক্রি করা হচ্ছে, এর চাইতে ভাল পণ্যের মূল্য আমার কাছে দশ টাকা মাত্র।

٣٣١. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ النَّجَشِ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য দালালী করা নিষিদ্ধ

٣٤٠٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَنَاجَشُوْا .

৩৪০২. আহমদ ইব্ন 'আমর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পরস্পর জিনিসের মূল্য বাড়াবে না।[১]

٣٤٠. بَابُ فِى النَّهْىِ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ

৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ শহরবাসীদের জন্য গ্রামবাসীদের পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রি না করা

٣٤٠٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا اَبُوْ ثَوْرٍ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ فَقُلْتُ مَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ قَالَ لاَيَكُوْنُ لَهٗ سِمْسَارًا .

৩৪০৩. মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শহরবাসীদের গ্রাম হতে শহরে আগত পণ্য বিক্রেতাদের পক্ষে দালাল সেজে, তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ শহরবাসীরা কি গ্রামবাসীদের পণ্য বিক্রি করবে না? তিনি ﷺ বলেন ঃ ঐ মাল বিক্রির জন্য কেউ যেন দালাল না সাজে।

٣٤٠٤ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِ قَانِ اَبَاهَمَّامٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ يُّوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَّاِنْ كَانَ اَخَاهُ اَوْ اَبَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَا اَبُوْ هِلاَلٍ نَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَّالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَهِىَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لاَّ يَبِيعُ لَهٗ شَيْئًا وَلاَيَبْتَاعُ لَهٗ شَيْئًا .

৩৪০৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন ঃ শহরবাসীরা যেন গ্রামবাসীদের পণ্য বিক্রি না করে, যদিও সে তার ভাই বা পিতা হয়।

১। অর্থাৎ নিজের খরিদ করার ইচ্ছা নেই, তবু ও ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কোন জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে বলা বা পণ্য দ্রব্যের প্রশংসা করা, যাতে ক্রেতা অনুপ্রাণিত হয়ে তাড়াতাড়ি তা ক্রয় করে। (অনুবাদক)

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ আমি হাফস ইব্ন আমর (রা.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শহরবাসীদের, গ্রামবাসীদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ের কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ তাদের হয়ে না কিছু বিক্রি করবে, আর না তাদের কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে।

٣٤٠٥ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوْبَةٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلَ عَلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَّ لٰكِنِ اذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ فَانْظُرْ مَنْ يُّبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِيْ حَتّٰى اٰمُرَكَ وَاَنْهَاكَ ٠

৩৪০৫. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....সালিম মক্কী (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ একজন আরবী তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু মিষ্টি নিয়ে তাল্‌হা (রা.)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কোন শহরবাসীকে গ্রামবাসীদের পক্ষে কিছু বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন । বরং তুমি নিজে বাজারে গিয়ে দেখ যে, কে তোমার জিনিস ক্রয় করতে চায়। তখন তুমি আমার সাথে পরামর্শ করলে, আমি তোমাকে বিক্রির অনুমতি দেব বা নিষেধ করবো।

٣٤٠٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَّذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ٠

৩৪০৬। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....জাবর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শহরবাসীরা গ্রামবাসীদের পক্ষ হয়ে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রি করবে না, এবং তাদের ছেড়ে দেবে, যাতে আল্লাহ্ কিছু লোককে অন্য কিছু লোকের মাধ্যমে খাদ্য পৌঁছান।

٣٤١. بَابُ مَنِ اشْتَرٰى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا

৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর স্তনভর্তি আটকান দুধ দেখে ক্রয়ের পর তা না-পসন্দ করা

٣٤٠٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَيَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَتَصُرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحْلِبَهَا فَاِنْ رَّضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ تَمْرٍ ٠

৩৪০৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ তোমরা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাতের বেলায় তেজারতী কাফিলার সাথে পথিমধ্যে মিলিত হবে না। আর তোমাদের কেউ যেন অন্যের বিক্রীত মালের উপর নিজের মাল বিক্রি না করে এবং তোমরা উষ্ট্রী বা বাকরীর স্তনে বিক্রির উদ্দেশ্যে দুধ জমা করে রাখবে না। যদি কেউ এরূপ কোন পশু ক্রয় করে, তবে দুধ দোহনের পর তার ইখতিয়ার থাকবে, যদি সে খুশী হয়, তবে তা রাখতে পারবে; অন্যথায় এক সা'আ পরিমাণ খেজুর সহ তা ফিরিয়ে দেবে।

٣٤٠٨ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَهِشَامٍ وَّحَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنْ طَعَامٍ لَاسَمْرَاءَ .

৩৪০৮. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি স্তনভর্তি দুধ দেখে কোন বকরী ক্রয় করে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে। এরপর সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এক সা'আ পরিমাণ খাদ্য-শস্য দিয়ে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে, তবে গম দেবে না।

٣٤٠٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُخْلَدٍ التَّيْمِيُّ نَا الْمَكِّيُّ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَّوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرٰى غَنَمًا مُّصَرَّاةً احْتَلَبَهَا فَاِنْ رَّضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا فَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ .

৩৪০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাখ্লাদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ যদি কেউ স্তনভর্তি দুধ দেখে কোন বকরী ক্রয় করে, তবে সে যেন তার দুধ দোহন করে দেখে নেয়। এরপর পসন্দ হলে সে তা রেখে দেবে, অন্যথায় দুধের বিনিময়ে এক সা'আ খেজুর দিয়ে (বিক্রেতাকে) তা ফেরত দেবে।

٣٤١٠ . حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ اَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا .

৩৪১০. আবূ কামিল (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ যদি কেউ স্তনভর্তি দুধ দেখে কোন বাকরী ক্রয় করে, তবে তিনদিন পর্যন্ত তার

ইখতিয়ার থাকবে। এরপর যদি সে তা ফেরত দিতে চায়, তবে দুধের পরিমাণ অনুযায়ী অথবা তার দ্বিগুণ পরিমাণ গম (বিক্রেতাকে) দেবে।

٣٤٢. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ الْحُكْرَةِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য মওজুদ রাখা নিষিদ্ধ

٣٤١١ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نَا خَالِدٌ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِىْ مَعْمَرٍ اَحَدِ بَنِىْ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَحْتَكِرُ اِلاَّ خَاطِئٌ فَقُلْتُ لِسَعِيْدٍ فَاِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ سَاَلْتُ اَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةَ قَالَ مَا فِيْهِ عَيْشُ النَّاسِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ الاَوْزَاعِىُّ الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَّعْتَرِضُ السُّوْقَ .

৩৪১১. ওয়াহব ইব্ন বাকীওয়া (র.)....মুআম্মার ইব্ন আবূ মু'আম্মার (রা.), যিনি 'আদী ইব্ন কা'বের বংশধর, বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মূল্যবৃদ্ধির আশায় জঘন্য অপরাধী ব্যতীত আর কেউ খাদ্য-শস্য মওজুদ করে না। রাবী বলেন, তখন আমি আমর (রা.)-কে বলি ঃ আপনি তো খাদ্য-শস্য মওজুদ রাখেন । তখন তিনি বলেন ঃ মু'আম্মার (রা.)ও খাদ্য-শস্য মওজুদ রাখতেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, আমি আহমদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ হুকরা কি? তিনি বলেন ঃ মানুষের জীবন ধারণের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় জিনিসের মওজুদ করাকে 'হুকরা' বলে।

ইমাম আবূ দাউদ ও আওযায়ী (র.) বলেন ঃ মুহ্তাকির হলো সে ব্যক্তি, যার খাদ্য-শস্য মওজুদের কারণে বাজারে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হয় এবং জিনিসের দাম বেড়ে যায়।

٣٤١٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ نَا اَبِىْ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لَيْسَ فِى التَّمْرِ حُكْرَةٌ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ عَنِ الْحَسَنِ فَقُلْنَا لَهٗ لاَ تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَ نَا بَاطِلٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَكَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَحْتَكِرُ النَّوٰى وَالْخَبْطَ وَالْبِزْرَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ يُوْنُسَ قَالَ سَاَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَبْسِ الْقَتِّ قَالَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الْحُكْرَةَ وَسَاَلْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ الْعَيَّاشِ قَالَ اكْبِسْهُ .

৩৪১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)....কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুরের মধ্যে ইহ্‌তিকার নেই, অর্থাৎ খেজুর মওজুদ রাখাতে কোন দোষ নেই।
ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি আমাদের নিকট গ্রহণীয় নয়। তিনি আরো বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র.) শস্যের বীজ মওজুদ রাখতেন , যা থেকে তৈল উৎপন্ন হতো। তিনি আরো বলেন, আমি আহমদ ইব্‌ন ইউনুসকে বলতে শুনেছি যে, একদা আমি সুফয়ান (রা.)-কে পশু খাদ্য মওজুদ রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ প্রাথমিক যুগের লোকেরা এটা ভাল মনে করতেন না। এরপর আমি আবূ বাকর 'আয়্যাশ (রা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এটি মওজুদ রাখতে কোন দোষ নেই।

٣٤٣. بَابُ فِى كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ রূপার টাকা ভেঙে ফেলা সম্পর্কে

٣٤١٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ قَضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ بَأْسٍ .

৩৪১৩। আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....'আবদুল্লাহ্ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত মুসলমানদের চলিত মুদ্রা ভেঙে ফেলতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন প্রয়োজন হলে তা ভাঙলে ক্ষতি নেই।

٣٤٤. بَابُ فِى التَّسْعِيْرِ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ দ্রব্যমূল্য বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে

٣٤١٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلاَلٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِىْ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلْ اَدْعُوْا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَعِّرْ فَقَالَ بَلِ اللّٰهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْا اَنْ اَلْقٰى وَلَيْسَ لاَحَدٍ عِنْدِىْ مَظْلِمَةٌ .

৩৪১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি এসে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি দ্রব্য-মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন ঃ বরং আমি দু'আ করব। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বলে ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ ! আপনি জিনিসের দর নির্ধারণ করে দিন। তিনি বলেন ঃ বরং আল্লাহ্-ই জিনিসের দর বাড়ান-কমান । আর আমি এরূপ ইচ্ছা করি যে,

আমি মহান আল্লাহ্‌র সংগে এমন অবস্থায় মিলিত হই, যাতে কারো আমার জুলুমের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকবে না।

٣٤١٥ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ وَّقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَاِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ يُطَالِبُنِىْ بِمَظْلِمَةٍ فِىْ دَمٍ وَّلاَ مَالٍ .

৩৪১৫. 'উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা লোকেরা এরূপ অভিযোগ করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! দ্রব্য-মুল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আপনি আমাদের জন্য তার মুল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্-ই দ্রব্য-মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, তিনি তা বৃদ্ধি করেন এবং কমান, আর তিনিই রিয্ক প্রদান করেন। বস্তুত আমি এরূপ আশা করি যে, আমি আল্লাহ্‌র সংগে এমন অবস্থায় মিলিত হই, যাতে তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে কোন খুনের বা মালের দাবীদার হবে না।

٣٤٤. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ الْغَشِّ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া নিষিদ্ধ

٣٤١٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يَّبِيْعُ طَعَامًا فَسَاَلَهُ كَيْفَ تَبِيْعُ فَاَخْبَرَهُ فَاُوْحِىَ اِلَيْهِ اَنْ اَدْخِلْ يَدَكَ فِيْهِ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَاِذَا هُوَ مَبْلُوْلٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ.

৩৪১৬. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যে খাদ্য-শস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কিরূপে বিক্রি করছো ? তখন সে ব্যক্তি তা বর্ণনা করে । ইত্যবসরে তাঁর প্রতি এমন ওয়াহী নাযিল হয় যে, আপনি আপনার হাত ঐ খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, তার ভিতরের অংশ ভিজা। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে খাদ্য-দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করে।

٣٤١٧ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِىٍّ عَنْ يَّحْىٰ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هٰذَا التَّفْسِيْرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا .

৩৪১৭. হাসান ইব্‌ন সাব্বাহ (র.)....ইয়াহইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সুফ্‌য়ান এরূপ ব্যাখ্যা অপসন্দ করতেন যে, 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়, বরং সে আমাদের মত নয়।

٣٤٥. بَابُ فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা -বিক্রেতার ইখতিয়ার সম্পর্কে

٣٤١٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهٖ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ٠

৩৪১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র.)....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ে ততক্ষণ ইখতিয়ার থাকে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার শর্ত থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা।

٣٤١٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ اخْتَرْ ٠

৩৪১৯. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)....ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করে বলেন ঃ অথবা তাদের একজন অপরজনকে এরূপ বলবে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের কাজটি শেষ করে ফেল।

٣٤٢٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَّلاَ يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهٗ خَشْيَةَ اَنْ يَّسْتَقِيْلَهٗ ٠

৩৪২০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....'আমর ইব্‌ন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উক্ত ব্যাপারে ইখ্‌তিয়ার থাকবে। তবে যদি কোন শর্ত সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, তবে ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে। ক্রেতা বা বিক্রেতার এরূপ করা উচিত হবে না যে, বিক্রীত বস্তু ফেরত দিতে হবে এ ভয়ে একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুত চলে যাবে।

٣٤٢١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْوَضِيِّ قَالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَّنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَّنَا فَرَسًا بِغُلاَمٍ ثُمَّ اَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا فَلَمَّا

اَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيْلُ قَامَ اِلَى فَرَسِهِ يُسَرِّجُهُ فَنَدِمَ فَاَتَى الرَّجُلُ وَاَخَذَهُ بِالْبَيْعِ فَاَبَى الرَّجُلُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلَيْهِ فَقَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اَبُوْ بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيَا اَبَا بَرْزَةَ فِيْ نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالاَ لَهُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ اَتَرْضَيَانِ اَنْ اَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَ جَمِيْلُ اَنَّهُ قَالَ مَا اَرٰكُمَا افْتَرَقْتُمَا ٠

৩৪২১. মুসাদ্দাদ (র.)....আবুল ওয়াযী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা কোন এক জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এ সময় আমাদের জনৈক সাথী একটি গোলামের বিনিময়ে একটি ঘোড়া ক্রয় করে। এরপর ক্রেতা-বিক্রেতা সেখানে সমস্ত দিন অবস্থান করে। পরদিন সকালে যখন যাত্রার সময় উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি ঘোড়া ক্রয় করেছিল, সে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধতে শুরু করে। তখন বিক্রেতা লজ্জিত অবস্থায় তার নিকট উপস্থিত হয়ে ঘোড়াটি ফেরত চাইলে সে তা ফেরত দিতে অস্বীকার করে । তখন সে ব্যক্তি বলেঃ নবী ﷺ -এর সাহাবী আবূ বারযা (রা.) আমার ও তোমার মধ্যকার ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করে দেবেন। তখন তারা উভয়ে সৈন্যদলের শেষ মাথায় আবূ বারযা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা উভয়ে এতে রাযী আছ কি যে, আমি তোমাদের ব্যাপারটি সেরূপে ফয়সালা করে দেই, যেরূপে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফয়সালা করতেন ? রাসূলুল্লাহ (স,) বলেছেন ঃ ক্রেতা- বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকবে। রাবী হিশাম ইব্ন হাস্সান (র.) বলেন ঃ জামিল (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বারযা (রা.) এও বলেনঃ আমি দেখছি তোমরা এখনও বিচ্ছিন্ন হওনি।

٣٤٢٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ اَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ كَانَ اَبُوْ زُرْعَةَ اِذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ خَيِّرْنِيْ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ اِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ ٠

৩৪২২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র.)....ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব (রা.) বলেন, আবূ বারযা (রা.) যখন কারো সংগে ক্রয়-বিক্রয় করতেন, তখন তিনি তাকে ইখতিয়ার দিয়ে বলতেন ঃ তুমিও আমাকে ইখতিয়ার প্রদান কর। এরপর তিনি বলতেন ঃ আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা রাফি হওয়ার আগে পৃথক হওয়া উচিত নয়।

٣٤٢٣ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ

بَيْعِهِمَا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَحَمَّادٌ وَّاَمَّا هَمَّاءٌ فَقَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اَوْ يَخْتَارَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ٠

৩৪২৩. আবূ ওয়ালীদ (র.)..... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার থাকে। যদি তারা সততার সাথে তা সম্পন্ন করে এবং বিক্রীত মালের দোষ-গুণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তবে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের উভয়ের বরকত হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা তা গোপন করে এবং মিথ্যা বলে, তবে তাদের বেচা-কেনার বরকত দূর হয়ে যাবে । ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন, রাবী সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া এবং হাম্মাদ(র.) বলেন ঃ যতক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হয়, অথবা ইখতিয়ারের কোন শর্ত নির্ধারণ না করে। তিনি ﷺ তিনবার এরূপ বলেন।

٣٤٦. بَابُ فِىْ فَضْلِ الْاَقَالَةِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রেতার চাহিদা মত বিক্রীত দ্রব্য স্বেচ্ছায় ফেরত দেওয়ার মর্যাদা সম্পর্কে

٣٤٢٤ . حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ نَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا اَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ ٠

৩৪২৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র.).. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সাথে ইকালা[১] করে, আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

٣٤٧. بَابُ فِىْ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ একই সাথে দুটি বেচাকেনা করা

٣٤٢٥ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِىْ بَيْعَةٍ فَلَهُ اَوْكَسُهُمَا اَوِ الرِّبٰى ٠

---

১. যদি কেউ কোন জিনিস বিক্রি করে, এরপর কোন কারণবসতঃ বিক্রেতা তা ফেরত চায় এবং ক্রেতা তা খুশী মনে ফেরত দেয়। এ ধরনের বেচাকেনাকে ইকালা বলা হয়। (অনুবাদক)

৩৪২৫. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একই সাথে দু'টি বেচা-কেনা করে, তার উচিত কম মূল্যের বিক্রিটি কার্যকরী করা,অ্যথায় তা সূদ হবে।[১]

٣٤٨. بَابُ فِى النَّهْىِ عَنِ الْعِيْنَةِ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈনা[২] বিক্রি নিষিদ্ধ

٣٤٢٦ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ح وَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِىُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْىَ الْبُرُنُسِىُّ اَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اِسْحَاقَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُرَاسَنِىِّ اَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ فَاَخَذْتُمْ اَذنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذِلاًّ لاَّيَنْزِعُهُ حَتّٰى تَرْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْاَخْبَارُ لِجَعْفَرٍ وَّهٰذَا لَفْظُهُ ٠

৩৪২৬. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)....ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমরা ঈনা বিক্রি কর, ষাড়ের লেজ ধরে থাক এবং কৃষিকাজে লিপ্ত থাকার কারণে জিহাদ পরিত্যাগ কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উপর এমন অপমান প্রবল করে দেবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা দীনের উপর পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদের থেকে ঐ অপমান দূর করবেন না।

٣٤٩. بَابُ فِى السَّلَفِ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ অগ্রিম মূল্য নিয়ে বিক্রি করা

٣٤٢٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ

---

১. যদি কেউ বলে যে, আমি এ জিনিসটি নগদ দশ টাকায় এবং বাকীতে পনের টাকায় বিক্রি করছি। এ সময় ক্রেতার উচিত হবে দশ টাকা মূল্যের বিক্রয় সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা। পনের টাকা মূল্যের বিক্রয় সিদ্ধান্তটি সূদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

২. যদি কেউ এক মাসের জন্য দশ টাকায় কোন জিনিস বিক্রি করে এবং মাস শেষ হওয়ার পর বিক্রেতা তা আট টাকায় কিনে নেয়, এরূপ বিক্রিকে 'ঈনা বলা হয়। এরূপ করা নিষিদ্ধ। (অনুবাদক)

فِى الثَّمَرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلٰثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ ٠

৩৪২৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানকার লোকেরা এক, দুই এবং তিন বছরের জন্য খেজুর অগ্রিম বিক্রি করতেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যারা খেজুর অগ্রিম বিক্রি করবে, তাদের উচিত হবে আগে থেকেই পরিমাপ যন্ত্র, ওযন ও সময় নির্ধারিত করে নেওয়া।

٣٤٢٨ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ اَوْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ وَّاَبُوْ بُرْدَةَ فِى السَّلَفِ فَبَعَثُوْنِىْ اِلَى ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ اِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ زَادَ ابْنُ كَثِيْرٍ اِلٰى قَوْمٍ مَّا هُوَ عِنْدَهُمْ ثُمَّ اتَّفَقَا وَسَاَلْتُ ابْنَ اَبْزٰى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ٠

৩৪২৮. হাফ্স ইব্ন উমার (রা.)... মুহাম্মদ অথবা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুজালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ এবং আবূ বুরদা (রা.)-এর মধ্যে অগ্রিম বিক্রি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তখন তাঁরা আমাকে ইব্ন আবূ আওফা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় এবং আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর সময় গম, যব, খেজুর এবং কিসমিস অগ্রিম বিক্রি করতাম।
রাবী ইব্ন কাছীর (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, অগ্রিম বিক্রি এমন লোকদের সাথে করা হতো, যাদের কাছে এ ধরনের ফল থাকতো না। এরপর আমি ইব্ন আব্যা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ও এরূপ বলেন।

٣٤٢٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْىٰ وَابْنُ مَهْدِىٍّ قَالاَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ الْمُجَالِدِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ مَّا هُوَ عِنْدَهُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّوَابُ ابْنُ اَبِى الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ اَخْطَاَفِيْهِ٠

৩৪২৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইব্ন আবূ মুজালিফ (রা.) হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, আমরা এমন লোকদের সাথে অগ্রিম বিক্রি করতাম, যাদের কাছে এ ধরনের ফল থাকতো না।

٣٤٣٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ غَنِيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْاَسْلَمِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الشَّامَ فَكَانَ

يَاتِيْنَا اَنْبَاطٌ مِّنْ اَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِمُهُمْ فِى الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَّعْلُوْمًا وَّاَجَلاً مَّعْلُوْمًا فَقِيْلَ لَهُ مِمَّنْ لَّهُ ذٰلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْاَلُهُمْ ٠

৩৪৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে শামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। এ সময় সেখানকার কৃষকেরা আমাদের নিকট আসতো এবং আমরা তাদের নিকট হতে গম এবং তেল নির্দিষ্ট মূল্যে এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য অগ্রিম খরিদ করতাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যাদের নিকট এ ধরনের মাল থাকতো, আপনারা কি কেবল তাদের সাথে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতেন? তখন তিনি বলেন ঃ আমরা তো তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করতাম না।

٣٥٠. بَابُ فِى السَّلَمِ فِىْ ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বিশেষ কোন ফলের অগ্রিম বিক্রি সম্পর্কে

٣٤٣١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ رَّجُلٍ نَّجْرَانِىٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَلَفَ رَجُلاً فِىْ نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بِمَا تَسْتَحِلُّ مَا لَهُ اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ تَسْتَلِفُوْا فِى النَّخْلِ حَتّٰى يَبْدُ وَصَلاَحَهُ ٠

৩৪৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)... ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিশেষ একটি গাছের ফলের উপর অগ্রিম বিক্রি নির্ধারণ করে। ঘটনা-ক্রমে সে বছর সে গাছে কোন ফল ধরেনি। তখন তারা উভয়ে ব্যাপারটি নবী ﷺ -এর নিকট পেশ করে। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি কিসের বিনিময়ে তার মাল গ্রহণ করছো? তুমি তার মাল ফিরিয়ে দাও। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা বিশেষ কোন গাছের ফল ততক্ষণ অগ্রিম বিক্রি করবে না, যতক্ষণ না তা পরিপক্ব হয়।

٣٥١. بَابُ فِى السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُ

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ অগ্রিম বিক্রীত দ্রব্য হস্তান্তরিত না হওয়া সম্পর্কে

٣٤٣٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْ بَدْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدٍ يَّعْنِى الطَّائِىَّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْئٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهٖ ٠

৩৪৩২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দ্রব্য অগ্রিম বিক্রি করবে, সে তা আর কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না।

٣٥٢. بَابُ فِيْ وَضْعِ الْجَائِحَةِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ দৈব-দুর্বিপাকে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে

٣٤٣٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلاَّ ذٰلِكَ .

৩৪৩৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় কয়েকটি গাছের ফল ক্রয় করেছিল, যা দৈব-দুর্বিপাকে বিনষ্ট হওয়ায় লোকটি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা তাকে সাদাকা প্রদান কর। তখন লোকেরা তাকে দান-সাদাকা প্রদান করা সত্ত্বেও তার ঋণ অপরিশোধিত থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি এখন যা পেয়েছ তা গ্রহণ কর, বর্তমানে আর কিছুই পাবে না।

٣٤٣٤ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَعْنٰى اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَاخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَاخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

৩৪৩৪. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে কোন ফল বিক্রি কর এবং তা দৈব-দুর্বিপাকে বিনষ্ট হয়ে যায়, এমতাবস্থায় তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করা তোমার জন্য হালাল নয়। বস্তুত তুমি কিভাবে তোমার ভাইয়ের মাল অ্যায়ভাবে গ্রহণ করবে ?

٣٥٣. بَابُ فِىْ تَفْسِيْرِ الْجَائِحَةِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ দৈব-দুর্বিপাকের ব্যাখ্যা প্রসংগে

٣٤٣٥ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ وَبَرَدٍ اَوْ جَرَادٍ اَوْ رِيْحٍ اَوْ حَرِيْقٍ ·

৩৪৩৫. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.)....আতা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দৈব-দুর্বিপাক ঐ সব ঘটনা, যার ফলে প্রকাশ্য ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন– অতিবৃষ্টি, তুষারপাত, পঙ্গপালের আক্রমণ, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বা অগ্নিকান্ড।

٣٤٣٦ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ يَحْىَ ابْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ قَالَ لاَ جَائِحَةَ فِيْمَا اُصِيْبَ دُوْنَ ثُلُثِ رَاسِ الْمَالِ قَالَ يَحْىَ وَذٰلِكَ فِىْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ ·

৩৪৩৬. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.)....ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যদি তিন ভাগের চাইতে কম মালের উপর দৈব-দুর্বিপাক আসে, তবে একে বিপদ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। ইয়াহ্‌ইয়া বলেন ঃ এটাই মুসলমানদের নিয়ম।

٣٥٤. بَابُ فِىْ مَنْعِ الْمَاءِ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পানি বন্ধ করা সম্পর্কে

٣٤٣٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَءُ ·

৩৪৩৭. উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অতিরিক্ত পানি থেকে কাউকে নিষেধ করা যাবে না, যাতে ঘাস বেঁচে থাকে।[১]

٣٤٣٨ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيْلِ

১. জাহিলী যুগে আরবের কিছু লোকের নিয়ম এরূপ ছিল যে, তারা নিজেদের পশুদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে গর্ত, কুপ বা পুকুর খনন করতো, কিন্তু অন্যদের পশু যেখানে আসতে দিত না। কেননা, পশু যদি পানি পান না করতে পারে, তবে লোকেরা তাদের পশু চরাবার জন্য সেখানে আসবে না। ফলে, সেখানকার ঘাস বোঁচে যাবে এবং তাদের পশু তা খেতে পারেবে। নবী (সা) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। (অনবাদক)

فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ يَعْنِى كَاذِبًا وَّرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا فَاِنْ اَعْطَاهُ وَفٰى لَهُ وَاِنْ لَّمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ ٠

৩৪৩৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি এমন, যাদের সাথে মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। (১) এমন ব্যক্তি, যার কাছে তার প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানি আছে, কিন্তু সে মুসাফিরকে সে পানি পান করতে নিষেধ করে; (২) এমন ব্যক্তি, যে আসরের সালাতের পর তার মাল বিক্রির জন্য মিথ্যা কসম করে এবং (৩) এমন ব্যক্তি, যে কোন ইমামের নিকট বায়আত করে, এরপর ইমাম যদি তাকে কিছু প্রদান করে, তখন সে বায়'আতের উপর স্থির থাকে । পক্ষান্তরে ইমাম যদি তাকে কিছু না দেয়, তখন সে তার আনুগত্য করে না।

٣٤٣٩ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَقَالَ فِى السِّلْعَةِ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىْ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْاٰخَرُ وَاَخَذَهَا ٠

৩৪৩৯. 'উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....আ'মাশ (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে একই অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর মালের উপর কসম খাওয়ার অর্থ হলো এরূপ বলা ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! অমুক ব্যক্তি এ মাল এত টাকায় খরিদ করতে চেয়েছিল। এ কথা শুনে ক্রেতা ব্যক্তি তা সত্য মনে করে এবং কিনে নেয়।

٣٤٤٠ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُوْرٍ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِمْرَاَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتِ اسْتَاذَنَ اَبِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيْصِهٖ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَّكَ ٠

৩৪৪০. 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র.)....বুহায়সা (র.) থেকেন বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমার পিতা নবী ﷺ -এর অনুমতি নিয়ে তাঁর জামার অভ্যন্তরে মুখ ঢুকিয়ে তাঁর দেহ মুবারক চুম্বন করেন এবং তাঁর শরীরের সংগে মিশে যান। এ সময় তিনি বলেন ঃ ইয়া নাবিয়াল্লাহ্! এমন কোন বস্তু আছে যা দিতে নিষেধ করা যায় না ? তিনি বলেন ঃ পানি। এরপর তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! এমন কোন জিনিস আছে, যা না দেওয়া বৈধ নয়? তিনি বলেন ঃ লবণ। এরপর তিনি

জিজ্ঞসা করেনঃ ইয়া নাবিয়াল্লাহ ! এমন কোন বস্তু আছে, যা থেকে আন্যকে মানা করা যায় না ? তখন তিনি বলেন ঃ তুমি যত ভাল কাজ করবে, তা তোমার জন্য ততই উত্তম ।

٣٤٤١ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللُّؤْلُؤِيُّ نَا جَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانِ زَيْدِ الشَّرْعَبِيِّ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ قَرْنٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا جَرِيْرُبْنُ عُثْمَانَ نَا اَبُوْ خِدَاشٍ وَهٰذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَّجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثًا اَسْمَعُهُ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلْثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاَءِ وَالنَّارِ .

৩৪৪১. আলী ইব্ন জা'দ (র.)....নবী ﷺ -এর জনৈক মুহাজির সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, 'আমি তিনবার নবী ﷺ -এর সংগে জিহাদে অংশগ্রহণ করি। এ সময় আমি তাঁকে এরূপ বলতে শুনি ঃ প্রত্যেক মুসলমান তিনটি জিনিসে শরীক; যথা– ঘাস, পানি, এবং আগুনে।

٣٥٥. بَابُ فِيْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা

٣٤٤٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ .

৩৪৪২. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....ইয়াস ইব্ন 'আবদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٣٥٦. بَابُ فِيْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিড়াল বিক্রির মূল্য সম্পর্কে

٣٤٤٣ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ وَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالاَ ثَنَا عِيْسٰى وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اَخْبَرَنَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ .

৩৪৪৩. ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কুকুর এবং বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٤٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا عَمْرُو بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ .

৩৪৪৪. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বিড়ালের মূল্য গ্রহন করতে নিষেধ করেছেন।

٣٥٧. بَابٌ فِيْ اَثْمَانِ الْكِلاَبِ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের মুল্য গ্রহণ সম্পর্কে

٣٤٤٥ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

৩৪৪৫. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.) আবূ মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে, যিনাকারী স্ত্রীলোকের যিনার উপার্জন গ্রহণ করতে এবং গণকবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٤٦ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَاِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلاَ كَفَّهُ تُرَابًا .

৩৪৪৬. রাবী ইব্‌ন নাফি' (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি কেউ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে আসে, তবে তার হাতের মুঠো মাটি দিয়ে ভরে দেবে।

٣٤٤٧ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ عَوْنُ بْنُ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

৩৪৪৭. আবূ ওয়ালীদ (র.)....'আওন ইব্‌ন আবূ হুযায়ফা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ।[১]

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট শিকারী কুকুরের মূল্য গ্রহণ করা জাইয। ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে, এ নিষেধাজ্ঞা ততদিন বলবৎ ছিল, যতদিন কুকুর হত্যার বিধান কার্যকরী ছিল। এরপর এ বিধান শিথিল হওয়ায় ঐ সমস্ত কুকুর, যা দিয়ে উপকার পাওয়া যায়, তার মূল্য গ্রহণ করা জাইয। (অনুবাদক)

٣٤٤٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مَعْرُوْفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِىُّ اَنَّ عَلِىَّ ابْنَ اَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِىِّ .

৩৪৪৮. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন কুকুরের মূল্য গ্রহণ, গণকবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জন এবং যিনাকার স্ত্রীলোকের যিনার উপার্জন হালাল নয়।

٣٤٨. بَابُ فِىْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মদ এবং মৃত জীব-জন্তুর মূল্য সম্পর্কে

٣٤٤٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَثَمَنَهُ .

৩৪৪৯. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মদ, এবং এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন। মৃত জীব-জন্তু এবং এর মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন এবং শূকর এবং তার মূল্য গ্রহণকে হারাম করেছেন।

٣٤٥٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَيْتَ شُحُمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهُ يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ .

৩৪৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কাতে ছিলেন, তখন আমি তাঁকে এরূপ বলতে শুনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মদ, মৃত জীব-জন্তু, শূকর এ বং মূর্তি ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করেছেন।

তখন তাঁকে বলা হয় ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আপনি তো জানেন, মৃত জীব-জন্তুর চর্বি দিয়ে নৌকাকে তৈলাক্ত করা হয় এবং চামড়াকে মসৃণ করা হয়, আর লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালায়। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ না, এসব তো হারাম-ই। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন! যখন আল্লাহ্ তাদের উপর মৃত জীব-জন্তুর চর্বি হারাম করেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে শুরু করে এবং এর মূল্য ভক্ষণ করতে থাকে।

٣٤٥١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ قَالَ كَتَبَ اِلَيَّ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ .

৩৪৫১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র.)... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র.) বলেন, আমার নিকট আতা (রা.) জাবির (রা.) থেকে এরূপ হাদীছ লিখে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাতে 'এতো হারাম' বলেন নি।

٣٤٥٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنٰى عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ بَرَكَةَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِيْ حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ بَرَكَةَ اَبِى الْوَلِيْدِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ ثَلاَثًا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا حَرَّمَ عَلٰى قَوْمٍ اَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِيْ حَدِيْثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَاَيْتُ وَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ .

৩৪৫২. মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কাবার নিকট উপবিষ্ট দেখতে পাই। তিনি বলেন ঃ এ সময় নবী ﷺ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং হেসে তিনবার বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের উপর অভিসম্পাত করুন! আল্লাহ্ তাদের জন্য মৃত জীব-জন্তুর চর্বিকে হারাম করেন, কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে। আর আল্লাহ্ যখন কোন কাওমের জন্য কোন জিনিস ভক্ষণ করাকে হারাম করেন, তখন তাদের জন্য তার মূল্য গ্রহণ ও ভক্ষণ করা হারাম হয়ে যায়।

রাবী খালিদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ হতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাতে এর উল্লেখ নেই যে, আমি নবী ﷺ -কে কাবার নিকট উপবিষ্ট দেখেছিলাম। বরং তাতে উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ্ ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন!

٣٤٥٣ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ وَوَكِيْعٌ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ بَيَانٍ التَّغْلَبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيْرَ .

৩৪৫৩. উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....মুগীরা ইব্‌ন শুবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করলো, সে যেন শূকরের মাংস (খাওয়ার জন্য) প্রস্তুত করলো।

٣٤٥٤ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَاشُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيٰتُ الْاَوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ .

৩৪৫৪. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন সূরা বাকারার শেষের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে উক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে আমাদের শোনান এবং বলেন ঃ মদের ব্যবসা হারাম হয়ে গেল।

٣٤٥٥ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ الْاٰيٰتُ الْاَوَاخِرُ فِى الرِّبَا .

৩৪৫৫. উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)... আ'মাশ (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো হলো সূদ হারাম হওয়া সম্পর্কীয়।

٣٤٩. بَابُ فِىْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ اَنْ يُّسْتَوْفٰى

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য-শস্য হস্তগত করার আগে তা বিক্রি করা

٣٤٥٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

৩৪৫৬. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি শস্য ক্রয় করে, তবে তার উচিত হবে--তা ঠিক মত মেপে হস্তগত করার আগে বিক্রি না করা।

٣٤٥٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَّامُرُنَا بِانْتِقَالِهٖ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ اِلٰى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَّبِيْعَهُ يَعْنِىْ جُزَافًا .

৩৪৫৭. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় খাদ্য-শস্য ক্রয় করতাম। তখন তিনি কাউকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে আমাদের সে স্থান হতে খাদ্য-শস্য আন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, যেখানে আমরা তা ক্রয় করতাম। সে খাদ্য -শস্য বিক্রি করার আগে তিনি এরূপ নির্দেশ দিতেন।

٣٤٥٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُوْنَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِاَعْلَى السُّوْقِ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ .

৩৪৫৮. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা বাজারের উঁচু স্থানে শস্যের স্তূপের উপর স্তূপ করে তা বিক্রি করতো। এর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদ্য-শস্য ক্রয়ের পর তা আ্যত্র সরিয়ে নেবার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেন।

٣٤٥٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَاعَمْرٌو عَنِ الْمُنْذِرِ عُبَيْدِ الْمَدِيْنِيِّ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ اَحَدُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

৩৪৫৯. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন ব্যক্তিকে খাদ্য -শস্য ক্রয়ের পর তা হস্তগত করার আগে ঐ খাদ্য-শস্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, যা সে মেপে বা ওযন করে ক্রয় করেছে।

٣٤٦٠ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُثْمَانُ ابْنَا اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَكْتَالَهُ زَادَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ اَلاَتَرٰى اَنَّهُمْ يَبْتَاعُوْنَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجًى .

৩৪৬০. আবূ বাকর ইব্ন শায়বা (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি খাদ্য-শস্য ক্রয় করে,তবে তা মেপে নেওয়ার আগে বিক্রি করা উচিত হবে না।

রাবী আবূ বাকর (র.) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ এরূপ নিষেআজ্ঞার কারণ কি ? তিনি বলেন ঃ তুমি কি দেখ না যে, লোকেরা আশরাফী নিয়ে বিক্রি করে, অথচ শস্য তো তার মওসুমেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

٣٤٦١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَهٰذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرٰى اَحَدُ كُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَّ اَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ ٠

৩৪৬১. মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন খাদ্য-শস্য ক্রয় করে, তখন সে যেন তা তার অধিকারে আনার আগে বিক্রি না করে।

ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন ঃ আমার মতে প্রত্যেক জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম খাদ্য-শস্য ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুমের মত। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পর তা নিজের মালিকানায় আনার আগে বিক্রি করা উচিত নয়।

٣٤٦٢ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يَبْلُغَهُ اِلٰى رَحْلِهٖ ٠

৩৪৬২. হাসান ইব্ন আলী (র.)...ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সময় লোকদের মারতে দেখেছি, যারা খাদ্য-শস্যের স্তূপ ক্রয় করে তা নিজ গৃহে নেওয়ার আগে বিক্রি করে দিত।

٣٤٦٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوْقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِيْ رَجُلٌ فَاَعْطَانِيْ بِهٖ رِبْحًا حَسَنًا فَاَرَدْتُّ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى يَدِهٖ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي ابْذِرَاعِيْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لاَتَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّٰى تَحُوْزَهٗ اِلٰى رَحْلِكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّٰى يَحُوْزَهَا التُّجَارُ اِلٰى رِحَالِهِمْ ٠

৩৪৬৩. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বাজারে গিয়ে তেল খরিদ করি। যখন ক্রয়-বিক্রয় নিষ্পন্ন হয়ে যায়, তখন আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি আসে , যে আমাকে এর মনোমত মুনাফা দিতে আগ্রহী হয়। তখন আমি তা তার কাছে বিক্রি

করতে ইচ্ছা করি । এ সময় পেছন দিক থেকে এক ব্যক্তি আমার হাত ধরলো । আমি ফিরে দেখি তিনি হলেন যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) । তখন তিনি বললেন ঃ তুমি এখান থেকে তেল খরিদ করেছ, কাজেই তুমি তা তোমার স্থানে (অধিকারে) নেওয়ার আগে বিক্রি করো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন জিনিসকে তার ক্রয়ের স্থানে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না ব্যবসায়ী তা নিজের অধিকারে নেয়।

٣٦٠. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ عِنْدَ الْبَيْعِ لاَخَلاَبَةَ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রির সময় যদি কেউ বলে ঃ এতে কোন ধোঁকাবাজি নেই

٣٤٦٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَ خِلاَبَةَ .

৩৪৬৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলে যে, লোকেরা তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ধোঁকা দেয়। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ একদা যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন এরূপ বলবে যে, এতে কোন ধোঁকাবাজি নেই তো। এরপর তিনি এরূপ করতেন।

٣٤٦٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِىُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِىُّ اَبُوْ ثَوْرٍ الْمَعْنٰى قَالَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ مُحَمَّدُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِىْ عُقْدَتِهِ ضُعْفٌ فَاَتَى اَهْلُهُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ احْجُرْ عَلٰى فُلاَنٍ فَاِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِىْ عُقْدَتِهِ ضُعْفٌ فَدَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَ اَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ ﷺ اِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِّلْبَيْعِ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلاَ خِلاَبَةَ قَالَ اَبُوْا ثَوْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ .

৩৪৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় জনৈক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করতো, কিন্তু তার জ্ঞান-বুদ্ধি কম ছিল। তখন সে ব্যক্তির পরিবারের লোকে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি অমুক ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দেন। কেননা, এ ব্যাপারে তার বুদ্ধি কম। তখন নবী ﷺ সে ব্যক্তিকে ডেকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দেন। তখন সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর সবর করতে পারি না। তখন তিনি বলেন ঃ যদি তুমি ক্রয়-বিক্রয় বাদ দিতে না পার, তবে এরূপ বলবে যে, দাম দাও, মাল নাও! এতে কোন ধোঁকাবাজি নেই।

٣٦١. بَابُ فِى الْعُرْبَانِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ অগ্রিম বায়না করা

٣٤٦٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَاتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَّذٰلِكَ فِيْمَا نَرٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ اَوْ يَتَكَارٰى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُوْلُ اُعْطِيْكَ دِيْنَارًا عَلٰى اَنِّىْ اِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ اَوِ الْكِرَاءَ فَمَا اَعْطَيْتُكَ لَكَ .

৩৪৬৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)....আমর ইব্ন শুআয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বায়না দিতে নিষেধ করেছেন।

রাবী মালিক বলেন ঃ আর তা এরূপ, যা আমরা দেখি এবং আল্লাহ্ এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত যে, 'যদি কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে অথবা একটি চতুষ্পদ জন্তু ভাড়া নেয় এবং বলে ঃ আমি তোমাকে দীনার দেব, যদি আমি ক্রয়কৃত বস্তু অথবা ভাড়া করা জন্তু পরিত্যাগ করি ও না নেই, তবে তোমাকে যা বায়না দিলাম, তা তোমার হয়ে যাবে।

٣٦٢. بَابُ فِى الرَّجُلِ يَبِيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যা নিজের কাছে নেই, তা বিক্রি করা

٣٤٦٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَاتِيْنِى الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى اَفَاَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

৩৪৬৭. মুসাদ্দাদ (র.)....হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যদি কেউ আমার কাছে উপস্থিত হয়ে এমন কিছু জিনিস ক্রয় করতে চায়, যা আমার কাছে নেই, তবে কি আমি তাকে সে জিনিস বাজার থেকে ক্রয় করে দিতে পারি? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার কাছে যা নেই, তা তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে না।

٣٤٦٨ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ حَتّٰى ذَكَرَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَّبَيْعٌ وَّلَا شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ وَّلَا رِبْحُ مَالَمْ تَضْمَنْ وَ لَا بَيْعُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ .

৩৪৬৮. যুহায়র ইব্‌ন হার্‌ব (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বাকীর শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয নয় এবং একটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিতে দু'টি শর্ত নির্ধারণ করা জাইয নয়। একইরূপে যে জিনিসের নিজে যিম্মাদার নয়, তা থেকে তার উপকার গ্রহণ করা উচিত নয় এবং ঐ জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা দুরস্ত নয়, যা তোমার কাছে মওজুদ নেই।

٣٦٣. بَابُ فِي شَرْطٍ فِيْ بَيْعٍ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শর্তারোপ করা

٣٤٦٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّانَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بِعْتُهُ يَعْنِىْ بَعِيْرَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ اِلٰى اَهْلِىْ قَالَ فِىْ اُخِرِهِ تَرَانِىْ اَنَّمَا مَا كَسْتُكَ لِاَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ ٠

৩৪৬৯. মুসাদ্দাদ (র.)... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -এর নিকট উট বিক্রি করি এবং তার পিঠে বোঝা চাপিয়ে নিজের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য শর্ত করি।

রাবী হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে শেষে বলেন ঃ নবী ﷺ আমাকে বলেন যে, তুমি কি এরূপ মনে কর যে, আমি তা ক্রয় করতে এজন্য ইতস্তত করছিলাম যে, তোমার উট আমি নিয়ে যাব। এখন তুমি তোমার উট নিয়ে যাও এবং এর মূল্যও নিয়ে নাও। বস্তুত এ দুটি তোমারই।

٣٦٤. بَابُ فِىْ عُهْدَةِ الرَّقِيْقِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ কৃতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পর্কে

٣٤٧٠ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ ٠

৩৪৭০. মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)....উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গোলাম ক্রয় করার ব্যাপারে ক্রেতার জন্য তিন দিনের ইখ্‌তিয়ার থাকে।

٣٤٧١ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ زَادَ اِنْ وُّجِدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلٰثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ اَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهٖ هٰذَا الدَّاءُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا التَّفْسِيْرُ مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ ٠

৩৪৭১. হারূন ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (র.)....কাতাদা (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি তিন দিনের মধ্যে দাস বা দাসীর মধ্যে কোন দোষ-ক্রটি দেখা যায়, তবে ক্রেতা কোন সাক্ষী পেশ করা ব্যতীত তা মালিকের নিকট ফেরত দিতে পারবে। আর যদি তিন দিনের পর কোন দোষ-ক্রটি প্রকাশ পায়, তখন ক্রেতার নিকট এর জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ চাইতে হবে, যাতে প্রমাণিত হবে যে, খরিদের সময় গোলামের মধ্যে এ দোষ-ক্রটি ছিল।
ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ ব্যাখ্যা হলো আবূ কাতাদা (রা.)-এর।

٣٦٥. بَابُ فِىْ مَنْ اشْتَرٰى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهٗ ثُمَّ وَجَدَ بِهٖ عَيْبًا

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম খরিদের পর তাকে কাজে লাগাবার পর তার মধ্যে কোন দোষ-ক্রটি পাওয়া গেলে

٣٤٧٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ٠

৩৪৭২. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গোলামের উপার্জিত পারিশ্রমিক রক্ষণাবেক্ষণকারীর প্রাপ্য।[১]

٣٤٧٣ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اُنَاسٍ شِرْكَةٌ فِىْ عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهٗ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَاَغَلَّ عَلَىَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِىْ فِىْ نَصِيْبِهٖ اِلٰى بَعْضِ الْقُضَاةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَرُدَّ الْغَلَّةَ فَاَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهٗ فَاَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهٗ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ٠

৩৪৭৩. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র.)....মাখলাদ গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং আরো কয়েকজন একটি গোলামে শরীক ছিলাম। এরপর আমি তাকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে শুরু করি এবং এ সময় আমার সাথীরা অুপস্থিত ছিল। পরে সে গোলাম আমাকে বলে ঃ আমার অ্যা শরীকরা আমার কাছ থেকে তাদের অংশ পাওয়ার জন্য ঝগড়া করছে। এরপর তারা কাযীর দরবারে মোকদ্দমা পেশ করে, যিনি আমাকে তাদের অংশ প্রদান করতে নির্দেশ দেন। অবশেষে আমি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করি।

১. অর্থাৎ গোলামের জামিনদার তার অর্জিত সম্পদের মালিক হবে। কেননা, গোলাম ক্রয়ের পর ক্রেতাই তার রক্ষণাবেক্ষণের মালিক হয়। তাই গোলামের মধ্যে কোনরূপ দোষক্রটি দেখা গেলে গোলামকে তার আসল মালিকের নিকট প্রত্যার্পণ করার সময় পর্যন্ত সে যা উপার্জণ করবে, তার হকদার হবে রক্ষণাবেক্ষণকারী মালিক। (অনুবাদক)

তখন তিনি আমার শরীকদের নিকট উপস্থিত হন এবং 'আইশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ পেশ করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোলামের উপার্জিত পারিশ্রমিক রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্য নির্ধারণ করেছেন।

٣٤٧٤ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْوَانَ نَا اَبِيْ نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَمًا فَاَقَامَ عِنْدَهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَن يُّقِيْمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّهُ اِلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلاَمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا اِسْنَادٌ لَيْسَ بِذٰلِكَ .

৩৪৭৪. ইব্রাহীম ইব্ন মারওয়ান (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে, যা তার নিকট কিছুদিন থাকার পর তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি দেখা যায়। তখন সে ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। এসময় তিনি ﷺ সে গোলামকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেন। এ সময় বিক্রেতা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ ব্যক্তি তো আমার গোলাম দ্বারা লাভবান হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ মুনাফা সে পাবে, যে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল।

٣٦٦. بَابُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيْعُ قَائِمٌ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রীত বস্তুর উপস্থিতিতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হলে

٣٤٧٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنَ فَارِسٍ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ اَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْ عُمَيْسٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اشْتَرَى الْاَشْعَثُ رَقِيْقًا مِّنْ رَّقِيْقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا فَاَرْسَلَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَيْهِ فِيْ ثَمَنِهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ اٰلاَفٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاخْتَرْ رَجُلاً يَّكُوْنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فَقَالَ الْاَشْعَثُ اَنْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ اَوْ يَتَتَارَكَانِ .

৩৪৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....মুহাম্মদ ইব্ন আশআছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আশআছ (রা.) খুমুসের (মালে গনীমতের পঞ্চমাংশ) গোলাম থেকে কয়েকটি গোলাম আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা.) হতে বিশ হাযার টাকায় খরিদ করেন। এরপর আবদুল্লাহ্ (রা.) আশআছ (রা.)-এর নিকট গোলামদের দাম আনার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। তখন আশআছ (রা.) বলেন ঃ আমি তো তাদের দশ হাযার টাকায় খরিদ করেছি। একথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা.)

বলেন ঃ তুমি আমার ও তোমার মধ্যে কাউকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিয়োগ কর। তখন আশআছ (রা.) বলেন ঃ আমার ও তোমার মধ্যের (মতানৈক্যের) ফয়সালার ভার তোমার উপর। এ সময় আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে এবং তাদের কাছে কোন সাক্ষী থাকবে না, এমতাবস্থায় মালের মালিক বা বিক্রেতার কথাই গ্রহণীয় হবে এবং তারা উভয়ে একমত হয়ে ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল সাব্যস্ত করবে।

٣٤٧٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَاهُشَيْمٌ اَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ بَاعَ مِنَ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيْقًا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ ٠

৩৪৭৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা.)-এর নিকট কয়েকটি গোলাম বিক্রি করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে– হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীছের বর্ণনায় শব্দের মধ্যে কিছু কমবেশী আছে।

٣٦٧. بَابُ فِى الشُّفْعَةِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ শুফ্আ বা শরীকী অধিকার সম্পর্কে

٣٤٧٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ اَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلَحُ اَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ فَاِنْ بَاعَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهٖ حَتّٰى يُؤْذِنَهُ ٠

৩৪৭৭. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক শরীকী জিনিসে শোফআ আছে, চাই তা ঘরবাড়ী হোক বা বাগান । শরীকী জিনিস শরীকের আমতি ছাড়া বিক্রি করা উচিত নয়। যদি কেউ শরীকী অংশ বিক্রি করে, তবে এর শরীক যতক্ষন না আনুমতি দেবে, ততক্ষণ সে এর হকদার হবে।[১]

---

১. **শুফা'** এমন হক, যা শরীক হওয়ার বা নিকটে হওয়ার কারণে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন কেউ যদি তার জমা-জমি, ঘর-বাড়ি বা অন্যকিছু বিক্রি করতে চায় এবং তার শরীক ও নিকটে বসবাসকারী কেউ থাকে, তবে বিক্রেতার উচিত হবে, এদের কাছে বিক্রির কথা বলা। যদি তারা তা ক্রয় করতে অস্বীকার করে বা অক্ষমতা প্রকাশ করে, তথা বিক্রেতা অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে। পক্ষান্তরে, বিক্রেতার যদি তার শরীক ও নিকট প্রতিবেশীকে না জানিয়ে তা অন্যত্র বিক্রি করে, তবে তারা ক্রয়কারীকে তার দেয় টাকা পরিশোধ করে দিয়ে, নিজেরা তা খরিদ করতে পারে। (অনুবাদক)

٣٤٧٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالٍ لَّمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَشُفْعَةَ .

৩৪৭৮. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক শরীকী জিনিসে শুফআ'র হক নির্ধারণ করেছেন, তবে যদি সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভিন্ন হয়, তাহলে তাতে শোফআ' নেই।

٣٤٧٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَوْ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَوْ عَنْهُمَا جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُسِمَتِ الْاَرْضُ وَحُدَّتْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهَا .

৩৪৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি জমি বন্টন হয়ে এর সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায় , তবে তাতে শুফআ'র হক থাকবে না।

٣٤٨٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيْدِ سَمِعَ اَبَا رَافِعٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهٖ .

৩৪৮০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....আবূ রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিবেশী তার নিকটবর্তী ঘরের অধিক হকদার।

٣٤٨١ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ وَالْاَرْضِ .

৩৪৮১. আবূ ওয়ালীদ (র.)...সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর ঘর বা জমির অধিক হকদার।

٣٤٨٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهٖ يَنْتَظِرُ بِهَا وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا .

৩৪৮২. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফআ'র অধিক হকদার। যদি সে উপস্থিত না থাকে, তবে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, যদি তাদের উভয়ের বাড়ীতে যাতায়াতের রাস্তা এক হয়।

٣٦٨. بَابُ فِى الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ কপর্দকহীন গরীব লোকের নিকট যদি কেউ তার মাল পায়

٣٤٨٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ ح وَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ اَلْمَعْنٰى عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَفْلَسَ فَاَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

৩৪৮৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ কোন কপর্দকহীন গরীব লোকের নিকট তার মাল পায়, তবে সে তা গ্রহণে অন্যের চাইতে অধিক হকদার ।[১]

٣٤٨٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعَهُ فَاَفْلَسَ الَّذِى ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِىْ بَاعَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَاِنْ مَّاتَ الْمُشْتَرِى فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

৩৪৮৪. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)....আবূ বাকর ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ তার মাল বিক্রি করার পর ক্রেতা হঠাৎ গরীব হয়ে যায় এবং সে বিক্রেতাকে তার মূল্য বাবদ কিছুই পরিশোধ করে না; এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার সমস্ত মাল ক্রেতার নিকট হতে ফিরিয়ে নেবে এবং এটাই তার হক। আর যদি ক্রেতা মারা যায়, তবে মালের মালিক আন্যান্য পাওনাদারদের মত হবে।

٣٤٨٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِى الْخَبَائِرِىَّ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

১. অর্থাৎ ধার-কর্জ গ্রহণের পর কোন ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে পড়ার পর ধারের দ্রব্য তার কাছে বিদ্যমান থাকলে, ধার দাতাই তা ফেরত পাবে। (অনুবাদক)

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ فَانْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَايُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا اَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ٠

৩৪৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন আওফ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি গরীব ক্রেতা বিক্রেতার মালের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে, তবে অবশিষ্ট মালের জন্য সে অ্যা পাওনাদারদের মত অংশপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ক্রেতা মারা যায়, আর তার কাছে বিক্রেতার মাল অবশিষ্ট থাকে, চাই তার কোন মূল্য আদায় করা হোক বা না হোক; এমতাবস্থায় সেও অ্যান্য পাওনাদারদের মত একজন হবে।

٣٤٨٦ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ مَالِكٍ زَادَ وَاِنْ كَانَ قَدْ قَضٰى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيْهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ مَالِكٍ اَصَحُّ ٠

৩৪৮৬. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)....আবূ বাকর ইব্ন 'আবদির রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ...। এরপর রাবী মালিকের হাদীছের বিষয়বস্তু বর্ণনা প্রসংগে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, যদি গরীব ক্রেতা বিক্রেতার মালের কিছু মূল্য পরিশোধ করে থাকে, তবে সে অবশিষ্ট মালের মালিক হবে; (এবং বিক্রেতা বাকী মালের মূল্য গ্রহণে অ্যান্য পাওনাদারদের মত হবে)।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ রাবী মালিক (র.) বর্ণিত হাদীছ অধিক সহীহ।

٣٤٨٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِيْ صَاحِبٍ لَّنَا اَفْلَسَ فَقَالَ لَاَقْضِيَانَّ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْلَسَ اَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ ٠

৩৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....'আমর ইব্ন খাল্দা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার এক গরীব সাথীর মোকদ্দমা নিয়ে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফয়সালার ন্যায় তোমাদের মাঝে সমাধান করে দেব। নবী ﷺ -এর নিয়ম হলো ঃ যদি কেউ নিঃস্ব হয়ে যায় অথবা মারা যায় এবং বিক্রেতা তার মাল হুবহু তার নিকট প্রাপ্ত হয়, তবে সে তা গ্রহণের অধিক হকদার ।

٣٦٩. بَابُ فِيْ مَنْ اَحْيٰ حَسِيْرًا

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ অক্ষম, দুর্বল পশু প্রতিপালন সম্পর্কে

٣٤٨٨ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسٰى نَا اَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُمَيْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَقَالَ عَنْ اَبَانٍ اَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَّجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَعَنْهَا اَهْلُهَا اَنْ يَّعْلِفُوْهَا فَسَيَّبُوْهَا فَاَخَذَهَا فَاَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ اَبَانٍ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَقُلْتُ عَنْ مَّنْ قَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثُ حَمَّادٍ وَّهُوَ اَبْيَنُ وَاَتَمُّ ٠

৩৪৮৮. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)....আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পশুকে খাদ্য দিতে অপারগ হয়ে তার মালিক তাকে ছেড়ে দিয়েছে, এখন এ পশুকে যে লালন-পালন করবে, সে-ই তার মালিক হবে।

রাবী আবানের হাদীছে উল্লেখ আছে যে, একদা 'উবায়দুল্লাহ্ (র.) 'আমির শা'আবী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি এ হাদীছ কার থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমি এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একাধিক সাহাবী থেকে শ্রবণ করেছি।

٣٤٨٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَاَحْيَاهَا رَجُلٌ وَّهِيَ لِمَنْ اَحْيَاهَا ٠

৩৪৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র.)....'আমির শা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন পশুকে ধ্বংসোম্মুখ অবস্থায় পরিত্যগ করে, এরপর অন্য কোন ব্যক্তি তাকে লালন-পালন করে; এমতাবস্থায় সে-ই তার মালিক হবে, যে পশুটিকে পতিপালন করে জীবিত রাখে।

٣٧٠. بَابُ فِي الرَّهْنِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধক রাখা সম্পর্কে

٣٤٩٠ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِيْ يَحْلِبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عِنْدَنَا صَحِيْحٌ ٠

৩৪৯০. হান্নাদ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দুগ্ধবতী বন্ধকী পশুর দুধ তাকে ঘাস খাওয়ানোর বিনিময়ে যে বন্ধক রাখে সে দোহন করতে পারে। একইরূপে আরোহণযোগ্য বন্ধকী পশুর উপর তাকে ঘাস খাওয়ানোর বিনিময়ে যে বন্ধক রাখে, সে আরোহণ করতে পারে।

٣٧١. بَابٌ فِيْ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সন্তানের কামাই খাওয়া

٣٤٩١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ فِيْ حَجْرِيْ يَتِيْمٌ اَفَا كُلُّ مِنْ مَّالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَطْيَبِ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ٠

৩৪৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)....'উমারা ইব্‌ন 'উমায়র (রা.) তাঁর ফুফু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি 'আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার লালন-পালনে একজন ইয়াতীম আছে, আমি কি তার মাল খেতে পারি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের জন্য উত্তম খাবার হলো তার নিজের হাতে অর্জিত খাদ্য এবং তার সন্তানের আয়ও নিজের উপার্জনের মত।

٣٤٩٢ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَلْمَعْنٰى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ حَمَّادُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ زَادَ فِيْهِ اِذَا احْتَجْمَ وَهُوَ مُنْكَرٌ ٠

৩৪৯২. 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মানুষের সন্তান তার উৎপাদিত ফসলের মত, বরং তা উত্তম উপার্জন। অতএব, তোমরা তাদের উপার্জন হতে ভক্ষণ করবে।

٣٤٩٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مِنْهَالٍ نَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَالاً وَّوَلَدًا وَّاِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ قَالَ اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ اِنَّ اَوْلاَدَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ اَوْلاَدِكُمْ ٠

৩৪৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল (র.)....'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! আমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আছে, আর আমার পিতা আমার মালের মুখাপেক্ষী। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি এবং তোমার মাল-সবই তোমার পিতার। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য উত্তম উপার্জন। কাজেই, তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জিত মাল ভক্ষণ করবে।

٣٧٢. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের কোন হারানো মাল অন্যের নিকট পাওয়া গেলে

٣٤٩٤ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ وَّجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهٖ وَيَتْبَعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ ٠

৩৪৯৪. 'আমর ইব্‌ন 'আওন (র.)....সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ তার নিজের কোন হারানো মাল অন্যের নিকট পায়, তবে সে তা পাওয়ার অধিক হকদার এবং ব্যেক্তি সে মাল খরিদ করবে, সে বিক্রেতার কাছ থেকে তার টাকা আদায় করবে।

٣٧٣. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ

৩৭৩.অনুচ্ছেদ ঃ স্বীয় অধিকারের মাল হতে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ সম্পর্কে

٣٤٩٥ . حَدَّثَنَا اَحْـمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْـرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْـدًا اُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُوْلَ الـلّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْـحٌ وَاِنَّهُ لاَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَبَنِيَّ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِـهٖ شَيْـئًا قَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَبَنِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ ٠

৩৪৯৫. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুআবিয়ার মা হিন্‌দা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আবূ সুফ্‌য়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার এবং আমার সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ দেয় না। কাজেই আমি যদি তার মাল হতে কিছু করি, (যা আমার নিকট থাকে, তবে কি আমার গুনাহ্

হবে? তিনি বলেন, তোমার এবং তোমার সন্তানদের যা একান্ত প্রয়োজন, কেবল ততটুকু মাল সদুপায়ে গ্রহণ করতে পার।

٣٤٩٦ . حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى عِيَالِهٖ مِنْ مَّالِهٖ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُنْفِقِيْ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ .

৩৪৯৬. খুশায়শ ইব্‌ন আসরাম (র.) 'আইশা (রা.)....থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হিন্‌দা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আবূ সুফ্‌য়ান একজন কৃপণ লোক, এমতাবস্থায় আমি যদি তার বিনা আনুমতিতে তার মাল হতে তার সন্তানদের জন্য খরচ করি, এতে কি আমার গুনাহ্ হবে? তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি তুমি তার সন্তানদের জন্য প্রয়োজন মত সৎভাবে খরচ কর, তবে তাতে তোমার কোন গুনাহ্ হবে না।

٣٤٩٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ نَا حُمَيْدٌ يَّعْنِى الطَّوِيْلَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ اَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ اَيْتَامٍ كَانَ وَلِيُّهُمْ فَغَالَطُوْهُ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ فَاَدَّاهَا اِلَيْهِمْ فَاَدْرَكْتُ لَهُمْ مِّنْ مَّالِهِمْ مِثْلَيْهَا قَالَ قُلْتُ اَقْبِضِ الْاَلْفَ الَّذِىْ ذَهَبُوا بِهٖ مِنْكَ قَالَ لَا حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَّنْ خَانَكَ .

৩৪৯৭. আবূ কামিল (র.)....ইউসুফ ইব্‌ন মাহিক মক্কী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে ইয়াতীমদের খরচের হিসাব লেখতাম এবং তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলেন। একবার ইয়াতীমরা তার নিকট এক হাযার দিরহামের একটি ভুল হিসাব পেশ করে, যা তিনি তাদের দিয়ে দেন। এর পর হিসাব করে আমি ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত মাল ইয়াতীমদের মালের মধ্যে পাই।

রাবী বলেন, তখন আমি তাকে বলি ঃ এখন আপনি আপনার হাযার দিরহাম গ্রহণ করুন যা ভুল হিসাবের কারণে আপনি ইয়াতীমদের দিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, না, আমি তা নেব না। কেননা, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবন করেছেন ঃ যদি কেউ তোমাদের নিকট কিছু আমানত রাখে, তবে তা আদায় করবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ তোমাদের সাথে খিয়ানত করে, তবে তোমরা তাদের সাথে খিয়ানত করবে না।

٣٧٤. بَابُ فِيْ قُبُوْلِ الْهَدَايَا
৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ হাদিয়া কবূল করা সম্পর্কে

٣٤٩٨ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ وَّعَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ مُطَرَّفٍ الرَّوَاسِيُّ قَالاَنَا عِيْسٰى هُوَ ابْنُ يُوْنُسَ ابْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ السَّبِيْعِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا ٠

৩৪৯৮. 'আলী ইব্ন বাহর (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদিয়া কবুল করতেন এবং এর বিনিময়ে তিনিও হাদিয়া প্রদান করতেন।

٣٤٩٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَايْمُ اللّٰهِ لاَ اَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا مِنَ اَحَدٍ هَدِيَّةً اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَرِيًّا اَوْ دَوْسِيًّا اَوْ ثَقَفِيًّا ٠

৩৪৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহর শপথ ! আজ হতে আমি কুরায়শ মুহাজির, আনসার ,দাওসী অথবা ছাকাফী ব্যতীত আন্য কারো নিকট হতে হাদিয়া গ্রহণ করব না।[১]

٣٧٥. بَابُ الرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ
৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ দানে প্রদত্ত বস্তু ফেরত নেওয়া

٣٥٠٠ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبَانٌ وَّهَمَّامٌ وَّشُعْبَةُ قَالُوْا نَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهٖ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهٖ قَالَ هَمَّامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ نَعْلَمُ الْقَيْءَ اِلاَّ حَرَامًا ٠

---

১. একদা জনৈক গ্রাম্য নিরক্ষর লোক নবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে হাদিয়া হিসাবে একটি উট প্রদান করে। এর বিনিময়ে তিনি তাকে ছয়টি উট দেন। এতদসত্ত্বেও সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এ নবী (সা.) উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন।

আলোচ্য হাদীছের প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, যদি কেউ অধিক প্রাপ্তি আশায় হাদিয়া দেয় এবং তা পাওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ যোগ্য নয়। যে ব্যক্তি হাদিয়া দেবে, তাকে নির্লোভ হতে হবে। এভাবে যদি কেউ হাদিয়া প্রদান করে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে, অন্যথায় নয়। (অনুবাদক)

৩৫০০. মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.)....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দানে প্রদত্ত বস্তু ফেরত নেওয়া প্রদানকারী ব্যক্তি নিজের বমি নিজে ভক্ষনকারীর সমতুল্য। রাবী আবূ কাতাদা (রা.) বলেন ঃ আমরা তো বমিকে হারাম-ই মনে করি। (কাজেই, কাউকে কিছু দান করার পর তা ফেরত নেওয়াও হারাম।)

٣٥٠١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّعْطِيَ عَطِيَّةً اَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيْهَا الاَّ الْوَاحِدَ فِيْ مَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِيْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَاكُلُ فَاذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .

৩৫০১. মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেবল পিতা তার পুত্রদের কিছু দিয়ে তা ফেরত নিতে পারে। এ ছাড়া আর কারো জন্য কোন জিনিস কাউকে দিয়ে তা ফেরত নেওয়া জাইয নয়। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ, যে কাউকে কিছু দিয়ে তা আবার ফেরত চায়, ঐ কুকুরের মত, যে পেট পুরে খাওয়ার পর বমি করে, পরে তা আবার নিজে ভক্ষণ করে।

٣٥٠٢ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ فَيَاكُلُ قَيْئَهُ فَاذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقِفْ فَلْيُعَرِّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ ثُمَّ لْيَدْفَعْ اِلَيْهِ مَاوَهَبَ .

৩৫০২. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কেউ কোন বস্তু দান করে তা আবার ফেরত নেয়, তবে তার উদাহরণ এরূপ যে, কোন কুকুর যেন বমি করে তা আবার ভক্ষণ করে। যদি কোন ব্যক্তি তার দানকৃত কোন বস্তু ফেরত নিতে ইচ্ছা করে, তখন দান-গ্রহীতা ব্যক্তি তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। যদি বিশেষ কোন কারণে দানকারী তা ফেরত চাইতে বাধ্য হয়, তখন তাকে তা ফেরত দেবে।

٣٧٦ . بَابُ فِى الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

৩৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন পূরণের জন্য হাদিয়া গ্রহণ

٣٥٠٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَخِيْـهِ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْـهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْـمًا مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا .

৩৫০৩. আহমদ ইব্ন 'আমর (র.)....আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে, পরে সে ব্যক্তি সুপারিশের জন্য তাকে কোন হাদিয়া দেয় এবং সুপারিশকারী তা গ্রহণও করে; এমতাবস্থায় হাদিয়া গ্রহণকারী যেন সুদের একটি বড় দরযার মধ্যে প্রবেশ করলো।[১]

٣٧٧. بَابُ فِى الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِى النَّحْلِ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন সন্তানকে অতিরিক্ত কিছু দান করা সম্পর্কে

٣٥٠٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَـدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا سَيَّارٌ وَّاَنَا مُغِيْـرَةُ وَنَا دَاؤُدَ عَنِ الشَّعْـبِيِّ وَاَنَا مُجَالِدٌ وَّاِسْـمٰعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْـبِيِّ عَنِ النُّعْـمَانِ بْنِ بَشِيْـرٍ قَالَ نَحَلَنِىْ اَبِىْ نَحْـلاً قَالَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نَحَلَهُ غُلاَمًا لَهُ قَالَ فَقَالَتْ لَهُ اُمِّى عُمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ اَئْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشْـهِدْهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِى النُّعْمَانَ نَحْـلاً وَّاِنَّ عُمْـرَةَ سَاَلَتنِىْ اَنْ اُشْـهِدَكَ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ اَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّهُمْ اَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتُ النُّعْـمَانَ قَالَ لاَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ هٰؤُلاَءِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا جَوْرٌ وَّقَالَ بَعْضُـهُمْ هٰذَا تَلْجِئَةٌ فَاَشْهِدْ عَلَ هٰذَا غَيْرِى قَالَ مُغِرَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ اَلَيْسَ يَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَشْـهِدْ عَلٰى هٰذَا غَيْـرِىْ وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِىْ حَدِيْثٍ اَنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ اَنْ تَعْـدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا اِنَّ لَكَ عَلَيْـهِمْ مِنَ الْحَقِّ اَنْ يَّبَرُّوْكَ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَعْضُـهُمْ وَلَدِكَ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْـبِيِّ فِيْـهِ اَلَكَ بَنُوْنَ سِوَاهُ وَقَالَ اَبُو الضُّحٰى عَنِ النُّعْـمَانِ بْنِ بَشِيْـرٍ اَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ .

১. কেননা, কোন মুসলমানকে সাহায্য করা, অথবা তার কোন কাজ করে দেওয়া অনেক ছওয়াবের কাজ। তাই, যখন সে ব্যক্তি হাদিয়া নেবে, তখন সে এ ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। অবশ্য উপরোক্ত কারণে কেউ যদি কাফিরদের থেকে **কিছু বিনিময় গ্রহণ** করে, তাতে কোন দোষ নেই। (অনুবাদক)

৩৫০৪. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে অতিরিক্ত কিছু প্রদান করেন। রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম, যিনি এ হাদীছের রাবীদের আন্যতম, বলেন ঃ নু'মানের পিতা তাকে একটি গোলাম প্রদান করেন। নু'মান (রা.) বলেন ঃ তখন আমার মাতা 'উমরা বিন্‌ত রাওহা (রা.) আমার পিতাকে বলেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে সাক্ষী বানিয়ে নিন। তখন আমার পিতা নবী ﷺ -কে সাক্ষী বানাবার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট হাযির হয়ে বলেন ঃ আমি আমার নু'মানকে কিছু প্রদান করেছি, এতে আমার স্ত্রী ' উমারা আমাকে বলে যে, আমি যেন এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী রাখি।

রাবী নু'মান বলেন, একথা শুনে তিনি ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ নু'মান ব্যতীত তোমার আর কোন পুত্র সন্তান আছে কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আরো সন্তান আছে। তিনি ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে এরূপ প্রদান করেছ, যেমন নু'মানকে দিয়েছ ? তিনি বলেন ঃ না।

এ হাদীছের কোন কোন রাবী বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী (স,) বলেন ঃ এতো জুলুম। আর কোন কোন রাবী বলেন, একথা শুনার পর নবী ﷺ বলেন, এতো নীতি বিরুদ্ধ প্ররোচনার কাজ। কাজেই, এ ব্যাপারে আমি ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী রাখ।

রাবী মুগীরা তাঁর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেন যে, তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, তোমার সব ছেলেরা নেকী ও সৌভাগ্যশালী হওয়ার ব্যাপারে সমান হোক? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি এ ব্যাপারে আমি ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী রাখ। রাবী মুজালিদ (রা.) তাঁর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ বলেন ঃ তোমার উপর তাদের (সন্তানদের) এরূপ দাবী আছে যে, তুমি তাদের সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করবে, যেমন তাদের উপর তোমার জন্য এ হক আছে যে, তারা সকলে তোমার সংগে সদাচরণ করবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) যুহ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন যে, তখন তাদের মধ্য হতে কেউ এরূপ প্রশ্ন করে যে, তারা সকলেই কি তোমার ছেলে ? আবার কেউ বলে ঃ এরা কি তোমার সন্তান?

রাবী ইব্‌ন আবূ খালিদ (র.) শা'বী (রা.) থেকে এ সম্পর্কে বলেন যে, এ ব্যতীত তোমার কি আরো সন্তান আছে ? রাবী আবূ দুহা (র.) নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেনঃ সে ছাড়া তোমার কি আরো সন্তান আছে?

٣٥٠٥ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَعْطَاهُ اَبُوْهُ غُلاَمًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذَا الْغُلاَمُ قَالَ غُلاَمِى اَعْطَانِيْهِ اَبِىْ قَالَ اَفَكُلَّ اِخْوَتِكَ اَعْطٰى كَمَا اَعْطَاكَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَارْدُدْهُ ٠

৩৫০৫. 'উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা(র.)....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর পিতা তাকে একটি গোলাম প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কাছে উক্ত গোলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ এটি আমার গোলাম, যা আমার পিতা আমাকে দিয়েছেন।

তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার পিতা তোমার সব ভাইকে কি এরূপ গোলাম দিয়েছে? আমি বলি ঃ না। তখন তিনি ﷺ বলেনঃ তাহলে তুমি এ গোলাম ফিরিয়ে দাও।

٣٥٠٦ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ ـ

৩৫০৬. সুলায়মান ইব্ন হারব (র.)....হাজিব ইব্ন মুফাযযাল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা রক্ষা করবে।

٣٥٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتِ امْرَاَةُ بَشِيْرٍ انْحَلِ ابْنِيْ غُلَامَكَ وَاَشْهِدْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَاَلَتْنِيْ اَنْ اَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامًا فَقَالَتْ لِيْ اَشْهِدْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِخْوَةٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ اَعْطَيْتَ مَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَاِنِّيْ لَا اَشْهَدُ اِلَّا عَلَى الْحَقِّ ـ

৩৫০৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বাশির (রা.)-এর স্ত্রী তাকে বলে যে, তুমি তোমার গোলামটি আমার ছেলে নু'মানকে দিয়ে দাও এবং এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার পক্ষ হতে সাক্ষী রাখ। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ অমুক ব্যক্তির কন্যা আমার কাছে এরূপ আবেদন করছে যে, আমি যেন একটি গোলাম তার ছেলেকে প্রদান করি। আর সে আমাকে এরূপও বলেছে যে, আমি যেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সাক্ষী রাখি। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তার কি আরো ভাই আছে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি সকলকে একটি করে গোলাম দিয়েছ, যেমন তাকে দিয়েছ? তিনি বলেন ঃ না। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ এরূপ করা উচিত নয়। আর আমি তো ন্যায় ছাড়া আন্যায়ের সাক্ষী হতে পারি না।

٣٧٨. بَابُ فِيْ عَطِيَّةِ الْمَرْاَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর কিছু দান করা

٣٥٠٨ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ وَّحَبِيْبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوْزُ لِاِمْرَاَةٍ اَمْرٌ فِيْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ـ

৩৫০৮. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....'আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মাল হতে কিছু দান করা জাইয নয়, যতক্ষণ না তার স্বামী তার সতীত্বের মালিক থাকে।

٣٥٠٩ . حَدَّثَنَا اَبُوْا كَامِلٍ نَا خَالِدٌ يَّعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْـرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَجُوْزُ لاِمْرَاةٍ عَطِيَّةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا ٠

৩৫০৯. আবূ কামিল (র.)....'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার মাল হতে কাউকে কিছু দেওয়া জাইয নয়।

٣٧٩. بَابُ فِى الْعُمْرٰى

৩৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ সারা জীবনের জন্য কিছু দান করা

٣٥١٠ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ ٠

৩৫১০. আবূ ওয়ালীদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সারা জীবনের জন্য কাউকে কিছু প্রদান করা জাইয।

٣٥١١ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ

৩৫১১. আবূ ওয়ালীদ (র.)....সামুরা (রা.) নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٢ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ عَنْ يَّحْيَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ الْعُمْرٰى لِمَنْ وُّهِبَتْ لَهُ ٠

৩৫১২. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সারা জীবনের জন্য প্রদত্ত জিনিস তারই হবে, যাকে তা দেওয়া হয়।

٣٥١٣ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْـلِ الْحَرَّانِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِىْ الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْمَرَ عُمْـرٰى فَهِىَ لَهُ وَلِعَقِبِهٖ يَرِثُهَا مَنْ يَّرِثُهُ مِنْ عَقِبِهٖ ٠

৩৫১৩. মুআম্মাল ইব্ন ফযল (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে সারা জীবনের জন্য কিছু দেওয়া হয়, সে তার মালিক। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী যারা হবে, তারা এর মালিক হবে।

٣٥١٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى الْحَوَارِىُّ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْدَاؤُد وَهٰكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ٠

৩৫১৪. আহমদ ইব্ন আবূ হাওরী (র.)....জাবির (রা.) নবী ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।
ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ লায়ছ ইব্ন সা'দ (র.) যুহরী (রা.) হতে, তিনি আবূ সালামা (র.) হতে, তিনি জাবির (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٠. بَابُ مَنْ قَالَ فِيْهِ وَلِعَقِبِهِ

৩৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সারা জীবনের জন্য কাউকে কিছু দেওয়ার সময় দাতা যদি পরবর্তীতে তার ওয়ারিছের কথা উল্লেখ করে

٣٥١٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نَا مَالِكٌ يَّعْنِى ابْنَ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْمَرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَاِنَّهَا لِلَّذِىْ يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ اِلَى الَّذِىْ اَعْطَاهَا لِاَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ ٠

৩৫১৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবনের জন্য কাউকে কিছু প্রদান করে বলে যে, আমি এই বস্তু সারা জীবনের জন্য এবং তোমার ওয়ারিছদের দিলাম, তবে এর মালিক সেই হবে, যাকে তা দেয়া হবে। সে বস্তু ফেরত নেওয়া যাবে না। কেননা, সে ব্যক্তি তা এভাবে প্রদান করেছে, যাতে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

٣٥١٦ . حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ نَا يَعْقُوْبُ اَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْدَاؤُد كَذٰلِكَ رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَّيَزِيْدُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَّاخْتُلِفَ عَلَى الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِىْ لَفْظِهٖ وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ ذٰلِكَ ٠

৩৫১৬. হাজ্জাজ ইব্‌ন আবূ ইয়া'কূব (র.)....ইব্‌ন শিহাব (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।
ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ 'আকীল (র.) ইব্‌ন শিহাব (রা.) হতে এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন আবী হাবীব (র.) ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِيْ اَجَازَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَاَمَّا اِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَاِنَّهَا تَرْجِعُ اِلٰى صَاحِبِهَا ٠

৩৫১৭. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকে সারা জীবনের জন্য দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দিয়েছেন, তা এরূপ যে, সে বলবে ঃ এ আমি তোমাকে এবং তোমার ওয়ারিছদের প্রদান করছি। কিন্তু যখন কেবল বলবে ঃ আমি এ বস্তু তোমাকে প্রদান করছি ততদিনের জন্য, যতদিন তুমি জীবিত থাকবে। সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর, তা তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

٣٥١٨ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تُرْقِبُوْا وَلاَ تُعْمِرُوْا فَمَنْ اَرْقَبَ شَيْئًا اَوْ اَعْمَرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ٠

৩৫১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)....জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাউকে কিছু দান করার সময় এরূপ বলবে না যে, তোমার জীবিতাবস্থায় এ তুমি ভোগ করবে। আমার মৃত্যু আগে হলে এ তোমার হবে, আর তোমার মৃত্যু হলে এ আমার নিকট ফিরে আসবে। অথবা এ আমি তোমাকে তোমার জীবিতাবস্থার জন্য দান করলাম। এরূপ বলে যে ব্যক্তি কোন জিনিস কোন ব্যক্তিকে প্রদান করে, তখন তা তার ওয়ারিছদের জন্য হয়ে যায়।

٣٥١٩ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ يَّعْنِيْ ابْنَ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اِمْرَاَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيْقَةً مِّنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا اِنَّمَا اَعْطَيْتُهَا اِيَّهَا حَيَاتَهَا وَلَهُ اِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا قَالَ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا قَالَ ذٰلِكَ اَبْعَدُ لَكَ ٠

৩৫১৯. উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক আনসার রমণীর ব্যাপারে ফয়সালা করেন, যার পুত্র তাকে

একটি খেজুরের বাগান প্রদান করেছিল। সে মহিলার মৃত্যুর পর তার ছেলে বলে ঃ আমি তো এ বাগান তাঁর জীবিত থাকাকালীন সময়ের জন্য দিয়েছিলাম; আর সে ব্যক্তির আরো ভাই ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ এ বাগানটি সে মহিলার, তার জীবিত থাকা এবং মারা যাওয়া, উভয় অবস্থায়। তখন সে (ছেলে) বলে ঃ আমি তাকে এটি সাদাকা স্বরূপ দিয়েছিলাম। নবী ﷺ বলেন ঃ এখন এটি তোমার থেকে দূরে সরে গেছে; (অর্থাৎ তুমি আর তা ফেরত পাবে না।)

٣٨١. بَابُ فِى الرُّقْبٰى

৩৮১. অনুচ্ছেদ ঃ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কেউ মারা গেলে, জীবিত ব্যক্তি তা ভোগ করার শর্ত সাপেক্ষে কাউকে কিছু দান করা

٣٥٢٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا دَاوُدَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لاَهْلِهَا .

৩৫২০. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....জাবরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জীবদ্দশায় ভোগের জন্য প্রদত্ত জিনিস মৃত্যুর পর তার পরিবারের জন্য বৈধ হয়ে যায় এবং জীবিত থাকাকালীন সময়ের জন্য প্রদত্ত জিনিসও তার পরিবারের জন্য বৈধ হয়ে যায়, যাকে তা প্রদান করা হয়।

٣٥٢١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ قَرَاتُ عَلٰى مَعْقِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَتُرْقِبُوْا فَمَنْ اَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيْلُهُ .

৩৫২১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার সারা জীবনের জন্য কিছু প্রদান করে, তবে তা সে ব্যক্তির হয়ে যায়। তার জীবিত থাকাবস্থায় ঐ বস্তু যেমন তার থাকে, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও থাকে। আর তোমরা রোকবার শর্ত আরোপ করবে না। কেননা, কোন ব্যক্তি যদি কাউকে সারা জীবনের জন্য কিছু দেয়, তবে তা তার-ই হয়ে যায়।

٣٥٢٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْعُمْرٰى اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَلَكَ مَاعِشْتَ فَاذَا قَالَ ذٰلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَالرُّقْبٰى هُوَ اَنْ يَّقُوْلَ الْاِنْسَانُ هُوَ لِلْاٰخِرِ مِنِّىْ وَمِنْكَ .

২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জার্‌রা (র.)....মুজাহিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বরেন, 'উমরা বা সারা জীবনের জন্য দেওয়ার অর্থ হলো, যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে বলে যে, যতদিন তুমি জীবিত থাকবে, এটি তোমার। যখন কেউ এরূপ বলে, তখন ঐ বস্তু তার হয়ে যায় এবং পরে তার ওয়ারিছদের হয়ে যায়। আর রোকবার অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে বলে যে, যদি আমার পরে তোমার মৃত্যু হয়, তবে এ জিনিস তোমার; আন্যথায় আমি তা ফিরিয়ে নেব।

٣٨٢. بَابُ فِيْ تَضْمِيْنِ الْعَارِيَةِ

৩৮২. অনুচ্ছেদ ঃ ধার হিসাবে গৃহীত বস্তুর ক্ষতিপূরণের যিম্মাদারী

٣٥٢٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍنَا يَحْيٰ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّمُرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا اَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ ثُمَّ اِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ اَمِيْنُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ .

৩৫২৩. মুসাদ্দাদ (র.)...সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হাত দিয়ে গৃহীত বস্তুর যিম্মাদারী ততক্ষন থাকবে, যতক্ষণ না তা আদায় করা হবে। এর রাবী হাসান হাদীছটি ভুলে যান এবং পরে বলেন ঃ যাকে তুমি কিছু প্রদান করবে, সে তার আমানতদার হবে। (আর যদি তা অনিচ্ছা সত্ত্বে নষ্ট হয়ে যায়), তবে এতে তার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

٣٥٢٤ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّسَلَمَةُ بْنُ شُبَيْبٍ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ اَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لاَبَلْ عَارِيَةٌ مَّضْمُوْنَةٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذِهِ رِوَايَةُ يَزِيْدَ بِبَغْدَادَ وَفِيْ رِوَايَتِهِ بِوَاسِطَ تَغَيُّرٌ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا .

৩৫২৪. হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....উমাইয়্যা ইব্‌ন সাফওয়ান (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট হতে হুনায়নের যুদ্ধের সময় কয়েকটি লৌহবর্ম ধার হিসাবে গ্রহণ করেন। তখন সাফ্‌ওয়ান জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি কি এ জোর পূর্বক নিতেছেন ? তিনি ﷺ বলেন ঃ না, বরং ধার হিসাবে নিচ্ছি, এর কোন ক্ষতি হলে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

٣٥٢٥ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اُنَاسٍ مِّنْ اٰلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ صَفْوَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ قَالَ

عَارِيَةً اَمْ غَصْبًا قَالَ لاَ بَلْ عَارِيَةً فَاَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِيْنَ اِلَى الْاَرْبَعِيْنَ دِرْعًا وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُنَيْنًا فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ جُمِعَتْ دُرُوْعُ صَفْوَانَ فَفُقِدَ مِنْهَا اَدْرَاعُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَفْوَانَ اِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ اَدْرَاعِكَ اَدْرَاعًا فَهَل نَغْرَمُ لَكَ قَالَ لاَيَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَنَّ فِيْ قَلْبِى الْيَوْمَ مَالَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ٠

৩৫২৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাফ্ওয়ান (রা.)-এ বংশধরদের কেউ বলেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে সাফ্ওয়ান! তোমার কাছে কি কোন অস্ত্র-শস্ত্র আছে ? সে জিজ্ঞাসা করে ঃ আপনি কি তা জোর পূর্বক নিতে চান, না আর হিসাবে? তিনি ﷺ বলেন ঃ না, বরং ধার হিসাবে নিতে চাই। তখন সাফ্ওয়ান তাঁকে ত্রিশ থেকে চল্লিশটি লৌহবর্ম ধার হিসাবে প্রদান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধে গমন করেন। এ যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হওয়ার পর সাফ্ওয়ানের লৌহবর্মগুলো একত্রিত করে দেখা যায় যে, কয়েকটি লৌহবর্ম হারিয়ে গেছে। তখন নবী ﷺ সাফ্ওয়ানকে বলেন ঃ তোমার কয়েকটি বর্ম হারিয়ে গেছে, আমরা কি তোমাকে এর ক্ষতিপূরণ দেব? সে বলে না, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! কেননা, আজ আমার মনের অবস্থা যেমন, সেদিন তেমন ছিল না।

٣٥٢٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ نَّاسٍ مِنْ اٰلِ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ٠

৩৫২৬. মুসাদ্দাদ (র.)....সাফ্ওয়ান (রা.)-এর বংশধরদের কেউ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ নবী ﷺ আর হিসাবে লৌহবর্ম গ্রহণ করেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٥٢٢٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ نَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَّلاَتُنْفِقُ الْمَرْاَةُ شَيْئًا مِّنْ بَيْتِهَا اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذٰلِكَ اَفْضَلُ اَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَّ الْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ وَّالدَّيْنُ مُقْضًى وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ ٠

৩৫২৭. 'আব্দুল ওয়াহাব (র.).... আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হকদার ব্যক্তিকে পূর্ণ হক প্রদান করেছেন। কাজেই এখন ওয়ারিছদের জন্য ওসীয়ত করা ঠিক নয়। কোন স্ত্রী যেন তার ঘরের কোন

জিনিস, তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে খরচ না করে। তখন তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ খাদ্য-দ্রব্যও নয় কি? তিনি বলেন ঃ খাদ্য-দ্রব্যই তো আমাদের মালের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ ধার হিসাবে যা গ্রহণ করা হয়, তা পরিশোধ করতে হবে। দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান করা শেষ হলে তা ফেরত দিতে হবে, দেনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে এবং কেউ যদি কোন জিনিসের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

٣٥٢٨ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَتْكَ رُسُلِيْ فَاَعْطِهِمْ ثَلٰثِيْنَ دِرْعًا وَّثَلٰثِيْنَ بَعِيْرًا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَارِيَةٌ مَّضْمُوْنَةٌ اَوْعَارِيَةٌ مُّؤَدَّاةٌ قَالَ بَلْ مُؤَدَّاةٌ ·

৩৫২৮. ইবরাহীম (র.)....সাফ্ওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ যখন আমার দূত তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাকে ত্রিশটি বর্ম এবং ত্রিশটি উট প্রদান করবে। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি কি এরূপ ধার চাচ্ছেন, যার ক্ষতিপূরণ দেবেন, অথবা এরূপ আর, যা মালিককে পরে ফেরত দেবেন? তিনি ﷺ বলেনঃ এ ধরনের ধার, যা মালিককে আবার ফেরত দেওয়া হয়।

٣٨٣. بَابُ فِيْ مَنْ اَفْسَدَ شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلَهٗ

৩৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ কারো কোন জিনিস নষ্ট করলে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া

٣٥٢٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهٖ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ قَالَ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ اِحْدٰهُمَا اِلَى الْاُخْرٰى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ زَادَ ابْنُ الْمُثَنّٰى كُلُوْا فَاَكَلُوْا حَتّٰى جَاءَتْ قَصْعَتَهَا الَّتِيْ فِيْ بَيْتِهَا ثُمَّ رَجَعْنَا اِلٰى لَفْظِ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ قَالَ كُلُوْا وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتّٰى فَرَغُوْا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِهٖ ·

৩৫২৯. মুসাদ্দাদ (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন এক স্ত্রীর কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তখন অপর একজন উম্মুহাতুল মু'মিনীন তাঁর এক খাদিমের হাতে একটি পাত্রে কিছু খাদ্যবস্তু প্রেরণ করেন, যা তাঁর স্ত্রী হাত দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে দেন।

রাবী ইব্‌ন মুছান্না (রা.) বলেনঃ তখন নবী ﷺ ভাঙ্গা পেয়ালার দু'টি অংশ উঠিয়ে নেন এবং এর একটি অংশ অপরটির সাথে মিশ্রিত করেন এবং তার মধ্যে পতিত খাদ্য-বস্তু জমা করতে থাকেন এবং পরে বলেনঃ তোমাদের মাতা রাগান্বিত হয়েছে।

রাবী ইব্‌ন মুছান্না (রা.) আরো বলেন, এর পর নবী ﷺ বলেনঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর। তখন সকলে খেতে শুরু করে। এ সময় সে স্ত্রীর ঘর হতে ও খাবার আসে, যেখানে তিনি ﷺ অবস্থান করছিলেন। তিনি ﷺ বলেনঃ এগুলোও খাও। এরপর নবী ﷺ সে খাদিমকে বিলম্ব করতে বলেন এবং পেয়ালাটিও রেখে দেন। পরে যখন সকলের খাওয়া শেষ হয়, তখন তিনি ভাল পেয়ালাটি উক্ত খাদিমকে প্রদান করেন এবং ভাঙ্গা ফেয়ালাটি তাঁর ঘরে রেখে দেন।

٣٥٣٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ فُلَيْتٌ الْعَامِرِىُّ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَاَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا فَبَعَثَتْ بِهٖ فَاَخَذَنِىْ اَفْكَلُ فَكَسَرْتُ الْاِنَاءَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ قَالَ اِنَاءٌ مِثْلُ اِنَاءٍ وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ ٠

৩৫৩০. মুসাদ্দাদ (র.)....জাসরা বিনত দাজাজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আইশা (রা.) বলেছেনঃ আমি সাফিয়ার ন্যায় আর কাউকে উত্তম খানা পাকাতে দেখিনি। একদা তিনি খানা পাকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করেন, যাতে আমি রাগান্বিত হই এবং পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলি। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি যা করেছি, এর কাফ্‌ফারা কি? তখন তিন বলেনঃ পাত্রের বিনিময়ে এরূপ পাত্র এবং খানার বিনিময়ে এরূপ খানা।

٣٨٤. بَابُ الْمَوَاشِىْ تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

৩৮৪. অনুচ্ছেদঃ লোকজনের ফসল নষ্টকারী পশু সম্পর্কে

٣٥٣١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَاقَةً لِّلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَاَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَهْلِ الْاَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلٰى اَهْلِ الْمَوَاشِىْ حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ ٠

৩৫৩১. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....হারাম ইব্‌ন মুহায়্যাসা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা বারা' ইব্‌ন আযিব (রা.)-এর উষ্ট্রী জনৈক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে তা বিনষ্ট করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফয়সালা এরূপ করেন যে, দিনের বেলা মালের মালিক তার মালের হিফাযত করবে এবং রাতের বেলা পশুর মালিক তার পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

٣٥٣٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ لَنَا نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَافْسَدَتْ فِيْهِ فَكُلِّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقَضٰى اَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلٰى اَهْلِهَا وَاَنَّ عَلٰى اَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا اَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ .

৩৫৩২. মাহমদ ইব্‌ন খালিদ (র.)....বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তার একটি মোটা -তাজা উষ্ট্রী ছিল, যা একদা জনৈক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে তা নষ্ট করে দেয়। এরপর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পেশ করা হলে তিনি এরূপ ফয়সালা দেন ঃ দিনের বেলা বাগানের মালিক তার বাগানের হিফাযত করবে এবং রাতের বেলা পশুর মালিক তার পশুর রক্ষণা-বেক্ষণ করবে। আর রাতের বেলা যদি কারো পশু অন্যের কোন ক্ষতি করে, তবে পশুর মালিক এর ক্ষতিপূরণ দেবে।

(اٰخِرُ كِتَابُ الْبُيُوْعِ)

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্ত

كِتَابُ الْقَضَاءِ

অধ্যায় বিচার

٣٨٥. بَابُ فِىْ طَلَبِ الْقَضَاءِ !

৩৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের পদপ্রার্থী হওয়া সম্পর্কে

٣٥٣٣ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وُلِّىَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ ٠

৩৫৩৩. নাসর ইব্‌ন 'আলী (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে, তাকে যেন ছুরি ব্যতীত যবাহ্ করা হয়েছে।

٣٥٣٤ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَخْنَسِيِّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ وَالْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ ٠

৩৫৩৪. নাসর ইব্‌ন আলী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে লোকদের মধ্যে বিচারক বানানো হয়েছে, তাকে যেন ছুরি ব্যতীত যবাহ করা হয়েছে।

٣٨٦. بَابُ فِى الْقَاضِىْ يُخْطِئُ

৩৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের দোষ-ক্রটি সম্পর্কে

٣٥٣٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ السَّمْتِيُّ نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَّاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا

الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ ٠

৩৫৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাস্সান (র.)....বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিচারক তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণী জান্নাতে যাবে এবং দু'শ্রেণী জাহান্নামে যাবে। আর যে জান্নাতে যাবে সে ব্যক্তি তো এমন, যে সত্যকে জানার পর সে আনুযায়ী বিচার করবে। পক্ষান্তরে, যে বিচারক সত্যকে সত্য হিসাবে জানার পরও স্বীয় বিচারে জুলুম করবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত ভুল বিচার করবে, সেও জাহান্নামে যাবে।

٣٥٣٦ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ فَحَدَّثْتُ بِهٖ اَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ هٰكَذَا حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ٠

৩৫৩৬. উবায়দুল্লাহ্ (র.)....'আমর ইব্ন 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন বিচারক চিন্তা-ভাবনার পর সঠিক বিচার করে, তখন সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়। আর চিন্তা-ভাবনার পরও যদি ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, তখন সে এক গুণ ছওয়াব পায়।

٣٥٣٧ . حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ نَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ نَجْدَةَ عَنْ جَدِّهٖ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ اَبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهٗ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهٗ جَوْرَهٗ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهٗ عَدْلَهٗ فَلَهُ النَّارُ ٠

৩৫৩৭. 'আব্বাস আনবারী (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের খিদমত করার উদ্দেশ্যে বিচারক নিযুক্ত হয় এবং তার ন্যায়–পরায়ণতা তার জুলুমের উপর প্রাধান্য পায়, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির জুলুম তার ইনসাফের উপর অধিক হবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত হবে।

٣٥٣٨ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ اَبِيْ يَحْيَ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اَبِيْ اَبِي الزَّرْقَاءِ نَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ اِلٰى قَوْلِهٖ الْفَاسِقُوْنَ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتُ الثَّلٰثُ نَزَلَتْ فِىْ يَهُوْدَ خَاصَّةً فِى قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ ٠

৩৫৩৮. ইবরাহীম ইব্ন হামযা (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এ আয়াত ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করবে না, সে তো কাফির, যালিম এবং ফাসিক। এ তিনটি আয়াত বিশেষ রূপে বনূ কুরায়যা এবং বনূ নযীরের ইয়াহূদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়।

٣٨٧. بَابُ فِىْ طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ اِلَيْهِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক হতে চাওয়া এবং দ্রুত বিচার করা

٣٥٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَانَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ رَجَاءِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِشْرِ الْاَزْرَقِ قَالَ دَخَلَا رَجُلَانِ مِنْ اَبْوَابِ كِنْدَةَ وَاَبُوْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىُّ جَالِسٌ فِى حَلْقَةٍ فَقَالَا اَلَارَجُلٌ يُّنَفِّذُ بَيْنَنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْحَلْقَةِ اَنَا فَاَخَذَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ كَفًّا مِّنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهٖ وَقَالَ مَهْ اِنَّهٗ كَانَ يَكْرَهُ التَّسَرُّعَ اِلَى الْحُكْمِ ٠

৩৫৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.)....'আব্দুর রহমান ইব্ন বিশর আরযাক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা কিনদা গোত্রের দু ব্যক্তি একটি মোকদ্দমা নিয়ে হাযির হয়। এ সময় আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা.) হালকার মধ্যে বসে ছিলেন। তখন সে দু ব্যক্তি জিজাসা করে যে, এখানে কি এমন কেউ আছেন, যিনি আমাদের ব্যাপারটি ফয়সালা করে দিতে পারেন? তখন হালকার মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে ঃ আমি ফায়সালা করে দেব। এ সময় আবূ মাস'ঊদ (রা.) এক মুষ্টি কাঁকর নিয়ে তার প্রতি নিক্ষেপ করে বলেন ঃ অপেক্ষা কর। বস্তুত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা.) ফয়সালার ব্যাপারে জলদি করাকে খারাপ মনে করতেন।

٣٥٤٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِسْرَائِيْلُ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ بِلَالٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِّلَ اِلَيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ مَلَكًا يُّسَدِّدُهٗ ٠

৩৫৪০. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি চাকরী চাইবে এবং তা পাওয়ার জন্য লোক দিয়ে সুপারিশ করাবে, সে ব্যক্তি নিজেই নিজের যিম্মাদার হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি চাকরী চাইবে না এবং তার জন্য কাউকে দিয়ে সুপারিশও করাবে না। আল্লাহ তার সাহায্যের জন্য একজন ফেরেশতা পাঠান।

٣٥٤١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ نَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ نَّسْتَعْمِلَ اَوْلاَ نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ .

৩৫৪১. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.).... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন চাকরী চাইবে, আমরা কখনো তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করবো না ।

٣٨٨. بَابُ فِيْ كِرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ

৩৮৮. ঘুষের অপকারিতা সম্পর্কে

٣٥٤٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا بْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ .

৩৫৪২. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুষদাতা এবং গ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন।

٣٨٩. بَابُ فِيْ هَدَايَا الْعُمَّالِ

৩৮৯. কর্মচারীদের হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা সম্পর্কে

٣٥٤٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مَخِيْطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَاْتِيْ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَسْوَدُ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْبِلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَاذٰلِكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَاَنَا اَقُوْلُ ذٰلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَاتِ بِقَلِيْلِهٖ وَكَثِيْرِهٖ فَمَا اُوْتِيَ مِنْهُ اَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى .

৩৫৪৩. মুসাদ্দাদ (র.)....'আদী ইব্‌ন উমায়রা কিন্‌দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে জনগণ! তোমাদের যে কেউ-ই আমাদের কোন কাজে নিয়োজিত থাকে এবং সে আদায়কৃত জিনিস হতে সুঁচ পরিমাণ জিনিসও গোপন করে, তবে তা আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে। কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তা নিয়ে হাযির হবে। এ সময় আনসারদের মধ্য হতে জনৈক

কৃষ্ণকায় ব্যক্তি দাঁড়ালো, যাকে আমি এখনো দেখছি, এবং বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি আমার নিকট হতে আপনার দেওয়া দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নিন। তিনি জিজ্ঞাসা করেনঃ কেন? তখন সে ব্যক্তি বলে, আমি শুনেছি আপনি এ সম্পর্কে এরূপ এরূপ বলেছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন, এতে আমার আশা এই যে, আমি যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি তার উচিৎ হলো-কমবেশী যাই আদায় হোক না কেন, তা আমার কাছে হাযির করে দেবে এবং এর বিনিময়ে তাকে যা দেওয়া হবে, সে তা গ্রহণ করবে, আর তাকে যে বস্তু গ্রহণ করতে মানা করা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে।

٣٩٠. بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ

৩৯০. অনুচ্ছেদ বিচার কিরূপে করতে হবে

٣٥٤٤ . حَدَّثَنَا عَمْــرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ نَاشَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمِنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُرْسِلُنِيْ وَاَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ وَلَاعِلْمَ لِيْ بِالْقَضَاءِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِيْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَاِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَاتَقْــضِيَنَّ حَتّٰى تَسْــمَعَ مِنَ الْاٰخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْاَوَّلِ فَاِنَّهٗ اَحْــرٰى اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا اَوْ مَا شَكَكْتُ فِى قَضَاءٍ بَعْدُ .

৩৫৪৪. 'আমর ইব্‌ন আওন (র.)....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামানের কাযী নিযুক্ত করে পাঠান। তখন আমি জিজাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আপনি তো আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক মাত্র এবং বিচার করার মত কোন জ্ঞান-ই আমার নেই। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার দিলকে হিদায়াত দেবেন এবং তোমার যবানকে সঠিক রাখবেন। কাজেই যখন দু'ব্যক্তি তোমার নিকট কোন মোকদ্দমা নিয়ে আসবে, তখন তুমি ততক্ষণ কোন ফয়সালা দেবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করবে। কেননা, দু'ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পর, তাদের ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'আলী (রা.) বলেন ঃ এরপর আমি কাযী হিসাবে কর্তব্যরত থাকি এবং এ সময়ে কোন মোকদ্দমা ফয়সালার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে আপতিত হই নাই।

٣٩١. بَابُ فِيْ قَضَاءِ الْقَاضِيْ اِذَا اَخْطَأَ

৩৯১. অনুচ্ছেদ ঃ কাযীর বিচারে যদি কোন ভুল-চুক হয়

٣٥٤٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْــتَصِمُوْنَ اِلَيَّ

وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهٖ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِىَ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهٗ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ .

৩৫৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমিও একজন মানুষ, আর তোমরা তো আমার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে এসো। আর এও সম্ভব যে তোমাদের কেউ কেউ অন্যের বিরুদ্ধে স্বীয় দাবীকে উত্তমভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পার, যা শোনার পর আমি হয়তো তার পক্ষেই ফয়সালা দিয়ে দেই। এমতাবস্থায় আমি যদি কারো পক্ষে তার ভাই থেকে কিছু নেওয়ার ফয়সালা করে দেই, তখন তার উচিত হবে স্বীয় ভাই থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা। কেননা, এমতাবস্থায় আমি যেন তাকে একখণ্ড আগুনের ইব্‌নকরা দেই।

٣٥٤٦ . حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَّوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوَارِيْثَ لَمْ يَكُنْ لَّهُمَا بَيِّنَةٌ اِلاَّ دَعْوٰهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ فَبَكَى الرَّجُلاَنِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَقِّىْ لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا اِذَا فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَ .

৩৫৪৬. রাবী ইব্‌ন নাফি' (র.)....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়, যারা তাদের মীরাছের ব্যাপারে কলহ করছিল। আর তাদের উভয়ের পক্ষে তাদের দাবী ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী ছিল না। তখন নবী ﷺ উপরোক্ত হাদীছের ন্যায় হাদীছ বর্ণনা করেন, যা শুনে তারা দুজন কাঁদতে শুরু করে এবং তারা বলতে থাকে ঃ আমার হক তারই প্রাপ্য। তখন নবী ﷺ তাদের উভয়কে সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা দু'জন যা করার তা করেছ, এখন তোমরা উভয়ের মধ্যে তা বন্টন করে নাও এবং নিজের অংশ অনুযায়ী গ্রহণ কর। এরপর তারা উভয়ে দোষ স্বীকার করে এবং একজন অপর জনের কাছে ক্ষমা চায়।

٣٥٤٧ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسٰى نَا اُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِىْ مَوَارِيْثَ وَاَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ اِنِّىْ اِنَّمَا اَقْضِىْ بَيْنَكُمْ بِرَاْيِىْ فِيْمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَىَّ فِيْهِ .

৩৫৪৭. ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা.)-এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি, যিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দুব্যক্তি

মীরাছ এবং পুরাতন জিনিসের ব্যাপারে মামলা নিয়ে হাযির হয়। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাদের এ মোকদ্দমায় আমার ইচ্ছানুযায়ী ফয়সালা দেব, যার সম্পর্কে আমার উপর কোন হুকুম নাযিল হয়নি।

٣٥٤٨ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الرَّأْيَ اِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُصِيبًا لاَنَّ اللّٰهَ كَانَ يُرِيْهِ وَاِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكْلِيْفُ .

৩৫৪৮. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.)....ইব্‌ন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) মেম্বরের উপর বলেন যে, হে জনগণ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ফয়সালা সঠিক হতো। কেননা, মহান আল্লাহ্ তাঁকে সঠিক জ্ঞান দান করেছিলেন, আর আমাদের মতামত হলো ধারণাভিত্তিক এবং মেহনতের ফল মাত্র।

٣٩٢. بَابُ كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِيْ

৩৯২.অনুচ্ছেদ ঃ বাদী-বিবাদী কাযীর সামনে কিরূপে বসবে?

٣٥٤٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَ اِنْ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ .

৩৫৪৯. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ ফয়সালা দিয়েছেন যে, (বিচারের সময়) বাদী-বিবাদী উভয়েই কাযীর সামনে বসা থাকবে।

٣٩٣. بَابُ الْقَاضِيْ يَقْضِيْ وَهُوَ غَضْبَانُ

৩৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাগান্বিত অবস্থায় কাযী ফয়সালা দিলে

٣٥٥٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ .

৩৫৫০। মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)....আবূ বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি তার পুত্রকে লেখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাগান্বিত অবস্থায় কাযী যেন কোন মামলার রায় প্রদান না করে।

٣٩٤. بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ اَهْلِ الذِّمَّةِ

৩৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের[১] মধ্যে বিচার সম্পর্কে

٣٥٥١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ فَنُسِخَتْ قَالَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ .

৩৫৫১. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)..ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি ঃ

فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ .

অর্থাৎ যদি কাফিররা আপনার নিকট আসে, তবে আপনি তাদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসা করে দেবেন, অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন, পরবর্তী আয়াত ঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ .

"অর্থাৎ তুমি তাদের মধ্যকার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হুকুম মুতাবিক ফয়সালা করে দেবে,ঃ–দ্বারা রহিত হয়েছে।

٣٥٥٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيْرِ اِذَا قَتَلُوْا مِنْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ اَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَاِذَا قَتَلَ بَنُوْ قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ اَدَّوا اِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمْ .

৩৫৫২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.) ...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "যদি কাফিররা আপনার নিকট আসে, তবে আপনি তাদের মধ্যকার ঝগড়া মীমাংসা করে দেবেন, অথবা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন । আর যদি আপনি ফয়সালা করেন, তবে আপনি তাদের মাঝে ইনসাফের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়-বিচারকারীদের ভালবাসেন।

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বলেন ঃ এর আগে এরূপ নিয়ম ছিল যে, যখন বনু নযীর– কুরায়যা গোত্রের কাউকে হত্যা করতো, তখন তারা রক্তপণের অর্ধেক আদায় করতো। আর বনূ কুরায়যার কেউ বনূ নযীরের কাউকে হত্যা করলে, তখন তারা পূর্ণ রক্তপণ আদায় করতো। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দুটি গোত্রের উপর সমান-সমান রক্তপন নির্ধারণ করে দেন।

১. মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের যিম্মী বলা হয়। (অনুবাদক)

٣٩٥. بَابُ فِىْ اجْتِهَادِ الرَّأىِ فِى الْقَضَاءِ

৩৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফয়সালার ব্যাপারে ইজতিহাদ করা

٣٥٥٣ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ عَوْنٍ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ اَخِىْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ اَهْلِ حِمْصَ مِنْ اَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِىْ اِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اَقْضِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ

قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَايِىْ وَلاَ اٰلُوْ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدْرَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِمَا يَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৩৫৫৩. হাফ্স ইব্ন উমার (র.)... হিমসের কতিপয় অধিবাসী মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.)-এর সাথীদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আয (রা.) কে যখন ইয়ামনের শাসনকর্তা নিয়োগ করে প্রেরণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার কাছে যখন কোন মোকদ্দমা পেশ করা হবে, তখন তুমি কিরূপে তার ফয়সালা করবে? তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে ফয়সালা করবো। এরপর নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি আল্লাহ্র কিতাবে এর কোন সমাধান না পাও ? তখন মু'আয (রা.) বলেন ঃ তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তিনি ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ যদি তুমি রাসূলের সুন্নাতে এবং আল্লাহ্র কিতাবে এর কোন ফয়সালা না পাও ? তখন তিনি বলেন ঃ এমতাবস্থায় আমি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ শৈথিল্য করবো না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আযের বুকে হাত মেরে বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দূতকে এরূপ তাওফীক দিয়েছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

٣٥٥٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْىٰ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَوْنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَّاسٍ مِنْ اَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ بِمَعْنَاهُ .

৩৫৫৪. মুসাদ্দাদ (র.)....মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। এরপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٣٩٦. بَابُ فِي الصُّلْحِ

৩৯৬.অনুচ্ছেদ ঃ সন্ধি সম্পর্কে

٣٥٥٥ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ اَوْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ وَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ زَادَ اَحْمَدُ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ ٠

৩৫৫৫. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করা জাইয।

ইমাম আহমদ এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কিন্তু এরূপ সন্ধি যা হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে--তা বৈধ নয়।

রাবী সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের উচিত দীনের ব্যাপারে সন্ধির শর্তের উপর স্থির থাকা।

٣٥٥٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ ٠

৩৫৫৬. আহমদ ইব্ন সালিহ (র.)....কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় ইব্ন আবী হাদ্‌রাদের নিকট স্বীয় পাওনা আদায়ের জন্য মসজিদের মধ্যে তাগাদা দেন, যা তিনি তার নিকট পেতেন। এ সময় তাদের কথাবার্তা এমন প্রচণ্ডভাবে হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কানে তা পৌছে যায় এবং এ সময় তিনি তাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের সামনে বেরিয়ে আসেন এবং হুজরার পর্দা উঠিয়ে

কা'ব ইব্‌ন মালিককে আহবান করে বলেন ঃ হে কা'ব! তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আমি হাযির আছি। তখন তিনি ﷺ তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন ঃ তোমার পাওনার অর্ধেক মাফ করে দাও। কা'ব (রা.) বলেন ঃ আমি অর্ধেক মা'ফ করে দিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরপর তিনি ﷺ ইব্‌ন আবী হাদ্‌রাদ (রা.)-কে বলেন ঃ এখন উঠ এবং বাকী পাওনা আদায় করে দাও।

٣٩٧. بَابُ فِى الشَّهَادَاتِ

৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষী ও সাক্ষ্যদান সম্পর্কে

٣٥٥٧ . حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَاتِىْ بِشَهَادَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّسْاَلَهَا شَكَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَيَّتُهُمَا قَالَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ مَالِكٌ الَّذِىْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهٖ وَلاَ يَعْلَمُ بِهَا الَّذِىْ هِىَ لَهُ قَالَ الْهَمْدَانِىُّ وَيَرْفَعُهَا اِلَى السُّلْطَانِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ اَوْ يَاتِىْ بِهَا الْاِمَامَ وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ الْهَمْدَانِىِّ قَالَ بْنُ السَّرْحِ بْنَ اَبِىْ عَمْرَةَ لَمْ يَقُلْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ٠

৩৫৫৭. ইব্‌ন সারহ (র.)....খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে খবর দেব না ? আর তা হলো সে ব্যক্তি, যে জিজ্ঞাসা করার আগে হাযির হয়ে সাক্ষ্য দেয়।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, ইমাম মালিক (র.) বলেছেন ঃ এরূপ সাক্ষীর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে সাক্ষী দেয়, কিন্তু সে জানে না তার সাক্ষ্যদান কার জন্য উপকারী। (অর্থাৎ সে সত্য ও নিরপেক্ষ সাক্ষীদান করে)।

٣٩٨. بَابُ فِى الرَّجُلِ يُعِيْنُ عَلٰى خُصُوْمَةٍ مِّنْ غَيْرِ اَنْ يَّعْلَمَ اَمْرَهَا

৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃত ঘটনা না জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বাদী-বিবাদীকে সাহায্য করে

٣٥٥٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَّحْىَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَخَرَجَ اِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهٗ دُوْنَ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَقَدْ ضَادَّ اللّٰهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِىْ بَاطِلٍ وَّهُوَ يَعْلَمُهٗ

لَمْ يَزَلْ فِيْ سَخَطِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَّا لَيْسَ فِيْهِ اَسْكَنَهُ اللّٰهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ‧

৩৫৫৮. আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র.)....ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন রাশিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.)-এর অপেক্ষায় বসে ছিলাম। এ সময় তিনি আমার কাছে এসে বসেন এবং বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী হয়, সে যেন আল্লাহ্‌র সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আর যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে কোন মিথ্যা মামলা দায়ের করে, যতক্ষণ না সে তা থেকে ফিরে আসে, ততক্ষণ সে আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর এমন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, যা হতে সে পবিত্র এবং মুক্ত; এমতাবস্থায় যতক্ষণ না সে তা থেকে তাওবা করবে, ততক্ষণ সে দোযখের কাদার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে।

٣٥٥٩ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُثَنّٰى بْنُ يَزِيْدَ عَنْ مُطَرِّدٍ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَمَنْ اَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ ‧

৩৫৫৯. আলী ইব্‌ন হুমায়ন (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) নবী ﷺ থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মামলায় সাহায্য করে, সে বস্তুত আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে ফিরে যায়।

٣٩٩. بَابُ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে

٣٥٦٠ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ يَعْنِي الْعُصْفُرِيَّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْاَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَاَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ‧

৩৫৬০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)....খুরায়ম ইব্‌ন ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় শেষে দাঁড়িয়ে তিনবার বলেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র সংগে শির্‌ক সম অপরাধ। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ তোমরা মূর্তির

অপবিত্রতা হতে দূরে থাক এবং মিথ্যা বলা পরিহার কর, একমাত্র আল্লাহ্র দিকে একাগ্রচিত্তে মুখ ফিরাও তাঁর সংগে কোন কিছু শরীক না করে।

٤٠٠. بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ যার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়

٣٥٦١ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْغِمْرِ عَلٰى اَخِيْهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِاَهْلِ الْبَيْتِ وَاَجَازَ بِغَيْرِهِمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ الْغِمْرُ الْحِقْدُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الْاَجِيْرُ التَّابِعُ مِثْلُ الْاَجِيْرِ الْخَاصِّ .

৩৫৬১. হাফ্স ইব্ন উমার (র.)....আমর ইব্ন শুআয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খিয়ানতকারী পুরুষ স্ত্রীর সাক্ষ্য, স্বীয় ভ্রাতার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং চাকর-বাকর ও অধীনস্থদের সাক্ষ্য তার পরিবারের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অন্যান্য লোকদের অনুমতি দিয়েছেন।

٣٥٦٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِىُّ نَا زَيْدُ بْنُ يَحْىَ بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِىُّ قَالَ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى بِاِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَّلَا خَائِنَةٍ وَّلَازَانٍ وَّلَا زَانِيَةٍ وَّلَا ذِى غِمْرٍ عَلٰى اَخِيْهِ .

৩৫৬২. মুহাম্মদ ইব্ন খাল্ফ (র.)....সুলায়মান ইব্ন মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খিয়ানতকারী পুরুষ ও স্ত্রীর সাক্ষ্য, যিনাকার নর-নারীর সাক্ষ্য এবং স্বীয় ভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়।

٤٠١. بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِىِّ عَلٰى اَهْلِ الْاَمْصَارِ

৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্যদান

٣٥٦٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِىٍّ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ .

৩৫৬৩. আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আবূহুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ বর্ণনা করতে শোনেন যে, শহরবাসীদের উপর গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়।[১]

٤٠٢. بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ

৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান করানোর ব্যাপারে সাক্ষ্যদান

٣٥٦٤ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيْهِ صَاحِبٌ لِّىْ عَنْهُ وَاَنَا لِحَدِيْثِ صَاحِبِىْ اَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ اُمَّ يَحْىٰ بِنْتَ اَبِىْ اِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَاَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا اَرْضَعَتْنَا جَمِيْعًا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ وَقَدْ قَالَتِ مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ ·

৩৫৬৪. সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.)....ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র.) বলেন, উক্‌বা ইব্‌ন হারিছ (রা.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং আমার একজন বন্ধুও আমার নিকট উক্‌বা (রা.) হতে ঐ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আমার বন্ধুর বর্ণিত হাদীছটি আমার খুবই স্মরণ আছে।

উকবা (রা.) বলেন ঃ আমি উম্মু ইয়াহ্ইয়া বিন্‌ত আবূ ইহাব্‌কে বিয়ে করেছিলাম। এরপর কাল রংয়ের একজন মহিলা আমাদের কাছে এসে বলে ঃ আমি তোমাদের দুজনকে দুধ পান করিয়েছি। একথা শুনে আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করি। কিন্তু তিনি আমার বক্তব্যের প্রতি কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! মহিলাটি তো মিথ্যাবাদী। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তা কিরূপে জানলে ? সে যা বলার, তা তো বলেছে। সুতরাং তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ কর।[২]

٣٥٦٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ نَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصَرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلٰكِنِّىْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ اَحْفَظُ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ ·

---

১. সাধারণত ঃ গ্রামের অধিবাসীরা সহজ ও সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে ; পক্ষান্তরে, শহরের অধিবাসীরা ধূর্ত ও চালাক স্বভাবের হয়, সেজন্য তারা তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে পারে না।

অধিকন্তু গ্রাম্যলোকেরা মূর্খ ও হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে থাকে, আর শহুরেরা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, তাই গ্রাম্য মূর্খদের সাক্ষ্য শহুরেদের পক্ষে বা বিপক্ষে বৈধ নয়। (অনুবাদক)

২. আলোচ্য হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, দুগ্ধদানকারিণী মহিলার সাক্ষ্য দুধপান করানোর ব্যাপারে গ্রহণীয় হবে। শরীআতের বিধানে দুধ বোনের সাথে বিবাহ অবৈধ। অজান্তে তার সাথে বিয়ে হয়ে গেলেও তা বাতিল বলে গণ্য হবে। (অনুবাদক)

৩৫৬৫. আহমদ ইব্‌ন আবী শুআয়ব (র.)....উক্‌বা ইব্‌ন হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এটা উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে শ্রবণ করেছি। কিন্তু আমি রাবী উবায়দ (রা.) হতে যা শুনেছি, তা-ই আমার অধিক স্মরণ আছে । এরপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

٤٠٣. بَابُ شَهَادَةِ اَهْلِ الذِّمَّةِ فِى الْوَصِيَّةِ فِى السَّفَرِ

৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফরকালীন সময়ের ওসীয়ত সম্পর্কে যিম্মী কাফিরের সাক্ষ্যদান

٣٥٦٦ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا هُشَيْمٌ اَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَاقُوْقَاءَ هٰذِهِ وَلَمْ يَجِدْ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُشْهِدُهُ عَلٰى وَصِيَّةٍ فَاَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوْفَةَ فَاَتَيَا اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ فَاَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الْاَشْعَرِيُّ هٰذَا اَمْرٌ لَّمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِيْ كَانَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللّٰهِ مَا خَانَا وَلَاكَذَبَا وَلَا بَدَّ لَا وَّ لَا كَتَمَا وَلَا غَيَّرَا وَ اِنَّهَا الْوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَاَمْضٰى شَهَادَتَهُمَا .

৩৫৬৬. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র.)....শাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক মুসলিম ব্যক্তির দাকুকা নামক স্থানে মৃত্যুর সময় সেখানে অন্য কোন মুসলমান উপস্থিত ছিল না, যাকে সে ওসীয়তের সাক্ষী রেখে যেতে পারে। সুতরাং সে কিতাবধারী দু ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে যায়। এরপর তারা উভয়ে কুফায় এসে আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করে। তিনি তা শুনে বলেন ঃ এতো এমন ব্যাপার, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগেও একবার ঘটেছিল। এরপর তিনি আসরের সালাত আদায় শেষে সে দু ব্যক্তিকে ঐ কথা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা তাদের বর্ণনায় খিয়ানত করেনি, কিছু গোপন করেনি, আর না কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আর সে মৃত ব্যক্তির ওসীয়ত এই এবং তার পরিত্যক্ত মালও এসব।
তাদের এরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার পর আবূ মূসা আশআরী (রা.) তাদের সাক্ষ্যের পক্ষে ফয়সালা দেন।

٣٥٦٧ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِاَرْضٍ لَّيْسَ فِيْهِ مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامَ فِضَّةٍ مُّخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَاَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوْا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَّعَدِيٍّ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ اَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا

لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَاَنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِنَا قَالَ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ .

৩৫৬৭. হাসান ইব্‌ন আলী (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সাহ্‌ম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তামীমদারী ও আদী ইব্‌ন বাদ্‌দা' (নামক দুজন খৃস্টানের সাথে) সফরে গমন করেন। এরপর সাহ্‌ম গোত্রের লোকটি এমন স্থানে মারা যায়, যেখানে কোন মুসলমান উপস্থিত ছিল না। পরে যখন তারা দুজন (তামীমও আদী) সে ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে আসে, তখন তারা একটি রূপার গ্লাস গোপন করে, যার উপর সোনার কারুকার্য করা ছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের উভয়কে সে সম্পর্কে কসম করতে বলেন। পরে সে গ্লাসটি মক্কায় পাওয়া যায় এবং যার কাছে তা পাওয়া যায়, সে বলে ঃ আমি এটি তামীম ও আদী হতে ক্রয় করেছি। এসময় সাহ্‌মী গোত্রের দু'জন দাঁড়ায় এবং শপথ করে বলে যে, আমাদের সাক্ষ্য তো অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিক গ্রহণীয়, এ গ্লাস তো আমাদের গোত্রের লোকের। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের পরস্পরের সাক্ষ্য যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়....শেষ পর্যন্ত।

٤٠٤. بَابُ اِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ يَجُوْزُ لَهُ اَنْ يَّقْضِيَ بِهِ

৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য সত্য বলে বিশ্বাস হলে বিচারক তার সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে ফয়সালা করতে পারেন

٣٥٦٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسَ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ اَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنَ الْاَعْرَابِيِّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَاَسْرَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَشْيَ وَاَبْطَاَ الْاَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُوْنَ الْاَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَهُ فَنَادَى الْاَعْرَابِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هٰذَا الْفَرَسَ وَاِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ سَمِعَ نِدَاءَ الْاَعْرَابِيِّ فَقَالَ اَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ الْاَعْرَابِيُّ لَا وَاللّٰهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلٰى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ الْاَعْرَابِيُّ يَقُوْلُ هَلُمَّ شَهِيْدًا فَقَالَ خُزَيْمَةُ اَنَا اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَاَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَا تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِيْقِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .

৩৫৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)... উমারা ইব্‌ন খুযায়মা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাঁর চাচা তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ একজন মরুবাসী বেদুঈনের নিকট হতে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। এরপর নবী ﷺ তাকে সাথে নিয়ে রওনা দেন, যাতে তিনি সে ব্যক্তির ঘোড়ার মূল্য পরিশোধ করে দিতে পারেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্রুত গমন করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সে বেদুঈন লোকটি পথিমধ্যে দেরী করতে চাচ্ছিল। এমন সময় কিছু লোক তার নিকট উপস্থিত হয়ে ঘোড়ার দাম জিজ্ঞাসা করে; অথচ তারা জানত না যে, নবী ﷺ সেটি ক্রয় করেছেন।
তখন সে বেদুঈন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ডেকে বলে ঃ আপনি যদি এ ঘোড়া ক্রয় করতে চান, তবে ক্রয় করুন, নয়তো আমি তা অন্যত্র বিক্রি করে দিব। তখন নবী ﷺ তার আওয়ায শুনে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমি কি এ ঘোড়া তোমার নিকট থেকে ক্রয় করিনি ? তখন সে বলে ঃ না, আল্লাহ্‌র শপথ! এ সময় নবী ﷺ বলেন ঃ বিক্রি কিরূপে করনি, অথচ আমি তো তা তোমার নিকট হতে খরিদ করেছি! তখন সে বলে ঃ তা হলে আপনি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করুন। একথা শুনে খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা.) বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি তার নিকট হতে ঘোড়া খরিদ করেছেন। তখন নবী ﷺ খুযায়মাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিচ্ছ ? জবাবে খুযায়মা (রা.) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এজন্য যে, আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে মনে করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুযায়মার সাক্ষ্যকে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দেন।

٤٠٥. بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ وَالشَّاهِدِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ একটি শপথ ও একজন সাক্ষীর উপর বিচার করা

٣٥٦٩ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ قَالَ عُثْمَانُ سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَّشَاهِدٍ ۔

৩৫৬৯. উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি শপথ ও একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর মামলার বিচার নিষ্পত্তি করেন।

٣٥٧٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ بِاِسْنَادِهٖ وَ مَعْنَاهُ قَالَ سَلَمَةُ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ عَمْرٌو فِىْ الْحُقُوْقِ ۔

৩৫৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)....আমর ইব্‌ন দীনার (রা.) পূর্বোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী সালামা তাঁর হাদীছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্ন দীনার (রা.) বলেছেন ঃ এরূপ ফয়সালা হকের ব্যাপারে হতে পারে। (তবে হদ্ বা শাস্তির ফয়সালার ব্যাপারে অবশ্যই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন)।

٣٥٧١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَبُوْ مُصْعَبٍ الزُّهْرِىُّ قَالَ نَا الدَّرَا وَرْدِىُّ عَنْ رَّبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَزَادَنِى الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنَ فِىْ هٰذَ الْحَدِيْثِ قَالَ اَنَا الشَّافِعِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ رَبِيْعَةُ وَهُوَ عِنْدِىْ ثِقَةٌ اَنِّىْ حَدَّثْتُهُ اِيَّاهُ وَلاَ اَحْفَظُهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَقَدْ كَانَ اَصَابَتْ سُهَيْلاً عِلَّةٌ اَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِىَ بَعْضَ حَدِيْثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَّبِيْعَةَ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ .

৩৫৭১. আহমদ ইব্ন আবী বাকর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ একটি শপথ এবং একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর মামলার বিচার নিষ্পত্তি করেন।[১]

٣٥٧٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْاَسْكَنْدَرَانِىُّ نَا زِيَادٌ يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَّبِيْعَةَ بِاِسْنَادِ اَبِىْ مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيْتُ سُهَيْلاً فَسَاَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ مَا اَعْرِفُهُ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ رَبِيْعَةَ اَخْبَرَنِىْ بِهِ عَنْكَ قَالَ فَاِنْ كَانَ رَبِيْعَةُ اَخْبَرَكَ عَنِّىْ فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَّبِيْعَةَ عَنِّىْ .

৩৫৭২. মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ (র.)....সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র.) রাবীআ (রা.) হতে মাসআবের বর্ণিত সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী সুলায়মান (র.) বলেন ঃ আমি সুহায়ল (রা.)-এর সংগে সাক্ষাত করে এ হাদীছ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ আমি এ হাদীছ সম্পর্কে অবহিত নই। এরপর আমি তাঁকে বলি যে, রাবী'আ আপনার পক্ষ হতে এ হাদীছ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি বলেন ঃ রাবীআ যদি আমার পক্ষ হতে এটি তোমার কাছে বর্ণনা করে থাকে, তবে তুমিও এটি আমার পক্ষ হতে রাবীআ থেকে বর্ণনা কর।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মামলার স্বাক্ষীর জন্য দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান একান্ত জরুরী। (অনুবাদক)

٣٥٧٣ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الزَّبِيْبِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى الزَّبِيْبَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَيْشًا اِلٰى بَنِى الْعَنْبَرِ فَاَخَذُوْهُمْ بِرَكْبَةٍ مِّنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوْهُمْ اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَسَبَقْتُهُمْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَتَانَا جُنْدُكَ فَاَخَذُوْنَا وَقَدْ كُنَّا اَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا اٰذَانَ النَّعَمِ فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ قَالَ لِىْ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَّكُمْ بَيِّنَةٌ عَلٰى اَنَّكُمْ اَسْلَمْتُمْ قَبْلَ اَنْ تُؤْخَذُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ بَيِّنَتُكَ قَالَ سَمُرَةُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ سَمَّاهُ لَهُ فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَاَبٰى سَمُرَةُ اَنْ يَّشْهَدَ فَقَالَ نَبِىُّ ﷺ قَدْ اَبٰى اَنْ يَّشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْاٰخَرِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِىْ فَحَلَفْتُ بِاللّٰهِ لَقَدْ اَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ حَضْرَمْنَا اٰذَانَ النَّعَمِ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبُوْا فَقَاسِمُوْهُمْ اَنْصَافَ الْاَمْوَالِ وَلَاتَمَسُّوْا ذَرَارِيَّهُمْ لَوْلَا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالًا قَالَ الزَّبِيْبُ فَدَعَتْنِىْ اُمِّىْ فَقَالَتْ هٰذَا الرَّجُلُ اَخَذَ زِرْبِيَّتِىْ فَانْصَرَفْتُ اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِىَ احْبِسْهُ فَاَخَذْتُ بِتَلْبِيْبِهِ وَاَقَمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ اِلَيْنَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ قَائِمَيْنِ فَقَالَ مَا تُرِيْدُ بِاَسِيْرِكَ فَاَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِىْ فَقَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِلرَّجُلِ رُدَّ عَلٰى هٰذَا زِرْبِيَّةَ اُمِّهِ الَّتِىْ اَخَذْتَ مِنْهَا قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِىْ قَالَ فَاخْتَلَعَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُلِ فَاَعْطَانِيْهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اذْهَبْ فَزِدْهُ اٰصُعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ فَزَادَنِىْ اٰصُعًا مِّنْ شَعِيْرٍ .

৩৫৭৩. আহমদ ইব্‌ন আব্‌দা (র.)....শুআয়ব ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ্ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার দাদা যাবীব আম্বারী (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আম্বরের প্রতি একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। যাঁরা তাদেরকে তায়েফের নিকটবর্তী স্থান 'রুকবাম্বতে বন্দী করে নবী ﷺ -এর নিকট পেশ করেন। আমি অশ্বারোহী সৈন্য ছিলাম। তাই আমি তাদের আগে নবী -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি ঃ হে আল্লাহর নবী ! আপনার প্রতি সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক। (তিনি বলেন ঃ) আপনার সেনাবহিনী আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে আমাদের বন্দী করেছে, অথচ আমরা তো ইসলাম কবূল করেছি এবং আমাদের পশুর কান চিরে দিয়েছি।

এর পর আম্বর গোত্রের লোকেরা যখন উপস্থিত হলো, তখন নবী ﷺ আমাকে জিজাসা করলেন ঃ তোমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছো, এর কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে কি, যখন তোমরা বন্দী হয়েছো?

তখন আমি বলি, হাঁ আছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করে কে সেই সাক্ষী ? আমি বলি ঃ সামুরা, যিনি আম্বর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এবং আরো একজন –যার নাম সে বলে। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেও সামুরা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে। এ সময় নবী ﷺ বলেন ঃ সে তো তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে, এখন তুমি তোমার দ্বিতীয় সাক্ষীর সাথে শপথ করতে পার কি? আমি বলি ঃ হাঁ। তখন তিনি ﷺ আমাকে শপথ করতে বলেন এবং আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলি ঃ আমরা অমুক অমুক দিন ইসলাম কবুল করেছি এবং আমাদের পশুর কান চিরে দিয়েছি। একথা শুনে নবী ﷺ তাঁর সৈন্যদলকে এরূপ নির্দেশ দেন ঃ যাও, তোমরা তাদের অর্ধেক মাল ভাগ-বন্টন করে নাও এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের স্পর্শ করবে না। এর পর তিনি ﷺ বলেন ঃ যদি মহান আল্লাহ মুজাহিদদের চেষ্টা অহেতুক হওয়াকে অপসন্দ না করতেন, তবে আমরা তোমাদের মাল হতে একটি রশিও গ্রহন করতাম না।

যাবীব বলেন ঃ এ সময় আমার মা আমাকে ডেকে বলেন যে, এ লোকটি আমার তোশক ছিনিয়ে নিয়েছে। তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করি। তখন তিনি আমাকে বলেন ঃ তাকে গ্রেফতার কর। তখন আমি তার গলায় কাপড় দিয়ে তাকে পাকড়াও করি এবং আমাদের অবস্থানে ফিরে যাই। তখন নবী ﷺ আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন ঃ তুমি তোমার বন্দীর কাছে কি চাচ্ছ ? এসময় আমি তাকে ছেড়ে দিই। তখন নবী ﷺ দাঁড়িয়ে তাকে এরূপ নির্দেশ দেনঃ তুমি তার মায়ের তোশক ফিরিয়ে দাও, যা তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ। তখন সে বলে ঃ হে আল্লাহর নবী! তা তো আমার কাছে নেই।

রাবী বলেনঃ তখন নবী ﷺ সে ব্যক্তির তরবারি তার থেকে নিয়ে আমাকে প্রদান করেন এবং তাকে এরূপ নির্দেশ দেন যে, তাকে আরো কিছু খাদ্য- শস্য প্রদান করো।

যাবীব বলেন ঃ তখন সে ব্যক্তি আমাকে যবের কিছু অংশও প্রদান করে।

٤٠٥. بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ

৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সাক্ষী ব্যতীত কোন জিনিসের ব্যাপারে দু'ব্যক্তির দাবীদার হওয়া সম্পর্কে।

٣٥٧٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيْرُ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا ابْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا اَوْ دَابَّةً اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا .

৩৫৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল (র.)....সাঈদ ইব্ন আবূ বুরদা (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা আবু মূসা আসআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দু ব্যক্তি কোন উট বা কোন পশুর ব্যাপারে নবী ﷺ -এর দরবারে দাবী পেশ করে কিন্তু তাদের কারো পক্ষে কোন সাক্ষী ছিলো না। তখন নবী ﷺ তাদের জন্য তা থেকে অর্ধেক-অর্ধেক অংশ নির্ধারিত করে দেন।

٣٥٧٥ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ .

৩৫৭৫. হাসান ইব্‌ন আলী (র.)....সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٧٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنٰى اِسْنَادِهٖ اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْـرًا عَلٰى عَهْـدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

৩৫৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র.)....কাতাদা (রা.) একই সনদে হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় দু 'ব্যক্তি একটি উটের মালিকানার ব্যাপারে দাবী করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি দুজন সাক্ষী পেশ করে। তখন নবী ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে উটটি সমান ভাবে বন্টন করে দেন।

٣٥٧٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ مِنْـهَالٍ نَا يَزِيْـدُ بْـنُ زُرَيْـعٍ نَا بْـنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِيْ مَتَاعٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ مَا كَانَ اَحَبَّا ذٰلِكَ اَوْ كَرِهَا .

৩৫৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ দু ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট একটি জিনিসের ব্যাপারে দাবী করে। কিন্তু এদের দু'জনের পক্ষে কোন সাক্ষীই ছিলো না। তখন নবী ﷺ তাদের দু'জনের কসমের উপর লটারী করার নির্দেশ দেন, চাই সে তা ভাল মনে করুক বা না করুক, (অর্থাৎ লটারীতে যার নাম আগে আসবে, সে কছম করে তা নিয়ে নেবে।

٣٥٧٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَحْمَدُ نَا مَعْـمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَرِهَ الْاِثْنَانِ الْيَمِيْنَ اَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْـتَهِمَا عَلَيْـهَا قَالَ سَلَمَةُ قَالَ اَخْـبَرَنَا مَعْـمَرٌ وَقَالَ اِذَا كُرِهَ الْاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِيْنِ .

৩৫৭৮. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন দু'ব্যক্তি কসম খেতে অপসন্দ করবে বা উভয়েই কসম করার জন্য প্রস্তুত হবে,

তখন তাদের কসমের ব্যবস্থা লটারীর মাধ্যমে করা উচিত (অর্থাৎ যার নাম লটারীতে আগে আসবে, সে কসম করে তা নিয়ে নেবে।)

٣٥٧٩ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ بِاِسْنَادِ بْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ قَالَ فِىْ دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَاَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ ٠

৩৫৭৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র.)....সাঈদ ইব্‌ন 'আরূবা (র.) ইব্‌ন নিহালের সনদে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেনঃ দু'ব্যক্তি একটি পশুকে কেন্দ্র করে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, অথচ তাদের কারো পক্ষে কোন সাক্ষী ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের দু'জনকে কসমের উপর লটারী করতে হুকুম দেন।

٤٠٦. بَابُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ

৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাদীর শপথ করা সম্পর্কে

٣٥٨٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ نَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ٠

৩৫৮০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)....ইব্‌ন মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) আমার নিকট লেখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিবাদীর জন্য শপথ করার ফয়সালা প্রদান করেন।

٤٠٧. بَابُ كَيْفَ الْيَمِيْنُ

৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ কসম কিভাবে করতে হবে

٣٥٨١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْنِىْ لِرَجُلٍ اَحْلَفَهُ اِحْلِفْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَىْءٌ يَّعْنِىْ لِلْمُدَّعِىْ ٠

৩৫৮১. মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে কসম দেওয়াবার সময় বলেন, সে যেন এরূপ বলে ঃ আমি আল্লাহর নামে কসম করছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমার কাছে বাদীর কোন জিনিস নেই।

٤٠٨. بَابُ اِذَا كَانَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ أَيُحْلَفُ

৪০৮. বিবাদী যদি যিম্মী (কাফির) হয়, তবে সে কিরূপে শপথ করবে?

٣٥٨٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنِ الْاَشْعَثِ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِىْ فَقَدَّمْتُهٗ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ لِلْيَهُوْدِىِّ احْلِفْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا يَّحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ٠

৩৫৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা (র.)....আশ'আছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এবং জনৈক ইয়াহূদী একটি যমীনে শরীক ছিলাম। সে তা অস্বীকার করলে, আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হই। তখন নবী (সা) বলেন ঃ তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বলি ঃ না। এর পর তিনি ﷺ ইয়াহূদীকে শপথ করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সে তো শপথ করে আমার মাল নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ যারা আল্লাহর নামে অংগীকার করে, কসম করে কিছু মাল খরিদ করবে, আখিরাতে সে কিছুই পাবে না। এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٤٠٩. بَابُ الرَّجُلِ يُحْلَفُ عَلٰى عِلْمِهٖ فِيْمَا غَابَ عَنْهُ

৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যাপারে জানা না থাকলে বিবাদীকে সে ব্যাপারে কসম দেওয়া সম্পর্কে

٣٥٨٣ . حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْفِرْيَابِىُّ نَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ كُرْدُوْسٌ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَ مَوْتَ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرْضِى اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْ هٰذَا وَهِىَ فِىْ يَدِهٖ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّىْ اُحَلِّفُهٗ وَاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ اَنَّهَا اَرْضِىْ اغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْهُ فَتَهَيَّا الْكِنْدِىُّ يَعْنِىْ لِلْيَمِيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ٠

৩৫৮৩. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র.)....আশআছ ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিনদা গোত্রের এক ব্যক্তি এবং হাযরা মাউতের এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট ইয়ামনের একটি যমীন সম্পর্কে মামলা দয়ের করে। হাযারামী বলে ঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ ! আমার যমীন এই কিনদীর পিতা যবর দখল করে নিয়েছে, যা এর কাছে আছে। তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ

ব্যাপারে তোমার পক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তখন সে বলে ঃ না, তবে আমি তার নিকট হতে এরূপ শপথ চাই, সে বলুক যে, "আমি জানি না, আমার পিতা এ জমি যবর দখল করেছে। এ কথা শুনে কিনদী গোত্রের লোকটি কসম করার জন্য তৈরী হয়। এভাবে হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٨٤ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا اَبُو الْاَحْـوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَـمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْـرٍ الْحَضْـرَمِيِّ عَنْ اَبِيْـهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضَرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْـرَمِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى اَرْضٍ كَانَتْ لِاَبِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيْ هِيَ اَرْضِيْ عَلٰى اَرْضِيْ فِيْ يَدِيْ اَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهٗ فِيْـهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَـضْـرَمِيِّ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَاقَالَ فَلَكَ يَمِيْنُهٗ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهٗ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِيْ مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ اِلاَّ ذٰلِكَ .

৩৫৮৪. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র.)....ওয়াইল ইব্‌ন হুজর হাযরামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হাযারা-মাউত ও কিনদার দু' ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়। তখন হাযারমী বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ ব্যক্তি আমার পৈতৃক সম্পত্তি যবর দখল করেছে। একথা শুনে কিনদী বলে ঃ এতো আমার যমীন, যা আমার দখলে আছে। আমি এতে ফসল ফলাই এবং এ যমীনে তার কোন হক নেই। তখন নবী ﷺ হাযারামীকে বলেন ঃ এ ব্যাপারে তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? সে বলে, না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমার হকের ব্যাপারে তার শপথ গ্রহণযোগ্য হবে। তখন সে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! সে তো গুনাহগার, সে শপথ করতে একটুও ইতস্ত করবে না। কেননা সে কোন কিছুই পরহিয করে না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমার এ ছাড়া আর বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

٤١٠ . بَابُ الذِّمِّيِّ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ কাফির যিম্মীকে কিরূপে শপথ দিতে হবে?

٣٥٨٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ نَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَـةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيْـدِ بْنِ الْـمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِيْ لِلْيَهُوْدِ اُنْشِدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّـذِيْ اَنْـزَلَ التَّـوْرٰةَ عَـلٰى مُوْسٰى مَاتَجِـدُوْنَ فِى التَّـوْرٰةِ عَلٰى مَنْ زَنٰى .

৩৫৮৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ইয়াহুদীকে বলেন ঃ আমি তোমাকে ঐ আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেন। তোমরা তাওরাত কিতাবে যিনাকারী সম্পর্কে কি হুকুম পেয়েছ?

٣٥٨٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيٰى اَبُو الْاَصْبَغِ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ يَعْنِىْ ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَبِاِسْنَادِهٖ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّبِعُ الْعِلْمَ وَيَعِيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ٠

৩৫৮৬. আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) ইমাম যুহরী (র.) হতে হাদীছটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার কাছে মুযায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি ইলমের অনুসারী এবং এর সংরক্ষণকারীও ছিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٨٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهٗ يَعْنِى لِابْنِ صُوْرِيَا اُذَكِّرُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ نَجَّاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَاَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ عَلٰى مُوْسٰى اَتَجِدُوْنَ فِىْ كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ قَالَ ذَكَّرْتَنِىْ بِعَظِيْمٍ وَّلَا يَسَعُنِىْ اَنْ اُكَذِّبَكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ٠

৩৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)...ইকরামা (রা.) থেকে বণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ তাকে, অর্থাৎ ইব্‌ন সুরিয়া (ইয়াহূদী আলিম)-কে বলেন ঃ আমি তোমাদের সে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যিনি তোমাদের ফির'আউনের কাওম থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং সমুদ্রের মাঝে তোমাদের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছিলেন, তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলেন, আর নাযিল করেছিলেন তোমাদের উপর মান্না ও সাল্‌ওয়া এবং নাযিল করেন তোমাদের উপর তাওরাত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে। তোমাদের কিতাবের মধ্যে 'রজম' অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মারার নির্দেশ আছে কি ? তখন ইব্‌ন সুরিয়া বলেন ঃ আপনি তো আমাকে বড় কসম দিলেন, এখন আমার এমন সাধ্য নেই যে, আমি আপনার নিকট মিথ্যা বলব। এরপর পূর্ণ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

٤١١ . بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلٰى حَقِّهٖ

৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বীয় অধিকার আদায়ের জন্য হলফ করা

٣٥٨٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَمُوْسٰى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ قَالَا نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهٗ حَدَّثَهُمْ اَنَّ

النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِىُّ عَلَيْهِ لَمَّا اَدْبَرَ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَاِذَا غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

৩৫৮৮. আবদুল ওয়াহাব (র.)....'আউফ ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ দু' ব্যক্তির মধ্যে একটি মামলার ফয়সালা করে দেন। যার বিরুদ্ধে মামলার রায় হয়, সে ফেরার সময় বলে ঃ আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের বেয়াকুফীর জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন। তোমার উচিত ছিলো হুশিয়ারীর সাথে কাজ করা। তখন যদি তুমি পরাভূত হতে, তবে তোমার জন্য "আল্লাহ্-ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়কঃ বলা উচিত হতো।

٤١٢. بَابٌ فِى الدَّيْنِ هَلْ يُحْبَسُ بِهِ

৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ দেনার কারণে কাউকে কয়েদ করা যায় কিনা ?

٣٥٨٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ ابْنِ اَبِىْ دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ عُقُوْبَتُهُ يُحْبَسُ ﷺ لَهُ .

৩৫৮৯. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....আমর ইব্‌ন শারীদ (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মালদার ব্যক্তি যদি দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তবে সে গালমন্দ শোনার ও অসম্মানের পাত্র হয় এবং সে ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত হয়।

রাবী ইব্‌ন মুবারক বলেন ঃ অসম্মানের পাত্র হওয়ার অর্থ—তাকে এ জন্য গালমন্দ করা হয় এবং কটু কথা শোনান হয়। আর শাস্তির অর্থ হলো—তাকে বন্দী করা হয়।

٣٥٩٠ . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ اَسَدٍ نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ نَا هِرْمَاسُ بْنُ حَبِيْبٍ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِغَرِيْمٍ لِىْ فَقَالَ لِىَ الْزَمْهُ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا اَخَا بَنِىْ تَمِيْمٍ مَا تُرِيْدُ اَنْ تَفْعَلَ بِاَسِيْرِكَ .

৩৫৯০. মু'আয ইব্‌ন আসাদ (র.).... হিরমাস ইব্‌ন হাবীব (র.), যিনি জংগলে বসবাস করতেন, তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি একজন করযদার ব্যক্তিকে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি তার

সাথে সাথে অবস্থান কর। এরপর তিনি আমাকে বলেন ঃ হে বনূ তামীমের ভাই! তুমি তোমার কয়েদীর নিকট কি চাচ্ছ?

٣٥٩١ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِىْ تُهْمَةٍ .

৩৫৯১. ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)....বাহায ইব্‌ন হাকীম (র.) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে অপবাদ দেওয়ার কারণে বন্দী করেন।

٣٥٩٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ بْنِ قُدَامَةَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَعِيْلُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ اِنَّ اَخَاهُ اَوْ عَمَّهُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ اِنَّهُ قَامَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيْرَانِىْ بِمَا اَخَذُوْا فَاَعْرَضَ لَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَلُّوْا لَهُ عَنْ جِيْرَانِهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ .

৩৫৯২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা (র.)....বাহায ইব্‌ন হাকীম (র.) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ খুতবা দেওয়ার সময় দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আমার প্রতিবেশীকে দেনার কারণে আটক রাখা হয়েছে, তিনি দুবার এরূপ উচ্চারণ করেন। এর পর তিনি বলেন ঃ কিছু জিনিসের জন্য। তখন নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দাও।

রাবী মুআমমাল (র.) খুতবা পাঠের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

٤١٣. بَابُ فِى الْوِكَالَةِ
৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ উকিল সম্পর্কে

٣٥٩٣ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَمِّىْ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ وَابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ اَرَدْتُّ الْخُرُوْجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّىْ اَرَدْتُّ الْخُرُوْجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَقَالَ اِذَا اَتَيْتَ وَكِيْلِىْ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَاِنِ ابْتَغٰى مِنْكَ اٰيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى تَرْقُوَتِهِ .

৩৫৯৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাআদ (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা আমি খায়বর যাওয়ার ইচ্ছা করি, তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি ঃ আমি খায়বর যাওয়ার ইরাদা করেছি। এ সময় তিনি বলেন ঃ যখন তুমি আমার উকিলের সাথে সাক্ষাত করবে,

তখন তুমি তার কাছ থেকে পনের উসক খেজুর নিয়ে নিবে। যদি সে এ ব্যাপারে তোমার কাছে কোন নিদর্শন দাবী করে,তবে তুমি তোমার হাত তাঁর ঘাড়ের উপর রাখবে।[১]

٤١٤. بَابُ مِّنَ الْقَضَاءِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিচার সম্পর্কে আরো আলোচনা

٣٥٩٤ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَدَارَاتُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ اَذْرُعٍ .

৩৫৯৪. মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন রাস্তার ব্যাপারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তখন সাত হাত রাস্তা ছেড়ে দেবে, (যাতে চলাচলকারীদের অসুবিধা না হয়।)

٣٥٩٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهِ فَلاَ يَمْنَعْهُ فَنَكَسُوْا فَقَالَ مَالِيْ رَاكُمْ قَدْ اَعْرَضْتُمْ لَاُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ اَبِيْ خَلَفٍ وَّهُوَ اَتَمُّ .

৩৫৯৫. মুসাদ্দাদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যখন তোমাদের কোন ভাই তোমাদের নিকট এজন্য অনুমতি চায় যে, সে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাবে, তখন তোমরা তাকে নিষেধ করবে না। এ কথা শুনে সকলে মাথা ঝুঁকিয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।
তখন আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ আমি তোমাদের এ হাদীছ হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি কেন? আর আমি তো একে তোমাদের কাঁধের উপর রাখব, (অর্থাৎ বারবার বলে আমল করাবার চেষ্টা করবো।)

٣٥٩٦ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ لُؤْلُؤَةَ عَنْ اَبِيْ صِرْمَةَ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ اَبِيْ صِرْمَةَ

---

১. সম্ভবত ঃ নবী (স.) তাঁর উকীলকে এ নির্দেশনের কথা আগেই বলে দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ তোমার ঘাড়ে হাত রাখে, তবে মনে করবে, সে আমার পক্ষ হতে প্রেরিত ব্যক্তি এবং সে যা বলবে তা আমার নির্দেশ মনে করে পালন করবে। (অনুবাদক)

صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ ضَارَّ اَضَرَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ ·

৩৫৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....আবূ সারমা (রা.), যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবি ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে কেউ অন্যের ক্ষতি করবে, মহান আল্লাহ্ তার ক্ষতি করবেন। আর যে কেউ অকারণে অন্যের প্রতি শত্রুতা করবে, আল্লাহ্ তার শত্রু হয়ে যাবেন।

٣٥٩٧ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَّادٌ نَا وَاصِلٌ مَوْلٰى اَبِيْ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِّنْ نَخْلٍ فِيْ حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ اَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ اِلٰى نَخْلِهٖ فَيَتَاَذّٰى بِهٖ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ اِلَيْهِ اَنْ يَّبِيْعَهُ فَاَبٰى فَطَلَبَ اِلَيْهِ اَنْ يُّنَاقِلَهُ فَاَبٰى فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَطَلَبَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَهُ فَاَبٰى فَطَلَبَ اِلَيْهِ اَنْ يُّنَاقِلَهُ فَاَبٰى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا مِرَارًا وَتَرْغَبُهُ فِيْهِ فَاَبٰى فَقَالَ اَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ ·

৩৫৯৭. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.)....সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একজন আনসারের বাগানে তারও কিছু খেজুর গাছ ছিলো এবং সে আনসারের সাথে তার পরিবার পরিজনও ছিলো। আর সামুরা (রা.) যখন বাগানে যেতেন তখন আনসারী এতে কষ্টবোধ করতেন এবং তার আগমন অপসন্দ করতেন। বস্তুত আনসার সাহাবী এরূপ ইচ্ছা করতেন যে, সামুরা (রা.) তার খেজুর গাছগুলো তার কাছে বিক্রি করুক। কিন্তু তিনি তা বিক্রি করতে রাযী ছিলেন না। তখন আনসারী সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ব্যাপারটি তাকে অবহিত করেন। তখন নবী ﷺ সামুরা (রা.)-কে সে গাছগুলো বিক্রি করে দিতে বলেন। কিন্তু তিনি তা বিক্রি করতে অস্বীকার করেন। পরে নবী ﷺ তাকে তা বিনিময় করে নিতে বললেও তিনি তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে নবী ﷺ সামুরাকে বলেন ঃ তুমি অমুক অমুক নিয়ে তা দান করে দাও। নবী ﷺ তাকে বার বার এরূপ বলা সত্ত্বেও সামুরা (রা.) তা করতে অস্বীকার করেন। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তুমি তো কেবল কষ্টদানকারী! অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসার সাহাবীকে বলেন ঃ তুমি যাও এবং তার গাছগুলো উপড়ে ফেলে দাও।

٣٥٩٨ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا اللَّيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا فَقَالَ

الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلٰى جَارِكَ قَالَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجُدُرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ الْاٰيَةَ .

৩৫৯৮. আবূল ওয়ালীদ তিয়ালিসী (র.)...আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি যুবায়র (রা.)-এর সংগে প্রস্তরময় যমীনের উপর প্রবাহিত নর্দমার ব্যাপারে ঝগড়া করে। যা দিয়ে ক্ষেতে পানি দেওয়া হতো। আনসার ব্যক্তিটি পানির নর্দমা খুলে দেওয়ার জন্য বলতো যাতে তা প্রবাহিত হতে পারে, কিন্তু যুবায়র (রা.) তা খুলে দিতে অস্বীকার করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবায়র (রা.)-কে বলেন ঃ হে যুবায়র ! তুমি তোমার ক্ষেত ভর্তি করে পানি দেওয়ার পর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য খুলে দেবে। একথা শুনে আনসার লোকটি রাগান্বিত হয়ে বলে ঃ যুবায়র কি আপনার ফুফীর ছেলে নন? তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা রাগে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর পরও তিনি বলেন ঃ হে যুবায়র ! তোমার ক্ষেত পানিতে ভর্তি হওয়ার পরও তুমি পানি ততক্ষণ আটকে রাখবে যতক্ষণ না তা আইলের (বাঁধের) সমান হয়।। যুবায়র (রা.) বলেনঃ আমার ধারণা পরবর্তী আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়। যার অর্থ হলো ঃ আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আপনাকে তাদের মামলার বিচারক নিযুক্ত করে এবং আপনার দেওয়া ফয়সালাকে নিজের অন্তরে মেনে নেয়।

٣٥٩٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِيْ ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكِ بْنِ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ عَنْ اَبِيْهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُوْنَ اَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَهْزُوْرٍ يَعْنِي السَّيْلَ الَّذِيْ يَقْتَسِمُوْنَ مَاءَهُ فَقَضٰى بَيْنَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْبِسُ الْاَعْلٰى عَلَى الْاَسْفَلِ .

৩৫৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.)....ছা'লাবা ইব্ন আবূ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার মুরব্বীদের এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, কুরায়শ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি বনূ কুরায়যার সাথে পানির অংশের ব্যাপারে শরীক ছিলো। তখন সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি নর্দমার ব্যাপারে মামলা দায়ের করে, যার পানি সকলে বন্টন করে নিতো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মাঝে এরূপ ফয়সালা করে দেন ঃ যতক্ষণ না পানি গোছা পর্যন্ত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উপরের ক্ষেতের মালিক নীচের ক্ষেতের মালিকের জন্য পানি ছাড়বে না।

٣٦٠٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْـرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْـهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْ السَّيْلِ الْمَهْزُوْرِ اَنْ يُّمْسَكَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْاَعْلٰى عَلَى الْاَسْفَلِ ۰

৩৬০০. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র.).... আমর ইব্‌ন শুআয়ব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাহযূর (মযদানের) নালার ব্যাপারে এরূপ ফয়সালা দেন ঃ যতক্ষণ না ক্ষেতের মধ্যে গোছা পরিমাণ পানি হয়, ততক্ষণ পানি আটকে রাখবে। এরপর উপরের ক্ষেতের মালিক নীচের ক্ষেতের মালিকের জন্য পানি ছেড়ে দেবে।

٣٦٠١ . حَدَّثَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْـمَانَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا عَبْـدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ طَوَالَةَ وَعَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَخْتَصَمَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَانِ فِيْ حَرِيْمِ نَخْلَةٍ فِيْ حَدِيْثِ اَحَدِهِمَا فَاَمَرَبِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْـعَةُ اَذْرُعٍ وَفِيْ حَدِيْثِ الْاٰخَرِ فَوُجِدَتْ خَمْـسَةُ اَذْرُعٍ فَقَضٰى بِذٰالِكَ قَالَ عَبْـدُ الْعَزِيْزِ فَاَمَرَ بِجَرِيْدَةٍ مِنْ جَرِيْدِهَا فَذُرِعَتْ ۰

৩৬০১. মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ (র.)....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দু ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে একটি খেজুর গাছের শাখার ব্যাপারে মামলা দায়ের করেন। একটি বর্ণনায় আছে ঃ তখন নবী (সা) তা মেপে দেখার জন্য নির্দেশ দেন। সেটি মাপার পর তা সাত হাত লম্বা পাওয়া যায় । অপর বর্ণনা মতে—তা পাঁচ হাত লম্বা ছিলো। তখন নবী ﷺ তার উপর ফয়সালা প্রদান করেন। রাবী আব্দুল আযীয (র.) বলেনঃ নবী ﷺ সে গাছের একটি শাখা মাপার জন্য নির্দেশ দেন। ফলে তা মাপা হয়।

اٰخِرُ كِتَابِ الْاَقْضِيَةِ

كِتَابُ الْعِلْمِ

অধ্যায় ঃ শিক্ষা-বিদ্যা, (জ্ঞান-বিজ্ঞান)

٤١٥. بَابُ فِىْ فَضْلِ الْعِلْمِ

৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ 'ইলমের ফযীলত সম্পর্কে

٣٦٠٢ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ جَمِيْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اِنِّىْ جِئْتُكَ مِنْ مَّدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاجِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِىْ جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوْا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ ‧

৩৬০২. মুসাদ্দাদ (র.)....কাছীর ইব্ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি দামেশকের মসজিদে আবূ দারদা (রা.)-এর নিকট বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলে ঃ হে আবূ দারদা (র.)! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শহর মদীনা থেকে আপনার নিকট একটা হাদীছ শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি উক্ত হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে

বর্ণনা করেন। এছাড়া আর কোন কারণে আমি এখানে আসিনি। তখন আবূ দারদা (রা.) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইলম (কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান) হাসিলের জন্য কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা 'তালেবে-ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং আলিমের জন্য আসমান ও যমীনের সব কিছুই মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আবিদের উপর 'আলিমের ফযীলত এরূপ, যেরূপ পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির উপর। আর আলিমগণ হলেন, নবীদের ওয়ারিছ, এবং নবীগণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) মীরাছ হিসাবে রেখে যান না,বরং তাঁরা রেখে যান॥'ইল্ম। কাজেই যে ব্যক্তি 'ইলম হাসিল করলো, সে প্রচুর সম্পদের মালিক হলো।

٣٦٠٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيْرٍ الدِّمَشْقِيُّ نَا الْوَلِيْدُ قَالَ لَقِيْتُ شُبَيْبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ سَوْدَةَ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ صَعْنَاهُ يَعْنِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৬০৩. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াযীর (র.)....'উছমান ইব্ন আবূ সাওদা (র.) আবূ দারদা (রা.) থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের অর্থে নবী ﷺ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٠٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَّسْلُكُ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا اِلاَّ سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ اَبْطَاَبِهٖ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهُ .

৩৬০৪. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করার জন্য কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পেছনে ফেলে রাখবে, তার বংশ-গরিমা তাকে এগিয়ে দেবে না।

٤١٦. بَابُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ اَهْلِ الْكِتَابِ

৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্লে-কিতাবদের হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে

٣٦٠٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ نَمْلَةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هٰذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ الْيَهُوْدِيُّ اِنَّمَا تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَدَّثَكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ

فَلاَ تُصَدِّقُوْهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ فَاِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوْهُ وَاِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُ.

৩৬০৫. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....আবূ নাম্‌লা আনসারী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসেছিলেন এবং একজন ইয়াহূদী ও তাঁর পাশে বসে ছিল। এ সময় একটি জানাযা অতিক্রম করতে থাকলে সে জিজ্ঞাসা করে ঃ হে মুহাম্মদ! এ লাশ কি কথা বলতে পারে ? তিনি ﷺ বলেন ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ অধিক অবগত। এরপর ইয়াহূদী বলে ঃ সে তো কথা বলে, কিন্তু দুনিয়াবাসীরা তা বুঝতে পারে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ কিতাবধারী লোকেরা তোমাদের নিকট যা বলে, তাকে তোমরা সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না, বরং তোমরা বলবে ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। এমতাবস্থায় যদি ঐ কথাগুলো মিথ্যা হয়, তবে তোমাদের তা সত্য বলে বিশ্বাস করা হবে না, আর যদি তার কথা সত্য হয়, তবে তোমাদের অবিশ্বাস করা হবে না।

٣٦٠٦ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ زَيْدٌ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُوْدَ وَقَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابِىْ فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّبِىْ اِلاَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى حَذَقْتُهُ فَكُنْتُ اَكْتُبُ لَهُ اِذَا كَتَبَ وَاَقْرَأُ لَهُ اِذَا كُتِبَ اِلَيْهِ .

৩৬০৬. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)....যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়াহূদীদের লেখা শেখার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তাঁর হুকুম মত ইয়াহূদীদের লেখা-পড়া শিখি। এরপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! ইয়াহূদীদের ব্যাপারে আমার কোন আস্থা নেই যে, তারা আমার ব্যাপারে সঠিক তথ্য পরিবেশন করবে। সুতরাং আমি তাদের লেখা শিখি এবং মাসের অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই বুঝতে ও পড়তে সক্ষম হই। এরপর নবী ﷺ যখন যা লিখাতেন, তখন আমি তা লিখে দিতাম। আর যখন তাঁর কাছে কোন চিঠি লেখা হতো, তখন আমি তা পড়ে দিতাম।

٤١٧. بَابُ فِى كِتَابَةِ الْعِلْمِ

৪১৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'ইল্‌ম লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে

٣٦٠٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا يَحْىَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ اَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ اَسْمَعُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِىْ قُرَيْشٌ وَقَالُوْا اَتَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ

تَسْمَعُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَاَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَوْمَأَ بِاَصْبَعِهِ اِلٰى فِيْهِ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ حَقٌّ .

৩৬০৭. মুসাদ্দাদ (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হতে শ্রবণ করতাম, তা লিখে রাখতাম। আমি ইচ্ছা করতাম যে, আমি এর সবই সংরক্ষণ করি। কিন্তু কুরায়শরা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করে এবং বলে ঃ তুমি যা কিছু শোন তার সবই লিখে রাখ, অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন মানুষ, তিনি তো কোন সময় রাগান্বিত অবস্থায় কথাবার্তা বলেন এবং খুশীর অবস্থায়ও বলেন। একথা শুনে আমি লেখা বন্ধ করি এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবহিত করি। তখন তিনি তার আংগুল দিয়ে নিজের মুখের প্রতি ইশারা করে বলেন ঃ তুমি লিখতে থাক, ঐ যাতের কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, যা কিছু এ মুখ হতে বের হয়, তা সবই সত্য।

٣٦٠٨ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ نَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلٰى مُعَاوِيَةَ فَسَاَلَهُ عَنْ حَدِيْثٍ فَاَمَرَ اِنْسَانًا يَكْتُبُهُ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا اَنْ لاَنَكْتُبَ شَيْئًا مِّنْ حَدِيْثِهِ فَمَحَاهُ .

৩৬০৮. নাসর ইব্‌ন 'আলী (র.)....মুত্তালিব ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন হান্‌তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) মু'আবিয়া (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে একটি হাদীছ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন মু'আবিয়া (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে সে হাদীছটি লিখে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এ দেখে যায়দ (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন তাঁর কোন হাদীছ লিপিবদ্ধ না করি। আর যা কিছু লেখা হয়েছিল, তিনি তার সবই মুছে দেন।[১]

٤١٨ . بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الْكَذِبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলার কঠোর পরিণতি

٣٦٠٩ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ الْمَعْنٰى عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ مُسَدَّدٌ اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

১. সম্ভবত ঃ এটি ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা, যখন লেখার চাইতে মুখস্থ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এছাড়া তখন কুরআন নাযিল হতে থাকার কারণে, যাতে কুরআনের সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীছের কোন অংশ মিশ্রিত না হয়ে যায়, সে জন্য সাবধানতা অবলম্বন হেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরূপ নির্দেশ প্রদান করেন। পরে এ নির্দেশ জারী ছিল না (অনুবাদক)।

عَنْ اَبِيْـــهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْـــرِ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ اَصْحَابُكَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهُ وَجْهٌ وَّمَنْزِلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ٠

৩৬০৯. 'আমর ইব্ন 'আওন (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ জিনিস আপনাকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে হাদীছ বর্ণনা করতে, যেমন তাঁর পক্ষ হতে আপনার অন্য সাথীরা হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে আমার বিশেষ ধরনের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু একদা আমি তাঁকে এরূপ বলতে শুনি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে, সে যেন তার স্থান জাহান্নমে বানিয়ে নেয়। (একারণেই সতর্কতা হেতু আমি কম হাদীছ বর্ণনা করি।)

٤١٩. بَابُ الْكَلَامِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ بِلاَ عِلْمٍ

৪১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন না বুঝে তাফসীর করলে

٣٦١٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُقْرِيُّ نَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ نَا اَبُوْ عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ بِرَاْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ ٠

৩৬১০. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)...জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রায় অনুযায়ী আল্লাহ্র কিতাবের তাফসীর করে, আর সে যদি তার বর্ণনায় সঠিকও হয়, তবু সে ভুল করলো।[১]

٤٢٠. بَابُ تَكْرِيْرِ الْحَدِيْثِ

৪২০. অনুচ্ছেদ ঃ একটি হাদীছ বারবার বর্ণনা করা

٣٦١١ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عَقِيْلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَـــةَ عَنْ اَبِيْ سَلَامٍ عَنْ رَّجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ كَانَ اِذَا حَدَّثَ حَدِيْثًا اَعَادَهٗ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ٠

১. কুরআনের তাফসীর নিজের ইচ্ছানাযায়ী করা আদৌ উচিত নয়, বরং এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা প্রয়োজন। কেননা, কুরআনের যে ব্যাখ্যা তাঁরা পেশ করেছেন, তা সরাসরি বা মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে গ্রহণ করেছেন, যা সঠিক ব্যাখ্যা। এছাড়া যারা নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করে, তা সত্যতার দিক দিয়ে পূর্বোক্ত বর্ণনার সমান হতে পারে না। (অনুবাদক)

৩৬১১. 'আমর ইব্‌ন মারযূক (র.)....আবূ সালাম (র.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক খাদিম হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ যখন কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন তিনি তা তিনবার উল্লেখ করতেন।

٤٢١. بَابٌ فِيْ سَرْدِ الْحَدِيْثِ

৪২১. অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে

٣٦١٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ جَلَسَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّيْ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اسْمَعِيْ يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا قَضَتْ صَلٰوتَهَا قَالَتْ اَلاَ تَعْجَبُ اِلٰى هٰذَا وَحَدِيْثِهِ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُحَدِّثُ الْحَدِيْثَ لَوْشَاءَ الْعَادُّ اَنْ يُّحْصِيَهُ اَحْصَاهُ .

৩৬১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র.)....'উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবূ হুরায়রা (রা.) 'আইশা (রা.)-এর হুজ্‌রার নিকট বসে ছিলেন এবং এ সময় 'আইশা (রা.) সালাতরত ছিলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ হে হুজ্‌রার বাসিন্দারা, শ্রবণ করুন! তিনি দু'বার এরূপ বলেন। তখন 'আইশা (রা.) বলেন ঃ তুমি কি তার কথার উপর আশ্চর্য হবে না! (তিনি আরো বলেন ঃ) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কথা বলতেন, তখন যদি কেউ তা গণনা করতে ইচ্ছা করতো, তবে সে তা গণনা করতে পারতো।

٣٦١٣ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ الْمَهْرِيُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اَلاَ يُعْجِبُكَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى جَانِبِ حُجْرَتِيْ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسْمِعُنِيْ ذٰلِكَ وَكُنْتُ اُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ اَنْ اَقْضِيَ سُبْحَتِيْ وَلَوْ اَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ سَرْدَكُمْ .

৩৬১৩। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.)....নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী 'আইশা (রা.) একদা 'উরওয়া (রা.)-কে বলেন ঃ আবূ হুরায়রার আচরণে তুমি কি আশ্চর্য হবে না? সে আমার হুজ্‌রার নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীছ আমাকে শোনাতে চেয়েছিল, আর এ সময় আমি সালাতরত ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি আমি তাকে পেতাম, তবে বলতাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার ন্যায় দ্রুত কথা বলতেন না; (বরং আস্তে আস্তে বলতেন,যাতে সকলে তা বুঝতে পারে।)

٤٢٢. بَابُ التَّوَقِّىْ فِى الْفُتْيَا

৪২২. অনুচ্ছেদ ঃ ফতোয়া দেওয়াতে সতর্কতা অবলম্বন করা

٣٦١٤ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى الرَّازِىُّ نَا عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْغُلُوْطَاتِ .

৩৬১৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)... মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ কাউকে ধোঁকায় ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٣٦١٥ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ نَا سَعِيْدٌ يَّعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ .

৩৬১৫. হাসান ইব্‌ন 'আলী (র.)..আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেবে, তার গুনাহ্ মুফ্‌তীর উপর বর্তাবে।

٣٦١٦ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ نُعَيْمَةَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ الطُّنْبُذِىِّ رَضِيْعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ وَمَنْ اَشَارَ عَلٰى اَخِيْهِ بِاَمْرٍ يَّعْلَمُ اَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ وَهٰذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ .

৩৬১৬. সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেবে, তার গুনাহ্ মুফতীর উপর বর্তাবে।
রাবী সুলায়মান মিহ্‌রী (র.) তার বর্ণনায় এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে জেনে-শুনে কোন ক্ষতির পরামর্শ দিল, সে যেন খিয়ানত করলো।

٤٢٣. بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

৪২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের বিষয় গোপন করলে

٣٦١٧ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৬১৭. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে কোন 'ইল্ম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে জানা সত্ত্বেও তা না বলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

٤٢٤. بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

৪২৪. অনুচ্ছেদ ঃ 'ইল্ম প্রচারের ফযীলত সম্পর্কে

٣٦١٨ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ ٠

৩৬১৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র.)..... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নিকট হতে শ্রবণ কর এবং লোকেরা তোমাদের নিকট হতে শ্রবণ করবে। আর যারা তোমাদের নিকট হতে শোনবে তাদের নিকট হতে অন্য লোকেরা শ্রবণ করবে।

٣٦١٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْىَ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وُلْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَّيْسَ بِفَقِيْهٍ ٠

৩৬১৯. মুসাদ্দাদ (র.)... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে সুখে-শান্তিতে রাখুন, যে আমার কথা শোনার পর তা স্মরণ রাখে এবং অন্য লোকের নিকট পৌঁছে দেয়। বস্তুত ফিকাহ্ তত্ত্ববিদ একে অপরের চাইতে বিচক্ষণ। আবার এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষে ফকীহ নন।

٣٦٢٠ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ٠

৩৬২০. সাঈদ ইব্ন মানসূর (র.)...সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! তোমার হিদায়াতের কারণে যদি একটা লোকও সত্য পথের পথিক হয়, তবে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চাইতেও উত্তম।

٤٢٥. بَابُ الْحَدِيْثِ عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

৪২৫. অনুচ্ছেদ ঃ বনূ ইসরাঈলের নিকট হতে কাহিনী বর্ণনা

٣٦٢١ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ .

৩৬২১. আবূ বাকর আবী শায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বনূ ইসরাঈলের কাছ থেকে কাহিনী বর্ণনা করবে। কেননা, এতে কোন গুনাহ্ নেই।

٣٦٢٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذٌ نَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَتّٰى يُصْبِحَ مَا يَقُوْمُ اِلَى عُظْمِ صَلٰوةٍ .

৩৬২২. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র.)...'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ আমাদের নিকট বনূ ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করতেন, এমন কি এতে সকাল হয়ে যেত। এর পর তিনি ফজরের সালাত আদায়ের জন্য উঠতেন।

٤٢٦. بَابُ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللّٰهِ

৪২৬. অনুচ্ছেদ ঃ গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে 'ইল্‌মে দীন শিক্ষা করা

٣٦٢٣ . حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ نَا فُلَيْحٌ عَنْ اَبِىْ طُوَالَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا .

৩৬২৩. আবূ বাকর ইব্ন আবী শায়বা (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইলমকে দুনিয়া লাভের আশায় অর্জন করলো, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্নাতের খোশ্‌বু পাবে না।

٤٢٧. بَابُ فِى الْقَصَصِ

৪২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কিস্সা বর্ণনা প্রসংগে

٣٦٢٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبُوْ مُسْهِرٍ نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقُصُّ اِلاَّ اَمِيْرٌ اَوْمَامُوْرٌ اَوْ مُخْتَالٌ .

৩৬২৪। মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ (র.)....'আওফ ইব্ন মালিক আশজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ নেতা, উপ-নেতা বা দাম্ভিক ধোঁকাবাজ লোক ছাড়া আর কেউ-ই কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করে না।[১]

٣٦٢٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَشِيْرٍ الْمُزَنِىِّ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِّنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاِنَّ بَعْضَهُمْ يَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرْىِ وَقَارِىٌّ يَقْرَأُ عَلَيْنَا اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِىُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ قَارِىٌّ لَّنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوْهُهُمْ لَهُ قَالَ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَفَ مِنْهُمْ اَحَدًا غَيْرِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكَ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَّذٰلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ .

৩৬২৫. মুসাদ্দাদ (র.)....আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি একদল গরীব মুহাজিরের মাঝে বসা ছিলাম, আর এ সময় তারা একে অন্যের আশ্রয় নিয়ে তার উন্মুক্ত সতর ঢাকার চেষ্টা করছিল। তখন একজন ক্বারী আমাদের কুরআন পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ

---

১. নেতা তার প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশের জন্য ; উপ-নেতা-নেতাকে খুশী করার জন্য এবং ধোঁকাবাজ তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সত্য-মিথ্যা বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। বর্তমানে তথাকথিত 'আলিম নামধারী এক ধরনের বক্তা আজগবী কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করে ওয়াজের মাহফিল গরম করে থাকে এবং এভাবে নিজেদের হালুয়া-রুটির ব্যবস্থা করে থাকে। এ হাদীছ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। (অনুবাদক)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে আসেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে দাঁড়ানোর কারণে ক্বারী কিরা'আত পাঠ করা বন্ধ করে দেয়। এরপর তিনি ﷺ সালাম করে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি করছিলে ? আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! তিনি হলেন ক্বারী, আমরা তার নিকট হতে কুরআন পাঠ শুনছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকদের পয়দা করেছেন, যাদের সংগে সবর করার জন্য আমাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাবী বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সংগে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশের জন্য আমাদের মাঝে বসে পড়েন। এরপর তিনি ﷺ তাঁর হাতের ইশারায় সকলকে গোলাকার হয়ে বসতে বলেন। পরে সকলে হাল্‌কা করে বসলে সকলের চেহারা নবী ﷺ-এর দিকে হয়।

রাবী বলেন ঃ আমার জানামতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের মধ্য হতে আমাকে ব্যতীত আর কাউকে চিনতে পারেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ হে ফকীর মুহাজির দল! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর কিয়ামতের দিন পূর্ণ আলো পাওয়ার। তোমরা ধনী-ব্যক্তিদের অর্ধ-দিন আগেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সে অর্ধ-দিন হবে পাঁচশ বছরের সমান।

٣٦٢٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِى الْمُطَهَّرَنَا مُوْسَى بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً مِّنْ وُّلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَلَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً .

৩৬২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সেই কাওমের (লোকদের) সাথে বসতে আগ্রহী, যারা ফজরের সালাত আদায়ের পর, সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকির করে থাকে। এ আমার কাছে ইসমাঈলের সন্তান থেকে চারজন গোলাম আযাদ করার চাইতেও অধিক প্রিয়। আর আমি সেই লোকদের সাথে বসতে চাই, যারা আসরের সালাত আদায়ের পর সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্র যিকিরে মশ্‌গুল থাকে। এ আমার কাছে চারজন গোলাম আযাদ করার চাইতেও অধিক উত্তম।

٣٦٢٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَا عَلَىَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ قَالَ قُلْتُ اَقْرَاُ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا انْتَهَيْتُ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ الْاٰيَةَ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلَانِ .

৩৬২৭. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)....'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তুমি আমার সামনে সূরা 'নিসা' তিলাওয়াত কর। তখন আমি বলি ঃ আমি তিলাওয়াত করব, অথচ এতো আপনার উপর নাযিল হয়েছে! নবী ﷺ বলেন ঃ আমি অন্যের নিকট হতে তা শুনতে পসন্দ করি। এরপর তিলাওয়াত করতে করতে আমি যখন এ আয়াতে পৌঁছি ঃ সে সময়ের অবস্থা কিরূপ হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন সাক্ষী পেশ করবো....আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এরপর আমি মাথা উঁচু করে দেখতে পাই যে, নবী ﷺ -এর দুটি চোখ হতে অশ্রু ঝরে পড়ছে।

اٰخِرُ كِتَابِ الْعِلْمِ

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানীয়

٤٢٨. بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ

৪২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

٣٦٢٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبُوْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ الشَّعْبِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِىَ مِنْ خَمْسَةِ اَشْيَاءَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ وَّدِدْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتّٰى يَعْهَدَ اِلَيْنَا فِيْهِنَّ عَهْدًا لَنَنْتَهِىْ اِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا ٠

৩৬২৮. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)...'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়, তখন পাঁচটি জিনিস দিয়ে মদ তৈরী করা হতো। যেমন—(১) আংগুর, (২) খেজুর, (৩) মধু, (৪) গম এবং (৫) যব থেকে। আর মদ হলো ঐ জিনিস, যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে তিরোহিত করে। আর আমি চাইতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেন ততদিন আমাদের থেকে প্রথক না হন, যতদিন না তিনটি জিনিসের হুকুম সম্পর্কে আমরা তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত পাই। আর তা হলো ঃ দাদার প্রাপ্য অংশ, উত্তরাধিকারহীন পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবস্থা এবং সুদের যাবতীয় মামলা।

٣٦٢٩ . حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْخُتَلِىُّ قَالَ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ الْاٰيَةَ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى النِّسَاءِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ يُنَادِىْ اَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلٰوةَ سَكْرَانٌ فَدُعِىَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيٰتُ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ فَقَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا .

৩৬২৯. 'আব্বাদ ইব্ন মূসা (র.)....'উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয়, তখন উমার (রা.) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টরূপে বর্ণনা করুন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, যা সূরা বাকারাতে আছে ঃ লোকেরা আপনার নিকট মদ ও জুয়ার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদের বলে দিন যে, এ দুটিতে আছে বড় গুনাহ....আয়াতের শেষ পর্যন্ত।
এরপর উমার (রা.)-কে ডাকা হয় এবং আয়াতটি তাঁকে শোনান হয়। তখন তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্ট করে বলে দিন। তখন সূরা নিসার এ আয়াত নাযিল হয় ঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।
এরপর সালাতের ইকামত শুরু হওয়ার আগেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আহবানকারী এরূপ ঘোষণা করতেন যে, "কোন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেন সালাতে শরীক না হয়।ঃ পরে 'উমার (রা.)-কে ডেকে এ আয়াত শোনান হয়। তখন তিনি বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাদের জন্য মদের হুকুম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন। এরপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ নিশ্চয় মদ এবং জুয়া ইত্যাদি এরূপ জঘন্য শয়তানী আমল, যা দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে দুশ্‌মনী সৃষ্টি করে এবং এর দ্বারা আল্লাহর যিকির হতে বিরত রাখে। তবু কি তোমরা ফিরে আসবে না ? তখন উমার (রা.) বলেন ঃ আমরা ফিরে আসলাম।

٣٦٣٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ اَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَاَمَّهُمْ عَلِىٌّ فِى الْمَغْرِبِ وَقَرَاَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ فَخَلَطَ فِيْهَا فَنَزَلَتْ لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ .

৩৬৩০. মুসাদ্দাদ (র.)....'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক আনসার সাহাবী তাঁকে ও আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা.)-কে দাওয়াত দিয়ে শরাব পান করান। আর এ ছিল শরাব হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। এরপর 'আলী (রা.) মাগরিবের সালাতে

তাদের ইমামতি করেন এবং সূরা কাফিরূন পাঠ করেন, যাতে তিনি ভুল করে ফেলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, তোমরা কী বলছো!

٣٦٣١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ نِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ نَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدِ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ نَسَخَتْهَا الَّتِىْ فِى الْمَائِدَةِ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ الاٰيَةَ .

৩৬৩১. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের এ আয়াতদ্বয় ঃ (১) ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, এবং (২) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। আপনি বলুন ঃ এ দু'টি ভয়ংকর গুনাহের কাজ এবং মানুষের কিছু উপকারও এতে রয়েছে। এ দু'টি আয়াতের হুকুমকে সূরা মায়িদার এ আয়াত ঃ "নিশ্চয় মদ, জুয়া ইত্যাদি এরূপ জঘণ্য শয়তানী কাজ, যা দ্বারা শয়তান মানুষের মধ্যে দুশ্‌মনী সৃষ্টি করে– আয়াতের শেষ পর্যন্তঃ বাতিল করে দিয়েছে।

٣٦٣٢ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِى الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِىْ مَنْزِلِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ الاَّ الْفَضِيْخُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَنَادى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا هٰذَامُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৬৩২. সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন শরাব হারাম হয়, তখন আমি আবূ তাল্‌হা (রা.)-এর ঘরে লোকদের শরাব পান করাচ্ছিলাম। এ সময় আমাদের শরাব ছিল পচা খেজুর রসের নেশাযুক্ত তাড়ি। এ সময় আমাদের কাছে একজন এসে বলে ঃ শরাব হারাম হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ঘোষকও এরূপ ঘোষণা দিচ্ছিল। তখন আমরা বলি ঃ ইনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘোষক।

٤٣٠. بَابُ الْعِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

৪৩০. অনুচ্ছেদ ঃ মদ তৈরীর জন্য আংগুর নিংড়ানো সম্পর্কে

٣٦٣٣ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ مَوْلاَ هُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْغَافِقِىِّ اَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ ٠

৩৬৩৩. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র লানত শরাবের উপর, তা পানকারীর উপর, যে পান করায় তার উপর, যে বিক্রি করে তার উপর, যে তা খরিদ করে তার উপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার উপর, আর যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে, সকলের উপর।

٤٣١. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

৪৩১. অনুচ্ছেদ ঃ শরাবের সির্কা বানানো সম্পর্কে

٣٦٣٤ . حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ اَبِىْ هُبَيْرَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَيْتَامٍ وَرِثُوْا خَمْرًا قَالَ اَهْرِقْهَا قَالَ اَفَلاَ اَجْعَلُهَا خَلاًّ قَالَ لاَ ٠

৩৬৩৪. যুহায়র ইব্ন হারব (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবূ তাল্হা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঐ সমস্ত ইয়াতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যারা মীরাছ হিসাবে শরাব পেয়েছিল। তিনি ﷺ বলেন ঃ শরাব ঢেলে ফেলে দাও। তখন আবূ তাল্হা (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি কি এ দিয়ে সির্কা বানাব না ? তিনি বলেন ঃ না।

٤٣٢. بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هِىَ

৪৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ কোন্ জিনিস থেকে শরাব তৈরী হয়

٣٦٣٥ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ نَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَّاِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَّاِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَاِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَّاِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا ٠

৩৬৩৫. হাসান ইব্ন 'আলী (র.)...নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আংগুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, মধু, গম এবং যব হতে শরাব তৈরী হয়।

٣٦٣٦ . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِىْ حَرِيْزٍ اَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ اَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَّةِ وَإِنِّيْ أَنْهَكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ٠

৩৬৩৬. মালিক ইব্‌ন আবদিল ওয়াহিদ (র.)...নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি ঃ আংগুরের রস, কিশমিশ, খেজুর, গম এবং যব হতে শরাব তৈরী হয়। আমি তোমাদের সব ধরনের নেশার দ্রব্য ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

٣٦٣٧ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا اَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ ٠

৩৬৩৭. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শরাব এ দুটি গাছ থেকে তৈরী হয়, যথা—খেজুর ও আংগুর গাছ।

٤٣٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى السُّكْرِ

৪৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ নেশার বস্তু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

٣٦٣٨ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى فِىْ اُخَرِيْنَ قَالُوْا نَا حَمَّادٌ يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَّكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَّ مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ ٠

৩৬৩৮. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র.).... ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক নেশার বস্তু হলো শরাব এবং প্রত্যেক নেশার বস্তু হারাম। কাজেই, যে ব্যক্তি শরাব পান করতে করতে মারা যাবে, আখিরাতে তাকে বেহেশতী শরাব পান করানো হবে না।[১]

٣٦٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّسَابُوْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ وَّكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَّمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخِسَتْ صَلٰوتُهٗ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّسْقِيَهٗ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قِيْلَ

---

১. অর্থাৎ শরাব খোরের মৃত্যু কাফিরের মত হবে। কাজেই সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না বিধায় বেহেশতী শরাব হতে সে বঞ্চিত হবে। (অনুবাদক)

وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَدِيْدُ اَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيْرًا لاَّ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ .

৩৬৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি‘ (র.)....ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক বুদ্ধি-জ্ঞান বিনষ্টকারী বস্তু হলো শরাব। আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। কাজেই, যে শরাব পান করে, তার চল্লিশ দিনের সালাতের (ছওয়াব) কম হয়ে যায়। এরপর যদি সে তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন। এভাবে যদি সে চতুর্থবারও শরাব পান করে, তখন আল্লাহ্‌র জন্য এটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি তাকে ‘তীনাতুল খাবাল’ পান করাবেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! ‘তীনাতুল খাবাল’ কি ? তিনি বলেন ঃ জাহান্নামবাসীদের পুঁজ। একই ভাবে, যে ব্যক্তি কোন কম বয়েসী বাচ্চাকে, যে হালাল-হারাম সম্পর্কে কিছুই জানে না, শরাব পান করায়, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে জাহান্নামীদের পুঁজ পান করাবেন।

٣٦٤٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ .

৩৬৪০. কুতায়বা (র.).... জাবির ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যা অধিক পরিমাণে পান করলে নেশার সৃষ্টি হয়, তা অল্প পরিমাণে পান করাও হারাম।

٣٦٤١ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَرَاْتُ عَلَى يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجَرْجَسِىِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ وَالْبِتْعُ نَبِيْذُ الْعَسَلِ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَا كَانَ اَثْبَتَهُ مَا كَانَ فِيْهِمْ مِثْلُهُ يَعْنِىْ فِىْ اَهْلِ حِمْصَ يَعْنِى الْجَرْجَسِىَّ .

৩৬৪১. ‘আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র.)....‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মধুর তৈরী শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি ﷺ বলেন ঃ যে শরাব পানে নেশার সৃষ্টি হয়, তা হারাম।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ যুহ্‌রী (র.) এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদে বর্ণনা প্রসংগে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, 'মধুর তৈরী শরাবকে বিত্‌উ' বলা হয়। যা ইয়ামানের অধিবাসীরা পান করতো।
ইমাম আবূ দাউদ (র.) আরো বলেন ঃ আমি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহি জারজাসী, যিনি এ হাদীছের বর্ণনাকারী, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি দৃঢ়চিত্তের অধিকারী এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। হিম্‌সের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর ন্যায় আর কেউ-ই ছিলেন না, অর্থাৎ জারজাসীর ন্যায়।

٣٦٤٢ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلاً شَدِيْدًا وَاِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِّنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّٰى بِهٖ عَلٰى اَعْمَالِنَا وَعَلٰى بَرْدِ بِلاَدِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوْهُ قُلْتُ فَاِنَّ النَّاسَ غَيْرُتَا رِكِيْهِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَتْرُكُوْهُ فَقَاتِلُوْهُمْ .

৩৬৪২. হান্নাদ (র.)...দায়লাম হিমইয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে বলিঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা এমন এক ঠাণ্ডা এলাকায় বসবাস করি, যেখানে আমার শ্রমসাধ্য কাজ করতে হয়। ঠাণ্ডা দূর করার জন্য এবং কষ্ট ও শ্রমে হারানো প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা সেখানে গমের তৈরি শরাব ব্যবহার করি, (এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?) তখন তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তাতে কি নেশার সৃষ্টি হয়? আমি বলি ঃ হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা তা পরিহার করবে। দায়লাম হিময়ারী (রা.) বলেন, তখন আমি বলি যে, লোকেরা তো তা পরিত্যাগকারী নয়। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ যদি লোকেরা তা পরিত্যাগ না করে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, (যাতে তারা তা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।)

٣٦٤٣ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ مِّنَ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبِتْعُ قُلْتُ وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ فَقَالَ ذٰلِكَ الْمِزْرُ ثُمَّ قَالَ اَخْبِرْ قَوْمَكَ اَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

৩৬৪৩. ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র.)....আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ -কে মধুর তৈরি শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ এটাই তো বিতউ' এরপর আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ লোকেরা তো যব ও ভুট্টার শরাব তৈরি করে? তখন তিনি বলেন ঃ এ তো মাযর। এরপর তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার কাওমের লোকদের জানিয়ে দেবে যে, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

٣٦٤٤ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ·

৩৬৪৪. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)....ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ শরাব পান করতে, জুয়া খেলতে, ঢোল বা তবলা বাজাতে এবং ঘরের তৈরী শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন ঃ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

٣٦٤٥ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ نَا اَبُوْ شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهٖ بْنِ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِىِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَّمُفْتِرٍ ·

৩৬৪৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (র.).... উম্মু সাল্‌মা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী এবং অলসতা আনয়নকারী বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٤٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا مَهْدِىٌّ يَعْنِى ابْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ نَا اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى وَهُوَ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَّمَا اَسْكَرَمِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْئُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ·

৩৬৪৬. মুসাদ্দাদ (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। আর যে বস্তুর অধিক পানে নেশার সৃষ্টি হয় তা এক অঞ্জলীও পান করা হারাম।

٤٣٤ . بَابُ فِى الذَّاذِىِّ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাযী শরাব সম্পর্কে

٣٦٤٧ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىُّ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ يَسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ·

৩৬৪৭. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)....মালিক ইব্ন আবু মারয়াম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আব্দুর রহমান ইব্ন গানাম (রা.) আমাদের নিকট আসে। তখন আমরা তাঁর সংগে 'তিলা'[১] সম্পর্কে আলোচনা করি। তিনি বলেন, আমার নিকট আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মতের কিছু লোক শরাব পান করবে এবং এর নাম শরাব ছাড়া অন্য কিছু রাখবে।[২]

٤٣٥. بَابُ فِي الْأَوْعِيَةِ

৪৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মদের পাত্র সম্পর্কে

٣٦٤٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْـرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَشْـهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ .

৩৬৪৮. মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্ন উমার এবং ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ আমরা এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরাবের পাত্র॥দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত এবং নাকীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

٣٦٤٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ يَعْلٰى يَعْنِى ابْنَ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْـدِ بْنِ جُبَيْـرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْـدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْـذَ الْجَرِّ فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْـذَ الْجَرِّ فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَمَا تَسْـمَعُ مَا يَقُوْلُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ قَالَ صَدَقَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ .

৩৬৪৯. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.) বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'নাবীজ-জার'-কে হারাম করেছেন। তখন আমি

---

১. আঙুরের রস, যার দুই-তৃতীয়াংশ আগুনে জ্বাল দিয়ে রসঘন করে, এক অংশ বাকী রাখা হয়।

২. প্রকৃত প্রস্তাবে তা শরাবই। যা লোকে পান করবে। কিন্তু তারা তাকে শরাব বলবে না। বরং অন্য নামে অভিহিত করবে। যেমন বাংলাদেশে তৈরী বিভিন্ন প্রকারের সঞ্জীবনী সুধা' আসলে এসব মদেরই নামান্তর মাত্র।

৩. চারটি পাত্রের নাম, যা দিয়ে তৎকালে মদ তৈরী করা হতো। দুব্বা-কদুর খোল দিয়ে তৈরী হান্তাম-সবুজ লাখার তৈরী মটকা; মুযাফ্ফাত-শীশার তৈরী বিশেষ ধরনের পাত্র এবং নকীর-কাঠের তৈরী বিশেষ পাত্র। এসব পাত্রে মদ তৈরী করা হতো। (অনুবাদক)

ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ঃ ইব্‌ন 'উমার (রা.) কি বলেন, তা কি আপনি শুনেছেন? তিনি বলেন ঃ তিনি [ইব্‌ন উমার (রা.)] কী বলেন ঃ তখন আমি বলি ঃ তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'নাবীয-জার'-কে হারাম করেছেন । তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ 'জার' শব্দের অর্থ কি? তিনি বলেন ঃ 'জার' ঐ পাত্র, যা মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়। (অর্থাৎ মাটির তৈরি মটকা, যার মধ্যে খেজুর, আংগুর ইত্যাদি পঁচিয়ে মদ তৈরি করা হয়)।

٣٦٥٠ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ اَبِىْ جَمْـــرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهٰذَا حَدِيْثُ سُلَيْـمَانَ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَّبِيْعَةَ قَدْحَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَّاخُذُ بِهٖ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَّرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَّاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ الْاِيْمَانُ بِـاللّٰهِ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَعَقَدَ بِيَدِهٖ وَاحِدَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَرَّهَا لَهُمْ شَهَادَةَ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ النَّقِيْرِ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ قَالَ مُسَدَّدٌ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفَّتَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِىُّ .

৩৬৫০. সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে যে, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ! আমরা রাবীআ' গোত্রের লোক, আমাদের ও আপনার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারী হল মুযার গোত্রের লোকেরা। সে জন্য আমরা সম্মানিত মাস[1] ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। আপনি আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দেন, যা আমরা নিজেরা আমল করবো এবং অন্য লোকদের নিকট তা পৌঁছে দেব। তিনি ﷺ বলেন ঃ আমি তোমাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছি এবং অপর চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। (আমি যা করার নির্দেশ দিচ্ছি, তাহলোঃ), (১) আল্লাহ্‌র প্রতি এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। এ বলে তিনি তাঁর হাত দিয়ে একের প্রতি ইশারা করেন।

রাবী মুসাদ্দিদ (র.) বলেন ঃ নবী ﷺ এরূপ বলেন যে, "আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা।" এরপর এর ব্যাখ্যায় তাদের বলেন ঃ এরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং

---

১. যিল্‌কাদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম ও সফর-এ চারটি মাসকে সম্মানিত মাস বলা হয়।

মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল; (২) সালাত কায়েম করা; (৩) যাকাত আদায় করা এবং (৪) গনীমতের মাল হতে এক. পঞ্চমাংশ প্রদান করা।
আর আমি তোমাদের নিষেধ করছি ঃ (১) কদুর খোল দ্বারা তৈরী পাত্র হতে; (২) সবুজ লাখার তৈরী পাত্র হতে; (৩) শীশার তৈরী বিশেষ পাত্র এবং (৪) কাঠের তৈরী পাত্র ব্যবহার করা হতে।[১]
ইব্‌ন 'উবায়দ 'মুকীরের' স্থানে 'নাকীর' বলেছেন এবং মুসাদ্দাদ 'মুকীর' এবং 'নাকীর' বলেছেন, মুযাফ্‌ফাত বলেন নি। ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ আবূ জাম্‌রার নাম হলো নাস্‌র ইব্‌ন ইমরান।

٣٦٥١ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ اَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيْرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمَزَادَةِ وَالْمَجْبُوْبَةِ وَلٰكِنِ اشْرَبْ فِيْ سِقَائِكَ وَاَوْكِهِ .

৩৬৫১. ওয়াহাব ইব্‌ন বাকীয়্যা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদের বলেন যে, "আমি তোমাদের কাঠের তৈরী পাত্র, শীশার তৈরী পাত্র, লাখার তৈরী পাত্র, কদুর খোল দ্বারা তৈরী পাত্র এবং কর্তিত মশক দ্বারা তৈরী পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। বরং তিনি বলেন ঃ মশকের পানি পান করবে এবং তার মুখ বেঁধে রাখবে।

٣٦٥٢ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوْا فِيْمَا نَشْرَبُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِاَسْقِيَةِ الْاَدَمِ الَّتِيْ يُلَاثُ عَلٰى اَفْوَاهِهَا .

৩৬৫২. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তারা জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা কোন্ কোন্ পাত্রে পান করবো ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ চামড়ার তৈরী মশক দ্বারা পান করবে, যার মুখ বাঁধা যায়।

٣٦٥٣ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِي الْقَمُوْصِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِيْنَ وَفَدُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يَحْسَبُ

১. বস্তুত ইসলামের প্রথম যুগেও উক্ত চার ধরনের পাত্রে মদপান করা হতো। এজন্য নবী (সা.) এ চার ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন, যাতে পাত্রের কারণে মদের খেয়াল ও না আসে, যা হারাম হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী কালে নবী (সা.) এ পাত্রগুলি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। কেননা, পাত্রের তো কোন দোষ নেই, তাই সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

عَوْفُ اَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِىْ نَقِيْرٍ وَّلاَ مُزَفَّتٍ وَّلاَ دُبَّاءٍ وَّلاَ حَنْتَمٍ وَاشْرَبُوْا فِى الْجِلْدِ الْمُوْكَاءِ عَلَيْهِ فَانِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوْهُ بِالْمَاءِ فَانْ اَعْيَاكُمْ فَاهْرِيْقُوْهُ ٠

৩৬৫৩. ওয়াহাব ইব্ন বাকীয়্যা (র.)...আবূ কামূস যায়দ ইব্ন 'আলী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল কায়স গোত্রের যে প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়েছিল, তাদের একজন আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। রাবী আওফ (র.) বলেন ঃ আমার ধারণা, তাঁর নাম ছিল কায়স ইব্ন নু'মান। নবী ﷺ তাদের বলেন ঃ তোমরা কাঠের তৈরী পাত্র, শীশার তৈরী পাত্র, লাখার তৈরী পাত্র এবং কদুর খোলে তৈরী পাত্রে পান করবে না; বরং তোমরা এমন চামড়ার মশকে পান করবে, যাব মুখ বাঁধা যায়। আর নাবীযের মধ্যে যদি তীব্রতা আসে, তবে এর সাথে পানি মিশিয়ে এর তীব্রতা হ্রাস করবে। যদি এতেও তার তীব্রতা হ্রাস না পায়, তবে তা ঢেলে ফেলে দেবে।

٣٦٥٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَال حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ بُذَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسُ بْنُ جَنْتَرٍ النَّهْشَلِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَا نَشْرَبُ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَلاَ فِى الْمُزَفَّتْ وَعَنِ النَّقِيْرِ وَانْتَبِذُوْا فِى الْاَسْقِيَةِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانِ اشْتَدَّ فِى الْاَسْقِيَةِ قَالَ فَصُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُمْ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اهْرِيْقُوْهُ ثُمَّ قَالَ انَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَىَّ اَوْ حُرِّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوْبَةُ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سُفْيَانُ فَسَاَلْتُ عَلِىَّ بْنَ بُذَيْمَةَ عَنِ الْكُوْبَةِ قَالَ الطَّبْلُ ٠

৩৬৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা কোন্ পাত্রে পান করবো? তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা কদুর খোলে তৈরী পাত্রে, শীশার তৈরী পাত্রে এবং কাঠের তৈরী পাত্রে পান করবে না। বরং তোমরা মশকের মধ্যে নাবীয ভিজিয়ে রাখবে। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মশকের মধ্যে ভিজিয়ে রাখার কারণে যদি নাবীযের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়? তিনি ﷺ বলেন ঃ তবে তাতে আরো পানি মিশাবে। পরে তাঁরা আবার এরূপ জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের তৃতীয় অথবা চতুর্থবারের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন ঃ এমতাবস্থায় তোমরা নাবীয ঢেলে ফেলে দেবে। এরপর নবী ﷺ আরো বলেন ঃ সব ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

রাবী সুফ্য়ান (র.) বলেন ঃ আমি 'আলী ইব্ন বুযায়মা (রা.)-কে 'কুবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ কুবার অর্থ হলো—ঢোল, যার দু'মুখ আবৃত অর্থাৎ তব্লা।

٣٦٥٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ سَمِيْعٍ قَالَ نَا مَالِكُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجِعَةِ .

৩৬৫৫. মুসাদ্দাদ (র.)....'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কদুর খোলে তৈরী পাত্র, লাখার তৈরী পাত্র, কাঠের তৈরী পাত্র এবং যবের তৈরী শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٥٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَاَنَا اٰمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّ فِيْ زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ اَنْ لاَّ تَشْرَبُوْا اِلاَّ فِيْ ظُرُوْفِ الْاَدَمِ فَاشْرَبُوْا فِيْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ اَنْ لاَّتَشْرَبُوْا مُسْكِرًا وَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيِّ اَنْ تَاكُلُوْهَا بَعْدَ ثَلْثٍ فَكُلُوْا وَاسْتَمْتِعُوْا بِهَا فِيْ اَسْفَارِكُمْ .

৩৬৫৬. আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)....ইব্ন বুরায়দা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের তিনটি বস্তু হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন আমি তোমাদের সেগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছি। আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, এর ফলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। আর আমি তোমাদের চামড়ার মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু ছাড়া যে কোন পান-পাত্র ব্যবহার করতে পার। আর আমি তোমাদের তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যতদিন খুশী তা খেতে পার এবং তোমাদের সফরের সময় এর দ্বারা উপকৃত হতে পার।

٣٦٥٧ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاَوْعِيَةِ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا قَالَ فَلاَ اِذًا .

৩৬৫৭. মুসাদ্দাদ (র.)....জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেন, তখন আনসার সাহাবীরা বলেন ঃ এর ব্যবহার তো আমাদের জন্য অপরিহার্য। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ এখন আমি তোমাদের এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করবো না।

٣٦٥٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ اَبِيْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْاَوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ وَالْحَنْتَمَ وَالْمُزَفَّتَ وَالنَّقِيْرَ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ اِنَّهُ لاَ ظُرُوْفَ لَنَا فَقَالَ اشْرَبُوْا مَاحَلَّ .

৩৬৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাখার তৈরী পাত্র, রৌগন কাঠের তৈরী পাত্র এবং কাঠের তৈরী পাত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেন, (যার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল)। তখন জনৈক আরবী বলেন ঃ এখন তো আমাদের কাছে আর কোন পান-পাত্রই থাকলো না। তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তবে তোমরা উক্ত পাত্রে হালাল বস্তু পান করতে পার।

٣٦٥٩ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ قَالَ نَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ قَالَ نَا شَرِيْكٌ بِاِسْنَادِهِ قَالَ اجْتَنِبُوْا مَا اَسْكَرَ .

৩৬৫৯. হাসান ইব্‌ন আলী (র.)....শুরায়ক (র.) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু পরিহার করবে।

٣٦٦٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا اَبُوا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سِقَاءٍ فَاِذَا لَمْ يَجِدُوْا سِقَاءً نُبِذَلَهُ فِيْ تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ .

৩৬৬০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য মশকে নাবীয ভিজিয়ে রাখা হতো। আর যদি মশক না পাওয়া যেত, তবে পাথরের কোন বড় পাত্রে তা ভিজানো হতো।

٤٣٦. بَابُ الْخَلِيْطَيْنِ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিশ্রিত বস্তু সম্পর্কে

٣٦٦١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رِبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُّنْتَبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهٰى اَنْ يُّنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا .

৩৬৬১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আংগুর এবং খেজুর মিশ্রিত করে 'নাবীয' তৈরী করতে এবং আধ-পাকা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করে 'নাবীয' বানাতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٦٢ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ نُهِيَ عَنْ خَبِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيْطِ

الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ انْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۔

৩৬৬২. মূসা ইব্ন **ইসমাঈল (র.)**....আবূ কাতাদা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আংগুর **এবং খেজুর মিশ্রিত** করে নাবীয বানাতে, আধ-পাকা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে নাবীয বানাতে এবং অল্প পাকা ও কাঁচা খেজুর মিশিয়ে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। রাবী বলেন ঃ আমার নিকট আবূ সালামা ইব্ন আবদির রহমান (র.) আবূ কাতাদা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٦٣ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ رَّجُلٍ قَالَ حَفْصٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهٰى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ ۔

৩৬৬৩. সুলায়মান ইব্ন হার্‌ব (র.).... হাফ্‌স (র.) নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাকা খেজুর এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভিজিয়ে (নাবীয বানাতে) নিষেধ করেছেন।

٣٦٦٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيٰ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَّارَةَ حَدَّثَتْنِيْ رَيْطَةُ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَتْ سَأَلْتُ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا اَنْ نَّعْجُمَ النَّوٰى طَبْخًا اَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ ۔

৩৬৬৪. মুসাদ্দাদ (র.)....**কাব্‌শা বিনত আবী মারয়াম** (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি উম্মু সালামা **(রা.)-কে জিজ্ঞাস করি** যে, নবী ﷺ কোন্ কোন্ জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন? **তিনি বলেন ঃ** নবী ﷺ খেজুর এভাবে পাকাতে নিষেধ করেছেন, যাতে তার আটি বিনষ্ট হয়ে **যায় এবং তিনি আংগুর** ও খেজুর মিশ্রিত করে ভিজিয়ে (নাবীয বানাতে) নিষেধ করেছেন।

٣٦٦٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ امْرَاَةٍ مِّنْ بَنِيْ اَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيْبٌ فَيُلْقٰى فِيْهِ تَمْرٌ اَوْ تَمْرٌ فَيُلْقٰى فِيْهِ زَبِيْبٌ ۔

৩৬৬৫. মুসাদ্দাদ (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য আংগুরের নাবীয তৈরী করা হতো এবং তাতে খেজুরও দেওয়া হতো। আর কোন কোন সময় খেজুরের নাবীয তৈরী করা হতো এবং তাতে আংগুর মিশ্রিত করা হতো।

٣٦٦٦ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَ الْحَنَّانِيُّ نَا اَبُوْ بَحْرٍ قَالَ نَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْحَمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ فَقَالَتْ كُنْتُ اٰخُذُ قُبْضَةً مِّنْ تَمْرٍ وَقُبْضَةً مِّنْ زَبِيْبٍ فَاُلْقِيْهِ فِيْ اِنَاءٍ فَاَمْرِسُهُ ثُمَّ اَسْقِيْهِ النَّبِيَّ ﷺ .

৩৬৬৬. যিয়াদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....সাফিয়্যা বিন্ত আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি আবদুল কায়স গোত্রের কয়েকজন মহিলার সাথে 'আইশা (রা.)-এর নিকট হাযির হই। এরপর আমরা তাঁর কাছে খেজুর ও আংগুরের তৈরী নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ আমি এব মুষ্টি খেজুর ও এক মুষ্টি আংগুর নিয়ে একটি পাত্রে রাখতাম। এরপর তা হাত দিয়ে মিশিয়ে নবী ﷺ কে পান করাতাম।

٤٣٧. بَابُ فِيْ نَبِيْذِ الْبُسْرِ

৪৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ আধ-পাকা খেজুর দ্বারা নাবীয তৈরী করা

٣٦٦٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَّعِكْرِمَةَ اَنَّهُمَا كَانَ يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَاخُذَانِ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَخْشٰى اَنْ يَكُوْنَ الْمُزَّاءُ الَّتِيْ نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا الْمُزَّاءُ قَالَ النَّبِيْذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ .

৩৬৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....জাবির ইব্ন যায়দ ও ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে আধ-পাকা খেজুর দিয়ে তৈরী নাবীযকে এমতাবস্থায় মাকরূহ মনে করতেন, যখন তা কেবল আধ-পাকা খেজুর দ্বারাই তৈরী করা হতো। আর তাঁরা এটাকে ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হিসাবে মনে করতেন। কেননা, ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেছেনঃ আমার সন্দেহ হয় যে, যেন তা 'মুযযাব্ব না হয়ে যায়, যে সম্পর্কে আব্দুল কায়স গোত্রকে নিষেধ করা হয়েছিল।

(রাবী বলেনঃ) আমি কাতাদা (রা.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, 'মুযযাব্ব-এর অর্থ কি? তিনি বলেনঃ লাখা এবং রৌগন (সুগন্ধি) পাত্রে যে নাবীয তৈরী করা হয়, তাকে 'মুযযাব্ব বলে।

٤٣٨. بَابٌ فِيْ صِفَةِ النَّبِيْذِ
৪৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ নাবীযের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে

٣٦٦٨ . حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا ضَمْرَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ اَبِيْـهِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَّحْنُ وَمِنْ اَيْنَ نَحْنُ وَاِلٰى مَنْ نَّحْنُ قَالَ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا اَعْنَابًا مَّا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوْهَا قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ قَالَ انْبِذُوْهُ عَلٰى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوْهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوْهُ عَلٰى عَشَائِكُمْ وَاشْـرَبُوْهُ عَلٰى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوْهُ فِي الشِّنَانِ وَلَاتَنْبِذُوْهُ فِي الْقُلَلِ فَاِنَّهٗ اِذَا تَاَخَّرَ عَنْ عَصْرِهٖ صَارَخَلًّا .

৩৬৬৮. ‘ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.).... দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি; ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আপনি তো জানেন, আমরা কারা এবং কোথায় আমরা থাকি, আর কার কাছে এসেছি ? তিনি ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে এসেছ। তখন আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের ওখানে প্রচুর আংগুর উৎপন্ন হয়, আমরা তা দিয়ে কি করবো ? তিনি বলেনঃ তোমরা তা শুকিয়ে রাখবে। এরপর জিজ্ঞাসা করি ঃ আমরা আঙ্গুর শুকিয়ে কি করবো? তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা তা সকালে ভিজিয়ে রেখে সন্ধ্যায় পান করবে এবং সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে সকালে পান করবে। আর তা চামড়ার মশক ও কলসীর মধ্যে ভিজাবে না। কেননা, তা চটকাতে বিলম্ব হলে সির্কা হয়ে যাবে।

٣٦٦٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْـدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْـدِ الْمَجِيْـدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْــدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سِقَاءٍ يُوكَأُ اَعْلَاهُ وَلَهٗ عَزْلَاءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهٗ عِشَاءً وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهٗ غُدْوَةً .

৩৬৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)....‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য এমন মশকে নাবীয তৈরি করা হতো, যার মুখ উপর দিক থেকে বন্ধ করা যেত। আর ঐ মশকের নীচের দিকেও একটি মুখ থাকতো, যা দিয়ে নাবীয পান করা হতো। যে নাবীয সকালে তৈরি করা হতো, তিনি ﷺ তা সন্ধ্যায় পান করতেন এবং যা সন্ধ্যায় তৈরি করা হতো, তিনি তা সকালে পান করতেন।

٣٦٧٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَمَّتِيْ عَمْـرَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُدْوَةً

فَاِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشّٰى شَرِبَ عَلٰى عِشَائِهٖ فَاِنْ فَضِلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ اَوْ فَرَغْتُهُ ثُمَّ تُنْبَذُ بِاللَّيْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ تَغَدّٰى فَشَرِبَ عَلٰى غَدَائِهٖ قَالَتْ نَغْسِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً فَقَالَ لَهَا اَبِيْ مَرَّتَيْنِ فِيْ يَوْمٍ قَالَتْ نَعَمْ ٠

৩৬৭০. মুসাদ্দাদ (র.)....'আ'ইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য সকালে নাবীয তৈরি করতেন। এর পর সন্ধ্যা হলে তিনি তা সন্ধ্যায় পান করতেন। আর যা অতিরিক্ত থাকতো, আমি তা ফেলে দিতাম অথবা পাত্র খালি করে ফেলতাম। এরপর রাতে তার জন্য যে নাবীয বানানো হতো, তিনি তা সকাল হলে সকালের নাশতা খাওয়ার পর পান করতেন। তিনি আরো বলেন ঃ আমি সকাল-সন্ধ্যায় মশক ধৌত করতাম। রাবী বলেন, আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ একদিনে কি দু'বার মশক ধোয়া হতো? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

٣٦٧١ . حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ عُمَرَ يَحْيَى الْهَانِيءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ نَبِيْذُ النَّبِيِّ ﷺ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ اِلٰى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَاْمُرُ بِهٖ فَيُسْقَى الْخَدَمُ اَوْ يُهْرَاقُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ مَعْنٰى يُسْقَى الْخَدَمُ يُبَادِرُ بِهِ الْفَسَادَ ٠

৩৬৭১. মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর জন্য কিশমিশের নাবীয তৈরী করা হতো। তিনি তা সমস্ত দিন পান করতেন, পরদিনও পান করতেন, এমন কি তার পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তা পান করতেন। এরপর তাঁর নির্দেশে তা খাদিমদেরও পান করানো হতো অথবা তা ঢেলে ফেলে দেওয়া হতো।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ খাদিমদের পান করানোর অর্থ হলো, তারা তা নষ্ট হয়ে তাতে মাদকতা সৃষ্টি হওয়ার আগেই পান করতো।

٤٣٩. بَابُ فِيْ شَرَابِ الْعَسَلِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ মধুর শরবত পান করা

٣٦٧٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلٰى اِحْدٰهُنَّ

فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ اِلٰى اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَاِذَا اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً ٠

৩৬৭২. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)...নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন যয়নব বিনত জাহাশ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন, তখন তিনি সেখানে মধুর শরবত পান করতেন। এরপর আমি এবং হাফসা (রা.) এরূপ পরামর্শ করি যে, আমাদের মধ্যে যারই কাছে নবী ﷺ আসেন, সে যেন বলি ঃ আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের[১] দুর্গন্ধ অনুভব করছি। এরপর নবী ﷺ যখন এঁদের কারো কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি এরূপ উক্তি করেন। তখন নবী ﷺ বলেনঃ আমিতো যয়নব বিনৃত জাহাশের ঘরে মধুর শরবত পান করেছি। এখন হতে আমি আর তা পান করবো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ হে নবী ﷺ! আপনি কেন হারাম করলেন তা, যা হালাল করেছেন আল্লাহ আপনার জন্য। এর দ্বারা আপনি কি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনা করেন? নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

এরপর 'আইশা এবং হাফসা (রা.)-এর প্রতি এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা যেন আল্লাহ্র নিকট তাওবা করেন। অন্যথায় আল্লাহ্ স্বীয় নবীকে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে সক্ষম।

٣٦٧٣ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا الْخَبَرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اَنْ تُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ وَفِى الْحَدِيْثِ قَالَتْ سَوْدَةُ بَلْ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ نَبْتٌ مِنْ نَبْتِ النَّحْلِ ٠

৩৬৭৩. হাসান ইব্‌ন আলী (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হালুয়া এবং মধু পসন্দ করতেন। এরপর তিনি হাদীছের কিছু অংশ বর্ণনা করার পর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটি খুবই না পসন্দ করতেন যে, তাঁর নিকট হতে কোনরূপ দুর্গন্ধ বের হোক । হাদীছে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সাওদা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আপনি মনে হয় মাগাফির খেয়েছেন। তিনি ﷺ বলেনঃ না,আমি মধু পান করেছি, যা আমাকে হাফসা পান করিয়েছে। তখন আমি বলি ঃ মধু-মক্ষিকা 'উরফাতা'[২] চেটেছে, যা দিয়ে তারা মধু তৈরি করে ।

---

১. মাগাফির হলো এক ধরনের দুর্গন্ধ যুক্ত গাছের কণা, যা পানিতে গুলে পান করা হয়। নবী (সা.) যে কোন দুগন্ধকে অপছন্দ করতেন।

২. একধরনের দুর্গন্ধযুক্ত ঘাস, মধুমক্ষিকা তা থেকেও মধু সংগ্রহ করে থাকে। ফলে সে মধু দুগন্ধযুক্ত হয়। (অনুবাদক)

٤٤٠. بَابُ فِي النَّبِيْذِ اِذَا غَلٰى

৪৪০. অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয যদি জোশ মেরে উঠে, তবে তা পান করা সম্পর্কে

٣٦٧٤ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ نَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ فَتَحَنَّيْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيْذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِهِ فَاِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطِ فَاِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

৩৬৭৪. হিসাম ইব্ন 'আম্মার (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। সুতরাং তিনি যেদিন রোযা রাখেননি, আমি সেদিনের প্রতি খেয়াল রাখি এবং কদুর খোলে তৈরি পাত্রে নাবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হই, যা আমি আগে থেকেই তাঁর জন্য প্রস্তুত করে রাখি। হঠাৎ তা জোশ মেরে উঠে। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি একে দেওয়ালের দিকে নিক্ষেপ কর। কেননা, এতো ঐ সব লোকের শরাব, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

٤٤١. بَابُ فِي الشَّرَابِ قَائِمًا

৪৪১. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ান অবস্থায় পানি পান করা

٣٦٧٥ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا .

৩৬৭৫. মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দাঁড়িয়ে, পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٧٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيٰ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كُدَامٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ اَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ قَالَ اَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ اَحَدُهُمْ اَنْ يَفْعَلَ هٰذَا وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَاَيْتُمُوْنِيْ فَعَلْتُ .

৩৬৭৬. মুসাদ্দাদ (র.)....নাযাল ইব্ন সাবুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আলী (রা.) পানি চান এবং তা দাঁড়িয়ে পান করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ কিছু লোক একে খারাপ কাজ বলে

মনে করে, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এভাবে পানি পান করতে দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে পানি পান করতে দেখলে।[১]

٤٤٢. بَابُ الشَّرَابِ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ

৪৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা

٣٦٧٧ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشَّرَابِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْجَلاَّلَةَ الَّتِيْ تَاكُلُ الْعَذْرَةَ .

৩৬৭৭. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে, অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করতে এবং তীর খাওয়া পশুর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।[২]

٤٤٣. بَابُ فِي اخْتِنَاثِ الْاَشْقَبَةِ

৪৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মশকের মুখ বাঁকা করে পানি পান করা

٣٦٧٨ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ الزُّهْرِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ .

৩৬৭৮. মূসা ইব্ন **ইসমা'ঈল** (র.)....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **মশকের মুখ** বাঁকা করে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٧٩ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِاِدَاوَةٍ يَّوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ اخْنِثْ فَمَ الْاِدَاوَةِ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فِيْهَا .

---

১. **সম্ভবত** ঃ কোন প্রয়োজনে **নবী** (সা.) দাঁড়িয়ে পানি পান করেছিলেন। অথবা তা এরূপ পানি ছিল, যা দাঁড়ান অবস্থায় পান করাতে ছওয়াব রয়েছে। যেমন–যমযমের পানি, উযূর পানি। অথবা ব্যাপারটি নবী (সা.)-এর জন্য খাস ছিল, যা অন্যের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

২. অর্থাৎ ঐ পশুর গোশত, যে **তীরের** আঘাতে মারা গেছে এং তা যবাহ্ করা হয়নি। এরূপ পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়। (অনুবাদক)

৩৬৭৯. নাস্‌র ইব্‌ন 'আলী (র.)....'আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের যুদ্ধের দিন একটি পান-পাত্র আনতে বলেন। এরপর তিনি বলেন ঃ এর মুখটি বাঁকা কর। এরপর তিনি তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করেন।[১]

٤٤٤. بَابُ فِى الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

৪৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভাঙ্গা পাত্রের ছিদ্রপথে পানি পান করা

٣٦٨٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدحِ وَاَنْ يُنْفَخَ فِى الشَّرَابِ .

৩৬৮০। আহমদ ইব্‌ন সালিহ (রা.)....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাত্রের ছিদ্রপথে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٤٤٥. بَابُ فِى الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

৪৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ সোনা ও রূপার পাত্রে পানি পান করা

٣٦٨١ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَاَتَاهُ دِهْقَانٌ بِاِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَرْمِهٖ بِهٖ اِلاَّ اَنِّىْ قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৩৬৮১. হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (রা.)....ইব্‌ন আবী লায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুযায়ফা (রা.) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলে জনৈক গ্রাম্য লোক একটি রূপার পাত্রে তাঁর জন্য পানি আনে। তিনি তা দূরে নিক্ষেপ করে বলেন ঃ আমি এটি এজন্য দূরে নিক্ষেপ করেছি যে, আমি এ ব্যক্তিকে এরূপ করতে (এর আগে) নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে আমার নিষেধ শোনেনি। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড়, দীবাজের তৈরী কাপড়[২] পরিধান করতে এবং রূপার পাত্রে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের ব্যবহারের জন্য এবং তোমরা এগুলো আখিরাতে পাবে।

---

১. তিনি (সা) যুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে এভাবে পানি পান করেন। এতে বুঝা যায় যে, এরূপে পানি পান করা হারাম নায়। (অনুবাদক)

২. দীবায হলো এক ধরনের মোটা রেশমী কাপড়, যা পুরুষদের জন্য ব্যাবাহর করা জাইয নয়। (অনুবাদক)

٤٤٦. بَابُ فِي الْكَرْعِ

৪৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানোয়ারের মত পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা

٣٦٨٢ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ فُلَيْحٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِيْ شَنٍّ وَّاِلَّا كَرَعْنَا قَالَ بَلٰى عِنْدِيْ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنٍّ ٠

৩৬৮২. উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)....জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ জনৈক সাহাবীর সংগে একজন আনসারের নিকট গমন করেন, যিনি তাঁর বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি তোমার কাছে পুরাতন সুরাহীতে রাতের ঠাণ্ডা পানি থাকে (তবে ভাল), নয়তো আমি মুখ লাগিয়ে নহরের পানি পান করবো। তিনি বলেন ঃ হাঁ, আমার কাছে পুরাতন সুরাহীতে রাতের পানি আছে।

٤٤٧. بَابُ فِي السَّاقِيْ مَتٰى يَشْرَبُ

৪৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ সাকী[১] নিজে কখন পানি পান করবে

٣٦٨٣ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَاقِي الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا ٠

৩৬৮৩. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রহীম (র.)....'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী 'আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ লোকদের যে পানি পান করায়, তার উচিত সবার শেষে পানি পান করা।

٣٦٨٤ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَّعَنْ يَّمِيْنِهٖ اَعْرَابِيٌّ وَّعَنْ يَّسَارِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ ٠

৩৬৮৪. কা'নাবী (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ -এর জন্য দুধ আনা হয়, যাতে পানি মিশানো ছিল। তখন তাঁর ডান দিকে জনৈক মরুবাসী বেদুঈন

১. যে ব্যক্তি অন্য লোকদের পানি পান করায়, তাকে 'সাকী' বলা হয়। (অনুবাদক)

বসা ছিল এবং বাম দিকে ছিলেন আবূ বাকর (রা.)। তিনি ﷺ দুধ পান করে (বাকী দুধ) উক্ত বেদুঈনকে দিয়ে বলেন ঃ ডান দিক, ডান দিকে দাও।

٣٦٨٥ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ اَبِىْ عِصَامٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلْثًا وَّقَالَ هُوَ اَهْنَاءُ وَاَمْرَاُ وَاَبْرَاُ .

৩৬৮৫. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তিন দমে পানি পান করতেন এবং বলতেন ঃ এভাবে পানি পান করলে তৃষ্ণা উত্তমরূপে নিবারিত হয়, খাদ্য অধিক হযম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

٤٤٨. بَابُ النَّفْخِ فِى الشَّرَابِ

৪৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ পানীয় দ্রব্যে ফুঁ দেওয়া সম্পর্কে

٣٦٨٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ .

৩৬৮৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাত্রের মধ্যে শ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٨٧ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِىْ فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ اِلَيْهِ طَعَامًا فَذَكَرَ حَيْسًا اَتَاهُ بِهٖ ثُمَّ اَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَاَكَلَ تَمْرًا فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوٰى عَلٰى ظَهْرِ اِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى فَلَمَّا قَامَ قَامَ اَبِىْ فَاَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهٖ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِىْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ .

৩৬৮৭. হাফ্‌স ইব্‌ন 'উমার (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। যিনি বনূ সুলায়মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পিতার নিকট আগমন করেন। তিনি তাঁর সামনে খাবার পেশ করলে, তিনি ﷺ হায়সার[১] কথা বলাতে, তাও তাঁর সামনে হাযির করেন। এরপর তিনি নবী ﷺ -এর সামনে শরবত পেশ করেন, যা তিনি পান করেন এবং অবশিষ্ট পানীয় ডান দিকে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে দেন। পরে তিনি ﷺ খেজুর খেয়ে তার আটি তর্জনী এবং মধ্যমা আংগুলের উপর রাখেন। অবশেষে তিনি ﷺ চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে, আমার পিতাও দাঁড়ান এবং তিনি তাঁর বাহনের লাগাম ধরে বলেন ঃ আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করুন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাদের যে রিয্‌ক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের উপর রহম করুন।

১. খোরমা দিয়ে তৈরী এক ধরনের খাদ্য-বস্তু। (অনুবাদক)

٤٤٩. بَابُ مَا يَقُوْلُ اذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

৪৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পানের পর যা বলতে হবে

٣٦٨٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَجَاءُوْا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلٰى ثُمَامَتَيْنِ فَتَبَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ خَالِدٌ اَخَالُكَ تَقْذَرُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَجَلْ ثُمَّ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ وَاِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَانَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اِلَّااللَّبَنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ .

৩৬৮৮. মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি মায়মূনা (রা.)-এর ঘরে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে প্রবেশ করেন এবং তাঁর সংগী ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.)। তখন কিছু লোক দুটি গুইসাপ ভুনা করে দুটি কাঠের উপর রেখে তাঁর ﷺ সামনে পেশ করে, যা দেখে তিনি ﷺ থুথু নিক্ষেপ করেন। তখন খালিদ (রা.) বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ হাঁ, আমি তা ক্ষেতে ঘৃণা করি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য দুধ আনা হয় এবং তিনি তা পান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন খাদ্য খাবে, তখন সে যেন বলে ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! আপনি এ খাদ্যে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং আমাদের এর চাইতে উত্তম খাদ্য প্রদান করুন।'
(তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ) আর তোমাদের কেউ যখন দুধ পান করবে, তখন সে যেন বলে ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনি এ দুধের মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং আমাদের এর চাইতে অধিক প্রদান করুন।

٤٥٠. بَابُ فِيْ اِيْكَاءِ الْاٰنِيَةِ

৪৫০. অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র ঢেকে রাখা সম্পর্কে

٣٦٨٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْيٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِاسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُّغْلَقًا

وَاطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَاَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ .

৩৬৮৯. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).... জাবির (রা.). থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তুমি তোমার ঘরের দরজা আল্লাহ্র নাম নিয়ে (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ্' বলে) বন্ধ করবে। কেননা, এভাবে দরজা বন্ধ করলে শয়তান তা খুলতে পারে না। আর আল্লাহ্র নাম নিয়ে বাতি নিভাবে এবং স্বীয় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখবে, যদিও তা একখণ্ড কাঠ দিয়েও হয়। আর তুমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমার মশকের মুখ বন্ধ করবে।

٣٦٩٠ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰـذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ قَالَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْـتَحُ بَابًا غَلَقًا وَّلاَيَحِلُّ وِكَاءً وَّلاَ يَكْشِفُ اِنَاءً وَّاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ اَوْبُيُوْتَهُمْ .

৩৬৯০. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র.).... জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীছটি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, সে বন্ধ মশকের মুখও খুলতে পারে না এবং সে পাত্রের মুখও খুলতে সক্ষম হয় না। (আর তোমরা এজন্য বাতি নিভিয়ে রাখবে যে,) অধিকাংশ সময় ইঁদুর লোকের ঘর জ্বালানোর কারণ হয়ে থাকে।[১]

٣٦٩١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ فُضَيْلُ بْنُ عَبْـدِ الْوَهَّابِ السُّكَّرِيُّ قَالاَنَا حَمَّادٌ عَنْ كَثِيْـرِ بْنِ شِنْظِيْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَفَعَهُ قَالَ اكْفُتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَاِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا اَوْ خَطْفَةً .

৩৬৯১. মুসাদ্দাদ (র.)....জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমার 'ইশার সময়, রাবী মুসাদ্দীদ (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাচ্চাদেরকে হিফাযত করবে। কেননা, জিন্রা এ সময় ছড়িয়ে পড়ে এবং ছোট বাচ্চাদের খোঁচা দেয়।

٣٦٩٢ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَلاَ نُسْقِيْكَ نَبِيْذًا قَالَ بَلٰى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْـتَدُّ فَجَاءَ بِقَدْحٍ فِيْـهِ نَبِيْـذٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ الْاَصْمَعِيُّ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ .

---

১. কেননা, অধিকাংশ সময় বাতি জ্বালানো থাকলে রাতে ইঁদুর তা টেনে নিয়ে যায়, ফলে গৃহে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ঘরের বাতির আগুন নিভিয়ে শোয়া উত্তম। (অনুবাদক)

৩৬৯২. উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা নবী ﷺ -এর সংগে ছিলাম। সে সময় তিনি ﷺ পানি চাইলে কাওমের জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ আমরা কি আপনাকে নবীয পান করাবো না ? তিনি ﷺ বলেন ঃ হাঁ। তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে চলে যায় এবং একটি পেয়ালায় নাবীয নিয়ে আসে। এসময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তুমি পাত্রটি ঢেকে আনলে না কেন? তুমি যদি এর উপর এক খণ্ড কাঠও রাখতে, তবে ভাল হতো।
ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, আস্মাঈ (র.) বলেছেন ঃ সে কাঠখানা এর উপর যদি চওড়াভাবে রাখতো।

٣٦٩٣ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّعَبدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوْتِ السُّقْيَا قَالَ قُتَيْبَةُ هِىَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَانِ ٠

৩৬৯৩. সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর জন্য 'সুকিয়া' নামক কূয়া হতে পানি আনা হতো।
রাবী কুতায়বা (র.) বলেন ঃ সুকিয়া হলো একটি কূয়ার নাম, যা মদীনা থেকে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

كِتَابُ الْأَطْعِمِ

অধ্যায় ঃ খাদ্যদ্রব্য

٤٥١. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

৪৫১. অনুচ্ছেদ ঃ দাওয়াত গ্রহণ করা সম্পর্কে

٣٦٩٤ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَاتِهَا ٠

৩৬৯৪. কা'নাবী (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কাউকে বিবাহের ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সেখানে যাবে।

٣٦٩٥ . حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَاِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ٠

৩৬৯৫. মাখ্লাদ ইব্ন খালিদ (র.)... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলেছেন, যেরূপ উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তুমি রোযাদার না হও, তবে খানা খাবে; আর রোযাদার হলে খানা খাবে না।

٣٦٩٦ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْنَحْوَهُ ٠

৩৬৯৬. হাসান ইব্‌ন আলী (র.)...ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন ভাই তার ভাইকে দাওয়াত দেয়, তখন তা কবূল করা উচিত। চাই তা ওলীমা হোক বা এরূপ অন্য কোন দাওয়াত।

٣٦٩٧ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى قَالَ نَا بَقِيَّةُ قَالَ نَا الزُّبَيْدِىُّ عَنْ نَّافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوْبَ بِمَعْنَاهُ .

৩৬৯৭. ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র.)...নাফি' (র.) আইয়ূব (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٩٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دُعِىَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

৩৬৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, তার তা কবুল করা উচিত। আর ইচ্ছা হলে খাদ্য গ্রহণ করবে, নয়তো খানা খাবে না। (অর্থাৎ রোযাদার বা অন্য কোন উযর থাকলে খানা খাবে না)।

٣٦٩٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَّخَرَجَ مُغِيْرًا .

৩৬৯৯. মুসাদ্দাদ (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সে যদি তা কবূল না করে, তবে সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে কোন খানা খায়, সে যেন চোর হিসাবে সেখানে প্রবেশ করে এবং লুণ্ঠন করে ফিরে আসে।

٣٧٠٠ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ وَمَنْ لَّمْ يَاتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৩৭০০. কা'নাবী (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঐ ওলীমার খানা খুবই নিকৃষ্ট, যেখানে আমীরদের দাওয়াত দেওয়া হয় গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়। আর যে ব্যক্তি দাওয়াতে আসে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে।

٤٥٢. بَابُ فِيْ اِسْتِحْبَابُ الْوَلِيْمَةِ لِلنِّكَاحِ

৪৫২. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের ওলীমা মুস্তহাব

٣٧٠١ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيْجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ نِّسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَيْهَا اَوْلَمَ بِشَاةٍ ٠

৩৭০১. মুসাদ্দাদ ও কুতায়বা (র.)...ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-এর নিকট যয়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-এর বিবাহের প্রসংগ আলোচিত হয়। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -কে অন্য কোন বিবির ব্যাপারে এরূপ ওলীমা করতে দেখিনি, যেরূপ তিনি যয়নাব (রা.)-এর ওলীমা করেন। তিনি ﷺ একটি বকরী দ্বারা ওলীমা করেন।

٣٧٠٢ . حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا وَائِلُ بْنُ دَاؤُدَ عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَّتَمْرٍ ٠

৩৭০২. হামিদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সুফিয়া (রা.)-এর ওলীমা ছাতু এবং খোরমা দ্বারা করেছিলেন।

٤٥٣. بَابُ الْاِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় খাদ্য খাওয়ানো

٣٧٠٣ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً ٠

৩৭০৩. ‘উছমান ইব্‌ন আবী৫৪ শায়বা (র.)...জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন (তবুকের যুদ্ধ হতে) মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তিনি একটি উট বা গাভী যবাহ্‌ করেন।

٤٥٤. بَابُ فِى الضِّيَافَةِ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের মেহমানদারী কত দিন এবং কিভাবে করতে হবে

٣٧٠٤ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ الضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَّمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَّلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ ٠

৩৭০৪. কা'নাবী (র.)... আবূ শুরায়হ কা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত হবে একদিন এবং একরাত তার মেহমানের উত্তমরূপে সম্মান করা। আর মেহমানের হক হলো একদিন এবং এক রাত। আর যিয়াফত বা মেহমানী হলো তিন দিনের জন্য, পরে তা সাদাকা হবে। আর মেহমানের জন্য উচিত নয় যে, সে মেজবান (গৃহস্বামী)-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য অধিক দিন সেখানে থাকবে।

٣٧٠٥ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِيْنٍ وَّاَنَا شَاهِدٌ اَخْبَرَكُمْ اَشْهَبُ قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ قَالَ يُكْرِمُهُ وَيَتْحِفُهُ وَيَحْفَظُهُ يَوْمًا وَّلَيْلَةً وَّثَلٰثَةُ اَيَّامٍ ضِيَافَةٌ .

৩৭০৫. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ যিয়াফত বা মেহমানী হবে তিন দিনের জন্য এবং এর অতিরিক্ত হলে তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেনঃ হারিছ ইব্ন মিসকীনের মজলিসে, যখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, তখন এভাবে পড়া হয় যে, আশ্হাব (র.) ইমাম মালিক (র.) থেকে এরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, "মেহমানী হলো একদিন ও এক রাতের।ঃ তিনি বলেনঃ একদিন ও একরাত মেহমানের খোঁজ-খবর নেবে, তাকে তোহ্ফা দেবে এবং তার হিফাযত করবে। আর তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করতে হবে।

٤٥٥. بَابُ فِيْ كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيْمَةُ

৪৫৫. অনুচ্ছেদঃ ওলীমা কতদিন পর্যন্ত করা মুস্তাহাব ?

٣٧٠٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ نَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَّجُلٍ اَعْوَرَ مِنْ ثَقِيْفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوْفًا اَيْ يُثْنِيْ عَلَيْهِ خَيْرًا اِنْ لَّمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ فَلاَ اَدْرِيْ مَا اسْمُهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْوَلِيْمَةُ اَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَّالثَّانِيْ مَعْرُوْفٌ وَّالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَّرِيَاءٌ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِيْ رَجُلٌ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ دُعِيَ اَوَّلَ يَوْمٍ فَاَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَاَجَابَ وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَقَالَ اَهْلُ سُمْعَةٍ وَّرِيَاءٍ .

৩৭০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র.)...বনূ ছাকীফের জনৈক কানা ব্যক্তি, যাকে তার সদাচারের জন্য মারুফ বলা হতো, যদি তার নাম যুহায়র ইব্‌ন 'উছমান না হয়, তবে আমি জানি না তার সঠিক নাম কি! তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিবাহের প্রথম দিনে ওলীমার ব্যবস্থা করা জরুরী, দ্বিতীয় দিনে উত্তম এবং তৃতীয় দিনে করলে তা নাম প্রচার ও লোক দেখানোর জন্য করা হচ্ছে বলে বিবেচিত হবে।

٣٧٠٧ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِهٰذَا الْقِصَّةِ قَالَ فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَّبَ الرَّسُوْلَ ٠

৩৭০৭. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)...সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা.) হতে উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তাকে ওলীমার প্রথম দিন ডাকা হলে তিনি যান; দ্বিতীয় দিন ডাকা হলেও যান এবং তৃতীয় দিন ডাকা হলে তিনি যান নি। তিনি আহবানকারীকে পাথর মারেন।

٤٥٦. بَابُ مِنَ الضِّيَافَةِ اَيْضًا

৪৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ যিয়াফত সম্পর্কে আরো কিছু বক্তব্য

٣٧٠٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْ كَرِيْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اِنْ شَاءَ اقْتَضٰى وَاِنْ شَاءَ تَرَكَ ٠

৩৭০৮. মুসাদ্দাদ (র.)... আবূ কারীমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর এক রাতের জন্য মেহমানের হক আছে, যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করবে, তা তার জন্য দেনা স্বরূপ হবে। ইচ্ছা করলে তা আদায় করবে, আর ইচ্ছা না থাকলে বর্জন করবে।

٣٧٠٩ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْجَرْدِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِيْ كَرِيْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ اَضَافَ قَوْمًا فَاَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوْمًا فَاِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتّٰى يَاخُذَ بِقِرٰى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ ٠

৩৭০৯. মুসাদ্দাদ (রা.) মিকদাম আবু কারীমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো নিকট মেহমান হিসাবে যায় এবং সে সকাল পর্যন্ত মাহরুম থাকে,

এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তার সাহায্য করা। এমন কি সেই মেহমান, সে রাতের জন্য মেহমানীর হক সে কাওমের ফসল এবং মাল হতে নেওয়ার হকদার হয়ে যায়।

٣٧١٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَيَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرٰى فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ .

৩৭১০. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র.)...'উক্‌বা ইব্ন 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বলি ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনি আমাদের কখনো কোন কাজে প্রেরণ করেন, তখন আমরা কখনো এমন কাওমের কাছে যাই, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এব্যাপারে আপানার অভিমত কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বলেন ঃ যদি তোমরা কোন কাওমের কাছে যাও এবং তারা তোমাদের জন্য মেহমানদারীর উপকরণ যোগাড় করে দেয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তবে তোমরা তাদের থেকে মেহমানদারীর সে হক আদায় করে নেবে, যা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব।

٤٥٧ . بَابُ فِىْ نَسْخِ الضَّيْفِ فِى الْاَكْلِ مِنْ مَّالِ غَيْرِهِ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের জন্য অন্যের মাল খাওয়ার হুকুম বাতিল হওয়া

٣٧١١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَكَانَ الرَّجُلُ يَحْرَجُ اَنْ يَّاكُلَ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَنَسَخَ ذٰلِكَ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى النُّوْرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِىُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِهِ اِلَى الطَّعَامِ قَالَ اِنِّىْ لاُجَنِّحُ اَنْ اٰكُلَ مِنْهُ وَالتَّجَنُّحُ الْحَرَجُ وَيَقُوْلُ الْمِسْكِيْنُ اَحَقُّ بِهِ مِنِّىْ فَاُحِلَّ فِىْ ذٰلِكَ اَنْ يَّاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاُحِلَّ طَعَامُ اَهْلِ الْكِتٰبِ .

৩৭১১. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ (অর্থ) "তোমরা একে অন্যের মাল অবৈধভাবে খাবে না, অবশ্য ব্যবসার মধ্যে একে অন্যের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে একজন অপর জনের মাল গ্রহণ করতে পার। এ আয়াত নাযিল

হওয়ার পর এতে অন্যের বাড়ীতে আহার করাকে গুনাহের কাজ বলে মনে করতে থাকে। পরে এ আয়াতের হুকুম সূরা নূরের এ আয়াত দ্বারা মানুসূখ বা রহিত হয়ে যায়। আয়াতটি হলো ঃ (অর্থ) এতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই যে, তোমরা খাদ্য খাবে তোমাদের ঘরে, অথবা তোমাদের মাতা-পিতার ঘরে, অথবা নিজের সন্তানের ঘরে, অথবা ভাই ও বোনের ঘরে, অথবা চাচাত ও ফুফীর ঘরে, অথবা মামা ও খালার ঘরে, অথবা ঐ ঘরে যার চাবির মালিক তুমি নিজে, অথবা কোন দোস্ত ও বন্ধুর বাড়ীতে।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে লোকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যদি কোন ধনী ব্যক্তি তার কোন বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত দিত, তখন সে বলতো ঃ আমি তো এখাদ্য গ্রহণ করাকে গুনাহ বলে মনে করি। আর সে আরো বলতো ঃ মিসকীন ব্যক্তি এখাদ্য গ্রহণে আমার চাইতে অধিক হকদার। বস্তুত এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ সমস্যা দূরীভূত হয় যে, তারা একে অন্যের বাড়ীতে খাদ্য গ্রহণ করবে এ শর্তে যে, সে খাদ্যবস্তু (প্রাণী) এমন হবে, যার উপর তা (যবাহর সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হবে, আর আহলে কিতাব বা কিতাবধারীদের খাদ্য গ্রহণ করাও বৈধ সাব্যস্ত হয়।[১]

٤٥٨. بَابُ فِيْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ

৪৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতা করে খাদ্য খাওয়ানো

٣٧١٢ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ الزَّرْقَاءِ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيْتٍ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ اَنْ يُؤْكَلَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيْرٍ لاَيَذْكُرُ فِيْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَهَارُوْنُ النَّحْوِيُّ ذَكَرَ فِيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَيْضًا وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ .

৩৭১২. হারূন ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ প্রতিযোগিতা করে, গর্ব প্রকাশের জন্য, খাদ্য খাওয়াতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ যারীর (র.) থেকে অধিকাংশ বর্ণনাকারী ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-কে এ বর্ণনায় উল্লেখ করেননি। তবে হারূন নাহবী (র.) এ হাদীছে ইবনে 'আব্বাস (রা.)-এর উল্লেখ করেছেন। আর রাবী হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র.) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

٤٥٩. بَابُ الرَّجُلِ يُدْعٰى فَيَرٰى مَكْرُوْهًا

৪৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ যাকে দাওয়াত করা হয়, সে যদি শরীআত বিরোধী কিছু দেখে

٣٧١٣ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَجُلاً اَضَافَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ

১. অর্থাৎ যখন কোন মুসলমান বা কিতাবধারী (ইয়াহূদী ও নাসারা) 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে কোন প্রাণী যবাহ করবে এবং অন্য মুসলমানকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেবে, তখ সেখানে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। (অনুবাদক)

لَوْدَعَوْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى عِضَادَتِي الْبَابِ فَرَاَئ الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا اَرْجَعَهُ فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا رَدَّكَ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِيْ اَوْ لِنَبِيٍّ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا ٠

৩৭১৩. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)... আবূ 'আবদির রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)-কে দাওয়াত করে তাঁর জন্য খানা তৈরী করে (তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দেয়)। তখন ফাতিমা (রা.) বলেন ঃ যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ডাকতাম, তবে তিনিও আমাদের সংগে খানা খেতেন। তখন তাঁরা নবী ﷺ -কে দাওয়াত দেন। তিনি ﷺ এসে দরজার চৌকাঠে হাত রেখে ঘরের কোণে একটি নকশাদার পর্দা দেখতে পান। ফলে, তিনি ফিরে যান। তখন ফাতিমা (রা.) 'আলী (রা.)-কে বলেন ঃ দেখুন তো তিনি ﷺ -কে ফিরে যাচ্ছেন। (আলী (রা.) বলেন ঃ) তখন আমি তাঁর পশ্চাদনুসরণ করি এবং বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি কেন ফিরে যাচ্ছেন ? তিনি ﷺ বলেন ঃ আমার জন্য বা কোন নবীর জন্য এটা দুরস্ত নয় যে, তিনি এমন কোন ঘরে প্রবেশ করবেন, যেখানে কারুকার্য থাকবে।

٤٦٠. بَابُ اِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ اَيُّهُمَا اَحَقُّ

৪৬০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি দু'ব্যক্তি এক সাথে দাওয়াত করে, তবে এদের মধ্যে অধিক হকদার কে ?

٣٧١٤ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ الْاَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَاَجِبْ اَقْرَبَهُمَا بَابًا فَاِنَّ اَقْرَبَهُمَا بَابًا اَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَاِنْ سَبَقَ اَحَدُهُمَا فَاَجِبِ الَّذِيْ سَبَقَ ٠

৩৭১৪. হান্নাদ ইব্ন সারী (র.)... হুমায়দ ইব্ন 'আবদির রহমান হিময়ারী (র.) নবী ﷺ -এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন দু'ব্যক্তি একই সাথে দাওয়াত করবে, তখন যার ঘর নিকটে, তার দাওয়াত গ্রহণ করবে। কেননা এদের মালের নিকট প্রতিবেশীর হক অধিক। আর দু'জন দাওয়াতকারীর মধ্যে যে আগে দাওয়াত দেবে, তার দাওয়াত কবুল করবে।

٤٦١. بَابُ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ الْعَشَاءُ

৪৬১. অনুচ্ছেদ ঃ ঈশার সালাত এবং রাতের খাবার একত্রিত হলে

٣٧١٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ اَلْمَعْنٰى قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ يَقُوْمُ حَتّٰى يَفْرُغَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَّكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُهُ اَوْحَضَرَتْ عَشَاءُهُ لَمْ يَقُمْ حَتّٰى يَفْرُغَ وَاِنْ سَمِعَ الْاِقَامَةَ وَاِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ .

৩৭১৫. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)... ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো রাতের খাবার তৈরী থাকে এবং ইশার সালাতের তাকবীরও হতে থাকে, তখন তোমরা খানা না খেয়ে উঠবে না।

রাবী মুসাদ্দিদ (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা.)-এর নিয়ম এই ছিল যে, যখন খাবার সামনে আসতো, তখন তিনি খানা শেষ করার আগে উঠতেন না, যদিও তিনি ইকামত ও ইমামের কিরাআত শুনতেন।

٣٧١٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ نَا مُعَلّٰى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُؤَخَّرُ الصَّلٰوةُ لِطَعَامٍ وَّلاَلِغَيْرِهِ .

৩৭১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ খানা বা অন্য কোন কাজের জন্য সালাত বিলম্বিত করা উচিত নয়।[১]

٣٧١٧ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوْسِيُّ قَالَ نَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِيْ فِيْ زَمَانِ بْنِ الزُّبَيْرِ اِلٰى جَنْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اِنَّا سَمِعْنَا اَنَّهُ يَبْدَاُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ اَتُرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ اَبِيْكَ .

---

১. বস্তুত এমনভাবে খাদ্য গ্রহণ করা বা কোন কাজে মশগুল হওয়া উচিত নয়, যাতে সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অথবা জামা'আত তরক হয়ে যায়। আর খাবার জিনিস সামনে হাজির হলে তা গ্রহণের নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, যদি কেউ ক্ষুধার্ত থাকাবস্থায় আগে খাবার না খায়, তবে সালাতের মধ্যে তার খাওয়ার খেয়াল আসতে পারে। আর খাওয়ার পর সালাত আদায় করলে, খাওয়ার খেয়াল সালাতের মধ্যে আসবে না, বরং স্বস্তির সাথে সে সালাত আদায় করতে পারবে। অতএব সালাতের আগে অথবা পরে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। (অনুবাদক)

৩৭১৭. 'আলী ইব্‌ন মুসলিম (র.)... 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.)-এর সময় আমার পিতার সাথে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় 'আব্বাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা.) বলেন ঃ আমরা শুনেছি যে, রাতের খাবার ইশার সালাতের আগেই আদায় করা হতো। তখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা.) বলেন ঃ তোমার জন্য আক্ষেপ! তাঁদের খাবার গ্রহণ করাকে তুমি কি তোমার পিতার খাবার গ্রহণের ন্যায় মনে কর ? (অর্থাৎ তাঁদের খাদ্য সেরূপ ছিল না।)

٤٦٢. بَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ

৪৬২. অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার সময় দু'হাত ধোয়া সম্পর্কে

٣٧١٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُدِّمَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوْا اَلاَ نَاتِيْكَ بِوَضُوْءٍ فَقَالَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ ٠

৩৭১৮. মুসাদ্দাদ (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পায়খানা থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হয়। তাঁরা (সাহাবীরা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমরা কি আপনার জন্য উযূর পানি আনব না ? তখন তিনি বলেন ঃ আমাকে তো সালাত আদায়ের সময় উযূ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

٤٦٣. بَابُ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

৪৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার আগে দুহাত ধোওয়া সম্পর্কে

٣٧١٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا قَيْسٌ عَن هَاشِمٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَاتُ فِى التَّوْرٰةِ اَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوْءُ بَعْدَهُ وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوْءُ قَبلَ الطَّعَامِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَلَيْسَ هٰذَا بِالْقَوِىِّ ٠

৩৭১৯. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...সাল্‌মান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তাওরাতে পড়েছি যে, "খাওয়ার আগে উযূ করলে খাদ্যের মধ্যে বরকত হয়।" আমি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললে, তিনি বলেন ঃ খাওয়ার মধ্যে বরকত হলো খাদ্য গ্রহণের আগে এবং খাওয়ার শেষে উযূ করাতে।

সুফয়ান ছাওরী (র.) খাওয়ার আগে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করাকে খারাপ মনে করতেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ হাদীছটি দুর্বল।

٤٦٤. بَابُ فِى الطَّعَامِ الْفَجَاءَةِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ জলদী খানা খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٢٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىْ يَعْنِىْ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ شِعْبٍ مِّنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضٰى حَاجَتَهُ وَبَيْنَ اَيْدِيْنَا تَمْرٌ عَلٰى تُرْسٍ اَوْ حَجْفَةٍ فَدَعَوْنَاهُ فَاَكَلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً .

৩৭২০. আহমদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (র.)...জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের ঘাটি হতে পেশাব-পায়খানা সেরে ফিরে আসেন। এ সময় আমাদের সামনে ঢালের উপর কিছু খেজুর সংরক্ষিত ছিল। আমরা তাঁকে ﷺ আহবান করলে তিনি আমাদের সংগে তা আহার করেন। আর এ সময় তিনি ﷺ পানি স্পর্শ করেন নি।

٤٦٥. بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ ذَمِّ الطَّعَامِ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের দুর্নাম না করা সম্পর্কে

٣٧٢١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

৩৭২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সময় খাদ্যের কোনরূপ দুর্নাম করতেন না। যদি কোন কিছু তাঁর খাওয়ার ইচ্ছা হতো, তিনি তা খেতেন এবং খাওয়ার রুচি না হলে খেতেন না।

٤٦٦. بَابُ فِى الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ একত্রিত হয়ে খানা খাওয়া

٣٧٢٢ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَحْشِىُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوا نَعَم قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلٰى طَعَامِكُم وَاذْكُرُو اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا كُنْتَ فِىْ وَلِيْمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلَا تَاْكُلْ حَتّٰى يَاْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ .

৩৭২২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)...ওয়াহ্‌শী ইব্‌ন হারব (র.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। একদা নবী ﷺ -এর সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমরা খানা খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না। তিনি ﷺ বলেন ঃ হয়তো তোমরা আলাদা আলাদা ভাবে খানা খাও। তাঁরা বলেন ঃ হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমরা একত্রিত হয়ে খানা খাবে এবং বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলবে, এতে তোমাদের খাবারে বরকত হবে। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ কোন দাওয়াতে তোমাদের সামনে যখন খানা রাখা হবে, তখন মেজবানের অনুমতি ব্যতীত তা খাবে না।

٤٦٧. بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

৪৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা

٣٧٢٣ . حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ خَلَفٍ قَالَ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطٰنُ لاَمَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عِشَاءَ وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ فَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ .

৩৭২৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালাফ (র.)... জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি নবী ﷺ কে এরূপ বলতে শোনেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে এবং ভেতরে প্রবেশের সময় ও খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে, তখন শয়তান বলে ঃ এখানে তোমাদের জন্য রাতে থাকার কোন স্থান নেই, আর খানাও নেই।
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে না, তখন শয়তান বলে ঃ তোমরা রাতে থাকার স্থান পেয়েছ। এরপর সে ব্যক্তি খাবার সময় যখন বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে না, তখন শয়তান (তার সাথীদের) বলে ঃ তোমরা রাতে থাকার স্থান এবং খাবার পেয়ে গেছ।

٣٧٢٤ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِيْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ اَحَدُنَا يَدَهُ حَتّٰى يَبْدَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ كَاَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَاَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ قَالَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهَا وَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ

الطَّعَامَ الَّذِىْ لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ وَانَّهُ جَاءَ بِهٰذَا الْاَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهٖ فَاَخَذْتُ بِيَدِهٖ وَجَاءَ بِهٰـذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْـتَحِلَّ بِهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِىْ نَفْـسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ يَدَهُ لَفِىْ يَدِىْ مَعَ اَيْدِيْهِمَا .

৩৭২৪. 'উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা (র.)...আবূ হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে খানা খেতাম, তখন যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খানা শুরু করতেন, ততক্ষণ আমাদের কেউ-ই খাদ্য স্পর্শ করতো না। একদা আমরা তাঁর সংগে খানা খেতে বসি, তখন সেখানে দৌড়ে একজন বেদুইন লোক আসে। মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। সে এসেই খাবারে হাত দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত ধরে ফেলেন। এরপর একটি মেয়ে দৌড়ে আসে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে এবং সে এসেই খাবারে হাত দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাতও ধরে ফেলেন এবং বলেন ঃ যে খাবারের উপর বিস্‌মিল্লাহ বলা হয় না, তার উপর শয়তানের আধিপত্য হয়ে যায়। আর শয়তান এ বেদুঈন লোকটির উপর ভর করে এসেছিল, যাতে সে এ খাবারের উপর আধিপত্য পায়। আমি যখন তার হাত ধরে ফেলি, তখন সে এ মেয়েটির উপর ভর করে আসে; যাতে শয়তান তার মাধ্যমে এ খানায় আধিপত্য পায়। কিন্তু আমি তার হাতও ধরে ফেলি। ঐ আল্লাহ্‌র শপথ! যার হাতে আমার জীবন, শয়তানের হাত এ দুস্বজনের হাতের সাথে এখনও আমার হাতের মধ্যে আছে।

٣٧٢٥ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ نَا اِسْـمٰـعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ يَّعْنِى ابْنَ اَبِىْ عَبْـدِ اللّٰهِ الدَّسْـتَوَائِيِّ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْـدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْـدٍ عَنِ امْرَاَةٍ مِّنْهُمْ يُّقَالُ لَهَا اُمُّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُـرِاسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ .

৩৭২৫. মুআম্মাল (র.)... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন বিসমিল্লাহ্ বলে। যদি সে খাবার গ্রহণের শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে ভুলে যায়, তবে সে যেন পরে বলে ঃ (অর্থ)- "আমি আল্লাহ্‌র নামে খাওয়া শুরু করছি – প্রথমে এবং শেষে।"

٣٧٢٦ . حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نَا عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ يُوْنُسَ قَالَ نَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ نَا الْمُثَنّٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُزَاعِيُّ عَنْ عَمِّهٖ اُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ وَّكَانَ مِنْ اَصْـحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَّرَجُلٌ يَّاْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتّٰى

لَم يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ اِلاَّ لُقْمَةُ فَلَمَّا رَفَعَهَا اِلَى فِيْهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَاْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ اسْتَقَاءَ مَا فِىْ بَطْنِهِ ٠

৩৭২৬. মুআম্মাল ইব্ন ফযল (র.)... মুছান্না ইব্ন 'আবদির রহমান খুযায়ী' (র.) তাঁর চাচা উমাইয়্যা ইব্ন মাখ্শী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসা ছিলেন এবং এক ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল, কিন্তু সে বিস্মিল্লাহ্ বলেনি। অবশেষে খাবারের এক লোকমা যখন অবশিষ্ট ছিল, তখন তা খাবার সময় সে বলে ঃ (অর্থ) "আমি আল্লাহ্র নামে খাচ্ছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এ সময় নবী ﷺ হেসে উঠে বলেন ঃ শয়তান তার সাথে খাবার খাচ্ছিল; কিন্তু সে যখন আল্লাহ্র নাম নিল, তখন শয়তানের পেটে যে খাবার গিয়েছিল, তা সে বমি করে ফেলে দিল।

٤٦٨. بَابُ فِى الْاَكَلِ مُتَّكِئًا

৪৬৮.অনুচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে খাওয়া

٣٧٢٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَاَكُلُ مُتَّكِئًا ٠

৩৭২৭. মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)...আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি হেলান দিয়ে খানা খাই না।[১]

٣٧٢٨ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ قَالَ اَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَّقُوْلُ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَاْكُلُ تَمْرًا وَّهُوَ مُقْعٍ ٠

৩৭২৮. ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কোন কাজে প্রেরণ করেন। যখন আমি তাঁর কাছে ফিরে আসি, তখন আমি তাঁকে কাত হয়ে বসে খেজুর খেতে দেখি।

٣٧٢٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِىِّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَارُئِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَاُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ ٠

---

১. কেননা, এটা অহংকারী ব্যক্তিকেদের কাজ, আর এভাবে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সোজা হয়ে বসে খানা খেলে ভুক্তদ্রব্য সরাসরি খাদ্য নালি দিয়ে পাকস্থলীতে যায় এবং সহজে হযম হয়। (অনুবাদক)

৩৭২৯. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)...'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কোন সময় হেলান দিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি এবং কখনও দু'ব্যক্তিকে তাঁর পেছনে চলতে দেখা যায়নি।

٤٦٩. بَابُ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রের মাঝখান থেকে খাদ্য খাওয়া

٣٧٣٠ . حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْ اَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلٰكِنْ يَّأْكُلُ مِنْ اَسْفَلِهَا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ اَعْلَاهَا .

৩৭৩০. মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র.)...ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি খানা খায়, তখন সে যেন পাত্রের মাঝখান থেকে খানা না নেয়; বরং সে যেন পাত্রের এক পাশ হতে (যা তার দিকে থাকে) নিয়ে খায়। কেননা, খাদ্যের বরকত উপর থেকে নীচের দিকে এসে থাকে।

٣٧٣١ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ نَا اَبِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَّحْمِلُهَا اَرْبَعَةُ رِجَالٍ يُّقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ فَلَمَّا اَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحٰى اُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِيْ وَقَدْ ثُرِدَ فِيْهَا فَالْتَفُّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوْا ذِرْوَتَهَا فِيْهَا .

৩৭৩১. 'আমর ইব্‌ন 'উছমান (র.)....'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -এর নিকট একটি কড়াই ছিল, যা চার ব্যক্তি ধরে উঠাত এবং এর নাম ছিল 'গার্‌রা'। একদা সাহাবীগণ যখন ইশ্‌রাকের সালাত আদায় শেষ করেন, তখন ঐ কড়াই আনা হয়, যাতে ছারীদ ছিল। সাহাবীগণ উক্ত পাত্রের নিকট জমায়েত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দুই হাঁটুর উপরে বসেন। তখন জনৈক বেদুইন প্রশ্ন করে ঃ এ কোন ধরনের বসা? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ আমাকে অনুগ্রহশীল বান্দা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি আমাকে দর্পী-অহঙ্কারী বানান নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা এর পাশ থেকে খাও এবং এর মাঝখান ছেড়ে রাখ, তাহলে এতে বরকত হবে।

٤٧٠. بَابُ الْجُلُوْسِ عَلٰى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ

৪৭০. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ দস্তরখানে বসা, যাতে কোন নিষিদ্ধ বস্তু থাকে

٣٧٣٢ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَّطْعَمَيْنِ عَنِ الْجُلُوْسِ عَلٰى مَائِدَةٍ يُّشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَاَنْ يَّاْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلٰى بَطْنِهِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ ٠

৩৭৩২. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....সালিম (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ দস্তরখানের উপর খাদ্য গ্রহণকারীদের সাথে খেতে নিষেধ করেছেন, যার উপর শরাব পান করা হয়ে থাকে। আর তিনি ﷺ উপুড় হয়ে শুয়ে খানা খেতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকির, এটি জাফর (র.) যুহ্‌রী (র.) হতে শোনেন নি।

٣٧٣٣ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ نَا اَبِىْ قَالَ نَا جَعْفَرٌ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ هٰذَا الْحَدِيْثُ ٠

৩৭৩৩. হারূন ইব্ন যায়দ (র.)....জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইমাম যুহ্‌রী (র.) হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٤٧١. بَابُ الْاَكْلِ بِالْيَمِيْنِ

৪৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٣٤ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ٠

৩৭৩৪. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে খায় এবং যখন পানি পান করে, তখন যেন ডান হাতে পান করে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় এবং পানি পান করে।

٣٧٣٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ وَجْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُدْنُ بُنَىَّ فَسَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ ٠

৩৭৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র.)....'উমার ইব্‌ন আবী সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তুমি আমার নিকটবর্তী হও, বিস্‌মিল্লাহ্ বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের কাছের খাদ্য গ্রহণ কর।

٤٧٢. بَابٌ فِىْ اَكْلِ اللَّحْمِ

৪৭২. অনুচ্ছেদ ঃ গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٣٦ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا اَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَاِنَّهُ مِنْ صَنِيْعِ الْاَعَاجِمِ وَانْهَسُوْهُ فَاِنَّهُ اَهْنَا وَاَمْرَاُ ٠

৩৭৩৬. সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র.).... 'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাবে না, কেননা, এটি অনারবদের রীতি, বরং তোমরা দাঁত দিয়ে গোশত কেটে খাবে, কেননা, এতে অধিক স্বাদ পাওয়া যায় এবং খাবার সহজে হযম হয়ে থাকে।

٣٧٣٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ اٰكُلُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاٰخُذُ اللَّحْمَ مَعَ الْعَظْمِ فَقَالَ اَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيْكَ فَاِنَّهُ اَهْنَا وَاَمْرَاُ ٠

৩৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা (র.)....সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর সংগে খাওয়ার সময় আমার হাত দিয়ে হাড় থেকে গোশত ছাড়াচ্ছিলাম। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ হাড়খানা তোমার মুখে দাও। কেননা, দাঁত দিয়ে গোশত কেটে খাওয়াতে স্বাদ অধিক পাওয়া যায় এবং তা সহজে হযম হয়।

٣٧٣٨ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الْعُرَاقِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عُرَاقَ الشَّاةِ ٠

৩৭৩৮. হারূন ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র.)....'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সবচাইতে প্রিয় ছিল বকরীর হাড়।

٣٧٣٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا اَبُوْ دَاوُدَ بِهٰـذَا الْاِسْنَادِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ قَالَ وَسُمَّ فِى الذِّرَاعِ وَكَانَ يَرٰى اَنَّ الْيَهُوْدَ هُمْ سَمُّوْا .

৩৭৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.) থেকে বর্ণিত। ইমাম আবূ দাউদ (রা.) উপরিউক্ত সনদে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ রানের গোশত অধিক পসন্দ করতেন।

রাবী বলেন ঃ একবার রানের গোশত বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর ধারণা, ইয়াহূদীরা তাতে বিষ মিশিয়েছিল।

٤٧٣. بَابُ فِىْ اَكْلِ الدُّبَّاءِ

৪৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ লাউ খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٤٠ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقُرِّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَّمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ قَالَ اَنَسٌ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِى الصَّحْفَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ .

৩৭৪০. কা'নাবী (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এমন খাবার খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেন, যা তিনি তাঁর জন্য তৈরী করেন। আনাস (রা.) বলেন ঃ আমিও সে দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে যাই। এরপর খাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যবের রুটি, লাউয়ের সুরুয়া এবং ভুনা গোশত আনা হয়। তখন আমি দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাত্রের পাশে লাউয়ের টুকরা তালাশ করছেন। এরপর থেকে আমি আজ পর্যন্ত লাউকে অধিক পসন্দ করি।

٤٧٤. بَابُ فِىْ اَكْلِ الثَّرِيْدِ

৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ ছারীদ খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٤١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِىُّ قَالَ نَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الطَّعَامِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الثَّرِيْدَ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيْدَ مِنَ الْحَيْسِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ .

৩৭৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাস্‌সান (র.).... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট রুটির তৈরী ছারীদ এবং হায়সে তৈরী ছারীদ সব চাইতে প্রিয় খাবার ছিল। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ হাদীছটি দুর্বল।

٤٧٥. بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

৪৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন খাদ্য-বস্তুকে ঘৃণা করা সম্পর্কে

٣٧٤٢ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا قَبِيْصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا اَتَحَرَجُ مِنْهُ فَقَالَ لاَ يَتَخَدَّجَنَّ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةُ .

৩৭৪২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....কাবীসা ইব্‌ন হাল্‌ব (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে যে, খাদ্যের মধ্যে এমন কোন জিনিস আছে কি, যা থেকে আমি পরহেয করব ? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ কোন জিনিস সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোনরূপ ঘৃণার সৃষ্টি না হয়। কেননা, নাসারারা জিনিসের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতো।

٤٧٦. بَابُ النَّهْيِ عَنْ اَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَاَلْبَانِهَا

৪৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী জন্তুর গোশত না খাওয়া এবং দুধ পান না করা

٣٧٤٣ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَاَلْبَانِهَا .

৩৭৪৩. 'উছমান ইন আবী শায়বা (র.)....ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী জীব-জন্তুর গোশত খেতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।[১]

٣٧٤٤ . حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لَّبَنِ الْجَلاَّلَةِ .

৩৭৪৪. ইব্‌ন মুছান্না (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী পশুর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

১. যে জীব-জন্তু অধিক পরিমাণে নাপাক দ্রব্য খায়, তার গোশত ও দুধে সেই নাপাক বস্তুর দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তাই তার গোশত ও দুধ খাওয়া উচিত নয়। (অনুবাদক)

٣٧٤٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ سُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَهْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِيْ قَيْسٍ عَنْ اَيُّوْبَ السَّخْتَيَانِيِّ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى اللّٰهُ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الْاِبِلِ اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا اَوْ يُشْرَبَ مِنْ اَلْبَانِهَا ٠

৩৭৪৫. আহমদ ইব্ন আবী সুরায়হ (র.)....ইব্ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাপাক দ্রব্য ভক্ষণকারী উট বাহনরূপে ব্যবহার করতে এবং এর দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٧. بَابُ فِيْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

৪৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٤٦ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُّحَمَّدُ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُّحُوْمِ الْحُمُرِ وَاَذِنَ لَنَا فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ ٠

৩৭৪৬. সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.)....জাবির ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের খায়বরের (যুদ্ধের) দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন এবং ঘোড়ার গোশত[১] খাওয়ার অনুমতি দেন।

٣٧٤٧ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ ٠

৩৭৪৭. মূসা ইব্ন ইসমা‘ঈল (র.)....জাবির ইব্ন ‘আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বারের (যুদ্ধের) দিন ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা যবাহ্ করেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে মানা করেন নি।

٣٧٤٨ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ شَبِيْبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَيْوَةُ نَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْىَ بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরূহ। (অনুবাদক)

الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ زَادَ حَيْوَةُ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ ‏.‏

৩৭৪৮. সা'ঈদ ইব্‌ন শুবায়ব (র.)....খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। রাবী হায়ওয়া (র.) এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٨. بَابُ فِىْ اَكْلِ الْاَرْنَبِ

৪৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ খরগোশের গোশত খাওয়া

٣٧٤٩ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا حَزَوَّرًا فَاَصَدْتُّ اَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا ‏.‏

৩৭৪৯. মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একজন সুঠাম যুবক ছিলাম। একদিন আমি খরগোশ শিকার করে ভুনা করি। এ সময় আবূ তাল্‌হা (রা.) আমার হাতে এর পেছনের অংশ নবী ﷺ -এর নিকট পাঠান। আমি সেটি নিয়ে তাঁর নিকট পৌছলে, তিনি তা গ্রহণ করেন।

٣٧٥٠ . حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ قَالَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ يَقُوْلُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصِّفَاحِ قَالَ مُحَمَّدٌ مَكَانٌ بِمَكَّةَ وَاِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِاَرْنَبٍ قَدْ صَادَهَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو مَا تَقُوْلُ قَالَ قَدْجِيْءَ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَاْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ اَكْلِهَا وَزَعَمَ اَنَّهَا تَحِيْضُ ‏.‏

৩৭৫০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালাফ (র.)...খালিদ ইব্‌ন হুয়াইরিছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা.) সাফাহ্ নামক স্থানে ছিলেন। রাবী মুহাম্মদ (র.) বলেন ঃ এটি মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান। এ সময় জনৈক ব্যক্তি একটি খরগোশ শিকার করে তাঁর কাছে নিয়ে আসে এবং বলে ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর! আপনি এর ব্যাপারে কি বলেন ? তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এটি আনা হয় এবং সে সময় আমি তাঁর কাছে বসা ছিলাম। তিনি ﷺ তা খান নি, তবে অন্যদের তা খেতে নিষেধ করেন নি। তিনি বলেন ঃ এর তো হায়েয হয়েছে।[১]

---

১. সম্ভবত ঃ খরগোশটি স্ত্রী-জাতীয় ছিল এবং তার হা হয়েছিল। এজন্য নবী (সা) তার গোশত খেতে অনীহা প্রকাশ করেন। খরগোশের গোশত খাওয়াতে কোন বাধা নেই। (অনুবাদক)

٤٧٩. بَابٌ فِيْ اَكْلِ الضَّبِّ
৪৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ গুইসাপ খাওয়া

٣٧٥١ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ خَالَتَهُ اَهْدَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمْنًا وَاَقِطًا وَاَضُبًّا فَاَكَلَ مِنَ السَّمَنِ وَمِنَ الْاَقِطِ وَتَرَكَ الْاَضُبَّ تَقَذُّرًا وَاُكِلَ عَلٰى مَائِدَتِهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَّا اُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৭৫১. হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তাঁর খালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঘি,পনীর এবং গুইসাপ হাদিয়া হিসাবে পাঠান। তখন তিনি ঘি ও পনীর হতে কিছু খান এবং গুইসাপ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দস্তরখানে খাওয়া হয়। যদি তা হারাম হতো, তবে কখনো তা নবী ﷺ -এর দস্তরখানে খাওয়া হতো না।

٣٧٥٢ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَاُتِيَ بِضَبٍّ مَّحْنُوْذٍ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِيْ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ اَخْبِرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوْا هُوَ ضَبٌّ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهٗ قَالَ فَقُلْتُ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهٗ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِيْ فَاَجِدُنِيْ اَعَافُهٗ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهٗ فَاَكَلْتُهٗ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ .

৩৭৫২. আল-কা'নাবী (র.)...খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে যান। তখন সেখানে একটি ভুনা গুইসাপ আনা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খাওয়ার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালে মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে অবস্থানকারী জনৈক মহিলা বলেন ঃ নবী ﷺ -কে উক্ত বস্তু সম্পর্কে জানিয়ে দিন, যা তিনি খাওয়ার ইচ্ছা করছেন। তখন তাঁরা বলেন ঃ এতো গুইসাপ। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত সরিয়ে নেন। খালিদ (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম ঃ এটা কি হারাম ? তিনি ﷺ বললেন ঃ না, তবে যেহেতু এটা আমাদের দেশে হয় না, সেজন্য আমি এটাকে ঘৃণা করছি। খালিদ (রা.) বলেন ঃ একথা শুনে আমি তা টেনে নেই এবং খেয়ে ফেলি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা প্রত্যক্ষ করেন।

٣٧٥٣ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَيْشٍ فَاَصَبْنَا ضِبَابًا قَالَ

فَشَوَّيْتُ مِنْهَا ضَبًّا فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَخَذَ عُوْدًا فَعَدَّ بِهِ اَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اُمَّةً مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابًّا فِي الْاَرْضِ وَاِنِّيْ لَا اَدْرِيْ اَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ قَالَ فَلَمْ يَاْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ ٠

৩৭৫৩. 'আমর ইব্‌ন 'আওন (র.)....ছাবিত ইব্‌ন ওয়াদিআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে একটি সেনা বাহিনীতে ছিলাম। সেখানে আমরা কয়েকটি গুইসাপ শিকার করি এবং এর একটি ভুনা করে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে রাখি। তিনি ﷺ একটি কাঠ দিয়ে তার আংগুল গণনা করে বলেন ঃ বনূ ইসরাঈলের একটি দলের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যমীনের জন্তুতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি না, সেটি কোন্ জন্তু। রাবী বলেন ঃ তিনি ﷺ তা খান নি এবং অন্যকে খেতে নিষেধও করেন নি।

٣٧٥٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ اَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْ رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ الضَّبِّ ٠

৩৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আওফ (র.)....'আবদুর রহমান ইব্‌ন শিবলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গুইসাপ খেতে নিষেধ করেছেন।

٤٨٠. بَابُ فِيْ اَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارٰى

৪৮০. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ি পাখীর গোশত খাওয়া

٣٧٥٥ . حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُرَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِيْنَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَحْمَ حُبَارٰى ٠

৩৭৫৫. ফযল ইব্‌ন সাহ্ল (র.)...'আমর ইব্‌ন সাফীনা (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে থাকাবস্থায় দাঁড়ি পাখীর গোশত খেয়েছিলাম।

٤٨١. بَابُ فِيْ اَكْلِ حَشَرَاتِ الْاَرْضِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ ঃ মাটির নীচের জীব খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٥٦ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا غَالِبُ بْنُ حُجْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مِلْقَامُ بْنُ تَلِبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ اَسْمَعْ لِحَشَرَاتِ الْاَرْضِ تَحْرِيْمًا ٠

৩৭৫৬. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র.)....তালাব (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগী ছিলাম। কিন্তু আমি কোন দিন তাঁর থেকে মাটির নীচে বসবাসকারী প্রাণী হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি নি।

٣٧٥٧ . حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَوْرٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ نُمَيْلَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ اَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلاَ قُلْ لاَّ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا الْاٰيَةَ قَالَ قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ خَبِيْثَةٌ مِّنَ الْخَبَائِثِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِنْ كَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ مَالَمْ نَدْرِ .

৩৭৫৭. আবূ ছাওর ইবরাহীম (র.)....ঈসা ইব্ন নুমায়লা (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তাঁকে সজারু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) আপনি বলুন, যার সম্পর্কে আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে, আমি তার কোন কিছুই হারাম পাইনা আহারকারীর জন্য, তবে মৃত জানোয়ার, প্রবাহিত রক্ত, শূকর এবং আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত যবাহকৃত পশু (এসব হারাম)। তখন তাঁর পাশের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সজারু সম্পর্কে আলোচনা হলে তিনি বলেন ঃ এটি খাবীছ জন্তুদের মধ্যে অন্যতম। তখন ইব্ন 'উমার (রা.) বলেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ বলে থাকেন, তবে তা এরূপ, যেরূপ তিনি বলেছেন। তবে এর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

٤٨٢. بَابُ فِيْ اَكْلِ الضَّبُعِ

৪৮২. অনুচ্ছেদ ঃ বেজী খাওয়া[1] সম্পর্কে

٣٧٥٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَّيُجْعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ اِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ .

৩৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (র.)....জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বেজী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ এটা তো শিকার মাত্র। ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে কেউ যদি একে শিকার করে, তবে এর বদলে একটি দুম্বা কুরবানী করতে হবে।

১. নাসাঈ' ও তিরমিযীর বর্ণনায় আছে যে, বেজী খাওয়া যায়। ইমাম শাফি'ঈ (র) এরূপ অভিমত পোষণ করেন। (অনুবাদক)

٤٨٣. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اَكْلِ السِّبَاعِ
৪৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ হিংস্র প্রাণীর গোশত খাওয়া

٣٧٥٩ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ.

৩৭৫৯. কা'নাবী (র.)....আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (যথা শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভালুক, সিংহ ইত্যাদি।)

٣٧٦٠ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مَّيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ .

৩৭৬০. মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যেক নখর-বিশিষ্ট পাখীর গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। (যথা-কাক, চিল, বাজ ইত্যাদি।)

٣٧٦١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَّرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ عَوْفٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُوْنَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَلاَالْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ وَلاَ اللُّقْطَةُ مِنْ مَّالِ مُعَاهِدٍ اِلاَّ اَنْ يَّسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَاَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوْهُ فَاِنَّ لَهٗ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ .

৩৭৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসাফ্‌ফা (র.).... মিক্‌দাম ইব্‌ন মা'দীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন জেনে রাখ! কোন দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত হালাল নয়, আর না গৃহ-পালিত গাধার গোশত। আর কোন যিম্মী কাফিরের পড়ে থাকা মালও হালাল নয়, তবে যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তবে তা খাওয়া জাইয। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে মেহমান হয় এবং তারা তার মেহমানদারী না করে, তবে তাদের মাল হতে মেহমানদারীর অংশ মত গ্রহণ করা বৈধ।[১]

---

১. এ হুকুম ইসালামের প্রথম যুগে বলবৎ ছিল, যখন কাফিরদের নিকট হতেও মেহমানদারী করার জন্য অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। (অনুবাদক)

٣٧٦٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُوْنَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارُ الْاَهْلِىُّ وَلاَ اللُّقْطَةُ مِنْ مَّالِ مُعَاهِدٍ اِلاَّ اَنْ يَّسْتَغْنِىَ عَنْهَا وَاَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوْهُ فَاِنَّ لَهُ اَنْ يُّعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ .

৩৭৬২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন জেনে রাখ! কোন দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত হালাল নয়, আর না কোন গৃহ-পালিত গাধার গোশত। আর কোন যিম্মী কাফিরের পড়ে থাকা মালও হালাল নয়, তবে যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তবে তা খাওয়া জাইয। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন কাওমের কাছে গিয়ে মেহমান হয় এবং তারা তার মেহমানদারী না করে, তবে তাদের মাল হতে মেহমানদারীর অংশ মত গ্রহণ করা জাইয।

٣٧٦٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ .

৩৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন দন্ত-বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীর গোশত খেতে নিষেধ করেন এবং তিনি নখর-বিশিষ্ট হিংস্র পাখীর গোশত খেতেও নিষেধ করেন।

٣٧٦٤ . حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْىَ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ فَاَتَتِ الْيَهُوْدُ فَشَكَوْا اَنَّ النَّاسَ قَدْ اَسْرَعُوْا اِلٰى حَظَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لاَ يَحِلُّ اَمْوَالُ الْمُعَاهِدِيْنَ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ الْحُمُرُ الْاَهْلِيَّةُ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ وَكُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ .

৩৭৬৪. 'আমর ইব্ন 'উছমান (র.)....খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে খায়বরের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তখন ইয়াহূদীরা আসে এবং এরূপ অভিযোগ করে যে, (আপনার) লোকেরা আমাদের জীব-জন্তু লুটের ব্যাপারে তাড়াহুড়া

করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ সাবধান! যে সব কাফির তোমাদের সাথে সন্ধি করেছে, তাদের ঘোড়া এবং খচ্চরের গোশত হারাম এবং প্রত্যেক দন্ত-বিশিষ্ট প্রাণী এবং নখর-বিশিষ্ট হিংস্র পাখীর গোশত খাওয়াও হারাম।

٣٧٦٥ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَكْلِ الْهِرِّ وَاَكْلِ ثَمَنِهَا .

৩৭৬৫. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বিড়াল বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

রাবী ইব্‌ন আবদিল মুল্‌ক (র.) বলেন ঃ বিড়ালের গোশত খেতে এবং তার বিক্রির মূল্য খেতেও নিষেধ করেছেন।

٤٨٤. بَابُ فِيْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٦٦ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ قَالَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ اَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَالِبِ بْنِ اَبْجَرَ قَالَ اَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَالِيْ شَيْءٌ اُطْعِمُ اَهْلِيْ اِلاَّ شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ حَرَّمَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِيْ مَالِيْ مَا اُطْعِمُ اَهْلِيْ اِلاَّ سِمَانُ حُمُرٍ وَاِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَقَالَ اَطْعِمْ اَهْلَكَ مِنْ سَمِيْنِ حُمُرِكَ فَاِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ اَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ .

৩৭৬৬. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী যিয়াদ (র.)....গালিব ইব্‌ন আবজার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে আপতিত হই এবং আমার কাছে আমার পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর জন্য কয়েকটি পালিত গাধা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! আমরা তো দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছি, অথচ আমার কাছে কয়েকটি মোটা-তাজা গৃহপালিত গাধা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, যা দিয়ে আমি আমার লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। আর আপনি তো গাধার গোশত হারাম করে দিয়েছেন। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি তোমার পরিবারের লোকদের মোটা-তাজা গাধাগুলির গোশত খাওয়াও; আর আমি তো এদের গোশত খাওয়াকে এজন্য হারাম করেছিলাম যে, এরা নাপাকী খায়।

٣٧٦٧ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيْصِيُّ قَالَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ رَجُلٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَنْ نَّاْكُلَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَّاْكُلَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ قَالَ عَمْرُ فَاَخْبَرْتُ هٰذَا الْخَبْرُ اَبَا الشَّعْثَاءِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِيْنَا يَقُوْلُ هٰذَا وَاَبٰى ذٰلِكَ الْبَحْرُ يُرِيْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ ·

৩৭৬৭. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী 'আমর (র.) বলেন ঃ আমি আবূ শাছাশ্ব (র.)-এর নিকট এ হাদীছ বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেন ঃ হাকাম গিফারী (রা.) আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনা করতেন। তবে জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) এ হাদীছ অস্বীকার করেছেন।

٣٧٦٨ . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ نَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوْبِهَا وَاَكْلِ لَحْمِهَا ·

৩৭৬৮. সাহ্‌ল ইব্‌ন বাক্‌কার (র.)....'আমর ইব্‌ন শুআয়ব (র.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বরের দিন গৃহ-পালিত গাধার গোশত এবং নাপাক জিনিস ভক্ষণকারী পশুর গোশত খেতে নিষেধ করেন। আর তিনি ﷺ এদের উপর আরোহণ করতে এবং এদের গোশত খেতেও নিষেধ করেন।

٤٨٥. بَابُ فِيْ اَكْلِ الْجَرَادِ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফড়িং খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٦٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرْجِ الْبَغْدَادِيّ قَالَ نَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ اَكْثَرُ جُنُوْدِ اللّٰهِ لاَ اٰكُلُهٗ وَلاَ اُحَرِّمُهٗ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ ·

৩৭৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন ফারজ (র.).... সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ফড়িং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ এরা আল্লাহর অগণিত সেনা। আমি তা খাই না এবং আমি একে হারামও বলি না।
ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ মু'তামির (র.) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবূ উছমান (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর সনদে সালমান (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

٣٧٧٠ . حَدَّثَنَا نَصْـرُبْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْـدِ اللّٰهِ قَالَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِي الْعَوَّامِ الْجَزَّارِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ فَقَالَ مِثْلَهُ قَالَ اَكْثَرُ جُنْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلِيٌّ اسْمُهُ فَائِدٌ يَعْنِيْ اَبَا الْعَوَّامِ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي الْعَوَّامِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانُ .

৩৭৭০. নাস্‌র ইব্ন 'আলী (র.).... সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ফড়িং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ এরা আল্লাহর অসংখ্য সেনা। 'আলী (র.) বলেন ঃ আবুল 'আওয়ামের নাম হলো ফাইদ।
ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ হাম্মাদ ইব্ন সালাম (র.) আবূ 'আওয়াম (র.) থেকে, তিনি আবূ 'উছমান (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেন নি।

٤٨٦. بَابُ فِيْ اَكْلِ الطَّافِيْ مِنَ السَّمَكِ

৪৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মাছ মরে ভেসে উঠলে তা খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٧١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَلْقَى الْبَحْرُ اَوْ جَذَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ وَمَا مَاتَ فِيْهِ وَطَفَا فَلَا تَاْكُلُوْهُ قَالَ اَبُوْدَاؤُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاَيُّوْبُ وَحَمَّادٌ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى جَابِرٍ وَقَدْ اُسْنِدَ هٰذَا اَيْضًا مِنْ وَّجْهٍ ضَعِيْفٍ عَنِ بْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭৭১. আহমদ ইব্ন 'আবদা (র.)....জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সমুদ্র যে মাছকে বাইরে নিক্ষেপ করে, অথবা সমুদ্রের পানি কমে যাওয়ার কারণে যে মাছ উপরে চলে আসে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে। কিন্তু যে মাছ সমুদ্রের মধ্যে মরে ভেসে উঠে, তোমরা তা খাবে না।

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন ঃ এ হাদীছ সুফ্য়ান ছাওরী, আইয়ূব এবং হাম্মাদ (র.) ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে জাবির (রা.)-এর উপর মওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অপর পক্ষে, মুসনাদ সূত্রে এ হাদীছ ইব্ন আবী যিব (র.)-এর সূত্রে আবূ যুবায়র (র.) থেকে জাবির (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সনদটি দুর্বল।

٣٧٧٢ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرَ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى وَسَاَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ اَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَاْكُلُهُ مَعَهُ .

৩৭৭২. হাফ্স ইব্ন উমার (র.)....আবূ ইয়া'ফূর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্ন আবী আওফা (রা.)-কে ফড়িং সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগী হয়ে ছয়টি বা সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। এ সময় আমরা তাঁর সংগে ফড়িং খেতাম।

٤٨٧. بَابُ فِيْمَنِ اضْطُرَّ اِلَى الْمَيْتَةِ

৪৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তু খেতে বাধ্য হলে

٣٧٧٣ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ اَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ نَاقَةً لِّيْ ضَلَّتْ فَاِنْ وَّجَدْتَّهَا فَاَمْسِكْهَا فَوَجَدَ هَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ انْحَرْهَا فَاَبٰى فَنَفَقَتْ فَقَالَتْ اَسْلِخْهَا حَتّٰى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَاْكُلُهُ فَقَالَ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَاهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُّغْنِيْكَ قَالَ لاَ قَالَ فَكُلُوْهَا قَالَ فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَاَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ هَلاَّ كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ .

৩৭৭৩. মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হাররা নামক স্থানে অবতরণ করে এবং তার সাথে ছিল তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি। সে সময় জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে ঃ আমার উট হারিয়ে গেছে, যদি তুমি সেটিকে পাও, তবে বেঁধে রাখবে। সে ব্যক্তি সে উটকে পেল, কিন্তু তার মালিককে আর পেল না। হঠাৎ সে উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে ঃ তুমি এটিকে নহর বা যবাহ্ কর। কিন্তু সে তা করতে অস্বীকার করে এবং পরে উটটি মারা যায়। এরপর তার স্ত্রী বলে ঃ তুমি এর চামড়া ছুলে ফেল, যাতে আমরা এর গোশত ও চর্বি খেতে পারি, (কারণ আমরা উপোস ও ক্ষুধার্ত)। তখন সে ব্যক্তি বলে ঃ (অপেক্ষা কর) যাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

তখন সে এসে নবী ﷺ -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তোমার নিকট এমন কিছু (খাবার) আছে কি, যা তোমাকে এ মৃত জন্তু খাওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারে ? তখন সে বলে ঃ আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি ﷺ বলেন ঃ তবে তোমরা তা খেতে পার।
রাবী বলেন ঃ এ সময় উটের মালিক সেখানে আসলে, সে লোকটি তাকে ব্যাপারটি অবহিত করে। তখন উটের মালিক বলে ঃ তুমি তাকে কেন নহর করলে না ? সে লোকটি বলে ঃ তোমার কথা চিন্তা করে আমি লজ্জানুভব করি (যে, তোমার বিনা অনুমতিতে সেটিকে কিভাবে যবাহ্ করবো ?)

٣٧٧٤ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ نَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِىِّ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَحِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ فَسَّرَهُ لِىْ عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً وَّقَدَحٌ عَشِيَّةً قَالَ ذٰلِكَ وَاَبِى الْجُوْعُ فَاَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ .

৩৭৭৪. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)....ফাজী' আমিরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমাদের জন্য মৃত জন্তু কি হালাল নয় ? তিনি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের খাদ্য কি ? তখন সে বলে ঃ আমরা সকালে এক পেয়ালা দুধ এবং সন্ধ্যায় এক পিয়ালা দুধ পান করি মাত্র।
রাবী আবূ নু'আয়ম (র.) বলেন ঃ 'উক্‌বা (র.) আমার কাছে এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এক পেয়ালা সকালে এবং এক পেয়ালা সন্ধ্যায়। এরপর তিনি বলেন ঃ আমার পিতার শপথ! আমি ক্ষুধার্ত থাকি। তখন নবী ﷺ তার জন্য মৃত জন্তু খাওয়াকে হালাল করে দেন, তার সেই অভুক্ত থাকার প্রেক্ষিতে।

٤٨٨. بَابٌ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ একই সময়ে কয়েক ধরনের মিশ্রিত খাদ্য খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٧٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْتُّ اَنَّ عِنْدِىْ خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَّلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهٖ فَقَالَ فِىْ اَىِّ شَىْءٍ كَانَ هٰذَا قَالَ فِىْ عُكَّةِ ضَبٍّ قَالَ اَرْفَعْهُ .

৩৭৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল 'আযীয (র.).... ইব্‌ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সাদা গমের সাদা রুটী, ঘি এবং দুধে মিশ্রিত খাবার আমার কাছে খুবই

প্রিয়। তখন লোকদের মধ্য হতে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়ায় এবং এ ধরনের রুটি এনে দেয়। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাস করেন ঃ এ ঘি কোন্ পাত্রে ছিল? সে বলে ঃ গুইসাপের চামড়ার তৈরী মশকের মধ্যে। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি তা সরিয়ে নাও, (আমি খাব না)।

٤٨٩. بَابُ فِيْ اَكْلِ الْجُبْنِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ পনীর খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٧٦ . حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِيْ تَبُوْكَ فَدَعَا بِسِكِّيْنٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ .

৩৭৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মূসা (র.)....ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় নবী ﷺ -এর নিকট একটি পনীরের মন্ড পেশ করা হলে তিনি ছুরি চান এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তা কেটে খান।

٤٨٩. بَابُ فِى الْخَلِّ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ সির্কা বা আচার সম্পর্কে

٣٧٧٧ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

৩৭৭৭. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম তরকারি হলো৷সির্কা বা আচার।

٣٧٧٨ . حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِيْسِيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ نَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاِدَامُ الْخَلُّ .

৩৭৭৮. আবূ ওয়ালীদ (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ উত্তম তরকারি হলো সির্কা।

٤٩٠. بَابُ فِيْ اَكْلِ الثُّوْمِ

৪৯০. অনুচ্ছেদ ঃ রসুন খাওয়া সম্পর্কে

٣٧٧٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رِبَاحٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ

اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَ نَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهٖ وَاَنَّهُ اُتِىَ بِبَدْرٍ فِيْهِ خُضْرَاتٌ مِّنَ الْبُقُوْلِ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَاَلَ فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا عَلٰى بَعْضِ اَصْحَابِهٖ كَانَ مَعَهٗ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا قَالَ كُلْ فَاِنِّىْ اُنَاجِىْ مَنْ لاَّ تُنَاجِىْ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِبَدْرٍ فَسَّرَهُ بْنُ وَهْبٍ طَبَقُ ٠

৩৭৭৯. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন বা পেয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে পৃথক থেকে, অথবা আমাদের মসজিদ হতে দূরে থাকে। আর তার উচিত, সে যেন তার ঘরের মধ্যে থাকে। এরপর নবী ﷺ -এর নিকট একটি পাত্র পেশ করা হয়, যাতে সবজীর তরকারি ছিল। তিনি ﷺ তরকারীর গন্ধ পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটি কিসের তৈরী ? তখন তাঁকে তরকারি সম্পর্কে জানানো হয়। তখন তিনি সেটি তাঁর কোন সাহাবীর নিকট রাখার জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত সাহাবী তা খেতে অনীহা প্রকাশ করলে তিনি বলেন ঃ তুমি তা খাও। কেননা, আমি এমন জাতের সংগে একান্তে কথাবার্তা বলি, যার সাথে তুমি কথা বল না, (অর্থাৎ ফেরেশতাদের সংগে)।

٣٧٨٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ بَكْرَبْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهٗ اَنَّ اَبَا النَّجِيْبِ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهٗ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ حَدَّثَهٗ اَنَّهٗ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الثُّوْمُ وَالْبَصَلُ وَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَشَدُّ ذٰلِكَ كُلِّهٖ الثُّوْمُ اَفَتُحَرِّمُهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلُوْهُ وَمَنْ اَكَلَهٗ مِنْكُمْ فَلاَ يَقْرَبْ هٰذَا الْمَسْجِدَ حَتّٰى يَذْهَبَ مِنْهُ رِيْحُهٗ ٠

৩৭৮০. আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (র.)....আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে রসুন এবং পেয়াজ সম্পর্কে আলোচনা হয়। সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ দুটির মধ্যে রসুনে তেজ বা ঝাঁঝ বেশী, আপনি কি একে হারাম মনে করেন ? তখন নবী ﷺ বলেন ঃ তোমরা তা খাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তা খাবে, এর দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন মসজিদে না আসে।[১]

٣٧٨١ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَظُنُّهٗ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَفْلُهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَمَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيْثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَ نَا ثَلاَثًا ٠

---

১. রসুন বা পেয়াজ খাওয়ার পর-পরই মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, এর গন্ধ অন্য লোকের কাছে অপ্রিয় মনে হতে পারে। তাছাড়া মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা আদবের খেলাফ। (অনুবাদক)

৩৭৮১. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি হাদীছটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে শ্রবণ করেন। তিনি ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (সালাতের মধ্যে) কিব্‌লার দিকে থুথু নিক্ষেপ করে, সে কিয়ামতের দিন এমন ভাবে উপস্থিত হবে যে, তার নিক্ষিপ্ত থুথু তার দুই চোখের মাঝখানে লেগে থাকবে। আর যে ব্যক্তি এরূপ গন্ধযুক্ত খাবার (রসুন, পেয়াজ) খাবে, সে যেন আমার মসজিদের কাছে না আসে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন।

٣٧٨٢ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا يَحْيَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ ٠

৩৭৮২. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.).... ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ গাছ (রসুন, পেয়াজ) হতে কিছু খাবে, সে যেন মসজিদে না আসে।

٣٧٨٣ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخٍ قَالَ نَا اَبُوْ هِلاَلٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَكَلْتُ ثُوْمًا فَاَتَيْتُ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِيْحَ الثُّوْمِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَهٗ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا حَتّٰى يَذْهَبَ رِيْحُهَا اَوْرِيْحُهٗ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلٰوةَ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنِّىْ يَدَكَ قَالَ فَاَدْخَلْتُ يَدَهٗ فِىْ كُمِّ قَمِيْصِىْ اِلٰى صَدْرِىْ فَاِذَا اَنَا مَعْصُوْبُ الصَّدْرِ قَالَ اِنَّ لَكَ عُذْرًا ٠

৩৭৮৩. শায়বান (র.)....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রসুন খাওয়ার পর মসজিদে গমন করি, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন। এ সময় এক রাক'আত নামায শেষ হয়েছিল। যখনই আমি মসজিদে প্রবেশ করি, তখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রসুনের গন্ধ পান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় শেষে বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ গাছ (পেয়াজ, রসুন) হতে কিছু খাবে, সে যেন ততক্ষণ আমাদের কাছে না আসে, যতক্ষণ না সে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। আমার সালাত আদায় শেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আপনার হাতখানা আমাকে দিন। এরপর আমি তাঁর হাত নিজের জামার নীচ দিয়ে আমার বুকের উপর রাখি। এ সময় আমার সীনা বাঁধা ছিল। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমার তো উযর আছে, (অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদে তুমি রসুন, পেয়াজ খেতে পার)।

٣٧٨٤ . حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ نَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ يَعْنِى الْعَطَّارَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى هَاتَيْنِ

السَّجْدَتَيْنِ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهُمَا فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا قَالَ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ ٠

৩৭৮৪. 'আব্বাস (র.)....কুর্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'টি গাছ (পেয়াজ ও রসুন) হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ দুটি জিনিস খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। তিনি ﷺ আরো বলেন ঃ যদি কোন কারণবশত তোমাদের তা খেতে হয়, তবে তোমরা তা রান্না করে এর দুর্গন্ধ দূর করে খাবে। রাবী বলেন ঃ তা হলো রসুন ও পেয়াজ।

٣٧٨٥ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا الْجَرَّاحُ اَبُوْ وَكِيْعٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نُهِىَ عَنْ اَكْلِ الثُّوْمِ اِلاَّ مَطْبُوْخًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ شَرِيْكُ بْنُ حَنْبَلٍ ٠

৩৭৮৫. মুসাদ্দাদ (র.)...'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ রান্না করা ব্যতীত কাঁচা রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন ঃ শরীকের পিতার নাম হাম্বল।

٣٧٨٦ . حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ نَا بَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرٍ عَنْ خَالِدٍ اَبِىْ زِيَادٍ خِيَارِ بْنِ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ قَالَتْ اِنَّ اٰخِرَ طَعَامٍ اَكَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلٌ ٠

৩৭৮৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)...খিয়ার ইব্‌ন সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি 'আইশা (রা.)-কে পেয়াজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বশেষ যে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাতে পেয়াজ মিশ্রিত ছিল, (অর্থাৎ রান্না করা পেয়াজ)।

٤٩٢. بَابٌ فِى التَّمْرِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর সম্পর্কে

٣٧٨٧ . حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ نَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَحْىَ عَنْ يَزِيْدَ الاَعْوَرِ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَخَذَ كِسْرَةً مِّنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَّقَالَ هٰذِهِ اِدَامُ هٰذِهِ ٠

৩৭৮৭. হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (র.)....ইয়ূসুফ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপর খেজুর রেখে বলেন, এ হলো এর (রুটির) তরকারি।

٣٧٨٨ . حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْتٌ لاَتَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ اَهْلُهُ .

৩৭৮৮. ওয়ালীদ ইব্‌ন ‘উতাবা (র.).... ‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ঘরে খেজুর নেই, সে ঘরের লোকেরা অভুক্ত রয়েছে।[১]

٤٩٣. بَابُ تَفْتِيْشِ الثَّمْرِ عِنْدَ الْاَكْلِ

৪৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর খাওয়ার সময় তা পরিষ্কার করা

٣٧٨٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قَالَ نَا سَلَمَ بْنُ قُتَيْبَةَ اَبُوْ قُتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيْقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوْسَ مِنْهُ .

৩৭৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ‘আমর (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ -এর সামনে খেজুর আনা হলে তিনি তা পরিষ্কার করতে থাকেন এবং এর পোকা ধরে ফেলে দিতে থাকেন।

٣٧٩٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُؤْتٰى بِالتَّمْرِ فِيْهِ دُوْدٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

৩৭৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর (র.)....ইসহাক ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবী তাল্‌হা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ -এর সামনে পোকা ধরা খেজুর পেশ করা হয়। এরপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٤. بَابُ الْاِقْرَانِ فِى الثَّمْرِ عِنْدَ الْاَكْلِ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ একবারে দু‘তিনটা খেজুর খাওয়া

٣٧٩١ . حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ تَسْتَاذِنَ اَصْحَابَكَ .

৩৭৯১. ওয়াসিল (র.)....ইব্‌ন ‘উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ স্বীয় সাথীদের অনুমতি ব্যতীত দু’তিনটি খেজুর একসাথে খেতে নিষেধ করেছেন। (কারণ একজন বেশী খেলে অপরজন বঞ্চিত হতে পারে)।

---

১. যেহেতু মদীনাবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর, সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ উক্তি করেন। (অনুবাদক)

٤٩٥. بَابُ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ عِنْدَ الْأَكْلِ

৪৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ দু'ধরনের খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খাওয়া

٣٧٩٢ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِيُّ قَالَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ ·

৩৭৯২. হাফ্স ইব্ন 'উমার (র.).... 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ **নবী ﷺ শসাফল** তাজা খেজুরে সাথে মিলিয়ে খেতেন।

٣٧٩٣ . حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ نَصِيْرٍ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُوْلُ نُكْسِرُ حَرَّ هٰذَا بِبَرْدِ هٰذَا وَبَرْدَ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا ·

৩৭৯৩. সা'ঈদ (র.)....'আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তরমুজ ফল তাজা খেজুরের সাথে খেতেন এবং বলতেন ঃ আমি এর গরমকে ওর ঠান্ডার দ্বারা এবং এর ঠাণ্ডাকে ওর গরমের দ্বারা বিদূরিত করি।

٣٧٩٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيْرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مَزْيَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَىْ بُسْرٍ السَّلَمِيَّيْنَ قَالاَ اَدْخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ ·

৩৭৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াযীর (র.)....সুলায়ম ইব্ন 'আমির (র.) বুসরের দু'ছেলে থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা তাঁর সামনে মাখন এবং খেজুর পেশ করি। আর তিনি ﷺ মাখন এবং খেজুর খুবই পছন্দ করতেন।

٤٩٦. بَابُ فِيْ اسْتِعْمَالِ اٰنِيَةِ اَهْلِ الْكِتٰبِ

৪৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ আহ্‌লে কিতাবদের পাত্রে খাওয়া

٣٧٩٥ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى وَاِسْمٰعِيْلُ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنُصِيْبُ مِنْ اٰنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعِيْبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ·

৩৭৯৫. 'উছমান ইব্ন আবী শায়বা (র.)....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগী হিসাবে জিহাদে শরীক হতাম এবং মুশরিকদের তৈজসপত্র পেতাম, যা দিয়ে আমরা পানি পান করতাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনও মিটাতাম। আর তিনি ﷺ এরূপ করাকে দোষের মনে করতেন না।

٣٧٩٦ . حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْــدِ اللّٰهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْلَمٍ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ نُجَاوِزُ اَهْلَ الْكِتٰبِ وَهُمْ يَطْبَخُوْنَ قُدُوْرَهُمُ الْخِنْزِيْرَ وَيَشْرَبُوْنَ فِىْ اٰنِيَتِهِمُ الْخَمْـرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ وَّجَدْتُّمْ غَيْــرَهَا فَكُلُوْا فِيْــهَا وَاشْــرَبُوْا اِنْ لَّمْ تَجِدُوْا غَيْــرَهَا فَارْتَحَضُوْهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا ٠

৩৭৯৬. নাসর ইব্ন 'আসিম (র.)....আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরা আহ্‌লে কিতাবদের প্রতিবেশী এবং তারা তাদের হাঁড়িতে শূকরের গোশত রান্না করে ও তাদের পাত্রে মদপান করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তবে তোমরা তাতে পানাহার করবে। আর যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র না পাও, তবে তোমরা তা উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধুয়ে পবিত্র করে তাতে পানাহার করতে পার।

٤٩٧. بَابُ فِىْ دَوَابِّ الْبَحْرِ

৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের জীব সম্পর্কে

٣٧٩٧ . حَدَّثَنَا عَبْـدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ نَا زُهَيْـرُ نَا اَبُو الزُّبَيْـرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَّرَ عَلَيْنَا اَبَا عُبَيْــدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيْــرًا لِّقُرَيْشٍ وَّزَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْـرٍ لَّمْ نَجِدْ لَهُ غَيْـرَهُ فَكَانَ اَبُوْ عُبَيْـدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ يُعْطِيْنَا تَمْـرَةً تَمْـرَةً كُنَّا نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِىُّ ثُمَّ نَشْــرَبُ عَلَيْــهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِيْنَا يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْـرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَاكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْـرِ فَرُفِعَ لَنَا كَهَيْـئَةِ الْكَثِيْبِ الضَّخْمِ فَاَتَيْنَاهُ فَاِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَةَ فَقَالَ اَبُوْ عُبَيْـدَةَ مَيْـتَةٌ وَلَا تَحِلُّ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْـهِ

فَكُلُوْا فَاَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلْثُمِائَةٍ حَتّٰى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدِمْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئٌ فَتُطْعِمُوْنَا مِنْهُ فَاَرْسَلْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৭৯৭. **'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ** (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ উবায়দা (রা.)-কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করে আমাদেরকে কুরায়শদের একটি কাফেলাকে পাঁকড়াও করে আনার জন্য প্রেরণ করেন এবং রাস্তায় খাওয়ার জন্য এক থালি খেজুরও প্রদান করেন। এ খেজুর ছাড়া আমাদের সাথে আর কোন খেজুর না থাকায় আবূ উবায়দা (রা.) আমাদের মাত্র একটি করে খেজুর দিতেন, যা আমরা বাচ্চাদের মত চুষতাম এবং তা মুখে রেখে পানি পান করতাম। আর তা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। এছাড়া আমরা আমাদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা পেড়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম। এ অবস্থায় আমরা যখন সমুদ্রের নিকটবর্তী হই, তখন আমরা উঁচু বালুস্তূপের মত কিছু দেখতে পাই। যখন আমরা এর কাছে পৌঁছাই, তখন জানতে পারি যে, এটি একটি সমুদ্রের জীব, যাকে 'আনবারা[১] বলা হয়। সেটিকে দেখে আবূ 'উবায়দা (রা.) বলেন ঃ এতো মৃত জীব, এটি খাওয়া আমাদের জন্য জাইয নয়। এরপর তিনি বলেন ঃ আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছি এবং আল্লাহ্র রাস্তায় সফর করছি। এখন তোমরা অসহায় অবস্থায় পড়েছ, কাজেই তোমরা তা খাও।

জাবির (রা.) বলেন ঃ আমরা সেখানে এক মাসের মত অবস্থান করেছিলাম এবং আমাদের সংখ্যা ছিল তিন শ'তের মত। ফলে, আমরা তা খেতে থাকি, এমনকি আমরা সবাই মোটা-তাজা হয়ে যাই। এরপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসি, তখন এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করি। তিনি বলেন ঃ এ ছিল একটি বিশেষ ধরনের খাদ্য, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (সমুদ্র থেকে) বের করেছেন। কী, তোমাদের কাছে এর কোন গোশত আছে নাকি, যা তোমরা আমাকে খাওয়াবে? তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সে মাছের গোশত প্রেরণ করি, (যা তিনি খান)।

٤٩٨. بَابُ فِى الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِى السَّمْنِ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে

٣٨٩٨ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا سُفْيَانُ قَالَ نَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ فَارَةً وَّقَعَتْ فِىْ سَمْنٍ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَلْقُوْا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا .

---

১. এ এক বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক মাছ, যার চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরী করা হয় এবং এর পেট থেকে মেশক-আম্বর পাওয়া যায়। (অনুবাদক)

৩৭৯৮. মুসাদ্দাদ (র.)....মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়লে ব্যাপারটি নবী ﷺ -এর গোচরীভূত করা হয়। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ ইঁদুরের চারপাশ থেকে ঘি উঠিয়ে ফেলে দাও এবং বাকী অংশ খাও।

٣٨٩٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِي السَّمْنِ فَاِنْ كَانَ جَامِدًا فَاَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَاِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرُبَمَا حَدَّثَ بِهٖ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৭৯৯. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়ে এবং তা জমাট হয়, তবে তোমরা ইদুর এবং এর চারপাশ থেকে ঘি উঠিয়ে ফেলে দেবে। আর ঘি যদি গলানো হয়, তবে তোমরা এর নিকটবর্তী হবে না, (অর্থাৎ খাবে না)।

٣٨٠٠ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بُوْذَوَيْهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ .

৩৮০০. আহমদ ইব্‌ন সালিহ (র.).... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মায়মূনা (রা.) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٩ . بَابٌ فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ খাবারে মাছি পড়লে সে সম্পর্কে

٣٨٠١ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ فَاِنَّ فِيْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَّفِي الْاُخَرِ شِفَاءً وَّاِنَّهٗ يَتَّقِيْ بِجَنَاحِيْهِ الَّذِيْ فِيْهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهٗ .

৩৮০১. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)..আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তোমরা তাকে পাত্রের মাঝে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দেবে। কেননা, তার এক ডানায় রোগ এবং অপর ডানায় শিফা থাকে। আর মাছি খাবারে পতিত হওয়ার সময় ঐ ডানা নিক্ষেপ করে, যাতে রোগ-জীবাণু থাকে। কাজেই তোমরা তাকে পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে।

٥٠٠. بَابُ فِى اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

৫০০. অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু পড়ে গেলে

٣٨٠٢ . حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلٰثَ وَقَالَ اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْاَذٰى وَلْيَاْكُلْهَا وَلَايَدَعْهَا لِلشَّيْطٰنِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ وَقَالَ اَحَدُكُمْ لَايَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهٖ يُبَارَكُ لَهُ ٠

৩৮০২. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র.)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাওয়ার পর তাঁর হাতের তিনটি আংগুল চাটতেন এবং বলতেন যে, যখন তোমাদের কারো গ্রাস হতে কিছু পড়ে যায়, তখন তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেবে এবং তা শয়তানের জন্য পরিত্যাগ করবে না। আর তিনি ﷺ আমাদের খাওয়ার পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আর বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ অবহিত নয় যে, তার জন্য কোন্ খাদ্যবস্তুতে বরকত রাখা হয়েছে।

٥٠١. بَابُ فِى الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلٰى

৫০১. অনুচ্ছেদ ঃ চাকরের মনিবের সাথে খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে

٣٨٠٣ . حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهٖ وَقَدْ وَلِىَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَاْكُلْ فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهٖ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ ٠

৩৮০৩. কা'নাবী (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো চাকর তার জন্য খাবার তৈরী করে আনে এবং সে তা পাকাবার সময় তাপ ও উত্তাপ সহ্য করে, তখন মনিবের উচিত, তাকে নিজের সাথে বসিয়ে খানা খাওয়ানো। আর যদি খাবারের পরিমাণ কম হয়, তবু তাকে এক বা দুই লোকমা খাদ্য দেওয়া উচিত।

٥٠٢. بَابُ فِى الْمِنْدِيْلِ

৫০২. অনুচ্ছেদ ঃ রুমাল দিয়ে হাত পরিষ্কার করা

٣٨٠٤ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا ٠

৩৮০৪. মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে, তখন সে যেন ততক্ষণ তার হাত রুমাল দিয়ে পরিষ্কার না করে, যতক্ষণ না সে নিজের হাত চাটে বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

٣٨٠٥ . حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَاْكُلُ بِثَلٰثِ اَصَابِعَ وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا ٠

৩৮০৫. নুফায়লী (র.)....কা'ব ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তিন আংগুল দিয়ে খাবার খেতেন এবং আংগুল চাটার আগে রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করতেন না।

٥٠٣. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا طَعِمَ

৫০৩. অনুচ্ছেদ ঃ খাবার খেয়ে কি দু'আ পাঠ করবে ?

٣٨٠٦ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْيَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا ٠

৩৮০৬. মুসাদ্দাদ (র.).... আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দস্তরখান উঠিয়ে নেওয়ার পর এরূপ দু'আ পড়তেন ঃ (অর্থ) আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, বরকতময় শুকরিয়া এ খাদ্যের মধ্যে, যা একবার যথেষ্ট নয় এবং পরিত্যাগযোগ্যও নয়, আর না এ হতে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায়, হে আমাদের রব! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য।

٣٨٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ غَيْرِهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ ٠

৩৮০৭. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র.).... আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খানা খাওয়ার পর এরূপ দু'আ পড়তেন ঃ (অর্থ) সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে তাঁর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٣٨٠٨ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ عَقِيْلٍ الْقُرَشِىِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا .

৩৮০৮. আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র.)....আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খানা খাওয়ার এবং পানি পান করার পর এরূপ দু'আ পাঠ করতেন ঃ (অর্থ) সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্র জন্য, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন এবং খাদ্য বস্তুকে হযম করিয়ে তা বের হওয়ার জন্য রাস্তা তৈরী করেছেন (পেশাব পায়খানার মাধ্যমে)।

٥٠٤ . بَابُ فِىْ غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

৫০৪. অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার পর হাত ধোয়া সম্পর্কে

٣٨٠٩ . حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ قَالَ نَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَّامَ وَفِىْ يَدِهٖ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَاَصَابَهُ شَىْءٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ .

৩৮০৯। আহমদ ইব্ন য়ূনুস (র.)..... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় শয়ন করে যে, তার হাতে তরকারি বা গোশতের ঝোল লেগে থাকে এবং সে তা ধোয় না; এর ফলে যদি তার কোন ক্ষতি হয়, তবে তার উচিত হবে নিজকে দোষারোপ করা।

٥٠٥ . بَابُ مَا جَاءَ فِى الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ

৫০৫. অনুচ্ছেদ ঃ খানা খাওয়ার পর মেজবানের জন্য দু'আ করা

٣٨١٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ الدَّالَانِىِّ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَنَعَ اَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِىِّ ﷺ

طَعَامًا فَدَعَى النَّبِيَّ ﷺ وَاَصْحَابَهٗ فَلَمَّا فَرَغُوْا قَالَ اَثِيْبُوْا اَخَاكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَثَابَتُهٗ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ فَاَكَلَ طَعَامَهٗ وَشَرِبَ شَرَابَهٗ فَدَعَالَهٗ فَذٰلِكَ اِثَابَتُهٗ ۔

৩৮১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবূ হায়ছাম ইব্‌ন তায়হান (রা.) নবী ﷺ -এর জন্য খানা পাক করেন। তখন নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের দাওয়াত দেন। সকলের খানা-পিনা শেষ হলে তিনি ﷺ বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিনিময় প্রদান কর। সাহাবীগণ বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! তার জন্য বিনিময় কি ? তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি কারো বাড়ীতে গিয়ে তার খাবার খায় এবং পানি পান করে, তখন তার জন্য দু'আ করা উচিত। এ হলো তার বিনিময়।

٣٨١١ . حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ اِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ۔

৩৮১১. মাখ্‌লাদ ইব্‌ন খালিদ (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী ﷺ সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা (রা.)-এর নিকট যান। তিনি রুটি এবং যয়তুনের তেল তাঁর সামনে পেশ করেন। নবী ﷺ তা খেয়ে এরূপ বলেন ঃ রোযাদার ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে ইফতার করুক, নেককার লোক তোমাদের খানা খাক, আর ফেরেশতারা তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করুক।

٥٠٦ . بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيْمُهٗ

৫০৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে সব জন্তু হারাম হওয়ার কথা কুরআন-হাদীছে নেই

٣٨١٢ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ شَرِيْكٍ الْمَكِّىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَاْكُلُوْنَ اَشْيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ اَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ ﷺ وَاَنْزَلَ كِتَابَهٗ وَاَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ فَمَا اَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَاقُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ۔

৩৮১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ (র.)....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকেরা কোন কোন বস্তু খেত এবং কোন কোন বস্তুকে খারাপ মনে করে পরিহার করতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেন এবং তাঁর কিতাব নাযিল করেন, আর তাঁর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম নির্ধারণ করে দেন। ফলে তিনি যা হালাল করেন তা হালাল এবং যা হারাম করেন তা হারাম। আর তিনি যে সম্পর্কে চুপ থাকেন, তা ক্ষমার যোগ্য। এরপর তিনি ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ (অর্থ) আপনি বলুন! আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা, এ অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে; তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরুপায় হলে, (সে আলাদা ব্যাপার)। নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٣٨١٣ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا يَحْىَ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِىْ عَامِرٌ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِىِّ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَقْبَلَ رَاجِعًا مِّنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَّجْنُوْنٌ مُّوْثَقٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ اَهْلُهُ اِنَّا حُدِّثْنَا اَنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ نُدَاوِيْهِ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَاَ فَاَعْطَوْنِىْ مِائَةَ شَاةٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ هَلْ اِلاَّ هٰذَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا قُلْتُ لاَ قَالَ خُذْهَا فَلَعَمْرِىْ لَمَنْ اَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ .

৩৮১৩. মুসাদ্দাদ (র.)....খারিজা ইব্‌ন সাল্‌ত তামীমী (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট হতে ফেরার সময় পথিমধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যান, যাদের মধ্যে শিকল পরা একজন পাগল লোক ছিল। তখন পাগলের অভিভাবকরা বলে ঃ আমরা শুনেছি, তোমাদের সাথী {নবী ﷺ} উত্তম ও কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। তোমার কাছে এমন কোন জিনিস আছে কি, যা দিয়ে তুমি এ পাগলের চিকিৎসা করতে পার ?

(রাবী বলেন ঃ) তখন আমি সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেই, যার ফলে সে ভাল হয়ে যায়। তখন তারা আমাকে একশত বকরী প্রদান করে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু পাঠ করনি তো?

রাবী মুসাদ্দাদ (র.) অন্য বর্ণনায় বলেছেন ঃ তুমি এছাড়া আর কিছু পড়েছিলে নাকি ? আমি বলি ঃ না। তখন তিনি ﷺ বলেন ঃ তুমি এগুলো নিয়ে নাও। আমার জীবনের শপথ! লোকেরা তো জাদু-টোনা করে খায়, যা বাতিল। তুমি তো একটি হক এবং সত্য জিনিস পড়ে ফুঁক দিয়েছ।

٣٨١٤ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا اَبِىْ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَاَعْطُوْهُ شَاءً فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ .

৩৮১৪. উবায়দুল্লাহ (র.).... খারিজা ইব্‌ন সাল্‌ত (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তিনি তাকে তিন দিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দেন। পড়া শেষে মুখে থুথু জমা করে থুক দিতেন। ফলে সে এমন রোগমুক্ত হয়ে যায় যেন সে রশির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তখন তারা তাকে বকরী প্রদান করে। এরপর তিনি নবী ﷺ -এর কাছে আসেন। পরে তিনি মুসাদ্দাদ (র.)-এর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

آخِرُ كِتَابِ الْاَطْعِمَةِ

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা ২০০৬-২০০৭ প্র/৯৬৬৬(উ)-৫২৫০